কৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীগৌরাঙ্গ।

"বিধিলিপি," "খুল্লনা", "ভদ্রা," "শশিকলা," "অন্নপূর্ণা,"
"বামন" প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিরচিত।

প্রকাশক—বি, ব্যানার্জী এণ্ড কোং।
২৫নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সন ১৩২০ সাল।

মূল্য ১।০ মাত্র।

CALCUTTA:

PRINTED BY K. C. DATTA AT THE VICTORIA PRINTING WORKS

203/2, CORNWALLIS STREET.

PUBLISHED BY

B. BANERJEE & Co.,

25, CORNWALLIS STREET CALCUTTA.

উৎসর্গ-পত্র।

—০:০— –

যিনি বঙ্গের উজ্জ্বলরত্ন, স্বদেশহিতৈষী ও মাতৃভাষানুরাগী, যিনি স্বীয় প্রতিভা-
বলে অত্যল্পকালমধ্যেই কলিকাতার হাইকোর্টের বিচারপতির আসনে
অধিষ্ঠাপিত হইয়াছেন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলর পদে
নিযুক্ত হইয়াছেন, যিনি উদারতাগুণে ইতর ভদ্র সকল
শ্রেণীরই অভিগম্য, মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ-বশতঃ
যিনি ইহার উন্নতিকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃ-
ভাষারপ্রচলন করিয়াছেন এবং এইজন্য
যিনি প্রতি বঙ্গবাসীরই হৃদয়-
মন্দিরে অধিষ্ঠিত হইয়া সকলের
শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন
হইয়াছেন, সেই
মহানুভব

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী কে, টি

এম এ, এফ আর এ এস ; এফ আর এস ই, মহোদয়ের

কর কমলে

শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাজন গৌরাঙ্গ-দেবের

জীবন চরিত

শ্রদ্ধা ও ভক্তির চিহ্নস্বরূপ

অর্পিত হইল।

ভূমিকা।

কোন বিস্ময়কর অমানুষী মধুর চরিত্র পাঠ করিলে পাঠকের সেই চরিত্রবান ব্যক্তির উপর ভক্তির উদ্রেক হয়। এই ভক্তি স্বতঃই মনুষ্য-হৃদয়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশীয় রাজগণের গুণগরিমা শ্রবণপূর্ব্বক ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে সেই রঘুবংশ-বর্ণন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তিনি যে জন্য রঘুবংশ-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা তৎকৃত রঘুবংশ নামক মহাকাব্যের প্রারম্ভেই এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন, "তদ্গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ।"

যিনি যে বিষয় পাঠ করুন না কেন, যিনি যাহা শ্রবণ করুন না কেন, আখ্যায়িকার নায়ক নায়িকার সদ্গুণরাশি মনুষ্য-হৃদয়ে প্রতিঘাত হইয়া পাঠককে তৎপ্রতি পক্ষপাতী করিয়া তুলে। যাত্রায় কিম্বা থিয়েটারে রামচরিত্র অভিনীত হইতে শুনিলে দর্শক বা শ্রোতা রামের দুঃখকষ্ট শ্রবণ করিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে সমর্থ হন না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে; নিরীহ, সদাশয়, প্রেমপূর্ণ রামচন্দ্র গৃহে বিমাতা কৈকেয়ীর আচরণে অবস্থান করিতে না পারিয়া বনবাসী হইলেও দুর্ম্মতি রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক তাঁহার উৎপীড়ন শ্রবণ করিলে কাজেই তাঁহার জন্য মনুষ্য-হৃদয়ে সহানুভূতির উদয় হয়। প্রকৃত পক্ষে রামচরিত্র যেমন মনোহারী, গৌর-চরিত্র তাহার কোন অংশেই ন্যূন নহে। রামচরিত্রে যেমন সকলই মধুর, গৌরচরিত্রেও তেমনি সকলই মধুর। এই সুমনোহর চরিত্র পাঠ করিয়া গৌরাঙ্গদেবের জীবনী লিখিবার ইচ্ছা আমার মনে স্বতঃই উদিত হয়। তাহার কারণ এরূপ মহাপুরুষের জীবনচরিত অনেক থাকিলেও, সেগুলি পদ্যগ্রন্থ, ও সেগুলির ভাষা এখনকার প্রচলিত ভাষার ন্যায় নহে। সুতরাং মধুর চরিত্র হইলেও ভাষার কর্কশতাপ্রযুক্ত সকলের তাহা পড়িতে মন

লাগে না। তৎপরে গদ্যে লিখিত যতগুলি গৌরাঙ্গচরিত বাজারে প্রচলিত আছে তন্মধ্যে মাননীয় ৺শিশির কুমার ঘোষ প্রণীত পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। কিন্তু এখানি ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ ও ইহার মূল্য এত অধিক যে সকলের পক্ষে তাহা ক্রয় করিয়া পাঠ করা সহজ নহে। অন্যান্য গৌরাঙ্গ চরিতগুলি অতি সংক্ষিপ্ত। সুতরাং একখানি নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব, সমগ্রঘটনাসম্বলিত গৌরাঙ্গ চরিত্রের প্রয়োজনবোধে এই গ্রন্থখানি আমি জনসমীপে প্রচার করিলাম।

কোন বিষয়ের প্রথম চর্চ্চা করাই কঠিন কার্য্য। একবার কোন বিষয়ের আলোচনা হইয়া গেলে পরবর্ত্তী তদ্বিষয়ক লেখকগণের আর অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না, কারণ তাঁহারা জাজ্বল্যমান উদাহরণ সম্মুখে দেখিতে পান। কালিদাস রঘুবংশ প্রণয়নকালে এজন্য বলিয়াছিলেন, "মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।" অর্থাৎ বজ্র নামক মণি-বেধক যন্ত্রদ্বারা ছিদ্রীকৃত মণির ভিতর যেমন সূত্রের গতি হয়, তদ্রূপ বাল্মীক্যাদি মুনিগণকর্ত্তৃক কৃতদ্বার রঘুবংশের ভিতর আমার গতি হইবে। কালিদাস মহাকবি, তিনি আত্মগরিমা ক্ষালনের জন্য ঐরূপ লিখিয়া-ছিলেন। বাল্মীকি ব্রহ্মার বরে রাম না হইতেই রামচরিত্র বর্ণন করিয়া-ছিলেন, পরে কালিদাস যে ভাবে উহা বর্ণন করেন তাহাতে বিশ্বসংসার মোহিত হয়। ফলতঃ এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, একটা থাকিলে আর একটা করা সহজ হয়। গৌরাঙ্গ-চরিত্র সম্বন্ধে যে সকল কবিতাগ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহা অনেক স্থানেই দুর্ব্বোধ। সুতরাং গৌরাঙ্গচরিত্র কেহই আরামের সহিত পাঠ করিতে পারিতেন না। মাননীয় ৺শিশির কুমার ঘোষ সেই অভাব মোচন করেন। তিনি সরল ভাষায় গৌরাঙ্গ চরিত্র বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পুস্তকের মূল্য অধিক বলিয়া সচরাচর লোকে ক্রয় করিতে পারে না। অথচ বাজারে বিশদরূপে বর্ণিত গৌরাঙ্গ চরিত্র আর নাই। এই অভাব-

মোচনার্থে আমি মহানুভব ৺শিশির কুমার ঘোষের "অমিয় নিমাই চরিত" অবলম্বনে ও কয়েকখানি প্রচলিত কাব্যগ্রন্থ, যথা চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্যলীলা, চৈতন্যচন্দ্রোদয় প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকের প্রণয়ন করিলাম।

গৌরাঙ্গের জীবনী যেরূপ অদ্ভুত, যেরূপ মনোহর ও যেরূপ শিক্ষাপ্রদ, সেরূপ জীবনী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইঁহার জীবন চরিত পাঠ করিলে ইঁহাকে ভগবান্ বলিয়াই প্রতীতি জন্মে ; ফলতঃ বৈষ্ণবগণ ইঁহাকে ভগবান্ বলিয়াই পূজা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ইঁহাকে ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস না করিলেও, ইঁনি যে একজন মহাপুরুষ তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। মহাপুরুষের জীবন পাঠেও পুণ্য আছে। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।" গৌরাঙ্গের ন্যায় মহাপুরুষের সঙ্গতি লাভ এক্ষণে তাঁহার জীবনীপাঠ-ব্যতিরেকে আর কি হইতে পারে? গৌরাঙ্গ-জীবন পাঠ করিয়া আমার নিজের মনে যে ভক্তির উদ্রেক হইয়াছিল, মৎ প্রণীত এই গ্রন্থখানি তাহারই বিকাশ মাত্র, সুতরাং এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া যদি পাঠকগণের মনে কিঞ্চিন্মাত্রও ভক্তির উদ্রেক হয়, তাহা হইলে আমি আপনাকে ভাগ্যবান্ জ্ঞান করিব। ইতি।

৩০, হাজরা রোড,
পোঃ কালীঘাট,
শ্রাবণ, ১৩২০ সাল।

গ্রন্থকারস্য।

সূচিপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জন্ম ও বাল্যলীলা। ১—১৮ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিশ্বরূপের সন্ন্যাস ও পিতৃবিয়োগ। ১৯—৩২ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নিমাই ও কেশব কাশ্মিরী। ৩৩—৫১ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ ও গয়াযাত্রা। ৫২—৬০ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নিমাইয়ের কৃষ্ণপ্রেম। ৬১—৭২ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কীর্ত্তনারম্ভ, নিমাইয়ের ভগবদ্ভাব। ৭৩—৮৩ পৃষ্ঠা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নিত্যানন্দ। ৮৪—৯৪ পৃষ্ঠা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অদ্বৈতের শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি। ৯৫—১০২ পৃষ্ঠা।

নবম পরিচ্ছেদ।

হরিদাস। ১০৩—১১০ পৃষ্ঠা।

দশম পরিচ্ছেদ।

সপ্তপ্রহর ভগবদ্ভাব। ১১১—১২৪ পৃষ্ঠা।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

জগাই মাধাই উদ্ধার। ১২৫—১৩৮ পৃষ্ঠা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অদ্বৈতের শাস্তি। ১৫৪—১৫৯ পৃষ্ঠা।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মুরারির স্বপ্ন ও মৃত্যু কল্পনা। ১৬০—১৬৬ পৃষ্ঠা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সার্ঙ্গদেবের শিষ্য নির্ব্বাচন। ১৬৭—১৭৪ পৃষ্ঠা।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

কাটোয়ায় কেশবভারতী সন্নিধানে। ২০৪—২১৪ পৃষ্ঠা।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

বৃন্দাবন আর কতদূর? ২১৫—২২৩ পৃষ্ঠা।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

অদ্বৈতের বাটী সমারোহ। ২২৪—২৩২ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

নিমাইয়ের মাতৃ-সম্ভাষণ। ২৩৩—২৪৩ পৃষ্ঠা।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

নীলাচল যাত্রা। ২৪৪—২৫৪ পৃষ্ঠা।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রামানন্দ রায়। ২৯৭—৩০৫ পৃষ্ঠা।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দক্ষিণ ভ্রমণ। ৩০৬—৩২৪ পৃষ্ঠা।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নবদ্বীপের ভক্তগণের পুরী আগমন। ৩২৫—৩৩৪ পৃষ্ঠা।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নিত্যানন্দের গৃহস্থাশ্রম। ৩৫৭—৩৬৩ পৃষ্ঠা।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গৌর কীর্ত্তন। ৩৬৪—৩৭৩ পৃষ্ঠা।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রভুর নবদ্বীপ-যাত্রা। ৩৭৪—৩৮০ পৃষ্ঠা।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

গোবিন্দের গোপীনাথ, প্রভুর নীলাচল-গমন। ৩৯৬—৪০৬ পৃষ্ঠা।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বৃন্দাবন-যাত্রা। ৪০৭—৪১৮ পৃষ্ঠা।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রকাশানন্দের উদ্ধার। ৪১৯—৪৩১ পৃষ্ঠা।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সনাতনের রোগমুক্তি। ৪৩২—৪৪০ পৃষ্ঠা।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ছোট হরিদাস ও রঘুনাথ দাস। ৪৪১—৪৪৮ পৃষ্ঠা।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

গোস্বামীপ্রভাবে বৃন্দাবনে সহরনির্ম্মাণ। ৪৪৯—৪৫৯ পৃষ্ঠা।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিদাসের মৃত্যু ও জগদানন্দের বৃন্দাবনদর্শন। ৪৬০—৪৭০ পৃষ্ঠা।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীগৌরাঙ্গ।

—— ০:৺:০ ——

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জন্ম ও বাল্যলীলা।

ফাল্গুনমাসায় পুণ্যদা পূর্ণিমা তিথি। সন্ধ্যাসমাগমে পূর্ব্বগগনে নিশাকর ষোড়শ কলায় উদিত হইতেছেন, ও পশ্চিমগগনে দিনকর অস্তগমনোন্মুখ হইয়াছেন, বোধ হইতেছে যেন জগৎকারণ বিরাটমূর্ত্তি জগদীশ্বর নবদ্বীপবাসিগণের সৌভাগ্যোদয়ে বাঞ্ছামোদ-অভিলাষী হইয়া শুভমুহূর্ত্তের জন্য করতালিহস্তে অপেক্ষা করিতেছেন। নিশাকর রাহুগ্রাস-ভয়ে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছেন। দিবাকর আশ্রিতের সম্মান রক্ষায় অসমর্থ হইয়াই যেন লজ্জারক্তমুখে পশ্চিমগগন হইতে উঁকি মারিতেছেন। নলিনীবিহারী সাগরতলে নিমগ্ন হইলে কুমুদিনী-নায়ক শীতরশ্মি বিস্তারপূর্ব্বক নবদ্বীপবাসিগণকে আপ্যায়িত করিবার নিমিত্ত অগ্রগামী হইলেন। তখন সুরধুনীর নির্ম্মল সলিলে তাঁহার কমনীয় কান্তি প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। অচিরে নবদ্বীপময় হরিধ্বনি উঠিল ও শঙ্খ ঘণ্টা ও ঝাঁঝরের রোলে নগর কোলাহলময় হইল। দলে দলে মনুষ্য আসিয়া সুরধুনীজলে অবগাহন করিতে লাগিল। স্নানান্তে কেহ হরিনাম করিতে করিতে গৃহে গমন করিতে লাগিল, কেহ বা সুরধুনীর ইষ্টকময় তীর্থদেশে পুরশ্চরণে নিযুক্ত

হইল। এতাদৃশ ঘোর রোলে হরিধ্বনির মধ্যে পূর্ণকল কলঙ্কী শশাঙ্ক রাহুগ্রস্ত হইলে, অকলঙ্ক চন্দ্র সুরধুনীতীরবাসী জগন্নাথ মিশ্রের বনিতা শচীদেবীর জঠরাকাশ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। ভগবান্ বিষ্ণু নরোদ্ধারের নিমিত্ত, নররূপে অবতীর্ণ-দৈত্যকুল-বিনাশসাধনে শ্রীকৃষ্ণরূপে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি প্রেমভক্তি বিতরণ-পূর্ব্বক জীবোদ্ধারের জন্য শচীদেবীকে মাতৃরূপে আশ্রয় করিয়া ভূমিষ্ঠ হইলেন।

এই সময়ে নবদ্বীপ বিদ্বজ্জনবহুল ও সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ-পণ্ডিতগণ-সমাকীর্ণ হইয়া বঙ্গের ললামভূত হইয়াছিল। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন লোক প্রায়ই নিষ্ক্রিয় ও ভগবদ্ভক্তিবিহীন হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রেমভক্তি সঞ্চার করিবার জন্যই যেন, গৌরাঙ্গ এই স্থানেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ শচীদেবীর জঠরে যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার মাতা শচীদেবী শ্রীহট্ট জেলায় স্বামীর আবাসে শ্বশুর ও শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সেবা-পরায়ণা ছিলেন। একদা তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী স্বপ্ন দেখিলেন, কে যেন তাঁহাকে আসিয়া বলিতেছে "তোমার পুত্রবধূর জঠরে স্বয়ং নারায়ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি নবদ্বীপ ব্যতিরেকে অন্যত্র ভূমিষ্ঠ হইবেন না, অতএব তোমার পুত্রবধূকে নবদ্বীপে তোমার পুত্রের নিকট পাঠাইয়া দেও।" এই স্বপ্ন দেখিয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণী স্বীয় ভর্ত্তার সহিত পরামর্শ করিয়া শচীদেবীকে নবদ্বীপে পুত্র জগন্নাথ মিশ্রের নিকট পাঠাইয়া দেন। ইতঃপূর্ব্বে শচীদেবীর সাতটী কন্যা হইয়া সকলেই শৈশবে কালগ্রাসে পতিত হয়। তাঁহার অষ্টম গর্ভে একটী পুত্র হয়, তাহার নাম বিশ্বরূপ। নবমগর্ভজাত গৌর; তপ্তকাঞ্চনবর্ণ ছিলেন বলিয়া, তিনি গৌর অথবা গৌরাঙ্গ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের বাটীতে একটী প্রকাণ্ড নিম্ববৃক্ষ ছিল, ইহার তলদেশে সূতিকাগৃহে গৌরের জন্ম বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে নিমাই বলিয়া ডাকিত।

জগন্নাথ মিশ্র বনিতার নিকট মাতার স্বপ্নবৃত্তান্ত অবগত হইয়া, এই পুত্র বিশ্বকে ভরণ করিবে জ্ঞানে ইঁহার নাম বিশ্বম্ভর রাখিয়াছিলেন; এবং পরে যখন সংসার ত্যাগ করিয়া নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন তিনি কৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মনুষ্যশিশু সচরাচর গর্ভসঞ্চার হইতে দশম মাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে, কিন্তু গৌরচন্দ্র শচীদেবীর জঠরে ত্রয়োদশ মাস অবস্থান করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। সদ্যোজাত পুত্র স্বাভাবিক যত বড় হইয়া থাকে, গৌর তদপেক্ষা বৃহতায়তন হইয়াছিলেন। গণেশজননী গণদেবকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া যেরূপ শোভা বিস্তার করিয়াছিলেন, শচীদেবীও নিমাইকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া সূতিকাগারে তদ্রূপ শোভা বিস্তার করিলেন। শচীদেবীর পুত্রসন্তান হইয়াছে অবগত হইয়া, দলে দলে প্রতিবেশী রমণীগণ দেখিতে আসিলেন। সকলেই শচীদেবীর এই অকলঙ্ক চন্দ্র দর্শন করিয়া প্রীতিলাভ করিলেন। নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের বন্ধুস্থানীয় যাবতীয় পুরুষ, এই শুভসংবাদে, তাঁহাকে আপ্যায়িত করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। এই সকল বন্ধুজনমধ্যে অদ্বৈত আচার্য্য নামে একব্যক্তি আগমন করিয়াছিলেন। ইনি পরম ধার্ম্মিক, পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। জীব সর্ব্বদাই অসৎ-পথবর্ত্তী হইতেছে দেখিয়া ইনি বড় তাপিত হইতেন। এইজন্য ইনি নারায়ণকে অবতাররূপে ধরাধামে আনয়ন করিবার জন্য একান্ত মনে স্বগৃহস্থ শালগ্রামে তুলসীচন্দন অর্পণ করিতেন ও সর্ব্বদাই তাঁহার চিন্তায় ও তাঁহার নাম জপে নিযুক্ত থাকিতেন। শচীদেবীর গর্ভের সঞ্চার হইলেই এই সাধু পুরুষের হৃদয়মন্দিরে কে যেন সংবাদ আনিল যে, শচীদেবীর জঠরে তোমার অভীপ্সিতদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এজন্য তিনি একদা জগন্নাথের বাটী আগমনপূর্ব্বক শচীদেবীর গর্ভবন্দনা করিয়াছিলেন। অদ্য হৃষীকেশের জন্ম হইবে, তিনি পূর্ব্ব হইতেই পরিজ্ঞাত হইয়া, স্বীয় বাসস্থান শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপের বাটীতে

আগমন করিয়াছেন; এবং তাঁহার জন্মগ্রহণের অব্যবহিত পরেই পরমবন্ধু জগন্নাথ মিশ্রের বাটী উপনীত হইলেন। পুত্রজন্মহেতু সকলেই আনন্দে বিভোর; এদিকে শচীদেবী "পুত্র স্তন্য পান করেনা" বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্রকে ক্রোড়ে লইয়া শচীদেবী নয়নের জলে ভাসিয়া যাইতেছেন ও বলিতেছেন "সাত কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া সকলেই পলাইল, বহুকষ্টে এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুত্র পাইয়াছিলাম, কিন্তু বিধির কি বিড়ম্বনা, শিশু স্তন্যপানে বিমুখ। সদ্যোজাত পুত্র স্তন্যপান না করিলে কি প্রকারে জীবিত থাকিবে? এই পুত্র যদি স্তন্যপানপরাঙ্মুখ হইয়া জীবনত্যাগ করে, তবে আমিও সুরধুনী-সলিলে জীবনবিসর্জ্জন করিব।"

এই সংবাদ অচিরে সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল। জগন্নাথের প্রতিবেশিনী গৃহিণীগণ শচী দেবীর দুঃখে দুঃখিতা হইয়া সত্বর তথায় উপস্থিত হইলেন। পুত্রকে স্তন্যপানবিমুখ দেখিয়া সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে জনৈক প্রৌঢ়া গৃহিণী শচীদেবীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "ভয় নাই, বালকের প্রতি ষষ্ঠী দেবীর অনুগ্রহ হইয়াছে, তুমি ইহাকে বৃক্ষোপরি স্থাপিত কর, তাহা হইলে ইহার ক্রন্দন ক্ষান্ত হইবে।" গৃহিণীবাক্যে প্রবোধিতা শচীমাতা বালককে তরুর উপরে রক্ষা করিয়া, একান্ত কাতর-হৃদয়ে নিম্ববৃক্ষমূলে সূতিকাগৃহে ক্রন্দন করিতেছেন, ইত্যবসরে অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহার নিকট সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। শোকাভিভূতা শচীদেবী অদ্বৈত আচার্য্যের উত্তরে কহিলেন "বড় ভাগ্যে আমি কোটিচন্দ্রপ্রভবদন সুকুমার পুত্র ক্রোড়ে পাইলাম, কিন্তু হতভাগিনীর ভাগ্যদোষে পুত্রটী ভূমিষ্ঠ অবধি স্তন্যপান করিতেছে না। প্রতিবেশিনী গৃহিণীগণের পরামর্শে তাহাকে ঐ নিম্ববৃক্ষে রক্ষা করিয়াছি।" পরম কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য অদ্বৈত আচার্য্য সংযোজিতকরযুগলে বালকসকাশে গমনপূর্ব্বক কহিলেন "প্রভো! ভূমিষ্ঠ হইয়াই আপনি জননীকে দুঃখপাথারে ভাসাইতেছেন,

আপনার চরিত্র অতীব অদ্ভুত।” অদ্বৈত আচার্য্যের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়াই সদ্যোজাত গৌরচন্দ্র তাঁহাকে জানাইলেন “অপবিত্র-কলেবরা জননীর স্তন্য আমি কি প্রকারে পান করিব?” বিদ্বান্, ভক্তিসম্পন্ন অদ্বৈত প্রভুবাক্য হৃদয়ে অবগত হইয়াই শচীদেবীর নিকট গমনপূর্ব্বক বিনয়সম্ভাষণে কহিলেন, “দেবি! আপনি স্নানান্তে উত্তম বসন পরিধানপূর্ব্বক মৎসকাশে আগমন করুন, আমি আপনার কর্ণে মহামন্ত্র দান করিলে, দেখিবেন শিশু অবিলম্বে স্তন্যপান করিবে।” অনন্তর শচীদেবী স্নানান্তে উত্তম বসন পরিধানপূর্ব্বক অদ্বৈত-আচার্য্যদত্ত হরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া শিশুকে স্তন্যদান করিলে, শিশু অকাতরে পান করিল। তখন অদ্বৈত, জগন্নাথ প্রভৃতি সকলে মিলিত হইয়া হরিধ্বনি করিলেন।

সচরাচর সদ্যোজাত শিশু অপেক্ষা সুদীর্ঘায়তন, গৌরবর্ণ, উন্নতনাসিক, প্রিয়দর্শন, বালক শচীদেবীর যত্নে শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এই পরমসুন্দর শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া নারীগণ সর্ব্বশরীর অমৃতসিক্ত জ্ঞান করিতেন। ক্রন্দন করিলে বালক নিমাই কিছুতেই শান্ত হইতেন না। কিন্তু হরিনাম শ্রবণমাত্র তিনি ক্রন্দনে বিরত হইতেন। ক্রমে শিশু হস্তদ্বয় ও জানু ভর করিয়া চলিতে শিখিলেন, তখন পাছে নিমাই সুরধুনী-জলে নিপতিত হন বা পাছে রাজপথে উপস্থিত হন, এই ভয়ে সকলেই শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। জানু ও করতলে ভর দিয়া যখন নিমাই চলিয়া বেড়াইতেন, তখন তাঁহার যে অপূর্ব্ব শোভা হইত, তাহা শচীদেবী ও অপরাপর রমণীগণ চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মানা হইয়া নির্নিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেন। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ দর্শন করিলে তাঁহাদের হৃদ্‌পদ্ম আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া উঠিত। যিনি ব্রহ্মাণ্ডকে উদরে ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে জঠরে ধারণ করিয়া শচীদেবী দেবকীর ন্যায়

আপনাকে ভাগ্যবতী জ্ঞান করিলেন। শিশু নিমাই অতীব চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, একারণ শচীদেবীও বিব্রত হইয়া পড়িলেন। বিশেষ একদিবস নিমাই প্রাঙ্গনে একটী সর্প দেখিয়া তাহাকে ধরিলেন। শচীমাতা একান্ত ভীতা হইয়া গরুড় স্মরণপূর্ব্বক বালককে সর্প ছাড়িয়া দিতে কহিলেন। কিন্তু কাহায়ও এমন সাহস হইল না যে নিকটে গমনপূর্ব্বক বালককে অন্তরিত করেন। যতই মাতা ও অন্যান্য সকলে সর্প পরিত্যাগ করিবার অনুনয় করিতেছেন, ততই নিমাই সর্পের উপর গড়াগড়ি দিয়া হাস্য করিতেছেন। সকলের ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া অনন্তদেব তথা হইতে অপসৃত হইলে, সকলে নিমাইকে ক্রোড়ে তুলিয়া চুম্বন করিলেন।

যখন সেই সুন্দরমূর্ত্তি, হসিতাধর বালক যুগলচরণে ভর দিয়া হাঁটিতে শিখিলেন, তখন জগন্নাথ, শচীদেবী ও বিশ্বরূপ সকলেই শঙ্কান্বিত হইলেন, পাছে বালক কোন অপরিচিত স্থানে গমন করেন। একদা স্বর্ণাভরণভূষিত বালক রাজবর্ত্মে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে তাহাকে সহায়হীন অবলোকনপূর্ব্বক মেষমালী নামক জনৈক তস্কর শিশুর দেহশোভন স্বর্ণালঙ্কারের লোভে তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক পলায়ন করিল। শচীদেবী গৌরাঙ্গহারা হইয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন, অন্যান্য সকলে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া সকলেই চিন্তার্ণবে নিমগ্ন হইলেন; এমন সময়ে নিমাই দ্রুতপদে আগমনপূর্ব্বক পিতৃক্রোড়দেশে আরোহণ করিলেন। 'কোথায় গমন করিয়াছিলে' জিজ্ঞাসা করিলে নিমাই কহিল "একজন লোক আমাকে লইয়া গিয়াছিল এবং সেই পুনরায় রাখিয়া গেল।" প্রকৃত কথা, মেষমালী দস্যু, নৃশংস ও নরহন্তা হইলেও এই সুন্দর শিশুর অঙ্গস্পর্শে তৎপ্রতি তাহার স্নেহ-উৎস উথলিয়া উঠিল। তাঁহাকে হনন করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে গৃহসন্নিধানে নামাইয়া দিল, এবং আপনাকে চিরপাপাসক্ত জ্ঞানে তাহার হৃদয়ে অনুতাপ ও বৈরাগ্যের

উদয় হইল। তখন সে সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল। বাগ্‌দেবীর স্পর্শে যেমন পাপাধম নরপিশাচ বাল্মীকি কবিশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন, গৌরাঙ্গস্পর্শে দস্যু মেষমালীও সাধুশ্রেষ্ঠ হইলেন।

বালকের জন্মাবধি ইঁহার মাতাপিতা ও অন্যান্য স্বজনবর্গ অলৌকিক ঘটনাবলী দৃষ্টে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। কখন বা শচীমাতা শিশুবক্ষঃস্থলে শ্যমন্তক-প্রভা দর্শন করিতেন, কখন বা দিব্যজ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি সকল গৃহমধ্যে বিচরণ করিতে দেখিতেন। ইহাদিগকে ডাকিনী-যোগিনী, জ্ঞানে ভয়বিহ্বলা শচীমাতা থূৎকারদ্বারা পুত্রের সর্ব্বাঙ্গ অশৌচ করিয়া দিতেন এবং বিপদ্ভয়ভঞ্জন মধুসূদনের নাম গ্রহণ করিতেন, যেন এই সকল উপদেবতা তাঁহার পুত্রের অঙ্গ স্পর্শ করিতে না পারে।

একদা রজনীযোগে শচীদেবী পুত্রক্রোড়ে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে নানাপ্রকার দিব্যজ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি তাঁহার নয়নগোচর হইল। এতাদৃশ অলৌকিক দৃশ্য দর্শনে অনভ্যস্তা শচীদেবী পুত্রের রক্ষাসাধন কামনায় তাঁহাকে পিতৃপ্রকোষ্ঠে গমন করিতে বলিলেন এবং পতিকে ডাকিয়া প্রত্যুৎগমনপূর্ব্বক পুত্রকে সঙ্গে লইবার অনুনয় করিলেন। পুত্র মাতৃপ্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গমন করিলে তদীয় শূন্য পদে নূপুরধ্বনি শ্রবণপূর্ব্বক শচীদেবী স্তম্ভিতা হইলেন। জগন্নাথ মিশ্র বহির্গমন পূর্ব্বক তদ্রূপ শব্দ শ্রবণ করিয়া বনিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "নিমাইয়ের পায়ে কোন অলঙ্কার দিয়াছ কি?" শচীদেবীর উত্তর শুনিয়া জগন্নাথ পুত্রকে ক্রোড়ে লইলেন, তখন বালকের শূন্যপদে নূপুরধ্বনি অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় জ্ঞানে শচীদেবী নিজপতিকে বালকের মঙ্গল হেতু প্রতীকারসাধনে তৎপর হইতে কহিলেন।

শচীনন্দন নিমাই যতই বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, ততই তিনি দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলেন। প্রতিবেশী বালকবৃন্দ সহ তিনি সুরনদীতীরে

ধূলিক্রীড়ায় নিযুক্ত হইলেন। চম্পকবর্ণাঙ্গ ধূলিধূসরিত দেখিয়া শচীমাতার মনে বড়ই কষ্ট হইত। পুত্রকে ধরিতে গেলে কখন নিমাই গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া ভাণ্ড ভাজনাদি সমস্ত ভঙ্গ করিয়া দিতেন, কখন বা অশুচি আঁস্তাকুড় স্থানে গিয়া দণ্ডায়মান হইতেন। শচীদেবীর ইচ্ছামত জগন্নাথ মিশ্র ব্রাহ্মণ ও গণক আনয়নপূর্ব্বক যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন, কিন্তু তথাপি পুত্রের সুমতি হইল না। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, উপদেবতা-প্রভাবে নিমাই এইরূপ ব্যবহার করিতেন। একদিবস শচীদেবীতাড়িত নিমাই অশুচিস্থানে দণ্ডায়মান হইলে. মাতা তাঁহাকে তিরস্কার আরম্ভ করিলেন, তখন বিশ্বম্ভর মাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "শুচি ও অশুচি জগতে কিছুই নাই ; ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতে জগৎ নির্ম্মিত, ইহা ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই এবং জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যখন সর্ব্বত্রই বিরাজিত, তখন আবার শুচি অশুচি ভেদ কেন ?" শচীদেবী তনয়ের ঈদৃশ সদর্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিতান্তঃকরণে তাঁহাকে ধারণপূর্ব্বক সুরধুনীজলে স্নান করাইলেন। অনন্তর পুত্র ক্রোড়ে লইয়া গৃহে উপস্থিত হইলে, তিনি স্বামী সকাশে পুত্রের চরিত্র বর্ণন করিলেন। জগন্নাথ তচ্ছ্রবণে সানন্দহৃদয়ে পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। নিমাইয়ের অঙ্গস্পর্শে তাঁহারা অপার আনন্দ অনুভব করিতেন ; তাঁহার আধ আধ বোলে পুলকিতাঙ্গ হইয়া সকল ঐশ্বর্য্য ভুলিতেন।

অপর একদিবস নিমাই কুপিত হইয়াছেন। মাতার অনুনয়, বিনয়, প্রলোচনায় মুগ্ধ হইলেন না। তখন শচীদেবী যষ্টিহস্তে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। নিমাই অমনি অশুচিস্থানে গমনপূর্ব্বক বর্জ্জিত মৃত্তিকাভাণ্ডোপরি দণ্ডায়মান হইলেন। প্রথমতঃ শচীদেবী প্রিয়বচনে কহিলেন "বৎস! কুলীনব্রাহ্মণপুত্র হইয়া এতাদৃশ বিগর্হিত কর্ম্ম করিলে সকলের নিন্দনীয় হইতে হয়, সুতরাং সত্বর আগমনপূর্ব্বক সুরধুনীজলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ধৌত করিয়া ক্রোড়ে অধিষ্ঠিত হও। তোমার

কষিতকনকগৌর অঙ্গে কালি মাখিয়া সকলঙ্ক-শশাঙ্কশোভা ধারণ করিয়াছ, তুমি আমার অকলঙ্ক চন্দ্র, সুতরাং এ কু-অভ্যাস পরিত্যাগ কর।" মাতৃবাক্যে বিশ্বম্ভর কুপিত হইয়া বলিলেন "আমি তোমাকে বার বার বলিলেও তুমি বুঝিবে না, অশুচি অশুচি বলিয়া আমাকে বিরক্ত কর। আমার নিকট শুচি অশুচি কিছুই নাই।" এই বলিয়া একখণ্ড ইষ্টকদ্বারা তাঁহার মস্তকে আঘাত করিলেন। ইষ্টকপ্রহারে শচীমাতা মূৰ্চ্ছিত হইয়া ধরাশায়িনী হইলে, স্বয়ং নিমাই "মা মা" রবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পুরনারীগণ এই সংবাদে সত্বর সেই স্থানে আগমনপূর্ব্বক জলসেচন ও ব্যজনদ্বারা শচীর চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। মাতা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র বিশ্বম্ভরকে ডাকিতে লাগিলেন। পুত্র নিকটে আগমন করিলে মাতা প্রসারিত-হস্তে তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বদন চুম্বন করিলেন। অনন্তর বসনাঞ্চলে পুত্রের অশ্রুসিক্ত বদনমণ্ডল মুছিয়া ফেলিলেন। তৎপরে গঙ্গাজলে তাঁহার দেহকালিমা ধৌত করিলে, শচীদেবী দেখিলেন, তাঁহার পুত্রের বদনমণ্ডল সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ও তাহা হইতে কোটিদিনকরচ্ছটা প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার হস্তপদাদি ও নখরসমূহ কোটিদিবাকর-তেজে দীপ্তি পাইতেছে, তাঁহার সুবলিত তনুশোভায় মদনও কুৎসিত বলিয়া পরিগণিত। তনয়ের এই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া শচী ত্রাসযুক্তা হইলেন। তখন বালকের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ স্মরণপথে উদিত হওয়ায় তাঁহার ধ্রুব জ্ঞান হইল, নিশ্চয়ই এই পুত্র জ্যোতির্ম্ময় সনাতন নারায়ণ-অংশে অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিবামাত্র পুত্রভাবে সমস্ত ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া গেলেন।

নিমাই বালক হইলেও অদ্ভুত নৃত্য করিতে পারিতেন। তিনি শচীদেবীর সমক্ষে নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতেন। এই নৃত্য দর্শন করিয়া মাতার অঙ্গ পুলকিত হইত। শিশুর এই নর্ত্তনে

এমনই এক মাধুরী ছিল যে, প্রতিবেশিনী রমণীগণ নিমাইকে সন্দেশ ও কদলী প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার সেই নৃত্য দেখিত। চারি বৎসরের শিশুর সেই পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ-বদন, অধরে সুধার হাসি, সুগঠিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বিস্তৃত উরঃস্থল, ক্ষীণমধ্য, তাহার উপর শচীদেবী কর্ত্তৃক চূড়াবদ্ধকেশ,—যে দেখিত, তাহারই হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উৎপন্ন হইত। তদুপরি যখন বালক ক্ষুদ্র বর্ত্তুলভুজ ঊর্দ্ধে তুলিয়া অঙ্গভঙ্গী-সহকারে নৃত্য করিত, তখন দর্শকগণ আর আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাহাদের হৃদয় নিমাইয়ের সঙ্গে সঙ্গেই নাচিত, হেলিত, দুলিত। দেখিতে দেখিতে সকলেরই মনে যশোদানন্দন গোপাল বলিয়া ধারণা হইত।

নিমাইয়ের বয়ঃক্রম ক্রমে পাঁচ বৎসর হইল। পিতার স্নেহের পুত্তলী, মাতার নয়নরঞ্জন পুত্রের সোণার অঙ্গে কখন তাঁহারা আঘাত করেন নাই। জননী ভৎসনা করিতেন সত্য, কিন্তু নিমাই তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। এই বালক-পুত্রের জ্ঞান দর্শনে ও কথার পারিপাট্য শ্রবণে নিমাইয়ের জনক জননী স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন। একদিবস জগন্নাথ নিজ প্রকোষ্ঠের দাওয়ায় উপবিষ্ট আছেন। নিমাইকে ডাকিয়া তিনি প্রকোষ্ঠমধ্য হইতে একখানি পুঁথি আনয়ন করিতে বলিলেন। নিমাই প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র জগন্নাথ রুণু রুণু ঘুঙ্ঘুর শব্দ শুনিয়া শচীদেবীকে ডাকিয়া শুনাইলেন। নিমাই পুঁথিখানি পিতাকে দিয়া ক্রীড়ার্থে বহির্গত হইলে, জগন্নাথ দেখিলেন, মেঝিয়ার উপর নিমাইয়ের পদের ন্যায় ক্ষুদ্র ধ্বজবজ্রাঙ্কুশলাঞ্ছিত পদচিহ্ন পড়িয়াছে। শচীদেবী ও জগন্নাথ উভয়ে বিস্মিত হইলেন এবং স্থির করিলেন, গৃহে যে বালগোপাল আছেন, তিনিই নিশ্চয় ঘুঙ্ঘুর ধ্বনি করিয়া বিচরণ করেন। সুতরাং ভাল করিয়া তাঁহার পূজা দিবার মত প্রকাশ করিলেন। নিমাই ইহাতে বড় তুষ্ট; বালগোপালের জন্য নৈবেদ্য প্রস্তুত হইলে, নিমাই যেখানেই থাকিতেন, দৌড়িয়া আসিয়া তাহার ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইতেন। মাতা তিরস্কার

করিয়ে বলিতেন "আমি খাইলেই গোপাল তুষ্ট, তাহা কি তুমি জান না?" শচী উপায়ান্তর না পাইয়া বালগোপালের নিকট ক্ষমা প্রার্থনাপূর্ব্বক তাঁহার অবোধ পুত্রের রক্ষাসাধন করিবার নিমিত্ত মিনতি করিতেন। নিমাইকে তিনি কাঁদাইতে সাহস করিতেন না। নিমাই ক্রন্দন আরম্ভ করিলে সহজে সে ক্রন্দন আর থামিত না, এবং চক্ষু দিয়া এত অশ্রু নিপতিত হইত যে, তাহা তাঁহাদিগের ভয়ের কারণ হইয়া উঠিত। কখন কখন বা নিমাই ক্রন্দন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। এক দিবস নিমাই অকস্মাৎ ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। নিমাইকে শান্ত করিবার জন্য হরিনাম প্রভৃতি সকল উপায় অবলম্বন করিয়াও কোন ফল দর্শিল না। তখন শচী একান্ত অধীরা হইয়া নিমাইকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন "তুমি কেন ক্রন্দন করিতেছ? যাহাতে তোমার অভিরুচি হয় বল, আমি তাহাই দিব।" নিমাই তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন "আমি হিরণ্য ভাগবত ও জগদীশ পণ্ডিতের বাড়ী যে একাদশীর নৈবেদ্য সজ্জিত হইয়াছে, তাহাই খাইব।" তখন শচীমাতা বিনীতভাবে কহিলেন "বাবা, অমন কথা বলিতে নাই, ও ঠাকুরের দ্রব্য, ঠাকুর যাহাতে রুষ্ট হন, এমন কার্য্য করিতে নাই। তোমাকে বাজার হইতে সেই সকল দ্রব্য আনয়ন করিয়া দিব।" নিমাই পুনরায় ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। প্রতিবেশী ব্রাহ্মণদ্বয় এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া রহস্য দর্শনার্থ জগন্নাথের বাটী আগমন করিলেন। তাঁহারা তদবস্থ বালকের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ও অপরিণতবয়স্ক বালক সে দিন একাদশী, তাহা কি প্রকারে বুঝিল এই আন্দোলন করিয়া, বালকের শরীরে গোপাল অধিষ্ঠিত জ্ঞানে, সেই নৈবেদ্য দুইখানি আনয়নপূর্ব্বক তাহার নিকট দিয়া কহিলেন "তুমিই গোপাল। তুমি খাইলেই গোপাল তৃপ্তিলাভ করিবেন।" নিমাই নৈবেদ্য পাইয়া কিয়দংশ ভক্ষণ করিলেন, আর কিয়দংশ ইতস্ততঃ প্রক্ষেপ করিলেন।

এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া পাড়ার গৃহিণীগণ একবাক্যে শচীদেবীকে ষষ্ঠীদেবীর পূজা করিতে পরামর্শ দিলেন। শচীও তাঁহাদের পরামর্শানুসারে ষষ্ঠীদেবীর পূজায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু নিমাই অবগত হইলে পূজার সমস্ত দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিবে, এজন্য অতি গোপনে দ্রব্যাদি আনয়ন করিয়া একখানি নৈবেদ্য প্রস্তুত করিলেন এবং উহা অঞ্চলাবৃত করিয়া ষষ্ঠীদেবীর নিকট গমন করিতে লাগিলেন। গৃহ হইতে বহুদূর গমন করিলে শচীমাতা ভাবিতেছেন, নিমাই শুভাদৃষ্টবশতই এবার জানিতে পারে নাই, এজন্য হর্ষভরে তিনি দ্রুতপদে গমন করিতেছেন, ইতিমধ্যে সম্মুখ হইতে নিমাই আসিয়া মাতার গতিরোধ করিয়া, কহিলেন "মা! অঞ্চলাবৃত ও কি খাদ্যদ্রব্য লইয়া যাইতেছ? আমাকে দেও, আমি উহা খাইব।" মাতা জিভ কাটিয়া নিমাইকে কত বুঝাইলেন। নিমাই সে সমুদয় কথায় কর্ণপাত না করিয়া মাতার নিকট হইতে নৈবেদ্য লইয়া ভক্ষণ করিতে করিতে কহিলেন "আমি খাইলেই ষষ্ঠীদেবী তুষ্টা হইবেন, তোমাকে কতবার বলিয়াছি, তুমি ত বুঝিবে না।" শচীদেবী সহচরী রমণীগণকে কহিলেন "আমার পাগল পুত্রের পাগলামী শুনিলে ত?" অনন্তর তিনি ষষ্ঠীদেবীর নিকট গমনপূর্ব্বক নিমাইয়ের মঙ্গলার্থে প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু নিমাইয়ের পীড়ার তাহাতে উপশম হইল না। তাহার স্বভাব যেরূপ সেইরূপই রহিল। কিন্তু তাঁহার এমনিই মোহিনীমূর্ত্তি ও এমনিই এক অমায়িক ভাব ছিল যে, প্রতিবেশী গৃহস্থগণ কখন তাঁহার উপর বিরক্ত হইত না। সকলেই তাঁহাকে দেখিলে খই, কলা, সন্দেশ প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য, যাহার যেরূপ থাকিত, তাঁহাকে দিয়া তুষ্ট করিত। কখন কখন নিমাই কাহারও বাড়ী কিছু না পাইলে তাহাদের ভাণ্ড ভাজনাদি যাহা পাইতেন ভাঙ্গিয়া দিতেন। নিমাইকে ধৃত করণও বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। তিনি এইরূপ অনিষ্টসাধনপূর্ব্বক প্রায়ই পলায়ন করিতেন। যদি কখন কাহারও নিকট ধরা পড়িতেন, তখন তাহার নিকট ক্ষমা

প্রার্থনা করিতেন এবং আর কখনও এরূপ কার্য্য করিবেন না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেন।

দৈবযোগে এক দিবস একটী ব্রাহ্মণ জগন্নাথের গৃহে অতিথি হইলেন। তিনি অতীব সুকৃতিসম্পন্ন, শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশে তীর্থ পর্য্যটন করিয়া ভ্রমণ করেন। তাঁহার কণ্ঠভূষণ বালগোপাল শালগ্রাম। এই বালগোপালের নৈবেদ্য ব্যতিরেকে তিনি আর কোন দ্রব্যই আহার করিতেন না। মুখে অনবরত কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করেন। তদীয় তেজঃ প্রভাব অবলোকন পূর্ব্বক জগন্নাথ তাঁহাকে সম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন। অনন্তর স্বহস্তে তাঁহার পদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক বসিবার আসন দিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসিলেন। বিপ্রবর কহিলেন "আমি উদাসীন, দেশ দেশান্তরে পর্য্যটন করিয়া বেড়াই।" জগন্নাথ পুনরায় প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন "আপনি মহানুভব, জগতের ভাগ্যেই আপনার পর্য্যটন। এক্ষণে অনুমতি দান করিলে আপনার রন্ধনের আয়োজন করি।

দ্বিজবরের সম্মতি পাইয়া জগন্নাথ রন্ধন সজ্জা করিয়া দিলে, বিপ্র পরমসন্তোষসহকারে রন্ধন করিলেন। অনন্তর অন্নব্যঞ্জনাদি একত্র লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিতেছেন, ইত্যবসরে শচীনন্দন গৌরসুন্দর ধূলাময়সর্ব্বাঙ্গে তথায় আগমনপূর্ব্বক বিপ্রের অন্ন হইতে এক গ্রাস ভক্ষণ করিলেন। চঞ্চল বালককে অন্ন ভক্ষণ করিতে দর্শন করিয়া দ্বিজপ্রবর "হায় হায়" করিয়া উঠিলেন। সেই রবে আকৃষ্ট হইয়া জগন্নাথ মিশ্র তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, গৌরসুন্দর অন্নভক্ষণ করিয়া আনন্দে হাস্য করিতেছেন। জগন্নাথ পুত্রের ঈদৃশ ব্যবহারে ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া বালককে আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। অমনি বিপ্রবর তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক কহিলেন "অজ্ঞান বালককে আঘাত করিয়া কোন ফলোদয় হইবে না।" ব্রাহ্মণ শপথ দিয়া তাঁহাকে নিষেধ করিলে, জগন্নাথ মস্তকধারণপূর্ব্বক

উপবিষ্ট হইলেন। মিশ্রকে ম্রিয়মাণ অবলোকনপূর্ব্বক বিপ্রবর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "মিশ্রবর! তুমি ইহাতে দুঃখিত হইও না। সমস্ত কার্য্যই ঈশ্বরাধীন, সুতরাং ইহা লইয়া দুঃখ প্রকাশ করা নির্ব্বোধের কার্য্য। গৃহে যদি ফলমূল থাকে, তাহাই আনয়ন করিয়া দেও, তাহাতেই নারায়ণের ও আমার পরিতোষ লাভ হইবে।" মিশ্র তচ্ছ্রবণে ব্যথিতচিত্তে কহিলেন "প্রভো! যদি আমাকে ভৃত্য বলিয়া দয়া করেন, তবে আমার নিবেদন, গৃহে সমস্তই প্রস্তুত, পুনরায় আয়োজন করিয়া দিই, আপনি রন্ধন করুন।"

জগন্নাথের কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া বিপ্র পুনরায় রন্ধন করিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন সানন্দে গোময়দ্বারা স্থান পরিষ্কৃত করিয়া পুনরায় রন্ধনোপযোগী দ্রব্যাদি আনয়ন করিয়া দিলেন এবং শচীকে আদেশ করিলেন "পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া অন্যত্র গমন কর। যাবৎ ব্রাহ্মণের পাককার্য্য ও ভোজন সমাধা না হয়, তাবৎ তাহাকে অন্য কাহারও গৃহে লইয়া রক্ষা কর।"

জগন্নাথবাক্যে শচী পুত্র-ক্রোড়ে অন্যত্র গমন করিলেন। তথাকার রমণীগণ সকলেই নিমাইকে কহিল "তোমার এ কিরূপ রীতি? ব্রাহ্মণের অন্ন কি কখন ভক্ষণ করে?" নিমাই কহিলেন "আমার ইহাতে দোষ কি? ব্রাহ্মণই ত আমাকে ডাকিল।" তখন রমণীগণ পুনরায় কহিলেন "তুমি কাহার অন্ন খাইলে? ও কোথাকার কি ব্রাহ্মণ কিছুরই ঠিক নাই। তাহার অন্ন তুমি খাইলে, তোমার ত জাতি গিয়াছে। নিমাই তখন অম্লানবদনে কহিলেন "আমি ত গোপ, আমি ব্রাহ্মণের অন্ন খাইয়া থাকি।" গৌরাঙ্গ এই প্রকারে আপন পরিচয় প্রদান করিলেও মায়াজালে মুগ্ধা রমণীগণ তাহার কিছুই অনুধাবন করিল না। সকলেই তাঁহার মধুমাখা বাক্যে আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া

তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে তিনি যাঁহার যাঁহার ক্রোড়ে গমন করিলেন, সকলেই পরমানন্দে নিমগ্ন হইলেন।

এদিকে জগন্নাথগৃহে ব্রাহ্মণ রন্ধনকার্য্য পুনরায় সম্পন্ন করিয়া সেই অন্ন শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিতে বসিলেন। অন্তর্যামী গৌরচন্দ্র তৎক্ষণাৎ অলক্ষিত ভাবে তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক নিজ গৃহে ব্রাহ্মণসমীপে উপনীত হইয়া হাস্য করিতে করিতে সেই অন্ন এক মুষ্টি গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করিলেন। এবার গৌরচন্দ্র তথা হইতে পলায়ন করিলেন। ব্রাহ্মণের "হায় হায়" শব্দে জগন্নাথ ব্যাপার অনুধাবনপূর্ব্বক বালককে শাস্তি দিবার জন্য তাহার অনুসরণ করিলেন। বালক দৌড়িয়া পলায়ন করিল। অনন্তর সকলেই জগন্নাথকে ধরিয়া প্রবোধদান পূর্ব্বক কহিলেন "অবোধ ব্যক্তিরাই অবোধ বালকের শাস্তি বিধান করেন। তোমার পুত্র চঞ্চলমতি, তাহাকে প্রহার করিলে তাহার জ্ঞানোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই।" তখন সেই তৈর্থিক ব্রাহ্মণ জগন্নাথের হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিলেন "ইহাতে বালকের কোন দোষ নাই। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অদ্য আমাকে অন্ন ভোজন করাইবেন না, এজন্য বালকের ঈদৃশী মতি হইয়াছে, নতুবা ক্রীড়াপর বালক বার বার কেন এরূপ কার্য্য করিবে?"

ব্রাহ্মণজন্য তাপিতহৃদয় জগন্নাথ অবনতমস্তকে বসিয়া আছেন। এমন সময়ে বিশ্বরূপ তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। তদীয় স্কন্ধারোপিত দুগ্ধফেননিভ শুভ্র যজ্ঞোপবীত, নিরুপম অঙ্গলাবণ্য, ব্রহ্মতেজঃসমন্বিত দিব্যজ্যোতির্ব্বিশিষ্ট কলেবর অবলোকন করিয়া তৈর্থিক ব্রাহ্মণ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসিলেন। তিনিও জগন্নাথ মিশ্রের তনয়, এই পরিচয় পাইয়া সন্তোষসহকারে বিপ্র তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন "ধন্য মাতা পিতা যার এ হেন নন্দন!" তখন বিশ্বরূপ বিপ্রকে নমস্কার

করিয়া কহিলেন "আপনার মত অতিথি যাহার গৃহে উপস্থিত হয়, তাহার মহাভাগ্যোদয় বলিতে হইবে। আপনি আপনার আনন্দে বিভোর হইয়া জগতের উপকারার্থে পর্য্যটন করিয়া থাকেন। আপনার দর্শন লাভ করিয়া যেরূপ আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আপনি উপবাসী থাকিবেন শ্রবণ করিয়া তদপেক্ষাও অনুতপ্ত হইলাম।" বিপ্র তদুত্তরে কহিলেন "আপনি এজন্য দুঃখ বোধ করিবেন না। আমি বনবাসী, বনে ফলমূল ভক্ষণ করিয়াই দিনাতিপাত করি। গৃহে যদি কোন ফলমূল থাকে, তাহাই আমাকে দান কর, তদ্দ্বারাই আমার তৃপ্তিলাভ হইবে।" বিশ্বরূপ পিতাকে অতিশয় কাতর দেখিয়া পুনরায় ব্রাহ্মণকে কহিলেন "আপনি দয়াময় করুণাসিন্ধু, পরদুঃখে আপনার হৃদয় সতত কাতর, আপনকার উপবাসক্লেশ অনুধাবন করিয়া আমরা বড়ই ক্লিষ্ট হইতেছি, সুতরাং আমার অনুরোধ আপনি যদি আলস্য পরিহার করিয়া পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য রন্ধন করেন, তাহা হইলে এই অনুতাপদগ্ধ হৃদয় শীতল হয়।" ব্রাহ্মণ কহিলেন "দ্বিজবর! আমি দুইবার রন্ধন করিলেও শ্রীকৃষ্ণ যখন সদয় হইলেন না, তখন অদ্য আমার অদৃষ্টে অন্ন নাই, ইহাই সার বুঝিয়াছি। গৃহে যতই সরঞ্জাম থাকুক না কেন, শ্রীকৃষ্ণ অনুগ্রহ না করিলে, কাহারও ভক্ষণ করিবার ক্ষমতা হয় না। বিশেষ রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর হইল, আর রন্ধন করিবার আবশ্যকতা নাই। অদ্য ফলমূল যাহা হয় ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিব।" ব্রাহ্মণের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই বিশ্বরূপ তাঁহার চরণধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে রন্ধন করিতে অনুরোধ করিলেন, কহিলেন "আপনি রন্ধন করিলে জানিব, আপনি আমার শিশু ভ্রাতার দোষ অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন।"

বিশ্বরূপ কর্ত্তৃক বার বার অনুরুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ রন্ধনে স্বীকৃত হইলেন। পুনরায় স্থান পরিষ্কৃত ও রন্ধনদ্রব্যসামগ্রী আনীত হইল। ব্রাহ্মণ

রন্ধনে নিযুক্ত হইলে গৌরচন্দ্রকে গৃহাভ্যন্তরে রাখিয়া দ্বার বহির্ভাগ হইতে বন্ধ করা হইল, যেন শিশু আর বহিরাগমন করিতে না পারে। স্ত্রী-লোকেরা কহিলেন "আর ভয় নাই, নিমাই নিদ্রিত হইয়াছে। সে আর বহির্গমন করিবে না।" এই প্রকারে শিশুরক্ষণে যতমান সকলে উপবিষ্ট থাকিয়া তন্দ্রান্বিত হইলেন। ব্রাহ্মণ রন্ধন সমাপনান্তে অন্নব্যঞ্জনাদি শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিবার জন্য উপবিষ্ট হইলেন। কৃষ্ণনাম গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ যেমন উহা নিবেদন করিবেন অমনি শ্রীশচীনন্দনকে সম্মুখে দেখিয়া "হায় হায়" রব করিয়া উঠিলেন। নিদ্রায় অচেতন হইয়া কেহই আর বিপ্রের উক্তি শ্রবণ করিলেন না। তখন বালক বিপ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "বিপ্রবর! তোমার চরিত্র বড়ই অদ্ভুত। তুমি প্রতিবার অন্ন রন্ধন করিয়া মদীয় মন্ত্র জপ করতঃ আমাকে আহ্বান কর, অথচ আমি প্রসাদ করিলে তুমি তাহা গ্রহণ কর না। তোমার ভক্তি-সহকারে আহ্বান শ্রবণ করিয়া আর থাকিতে পারি না, একারণ তোমার নিকট আগমন করি।" বালক অমিয়স্ফুরিত বাক্যে যখন এই প্রকারে বলিতেছেন, তখন ব্রাহ্মণ দেখিলেন সেই বালক শঙ্খচক্রগদাপদ্ম হস্তে চতুর্ভুজরূপ ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভ মণি শোভা পাইতেছে। সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার, মস্তকে শিখিপুচ্ছ দুলিতেছে। তদীয় নখরপ্রভায় তিমির অন্তর্হিত হইলে ব্রাহ্মণ অপূর্ব্ব কদম্ব-বৃক্ষ, গোপ, গোপী, ও গাভিগণ চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিলেন। এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য দর্শনে ব্রাহ্মণ হতজ্ঞান হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। গৌরচন্দ্র শ্রীহস্তস্পর্শে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদিত করিলে ব্রাহ্মণ আনন্দে বিভোর হইয়া শচী-নন্দনের চরণধারণ করিলেন। প্রভু তখন সহাস্যবদনে কহিলেন "বিপ্র-বর! তুমি আমার বহু জন্মের কিঙ্কর। তুমি সর্ব্বদাই আমার চিন্তায় মগ্ন থাক, এজন্য আমি তোমাকে দর্শন দিলাম। গত জন্মে তুমি আমার অনুসন্ধানে নন্দগোপ গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলে। সেখানেও তুমি

এই প্রকারে আমাকে অন্ন নিবেদন করিয়াছিলে। আমিও কৌতুকে তোমার অন্ন ভক্ষণ করিয়াছিলাম, এবং অতঃপর তোমাকে দর্শন দিয়াছিলাম। সেবক ব্যতিরেকে কেহই আমার দর্শন পায় না। আমি তোমাকে আমার এই অবতারকাহিনী কহিলাম, সাবধান কাহারও নিকট ইহা ব্যক্ত করিও না। মদীয় আদেশ অবহেলা পূর্ব্বক এই সংবাদ ব্যক্ত করিলে, আমি তৎক্ষণাৎ তোমার সংহারসাধন করিব। এই অবতারে আমি সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা জগজ্জনকে প্রেমভক্তি দান করিব।"

ব্রাহ্মণকে এই প্রকারে আশ্বাসদান করিয়া গৌরচন্দ্র স্বীয় প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণও অন্যত্র গমন না করিয়া প্রতিদিন নবদ্বীপে গুপ্তভাবে অবস্থান করতঃ তদীয় চরণারবিন্দ দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিশ্বরূপের সন্ন্যাস ও পিতৃবিয়োগ।

নিমাইয়ের এক্ষণে হাতেখড়ি হইয়া গিয়াছে। তিনি এক্ষণে পাঠশালে পড়িতে গমন করেন। কিন্তু নিমাইয়ের লেখা পড়ায় মনোযোগ নাই। মধ্যাহ্নকালে পাঠশালার ছুটী হইলে সমপাঠিগণসঙ্গে গোরাচাঁদ সুরধুনীজলে পতিত হন। জলক্রীড়া করিতে তিনি অপার আনন্দপ্রাপ্ত হইতেন। মধ্যাহ্নকালে ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও নানাজাতীয় নরনারী স্নানার্থে আগমন করিতেন। কেহ বা স্নান করিতেছেন, কেহ স্নানান্তে সন্ধ্যাহ্নিক কার্য্যে রত, কোন রমণী কলসপূর্ণ করিয়া জল লইতেছেন এইরূপে বহু লোক বহুবিধ কার্য্যনিরত আছেন। নিমাইয়ের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ক্রীড়া-সহচরগণ-সঙ্গে সন্তরণকালে পদবিক্ষেপোৎক্ষিপ্ত বারিবিন্দু তাহাদিগের গাত্রে অভিসেচন করিতেন। জলমধ্যে নিমগ্ন-অবস্থায় কাহারও বা পদাকর্ষণ করিতেন, কাহারও অঙ্গে কুল্লোল প্রদান করিতেন। নিমাইকে ধরিবার কাহারও ক্ষমতা ছিল না। নিমাইয়ের এতাদৃশ অত্যাচারে কোপপরতন্ত্র হইয়া তখন কেহ কেহ তাঁহার জনকের নিকট এই সংবাদ প্রদান করিতেন। মিশ্রবর তর্জ্জনগর্জ্জনপূর্ব্বক নিমাইয়ের অনুসন্ধানে আগমন করিতেছেন শুনিয়াই নিমাই জলক্রীড়ায় ভঙ্গ দিয়া

পলায়ন করিতেন ও সহচরগণকে শিক্ষা দিতেন "পিতা আসিলে বলিও যে নিমাই পাঠশালা হইতে বাটী গিয়াছে, এখনও স্নানে আগমন করে নাই।" মিশ্রবর গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া নিমাইয়ের দর্শন না পাইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিলে, উৎপীড়িত জনগণে আবার তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেন, "বিশ্বম্ভর আপনার আগমন বার্ত্তা শ্রবণে ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। অবোধের চঞ্চলতা প্রযুক্ত আর শাস্তি দিবার প্রয়োজন নাই। পুনরায় এইরূপ আচরণ করিলে আমরাই আপনার নিকট তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইব। আমরা বিশ্বম্ভরের নামে আপনার নিকট যাহা বলিয়াছিলাম সে কেবল কৌতুক মাত্র।" তখন জগন্নাথ গদ্‌গদ বচনে তাঁহাদিগকে কহিতেন "নিমাই তোমাদের পুত্র, সুতরাং আমার শপথ তাহার দোষ গ্রহণ করিও না।" বাটী আসিয়া কিন্তু মিশ্র পুত্রের দর্শন পাইতেন। তিনি দেখিতেন চম্পককলিকায় ভৃঙ্গাবস্থানে যদ্রূপ শোভা হয়, সর্ব্বাঙ্গে কালির বিন্দু লাগিয়া নিমাইয়ের তদ্রূপ শোভা হইয়াছে। তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধূলিধূসরিত, তিনি যে বেশে পাঠশালায় গমন করিয়াছিলেন, সেই বেশেই আছেন, অঙ্গে স্নানের চিহ্নমাত্রও পরিলক্ষিত হইত না। তাঁহার অত্যাচারের জন্য জগন্নাথ তাঁহাকে তিরস্কার করিলে তিনি কুপিত হইয়া কহিতেন "আমি অত্যাচার না করিলেও যদি আমার দোষ হয়, তবে এবার হইতে অত্যাচার করিব।" এই বলিয়া পুনরায় স্নানে গমন করিয়া সহচরগণের সঙ্গে জলক্রীড়া করিতেন। নিমাইয়ের এই সকল কার্য্য দেখিয়া জগন্নাথ ও শচীদেবী মনে মনে ভাবিতেন "এ পুত্র কখনই মনুষ্য নহে। বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণ মায়ারূপেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন।"

একদিবস শচীনন্দন গৌরচন্দ্র কতিপয় ক্রীড়া-সহচর-সঙ্গে ধূলি-ক্রীড়ারত আছেন, এমন সময়ে মুরারি গুপ্ত নামক জনৈক বৈদ্য কয়েক-জন বয়স্য সমভিব্যাহারে যোগবাশিষ্ঠ চর্চ্চা করিতে করিতে গমন করিতে-ছিলেন। এই মুরারি গুপ্ত শ্রীহট্টনিবাসী; নবদ্বীপে জগন্নাথের পাড়ায়

তাঁহার বাস, এজন্য জগন্নাথের সহিত তাহার বিলক্ষণ সৌহৃদ্য ছিল। ইনি সুপণ্ডিত, সুচরিত্রবান ও দয়াগুণবিশিষ্ট। চিকিৎসা ব্যবসায়েও ইঁহার বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। ইনি হস্ত, পদ, মস্তক প্রভৃতি নাড়িয়া অঙ্গভঙ্গিসহ বয়স্যগণকে যোগবাশিষ্ঠের কোন অংশ বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন সময়ে গৌরচন্দ্র ক্রীড়া পরিহার পূর্ব্বক তদীয় অঙ্গভঙ্গি অনুকরণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গের বয়স্যগণ তদ্দৃষ্টে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। মুরারি গুপ্ত এই প্রকারে পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হইয়া ক্রোধান্ধ হইলেন ও ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন "জগন্নাথের গৃহে অকালকুষ্মাণ্ডের জন্ম হইয়াছে, পিতার আদরে পুত্রটী একেবারে দুরাচারী হইয়া উঠিয়াছে।" তখন অবিকলচিত্ত নির্ভীকহৃদয় গৌরসুন্দর কহিলেন "এখন তুমি গমন কর, ভোজনের সময় আমি তোমাকে শিক্ষা দিব।"*

বেলা দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে। মুরারি গুপ্ত গৃহে স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া ভোজনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, এমন সময়ে বহির্ব্বাটীতে কে যেন "মুরারি" বলিয়া আহ্বান করিল। স্বর শ্রবণ করিয়া মুরারি বিশ্বম্ভরের আগমন হইয়াছে বুঝিতে পারিলেন। তিনি উত্তর না দিতে দিতেই বিশ্বম্ভর তাঁহার ভোজনস্থানে উপনীত হইলেন। মুরারির তখন অর্দ্ধ-ভোজন হইয়াছে, এমন সময়ে নিমাই তাঁহার থালা ভরিয়া প্রস্রাব করি-লেন! মুরারি ক্রোধাতিশয্য বশতঃ কিছু না বলিয়া আহার ত্যাগ করিয়া উত্থিত হইলেন। তখন গৌরাঙ্গ তাঁহাকে আরক্তলোচনে কহিলেন "হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! তুমি হস্তপদাদি সঞ্চালন পূর্ব্বক বাগ্মিতা পরিহার কর, এবং জীব ও ভগবান্ এক বস্তু নহে, এই শিক্ষা গ্রহণ কর। যে ব্যক্তি জীব ও ভগবানে বিভিন্ন জ্ঞান না করে, আমি তাহার অন্নে প্রস্রাব করি।" নিমাই এই বাক্য বলিয়াই দ্রুত প্রস্থান করিলেন। মুরারিগুপ্ত কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে তথায় দণ্ডায়মান থাকিয়া দেখিলেন নিজের সর্ব্বাঙ্গ

পুলকে পূর্ণ হইয়াছে, হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দোদ্রেক হইয়াছে, তখন মুরারি জগন্নাথ মিশ্রের বাটী আগমন পূর্ব্বক সম্মুখে গৌরাঙ্গের দর্শন-লাভ করিয়া সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। লজ্জানম্রমুখে বালক নিমাই মাতার অঞ্চলে মুখ লুক্কায়িত করিলেন। জগন্নাথ মুরারিকে ভৎ'সনা করিয়া কহিলেন "তোমার কিরূপ ব্যবহার? তুমি বালককে প্রণাম করিয়া কেন তাহার অকল্যাণ কর?" মুরারিগুপ্ত তচ্ছ্রবণে কহিলেন "আর কিছু দিবস অতীত হইলে তোমার পুত্র কেমন বালক, তাহা বুঝিতে পারিবে। এখনও কি তুমি হৃদয়ঙ্গম কর নাই যে তোমার গৃহে এ কি ধন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে?" বাস্তবিক নিমাই বালক হইলেও যাহার প্রতি করুণাকটাক্ষপাত করিতেন তাহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইত এবং যাহার প্রতি কর্কশ আচরণ করিতেন তাহারই প্রতি তাঁহার করুণাকটাক্ষ পতিত হইত। যে মুরারি গুপ্ত মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে এই বালকের অসদাচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে যথোচিত ভৎ'সনা করিয়াছিল, সেই এক্ষণে তাঁহার পদানত দাস বলিয়া পরিচয় দানে গর্ব্বিত হইয়াছে। বালকের এই গুণ ছিল বলিয়াই রাস্তার লোক ক্রীড়াপরায়ণ বালকের ক্রীড়া কৌশল ও হাব ভাব দেখিয়া বিস্ময়োৎফুল্লহৃদয়ে স্বকার্য্য পরিহারপূর্ব্বক তন্ময় হইয়া বালককেই নিরীক্ষণ করিত।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে একদা নিমাই বয়স্যগণসহ পথিপার্শ্বে ক্রীড়ারঙ্গে হরিনাম কীর্ত্তনে নিযুক্ত হইয়াছেন। বালককে বেষ্টন করিয়া বয়স্যনিকর করতালিধ্বনি সহ জয় জয় রব করিতেছে, মধ্যস্থলে গৌরহরি হরিনামে বিভোর হইয়া কখন ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেছেন, কখন বা কোন বয়স্যকে আলিঙ্গন করিতেছেন। যাহাকে তিনি আলিঙ্গন করিতেছেন সে তৎক্ষণাৎ আপাদমস্তক পুলকপূর্ণ হইয়া আনন্দাশ্রু নিপাতিত করিতেছে, ও অধিকতর শব্দে করতালিদান পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে। এই প্রকারে গৌরাস্পর্শে সকল বালকই মত্ততা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং গৌরাঙ্গকে বেষ্টন

করিয়া সকলেই নৃত্য করিতেছে। চম্পকবর্ণাভ গৌরাঙ্গকে বেষ্টন করিয়া কৃষ্ণকায় বালকগণের নৃত্য দেখিলে বোধ হয়, যেন মধুময় কমলকে মত্তভৃঙ্গ বেষ্টন করিয়াছে। গোরাচাঁদের এই মধুময় সঙ্কীর্ত্তন দর্শন ও শ্রবণপূর্ব্বক পথগামী কতিপয় পণ্ডিত, ইতরলোক ও বহু নারী সম্মিলিত হইলেন। তাঁহার নৃত্য ও মধুময় হরিনামকীর্ত্তনে বিমুগ্ধ হইয়া সকলে দণ্ডায়মান আছেন। সেই উচ্চরোলে হরিনাম শচীদেবীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া পুত্রক্রোড়ে লইয়া দর্শকমণ্ডলীকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন। শচীমাতা ভাবিতেন তাঁহার নির্ব্বোধ পুত্রকে পাইয়া পথগামী জনবর্গও তাঁহাকে নাচাইয়া রঙ্গ দেখে।

নিমাইয়ের এরূপ দুর্দ্ধর্ষ হইবার কারণ জগন্নাথ সকলের জীবিকার্জ্জনানুরোধে বাটীতে থাকিতে পারিতেন না এবং বিশ্বরূপও সর্ব্বদা পাঠে ও কৃষ্ণকথায় অনুরক্ত থাকিতেন। বিশ্বরূপের দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে নিমাই ভূমিষ্ঠ হয়েন। তিনি ছোট ভ্রাতাকে প্রাণতুল্য ভাল বাসিতেন। গত দশ বৎসর যাবৎ সহোদর ও সহোদরা অভাবে বিশ্বরূপ মাতুলপুত্র লোকনাথকে বড় স্নেহ করিতেন, এমন কি, দুই জনে একত্র পাঠ, একত্র ভ্রমণ করিতেন। বিশেষতঃ সদাসর্ব্বদা পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত থাকিয়া নিমাইয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতে পারিতেন না। বিশ্বরূপ অতি অল্প বয়সেই শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে অদ্বৈত আচার্য্যের সহিত বিশ্বরূপের মিলন সংঘটিত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অদ্বৈত আচার্য্য কৃষ্ণ-ভক্ত ছিলেন এবং তপস্যা, যোগ, ভজনসাধনাদি দ্বারাও বিলক্ষণ শক্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। অদ্বৈত বিশ্বরূপেরও শাস্ত্রজ্ঞান ও রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। বিশ্বরূপও অদ্বৈত আচার্য্যের নিকট ভগবদ্ভক্তির তথ্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। পূর্ব্বে টোলে অধ্যয়নকালে বিশ্বরূপ বৈকালে গৃহে থাকিতেন।

কিন্তু অদ্বৈত-আচার্য্যসহ মিলন সংঘটন অবধি তিনি দিবানিশি কৃষ্ণ গুণগান-শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকটেই থাকিতেন। আহারের সময় একবার-মাত্র গৃহে আগমন করিতেন, তাহাও মধ্যে মধ্যে ভ্রম হইত। একদা শচীমাতা রন্ধন করিয়া বসিয়া আছেন। বিশ্বরূপ গৃহে নাই দেখিয়া বিশ্বম্ভরকে আহ্বানার্থ প্রেরণ করিলেন। গৌরচন্দ্র অদ্বৈত আচার্য্যের বাটী উপনীত হইয়া দেখিলেন, সকলেই তাঁহারই কথাপ্রসঙ্গে লিপ্ত আছেন। তদীয় কর্ণায়তলোচন দ্বারা সকলকেই শুভদৃষ্টি দান করিয়া অগ্রজের পরিধেয় বসন ধারণপূর্ব্বক মাতৃ-আজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন। গৌর-চন্দ্রের সেই অপূর্ব্ব কমনীয়কান্তি, সুগঠিত ধূলিধূসরিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কোটিচন্দ্রজিনি নখরপ্রভা, বদনমণ্ডলের সেই নিরুপম লাবণ্য, তথাকার সকলেরই মনপ্রাণ হরণ করিল। শিশুর মোহিনী-মূর্ত্তি অবলোকন-পূর্ব্বক অদ্বৈতপ্রভুর মনে দৃঢ় ধারণা হইল যে, এই সুকুমার শিশু কথনই সামান্য ব্যক্তি নহেন। বিশ্বরূপ গৃহে গমন করিয়াই আহারান্তে পুনরায় অদ্বৈত-গৃহে গমন করিতেন। তিনি এইরূপ পাঠাভ্যাস ও ভগবদ্ভক্তি-চর্চ্চায় অনুদিন লিপ্ত থাকায় জগন্নাথের সহিত তাঁহার প্রায়ই সাক্ষাৎ হইত না।

এই সময়ে এক দিবস স্নানবেলায় নিমাই বয়স্যগণসহ শ্রমসাধ্য ক্রীড়া-রত হইয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইতেছে। বদন-মণ্ডল শিশির-সিক্ত বিকসিত-পদ্ম শোভা ধারণ করিয়া যেন প্রাণপতি দিবাকর-সমাগমে আরক্তবর্ণ হইয়াছে। জগন্নাথ স্নানার্থে বহির্গত হইয়া পুত্রমুখকমল নিরীক্ষণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গৃহপ্রেরণ জন্য যত্নবান্ হইলেন। পিতাকে দেখিয়াই নিমাই লজ্জাবনতবদনে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মিশ্রবর স্নানান্তে বাটী আগমনপূর্ব্বক গোরাচাঁদকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, "তোমার লেখা-পড়া সমস্ত বিসর্জ্জন গেল, ব্রাহ্মণ-কুমার হইয়া অনুদিন ইতর-সঙ্গে ক্রীড়ামগ্ন থাক।" বলিতে

বলিতে ক্রোধোদয়হেতু জগন্নাথ ছড়ি হস্তে লইয়া তাঁহাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। শচীদেবী তৎক্ষণাৎ আসিয়া বালককে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। জগন্নাথ তাঁহাকেও ভর্ৎসনা আরম্ভ করিলে তিনি কহিলেন, "আমার পুত্র পাঠাভ্যাস না করে, না করুক, ও শত বৎসর জীবিত থাকিয়া আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করুক।" আহারান্তে জগন্নাথ পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অনেক বুঝাইলেন। রাত্রিকালে আহারান্তে সকলে নিদ্রাগত হইলেন। তৃতীয় প্রহর রাত্রে জগন্নাথ স্বপ্ন দেখিলেন, এক বিশাল-দেহ ব্রাহ্মণ তৎসকাশে আগমনপূর্ব্বক দিব্য-দেহ-জ্যোতিতে প্রকোষ্ঠ উদ্ভাসিত করিয়া কহিলেন "তুমি আমাকে নিজপুত্রজ্ঞানে কি নিমিত্ত প্রতিপালন কর? আমি দেব ভগবান, তাহা কি তোমার ধারণা হয় না? আমাকে পাঠশিক্ষা জন্য বেত্রহস্তে শাসন কর, আমি কি পাঠ অভ্যাস করিব? আমি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ সর্ব্বদেবগুরু।" এতাদৃশ স্বপ্ন দেখিয়া বিস্মিতান্তঃকরণে জগন্নাথ শচীদেবীর নিকট তাহা বর্ণনা করিলেন। উভয়েরই মনে দৃঢ় প্রত্যয় হইল, তাঁহাদের পুত্রটী মনুষ্য নহে, গোপীজন-বল্লভ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেহে বিরাজমান। তখন উভয়ে ভক্তিসহকারে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন, অমনি বাৎসল্যভাবে নিমগ্ন হইয়া সমস্ত ঐশ্বর্য্য ভুলিলেন।

বিশ্বরূপের বয়ঃক্রম ক্রমে ষোল বৎসর হইল। জগন্নাথ শচীদেবীসহ পরামর্শ স্থির করিয়া তাঁহার বিবাহের জন্য কন্যা দেখিতে আরম্ভ করিলেন। মাতাপিতার মনোভাব পরিজ্ঞাত হইয়া বিশ্বরূপ বিষাদপাথারে নিমগ্ন হইলেন। তিনি যেমন শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, তেমনি মাতা-পিতৃভক্ত ছিলেন। মাতাপিতার মনে দুঃখের উদ্রেক হয়, এরূপ কার্য্য তিনি কখনও করিতেন না। কিন্তু এদিকে সর্ব্বশাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া সংসার তুচ্ছ বলিয়া তাঁহার জ্ঞান হইয়াছিল। বৈরাগ্যোদয় হেতু তাঁহার বিবাহে আসক্তি ছিল না। গৃহে অবস্থান করিলে বিবাহকরণার্থে জনকের আদেশ লঙ্ঘন করিতে

পারিবেন না। একারণ তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই তিনি সন্ন্যাস-ধর্ম্মাবলম্বনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তাঁহার মাতুল-তনয় লোকনাথই কেবল তাঁহার অভিপ্রায় জানিত। বিশ্বরূপের একান্ত অনুগত ভ্রাতা লোকনাথও তাঁহার অনুগমনে কৃতসঙ্কল্প হইল। এক দিবস রজনীযোগে বিশ্বরূপ ও লোকনাথ উভয়ে একত্র জগন্নাথের বাটীতে শয়ন করিয়া আছেন। রাত্রিশেষে গাত্রোত্থান করিয়া বিশ্বরূপ মাতা-পিতৃ-চরণোদ্দেশে প্রণাম করিয়া লোকনাথ সমভিব্যাহারে গঙ্গাসন্তরণপূর্ব্বক পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া প্রস্থান করিলেন। অতঃপর পুরীসম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক-সন্ন্যাসীর নিকট বিশ্বরূপ সন্ন্যাসমন্ত্র গ্রহণ করিলে, লোকনাথও বিশ্বরূপের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন।

এদিকে বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল দেখিয়া জননী বিশ্বরূপকে আহ্বানার্থ বিশ্বম্ভরকে প্রেরণ করিলেন। বিশ্বম্ভর তাঁহার দর্শন পাইলেন না। তখন জগন্নাথ নানাস্থানে পুত্র বিশ্বরূপের অনুসন্ধান করিলেন। তিনিও কোন স্থানে পুত্রের সন্ধান পাইলেন না। অতঃপর লোকপরম্পরায় অবগত হইলেন যে, বিশ্বরূপ সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বজ্রাঘাততুল্য এই বাক্য শ্রবণ করিয়াই জগন্নাথ হতচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। ক্রমে এই সংবাদ শচীদেবীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনিও এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণে একান্ত ব্যথিতচিত্তা ও অধীরা হইয়া ধরণীলুণ্ঠনে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অনুপম সৌন্দর্য্যসম্পন্ন ও শাস্ত্রপরায়ণ পুত্রবিরহ-কাতরা জননীর ক্রন্দনে পাষাণও দ্রব হইয়া গেল। তিনি পতিচরণযুগল ধারণপূর্ব্বক স্বামীকে অনুনয় করিতে লাগিলেন "লোকাপবাদ-ভয়ভীত না হইয়া তুমি যেখানে পাও আমার পুত্রকে আনয়নপূর্ব্বক আমার ক্রোড়ে অর্পণ কর; আমি না হয় পুনরায় তাহাকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করাইব।" জগন্নাথ শচীদেবীকে বহু সান্ত্বনাদানপূর্ব্বক কহিলেন, "বিশ্বরূপের ন্যায় সর্ব্বগুণাধার ও সুপুরুষবর পুত্র আমাদের বংশশোভাবর্দ্ধন করিবে এরূপ

ভাগ্য আমাদের নহে। সে যখন এই কুমার বয়সেই সন্ন্যাস-ধর্ম্মাশ্রয় করিয়াছে তখন আশীর্ব্বাদ কর, যেন সে অবলম্বিতমার্গ পরিত্যাগ না করে। যে বংশের তনয় সন্ন্যাসগ্রহণ করে, তাহা হইতে সেই বংশ উজ্জ্বল হয়।" পতিবাক্যে শচীদেবী কথঞ্চিৎ শান্তি অনুভব করিলেন।

বিশ্বরূপের সংবাদপ্রাপ্তি-জন্য যখন বাটীতে ক্রন্দনের গোল উঠিল, তখন নিমাই বাহিরে সঙ্গিগণ সঙ্গে ক্রীড়ারত ছিলেন। বাটীতে ক্রন্দন-শব্দ শ্রবণ করিয়াই তিনি মাতার নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে ও পিতাকে একান্ত দুঃখবিহ্বল দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসিলেন এবং দাদার সন্ন্যাসগ্রহণ সংবাদ শুনিয়া, আর তাঁহার দর্শন পাইবেন না ভাবিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। জগন্নাথ, শচীদেবী ও অপরাপর সকলেই তাঁহার মূর্চ্ছাপগমে যত্নবান হইলেন। সংজ্ঞালাভ করিয়াই নিমাই মাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "তোমরা দুঃখ করিও না, আমিই তোমাদিগকে লালনপালন করিব।"

নবদ্বীপবাসিজনসমূহ বিশ্বরূপের নিকট ভগবদ্ভক্তিবিষয়িনী কথা শ্রবণ-পূর্ব্বক পরম পরিতোষ লাভ করিতেন। তাঁহারা মাতাপিত্রনুগত, ভ্রাতৃ-বৎসল, ভক্তাগ্রগণ্য বিশ্বরূপের সন্ন্যাসগ্রহণ সংবাদে দুঃখাভিভূত হইলেন। সকলেই শচীনন্দন-বিরহে অধীর হইয়া পড়িলেন।

এই সময় হইতে নিমাই কথঞ্চিৎ শান্তপ্রকৃতি ধারণ করিলেন। ক্রীড়া পরিত্যাগপূর্ব্বক পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। পাছে অন্যত্র গমন করিলে বিশ্বরূপের চিন্তায় মাতাপিতা অধীর হন, এই নিমিত্তই যেন সর্ব্বদা তাঁহাদেরই নিকট থাকিতেন। নিমাই সর্ব্বদাই পুস্তক লইয়া আছেন। যাহা একবার পাঠ করেন তাহা পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হইত না। এজন্য সকলেই নিমাইয়ের প্রশংসা করিতে লাগিল। যে বালক কিছুদিন পূর্ব্বে দুষ্টমতি ও ক্রীড়াসক্ত ছিল, সে অচিরকাল মধ্যে কেমন করিয়া এতাদৃশ শান্তমতি ও পাঠানুরাগী হইল, এই ভাবিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। প্রকৃতই নিমাইয়ের কার্য্য সকলই অপরূপ।

নিমাইয়ের ঈদৃশ পাঠানুরাগ দর্শনে জগন্নাথ মহাভীত হইলেন। এক পুত্র সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া সংসারকে অনিত্যজ্ঞানে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিল। তিনি ভাবিলেন, নিমাইয়ের যেরূপ পাঠে অনুরাগ দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, এও বিশ্বরূপের ন্যায় সংসার-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বহির্গত হইবে। এজন্য তিনি শচীদেবীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "আমরা উভয়েই এই পুত্রগতপ্রাণ, এও যদি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া গৃহত্যাগ করে, তখন আমাদিগের জীবনধারণ দুষ্কর হইয়া উঠিবে ; এজন্য আমার মত, ইহাকে আর লেখা পড়া শিক্ষা দিয়া প্রয়োজন নাই। মূর্খ হইয়াও যদি গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহাও ভাগ্য বলিয়া মানিব।" শচীদেবী অনেক আপত্তি উত্থাপন করিলেন, তাহার ইচ্ছা নহে যে, পুত্র মূর্খ হইয়া থাকে। কিন্তু জগন্নাথ পত্নীর বাক্য খণ্ডন করিয়া পুত্রের পাঠাভ্যাস নিষেধ করিয়া দিলেন। নিমাই দুরন্ত হইলেও পিতৃনিদেশ বেদবাক্য জ্ঞান করিতেন। তিনি পাঠাভ্যাস ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু পুনরায় উদ্ধত-প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন। পূর্ব্বে দিবাভাগেই ক্রীড়াসক্ত থাকিতেন, এক্ষণে রাত্রিকালেও তাঁহার ক্রীড়াভঙ্গ হইত না। অনেক শিশুসঙ্গিসহ কম্বলাবৃত হইয়া প্রতিবেশীগণের কদলীবন ভঙ্গ করিতেন। যাহাদিগের অনিষ্ট সাধিত হইত, তাহারা উহা বৃষভুক্ত বোধে দুঃখ প্রকাশ করিয়াই নিরস্ত হইতেন। কখন বা নিমাই পূর্ব্বের ন্যায় পরিত্যক্ত রন্ধনভাজন সাজাইয়া তদুপরি উপবিষ্ট হইয়া থাকিতেন! শচীদেবী নিষেধ অথবা ভর্ৎসনা করিলে বলিতেন "তোমরা আমাকে পাঠাভ্যাসে বিরত হইবার আদেশ দিয়াছ, মূর্খ পুত্রের হিতাহিত জ্ঞান কখন সম্ভবে না। আমি যেখানে থাকি, যেখানে যাই, সেই স্থানই অদ্বিতীয় ও পবিত্র। যাহা কিছু অপবিত্র, তাহা আমার স্পর্শেই পবিত্রতা লাভ করে। বিশেষতঃ তুমি যে হাঁড়িতে বিষ্ণুর ভোগ রন্ধন করিয়াছ, তাহা কখনই অপবিত্র হইতে পারে না। বরং তাহার স্পর্শেই এস্থান শুদ্ধ

হইয়াছে।” বালকপুত্রের জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া সমাগতা সকল স্ত্রীলোকেই শচীদেবীকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন “লোকে বহুযত্ন, বহু অর্থব্যয় করিয়াও পুত্রের পাঠে আসক্তি জন্মাইতে পারে না, আর তোমার পুত্র পড়িবার জন্য লালায়িত। ইহাতে শিশুর ত কোন দোষ দেখি না; তোমরাই অসৎ-পরামর্শচালিত হইয়াই শিশুর ভবিষ্যৎ নষ্ট করিতে অভিলাষী হইয়াছ।” গৃহিণীবাক্য শ্রবণে লজ্জিতা শচীদেবী পুত্রের হস্তধারণপূর্ব্বক সুরধুনীজলে উভয়েই অবগাহন করিলেন। অনন্তর পতির অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে পাঠে মনোনিবেশ করিবার আদেশ দিলেন। পিতৃ-আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র নিমাই একান্তমনে পাঠে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সমস্ত চাঞ্চল্য অমনি বিদূরিত হইল। পুত্রের যত্ন দেখিয়া জগন্নাথও পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন।

ক্রমে নিমাইয়ের বয়ঃক্রম নয় বৎসর হইল। জগন্নাথ পুত্রের যজ্ঞোপবীত দান বিষয়ে যত্নবান্ হইয়া গুরু পুরোহিত নিমন্ত্রণপূর্ব্বক শুভকার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। মস্তক মুণ্ডনের পর যখন জগন্নাথ পুত্রের কর্ণে মন্ত্রদান করিলেন, তৎক্ষণাৎ নিমাইয়ের মুখ দিয়া হুহুঙ্কার শব্দ নির্গত হইল। গুরু, পুরোহিত ও জগন্নাথ সকলেই দেখিলেন নিমাই সংজ্ঞাশূন্য ও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইয়াছে। অঙ্গ দিয়া বালারুণবৎ কিরণ নির্গত হইতেছে, তাঁহার প্রফুল্ল শতদলসদৃশ নয়নযুগল দিয়া অবিরল ধারা বহিয়া পৃথিবী সিক্ত করিতে লাগিল। উপস্থিত ব্যক্তিগণ নিমাইয়ের আবেশভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। সকলেই অনুমান করিলেন, এই বালক কখনই মনুষ্য নহে, ইহার শরীরে যে তেজ নির্গত হইতেছে, ইহা গোবিন্দের তেজ ব্যতিরেকে অন্য কোন দেবতেজ বলিয়া বোধ হয় না। ফলতঃ বালকের অঙ্গে এতাদৃশ তেজ নিরীক্ষণ অবধি সকলেই তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া জ্ঞান করিলেন. এবং তাঁহার নাম “গৌরহরি” রাখিলেন।

অতঃপর একদিবস নিমাই তেজঃপূর্ণ-দেহে নিজকক্ষে উপবিষ্ট

আছেন। তাঁহার রূপচ্ছটায় প্রকোষ্ঠ আলোকিত হইয়াছে; কদম্বপুষ্পের ন্যায় দেহ পুলকিত হইয়াছে, এমন সময়ে মাতাকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন "মাতঃ! তুমি একাদশী দিবসে অন্ন ভক্ষণ কর ইহা অতীব গর্হিত। আমার আদেশক্রমে তুমি আর কখন এরূপ কার্য্য করিও না, আমার এই বাক্য তোমাকে রক্ষা করিতেই হইবে।" শচী-দেবী তনয়ের মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিতান্তঃকরণে কহিলেন "বাছা! তুমি আমাকে কোন্ বিচারে একাদশী তিথিতে অন্ন-ভক্ষণে নিষেধ করিতেছ? তোমার পিতা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন, সুতরাং সধবা স্ত্রীলোকে কি নিমিত্ত একাদশী ব্রত পালন করিবে?" তখন নিমাই তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, অচিরে পিতৃদেব গোলকধাম গমন করিবেন। তৎকালে একাকী উপবাস করিয়া বহুকষ্ট প্রাপ্ত হইবে।" শচীমাতা নিমাইয়ের আদেশ মত কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুতা হইলেন।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরে কোন এক দ্বিজ শুদ্ধান্তঃকরণে নিমাইকে পান ও সুপারি প্রদান করিলেন। গৌরহরি হাস্য করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ সুপারিটী ভক্ষণ করিলেন এবং মাতাকে ডাকিয়া কহিলেন "মাতঃ! আমি এই দেহ এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম। এই দেহটী তুমি যত্নে পালন করিও, এটি তোমার পুত্র," এই বলিয়া নিমাই যেন জননীকে প্রণাম করিতে গেলেন, অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। জলসেচন ও নানা প্রকার সেবা-শুশ্রূষাগুণে অচিরাৎ নিমাই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। এই প্রকারে গৌরহরি নবদ্বীপমাঝে বামনরূপে লীলা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর হরি যেমন সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়াও সন্দীপনী মুনিকে গুরুরূপে স্বীকার করিয়াছিলেন, নিখিলশাস্ত্রবিৎ গৌর-চন্দ্রও তদ্রূপ গঙ্গাদাস পণ্ডিত সকাশে পাঠাধ্যয়নে মনন করিলেন। মিশ্র-বর তখন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট নিমাইকে বিদ্যাশিক্ষার্থে অর্পণ করি-লেন। নিমাই নিজ বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে শীঘ্রই শ্রেষ্ঠ শিষ্য বলিয়া পরি-

গণিত হইলেন। ইহাতে জগন্নাথ আপনাকে পরমসুখী জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

জগন্নাথের ভাগ্যে এই সুখ বহুকাল স্থায়ী হয় নাই। দৈবযোগে তিনি একদিন স্বপ্ন দেখিলেন নিমাই যেন কেশ মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বৈত আচার্য্য ও অন্যান্য ভক্তগণ মিলিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছে, কখন বা নিমাই বিষ্ণু খট্টায় উপবিষ্ট হইয়া সকলের মস্তকে চরণ অর্পণ করিতেছেন। কখন বা দেখিলেন, নিমাই কোটী কোটী শিষ্য সমভিব্যাহারে নর্ত্তন ও কুর্দ্দন সহকারে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোক নিমাইয়ের স্তুতিবাদে নিযুক্ত। অনন্তর শিষ্যসংহতি নিমাই নীলাচলে গমন করিলেন। এই স্বপ্ন দেখিয়া বৃদ্ধ মিশ্র ভগ্নহৃদয় হইলেন। শচীদেবী নিমাইয়ের বহু সুখ্যাতি করিয়া কহিলেন "নিমাইয়ের পাঠে যেরূপ আসক্তি, আমার বোধ হয়, নিমাই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে না।"

একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে নিমাই পিতৃহীন হইলেন। তখন শচীদেবীর বয়ঃক্রম পঞ্চান্ন। পিতৃদেবের অন্তিমসময় উপস্থিত জানিয়া নিমাই মাতাকে ক্রন্দন করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহার অন্তিমের শুভকামনায় নিযুক্ত হইতে কহিলেন। আত্মীয় কুটুম্বগণ উপস্থিত থাকিলেও নিমাই নিজে মাতৃসাহায্যে মুমূর্ষু পিতাকে গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন। পিতৃদেবের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিতপ্রায় দেখিয়া নিমাই জনকের পদদ্বয় বক্ষে ধারণপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন "বাবা! তুমি পরলোক গমন করিতেছ, কিন্তু তোমার পুত্রকে কাহার নিকট রাখিয়া যাইতেছ? কেই বা আর আমাকে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিবে? বাবা! আজি অবধি আমার "বাবা" বলা শেষ হইল।"

পুত্রস্নেহ কি ভয়ঙ্কর পদার্থ! মুমূর্ষু জগন্নাথ একটু সজীব হইয়া স্নেহের নিমাইকে বক্ষে ধারণ করিয়া কহিলেন "বাবা নিমাই! তোমার

কোন ভয় নাই, আমি তোমাকে রঘুনাথের হস্তে সমর্পণ করিলাম। বাবা! আমার মনের সাধ মিটিল না, তুমি আমাকে মনে রাখিও।" এই বলিতে বলিতে জগন্নাথের বাক্‌রোধ হইল। তখন নিমাই তাঁহার নাভিদেশ পর্য্যন্ত গঙ্গাজলে নিমজ্জিত করিয়া রঘুনাথ নাম স্মরণ করাইলেন। জগন্নাথ সেই নাম জপিতে জপিতে মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নিমাই ও কেশব কাশ্মিরী।

শচীদেবী পতিবিয়োগদুঃখকাতরা হইয়াও পাছে ক্রন্দন করিলে বালক নিমাইয়ের পিতৃবিয়োগ-দুঃখ-পারাবার উদ্বেল হইয়া উঠে এই ভয়ে কখন ক্রন্দন করিতে পারেন নাই। পিতার ভালবাসা, পিতার আদরে বঞ্চিত হইয়া পাছে নিমাই আপনাকে হতভাগ্য মনে করে, এই ভয়ে পুত্রগত-প্রাণা জননী সর্ব্বপ্রযত্নে গৌরচন্দ্রের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ নিমাইয়ের দর্শন না পাইলে জননী বৎসহারা গাভীর ন্যায় চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করেন। নিমাইও সর্ব্বপ্রযত্নে মাতৃদুঃখহ্রাসের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বদাই মাতাকে কহিতেন "মা! তুমি কোন চিন্তা করিও না, আমি তোমার নিকট থাকিলে তোমার কোন অভাবই থাকিবে না। যাহা দেবগণেরও দুর্ল্লভ, আমি অনায়াসে তাহা তোমাকে আনিয়া দিব।" ফলতঃ যাঁহার স্মরণমাত্র সর্ব্বকামনা পূর্ণ হয়, তিনিই যখন শচীদেবীর পুত্ররূপে বিদ্যমান, তখন তাঁহার দুঃখের আর কোন কারণই থাকিতে পারে না। তবে এক বিষয়ে গৌরচন্দ্র মাতাকে দুঃখ দিতেন, কিন্তু পুত্রস্নেহবিহ্বলা জননী তাহা দুঃখ বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহার প্রয়োজনমত দ্রব্যাদি না পাইলে আর রক্ষা থাকিত না। একদা তিনি স্নানার্থে গমন করিবেন, জননীর নিকট গঙ্গাপূজার্থে তৈল,

আমলকী ও মাল্য চন্দন চাহিলেন। তৎক্ষণাৎ মাল্যদানে অসমর্থা হইলে নিমাই গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গঙ্গাজলের কলস, ঘৃত, লবণ ও তৈলভাণ্ড প্রভৃতি যত দ্রব্য পাইলেন, যষ্টি প্রহারে তাহাদিগকে চূর্ণ করিলেন; তথাপি নিমাইয়ের ক্রোধ শান্ত হইল না। অনন্তর গৃহের দেয়াল ও বৃক্ষাদি ভগ্ন করিতে লাগিলেন, এবং পরিশেষে আঙ্গিনায় পতিত হইয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। ক্রমে নিদ্রাকৃষ্ট হইলে, ধূলিশয়নে শায়িত ত্রিলোকনাথ-গৌরাঙ্গ শেষশয়নে অধিষ্ঠিত বৈকুণ্ঠনাথ-শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। ইত্যবকাশে মাতা মাল্যচন্দনসংগ্রহপূর্ব্বক নিমাইকে দান করিলে, তিনি প্রফুল্লচিত্তে গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। আহারাদির পর নিমাই প্রশান্তচিত্ত হইলে, শচীদেবী প্রবোধদানপূর্ব্বক কহিলেন "বাবা! গৃহ, দ্বার, ও দ্রব্যাদি সমুদয় তোমারই, সেগুলির অপচয় সাধন করিয়া তোমার নিজেরই অনিষ্ট সংঘটন করিয়াছ; তুমি ত এক্ষণেই পাঠার্থে বহির্গত হইবে, সুতরাং তোমাকে জানাইতেছি, কল্যকার আহারোপযোগী কোন পদার্থই গৃহে নাই।" মাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া জগবন্ধু একটু হাস্য করিয়া কহিলেন "আহারদাতা কৃষ্ণই আমাদিগের ভরণপোষণে সমর্থ।" এই বলিয়া নিমাই পুস্তকাদি গ্রহণপূর্ব্বক বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। পাঠ সমাপনান্তে তিনি একবার জাহ্নবীর কূলে উপনীত হইলেন, এবং তথা হইতে আপন মন্দিরে গমন করিলেন। জননীকে ডাকিয়া তিনি দ্রব্যাদির মূল্যস্বরূপ তোলা দুই স্বর্ণ দিয়া কহিলেন "শ্রীকৃষ্ণ অদ্য আমাদিগের এই সম্বল দিয়াছেন।" উদারপ্রকৃতি শচীঠাকুরাণী সুবর্ণ দেখিয়া ভীত হইলেন। বালক নিমাই যদি কর্জ্জ করিয়া অথবা চুরী করিয়া আনিয়া থাকে, এই ভাবিয়া তিনি সেই সুবর্ণ বিক্রয় করিতে কুণ্ঠিতা হইলেন। পরে প্রতিবেশীগণকে দেখাইয়া, তাহাদিগের পরামর্শমত উহা বিক্রয় করিলেন। এই প্রকারে নিমাই গৃহ দ্রব্যাদিশূন্য হইলে কয়েকবার মাতাকে সুবর্ণ আনিয়া দিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে নিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতেন। মুরারি গুপ্ত, অলঙ্কারশাস্ত্রে অদ্বিতীয় কমলাকান্ত, ও তন্ত্রসার-লেথক কৃষ্ণানন্দও এই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন করিতেন। নিমাই বালক হইলেও জ্ঞানে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি ক্রমে গঙ্গাদাস অপেক্ষাও ব্যাকরণে অধিকতর ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। তিনি গৃহে বসিয়া যে ব্যাকরণের টিপ্পনী লিখিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বত্র প্রচারিত ও আদৃত হইয়াছিল। মুরারির সহিত তাঁহার প্রায়ই ব্যাকরণ সম্বন্ধে তর্ক হইত এবং তাহাতে মুরারিই পরাস্ত হইতেন। এক দিবস মুরারি পরাস্ত হইলে নিমাই বিদ্রূপচ্ছলে তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিলেন, অমনি তাঁহার আপাদমস্তক পুলকিত হইল। তখন বহুদিনের বিস্মৃত ঘটনা তাঁহার মনোমধ্যে পুনরুদ্দীপিত হইল। তিনি পদ্মপলাশলোচন নিমাইয়ের বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিলেন "জগন্নাথের এই পুত্রটী কি মানুষ? না কোন মনুষ্যরূপধারী দেবতা?"

ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়া নিমাইয়ের ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের বাসনা হইল, তখন তিনি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের টোলে প্রবেশ করিলেন। নিমাইয়ের অদ্ভুত প্রতিভা। এই প্রতিভাবলেই নিমাই ন্যায় অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গেই ন্যায়ের টিপ্পনী লিখিতে আরম্ভ করেন। পণ্ডিত ব্যক্তিই পণ্ডিতের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। দীধিতির গ্রন্থকর্ত্তা রঘুনাথ নিমাইয়ের সহিত সার্ব্বভৌমের টোলে পড়িতেন। রঘুনাথের আশা ছিল, তিনি জগতের অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবেন। কিন্তু নিমাইয়ের প্রতিভা দেখিয়া তাঁহার সে আশা হৃদয় হইতে অন্তর্হিতা হইতে লাগিল। নিমাই ন্যায়ের গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া তিনি একদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন "ভাই! তুমি নাকি ন্যায়ের গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছ? আমি কি তাহা একবার দেখিতে পাই না?" নিমাই উত্তর করিলেন "কল্য যখন গঙ্গা পার হইব, তখন তোমাকে তাহা পাঠ করিয়া শ্রবণ করাইব।"

পরদিবস, নিমাই ও রঘুনাথ গঙ্গাপার হইবার নিমিত্ত নৌকারোহণ করিলে নিমাই স্বরচিত ন্যায়গ্রন্থ পাঠ করিয়া রঘুনাথকে শুনাইলেন। রঘুনাথ কিয়দংশ শ্রবণ করিয়া আর ক্রন্দন সংবরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার আশা ছিল দীধিতি রচনা করিয়া তিনি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বলিয়া জগতে খ্যাতিলাভ করিবেন। নিমাইয়ের গ্রন্থ যে তাঁহার গ্রন্থ অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, তাহার প্রমাণ তিনি নিমাইয়ের গ্রন্থের প্রতি ছত্র পাঠে অনুধাবন করিলেন। নিমাইয়ের গ্রন্থ বিদ্যমানে তাঁহার গ্রন্থ যে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া পরিগণিত হইবে ইহাই ভাবিয়া রঘুনাথ হস্তদ্বারা মুখাবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

জীবানুগ্রহকারী অন্তর্যামী ভগবান্ গৌর রঘুনাথকে বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে দেখিয়া, তাঁহার ক্রন্দনের কারণ তাঁহাদ্বারাই প্রকাশিত করাইবার ইচ্ছায়, দুঃখাভিভূত হইয়া তাঁহার কণ্ঠদেশ বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া কহিলেন "ভাই! তুমি কাঁদিতেছ কেন? তোমার কি কোন অনিষ্ট সংঘটনের কথা স্মরণ হইয়াছে যে, তুমি এরূপ আকুলভাবে ক্রন্দন করিতেছ?"

রঘুনাথ কহিলেন "না ভাই, আমার কোন অনিষ্টপাত হয় নাই। আমি আশা করিয়াছিলাম, আমার দীধিতি প্রকাশিত হইলে, আমার নাম জগদ্বিখ্যাত হইবে এবং আমারই গ্রন্থ সর্ব্বত্র আদৃত হইবে। আমার সেই আশা উন্মূলিত হইল দেখিয়া আমি আর ক্রন্দন সংবরণ করিতে পারিলাম না। ভাই! তোমার পুস্তকের রচনা-পারিপাট্য আমার পুস্তক অপেক্ষা অনেকাংশে উত্তম। আমি যে বিষয় দুই তিন পাতায় বর্ণনা করিতে সমর্থ হই নাই, তুমি তাহা অতি সামান্যর মধ্যে সরলভাবে বর্ণনা করিয়াছ। সুতরাং তোমার পুস্তক প্রকাশিত হইলে আমার নামও কেহ উচ্চারণ করিবে না, আমার পুস্তকের কথা ত দূরে থাকুক। এক্ষণে আমি বুঝিলাম যে, এই পুস্তক প্রণয়নে, আমি যে দারুণ পরিশ্রম করিয়াছি, সকলই বিফল হইল।"

উদারচেতা মহানুভব নিমাই সহপাঠীর ক্রন্দনকারণ অবগত হইয়াই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন "ভাই! এই তুচ্ছ বিষয়ের জন্য তুমি ক্রন্দন করিতেছ? তোমার সযত্নলিখিত গ্রন্থই জগতে আদৃত হইবে, আমার এ অফল-গ্রন্থে কোন্ প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া নিমাই স্বপ্রণীত গ্রন্থাংশ নদীজলে নিক্ষেপ করিলেন। অধিকন্তু নিমাই তদবধি ন্যায়চর্চ্চা একবারে পরিত্যাগ করিলেন। বেদ যাঁহার মুখনিঃসৃত বাক্য সেই ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরের আবার শাস্ত্রালাপনে কি প্রয়োজন?

নিমাই অতঃপর নিজে একটী টোল সংস্থাপন করিলেন। তাঁহার নিজ বাটীতে স্থানাভাব হেতু মুকুন্দসঞ্জয় নামক জনৈক ধনবান্ ব্রাহ্মণের চণ্ডীমণ্ডপে টোলের অধিবেশন হইল। বিদ্বজ্জনপরিশোভিত নবদ্বীপে ষোড়শবর্ষবয়ঃক্রমশালী নিমাইকে টোল সংস্থাপন করিতে দেখিয়া অনেকেই উপহাস করিল। তৎপ্রদেশে বহুটোল বিদ্যমান সত্ত্বেও নিমাই-প্রতিষ্ঠিত টোল দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

কিছুকাল এইপ্রকারে অতীত হইলে, নবদ্বীপের বল্লভাচার্য্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণের লক্ষ্মী নামক পরমাসুন্দরী কন্যার সহিত নিমাইয়ের বিবাহের সম্বন্ধ হইল। শচীদেবী বিবাহে অনুমতি দান করিলে, যথাসাধ্য বিবাহের উদ্যোগ হইল। শচীর নিরানন্দ ভবনে পুনঃ আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। শচীদেবীও আনন্দে ভাসিতেছেন তিনি এক্ষণে পতিপুত্রবিরহ-দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছেন। তাঁহার গৃহ অদ্য প্রতিবেশী রমণীগণে পরিপূর্ণ। শঙ্খ ও হুলুধ্বনিতে গৃহ মুখরিত। শচীদেবী রমণীগণের যথাযথ আবাহন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন "আমার নিমাইয়ের বিবাহে তোমরা প্রসন্না হইয়া আশীর্ব্বাদ কর, তোমাদের উপযুক্তমত সম্ভ্রম রক্ষা করিতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নাই। আমার পুত্র কাঙ্গাল, তাহাতে আবার পিতৃ-হীন।" মাতৃবাক্য শ্রবণ করিবামাত্র নিমাইয়ের কমললোচন বহিয়া মুক্তাফলের ন্যায় অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। পিতা জগন্নাথ ও ভ্রাতা

বিশ্বরূপকে স্মরণ করিয়া তিনি আকুলহৃদয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শচীমাতা এই আনন্দের দিনেও আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না, তিনিও ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন "বাবা! এমন মঙ্গলের দিনে তুমি কাঁদিতেছ কেন? তোমার বিমর্ষবদন নিরীক্ষণ করিলে আমার তিলমাত্রও বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে না।" তখন গৌর প্রভাত-কালীন নিষ্প্রভশশাঙ্কবৎ বদনমণ্ডলে মাতার মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া নবীনজলদগম্ভীর রবে কহিলেন "তুমি কি জন্য আপনাকে দীনা ও দরিদ্রা মনে করিতেছ? তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতা ও ভ্রাতার কথা স্মরণপথে উদিত হওয়ায় আমি আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছি। তোমার যাহা ইচ্ছা দান কর, সকলের অঙ্গে গন্ধ চন্দন লেপন কর। তোমার যখন যাহার অভাব হইবে ইঙ্গিত মাত্রই তাহা আনীত হইবে।"

শুভক্ষণে শুভলগ্নে নিমাইয়ের সহিত বল্লভাচার্য্য-দুহিতা লক্ষ্মীদেবীসহ বিবাহ সম্পন্ন হইল। পরদিবস লক্ষ্মীদেবীসহ নিমাই দোলায় আরোহণ-পূর্ব্বক গৃহাগমন করিতেছেন, এই সংবাদ পাইয়া গ্রামের সমস্ত লোক দেখিতে আসিলেন। তাঁহাদের উভয়েরই অলৌকিক রূপলাবণ্য চৈতন্য ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত আছে, যথা :—

"কতকাল এরা ভাগ্যবতী হরগৌরী।
নিষ্কপটে সেবিলেন কত ভক্তি করি॥
অল্পভাগ্যে কন্যার কি হেন স্বামী মিলে।
এই হরগৌরী হেন বুঝি কেহ বলে॥
কেহ বলে ইন্দ্র, শচী, রতি বা মদন।
কোন নারী বলে এই লক্ষ্মী নারায়ণ॥
কোন নারীগণ বলে যেন সীতারাম।
দোলাপরি শোভিয়াছে অতি অনুপম॥"

নিমাই গৃহে আসিলেন। শচীসহ অন্যান্য কুলবধূগণ পুত্র ও বধূকে

ঘরে আনিলেন। পুত্রবধূর আগমনে শচীদেবী গৃহ জ্যোতিঃপূর্ণ অনুমান করিতে লাগিলেন। এই অবধি কখন বা তিনি পুত্রের পার্শ্বে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করেন, কখন বা গৃহ কমলগন্ধে আমোদিত অনুভব করেন। পুত্রবধূর শুভাগমন হইতে শচীদেবীর সংসারে আর দারিদ্র্য-দুঃখ নাই। শচীদেবী এইরূপ আনন্দ-হিল্লোলে ভাসিতে লাগিলেন; এদিকে নিমাই পূর্ব্ববৎ টোলে ছাত্রাধ্যাপনায় নিযুক্ত হইলেন। নিমাই অধ্যাপক হইলেও অদ্যাপি বালক, সুতরাং বালকসুলভ চপলতা, রাজপথে দৌড়াদৌড়ী করা প্রভৃতি বালকের কার্য্য সমস্তই আছে। বিদ্যামন্দিরে কিন্তু নিমাই সিংহসদৃশ, তথন নিমাইয়ের সহিত চপলতা প্রকাশ করিতে কাহারও সাহস হয় না।

নিমাইপণ্ডিত বড় কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। তিনি নিজে শ্রীহট্টবাসী। এরূপ শ্রীহট্টবাসী অনেক ছাত্র নবদ্বীপে পাঠ করিত। তাহাদিগকে দেখিলেই তিনি তাহাদিগের ভাষার অনুকরণ করিয়া বিদ্রূপ করিতেন। চট্টগ্রামনিবাসী মুকুন্দ দত্ত নামে জনৈক বৈদ্যকুমার নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতেন। ইনি যেমন সুগায়ক তদ্রূপ বৈষ্ণবচূড়ামণি ছিলেন। ইনি অদ্বৈত আচার্য্যের বাটীতে প্রতিদিন হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন। এক দিবস, নিমাইপণ্ডিত ছাত্রগণপরিবৃত হইয়া রাজপথে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে মুকুন্দ রাস্তার একপার্শ্ব অবলম্বন করিয়া গমন করিতেছেন। নিমাইপণ্ডিত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শিষ্যগণকে কহিলেন "এই লোকটা পথের একপার্শ্ব দিয়া গমন করিতেছে কেন বলিতে পার? লোকটা বৈষ্ণব, তাই পাছে আমার সহিত শাস্ত্রীয় কথা উঠে, এই ভয়ে পলায়ন করিতেছে।" অতঃপর তিনি তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন "তুই, পলাইয়া কোথায় গমন করিবি, আমার হাত হইতে তোর রক্ষা নাই, আর কিছুদিন অতীত হইলে আমি তোকে এমনি সুদৃঢ় বন্ধনে বাঁধিব যে তুই আমার নিকট চির-আবদ্ধ থাকিবি।" অনন্তর তিনি শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া

কহিলেন "দেখ ভাই সকল! আমিও বৈষ্ণব হইব, আর কিছুদিন অতীত হইলে আমি এমন বৈষ্ণব হইব যে, ত্রিলোকপতি শিবও আমার দ্বারী হইবেন। যাহারা এক্ষণে আমাকে দেখিয়া পলায়ন করিতেছে তাহারাই তখন আমার গুণ কীর্ত্তন করিবে।"

এই সময়ে নবদ্বীপের অনেক লোক বৈষ্ণবদিগের ক্রিয়া কলাপ সমালোচনা করিয়া পরস্পরে বলিতেন "ভাগবত পড়িব, কৃষ্ণ ভজিব, তাহাতে লম্ফ ঝম্ফ কেন? গৃহে বসিয়া স্থিরভাবে ভজনা করিয়া কৃষ্ণ-ভক্তি পাওয়া যায় না কি?" এইরূপ সমালোচনা শ্রবণ করিলে বৈষ্ণবগণ দুঃখিতচিত্তে অদ্বৈত আচার্য্য-সমীপে সমস্ত নিবেদন করিত। অদ্বৈত আচার্য্য কৃষ্ণপ্রেমমুগ্ধ। তাঁহার বিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রভাবে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন। এজন্য বৈষ্ণবগণকে তিনি আশ্বাসদানপূর্ব্বক আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিতে উপদেশ দিতেন। অদ্বৈত আচার্য্যের বাটী প্রতিদিন উৎসবময়। অনেক বৈষ্ণব একত্র হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করেন। মুকুন্দ দত্তও এই সময় কৃষ্ণগীত গাইয়া তাঁহার সুমধুর স্বরে সকলের চিত্তে ভক্তির সঞ্চার করাইয়া দিতেন। একদা ঈশ্বরপুরী নামক জনৈক সন্ন্যাসী অদ্বৈতের বাটী উপনীত হইলেন। তাঁহার প্রভাব দর্শনে অদ্বৈত বুঝিলেন ইনি একজন সাধু মহাপুরুষ। অদ্বৈত পরিচয় জিজ্ঞাসিলে তিনি কহিলেন "আমি শূদ্রাধম, আপনার চরণ সন্দর্শনার্থই এখানে আমার আগমন।" মুকুন্দ তাঁহাকে কৃষ্ণভক্ত বুঝিয়া স্বীয় মধুর কণ্ঠে কৃষ্ণগীত ধরিলেন। সেই গীত শ্রবণপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমমুগ্ধ ঈশ্বরপুরী সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক জলসেচন দ্বারা চৈতন্যোৎপাদন করিলেন। ঈশ্বরপুরীর কৃষ্ণানন্দ দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইলেন।

একদিবস পথে ভ্রমণ করিতে করিতে নিমাইপণ্ডিতের সহিত ঈশ্বর-পুরীর সাক্ষাৎ হইল। নিমাই দর্শনমাত্রেই তাঁহাকে ভক্ত জানিয়া প্রণাম

করিলেন। তখন ঈশ্বরপুরী তাঁহার সুগঠিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ভাব ভঙ্গী নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলেন ইনি কোন সিদ্ধপুরুষ, তাহার সন্দেহ নাই। নিমাই ঈশ্বরপুরীকে নিজের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "শ্রীপাদকে অদ্য আমার বাটীতে ভিক্ষাগ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে আপনি আমাকে যেরূপ ভাবে নিরীক্ষণ করিতেছেন এই প্রকার সর্ব্বক্ষণই নিরীক্ষণ করিতে পারিবেন।" তখন ঈশ্বরপুরী একটু হাস্য করিয়া তাঁহার নাম ধামাদি জিজ্ঞাসা করিলেন ও আগ্রহের সহিত তাঁহার ভিক্ষা গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন।

নিমাইয়ের বাটীতে ভিক্ষা গ্রহণান্তর ঈশ্বরপুরী গোপীনাথ আচার্য্যের গৃহে কিছুদিন অবস্থান করিলেন। এই সময়ে ঈশ্বরপুরী স্বপ্রণীত কৃষ্ণ-লীলামৃত নামক গ্রন্থ গদাধর ও নিমাই সন্নিধানে পাঠ করেন। ঈশ্বরপুরী নিমাইপণ্ডিতকে তাঁহার প্রণীত পুস্তকের দোষগুণ কীর্ত্তন করিতে বলিলে নিমাই তাহার উত্তরে কহিলেন "কৃষ্ণলীলা বর্ণন বিষয়ে ভক্তের বাক্যে যিনি দোষ দেখেন তিনি মহাপাপী। আপনি ভক্তি সহকারে কৃষ্ণ লীলা যাহা বর্ণন করিয়াছেন তাহাতে দোষ ধরিবে এমন সাধ্য কাহার?"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাটী নিমাইপণ্ডিতের টোল। নিমাইপণ্ডিতের নামে টোলে বহুতর শিষ্য হইয়াছে। তিনি সর্ব্বদা বিদ্যা-চর্চ্চায় নিবিষ্ট থাকেন। পথিমধ্যে কখন বা মুকুন্দকে পাইয়া, কখন বা গদা-ধরকে ধরিয়া, ব্যাকরণ, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রের তর্ক উত্থাপন করেন। মুকুন্দ অলঙ্কারশাস্ত্রে পণ্ডিত, তিনি অলঙ্কার বিষয়ক প্রশ্ন করিয়াও নিমাইয়ের নিকট পরাস্ত হইলেন। এইরূপে সকলেই সকল বিষয়ে পরাজয় স্বীকার করিয়া ভাবিতে লাগিলেন "মনুষ্যের এত পাণ্ডিত্য হওয়া অসম্ভব। একা-ধারে সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞান কোন পণ্ডিতেরই নাই, ইহাতেই বোধ হইতেছে ইনি কোন মহাপুরুষ।" এইরূপ দৃঢ় ধারণাপ্রযুক্ত মুকুন্দ, গদাধর, শ্রীবাস প্রভুকে দেখিলেই প্রণাম করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করেন

যেন নিমাইয়ের কৃষ্ণভক্তি হয়। এই অবধি নাগরিকগণ ও বৃদ্ধগণ তাঁহাকে দেখিলেই ভক্তি সহকারে প্রণাম করে, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে বৃহস্পতিসম জ্ঞান করেন, যোগিগণ তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ মনে করেন। যাঁহার সহিত প্রভু একবার সম্ভাষণ করেন, সেই তাঁহার গুণে বশীভূত হইয়া প্রেমফাঁসে আবদ্ধ হয়েন। হঠাৎ এক দিবস নিমাই অলৌকিক শব্দ করিয়া মূর্চ্ছাগত হইলেন। মূর্চ্ছাপগম না হইতেই আবার হুহুঙ্কার শব্দপূর্ব্বক অবষ্টম্ভ দেহ হইয়া পড়িলেন। এই সংবাদ শ্রবণে গোষ্ঠীসহ মুকুন্দ সঞ্জয় ও নানা স্থান হইতে বহুলোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সকলে বায়ুরোগ নির্ণয় করিয়া বিষ্ণুতৈল ও নারায়ণতৈল তাঁহার মস্তকে প্রদান করিতে কহিলেন। বিষ্ণুতৈল আনীত হইলে নিমাইয়ের মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দিত হইতে লাগিল। নিমাই অচিরে সংজ্ঞালাভ করিয়া সুস্থ হইলেন। কিন্তু মাতার অনুরোধে তাঁহাকে কিছুদিন পাকতৈল ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। পুণ্যবান্ মুকুন্দ সঞ্জয়ের বহির্ব্বাটীতে প্রভু উপবিষ্ট আছেন, কোন শিষ্য তাঁহার মস্তকে তৈলদান করিতেছেন, আর নিমাইপণ্ডিত চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট শিষ্যগণকে শিক্ষা দিতেছেন, বোধ হইতেছে যেন বদরিকাশ্রমে সনকাদি ঋষিগণ-পরিবেষ্টিত নারায়ণ উপবিষ্ট আছেন।

বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত অধ্যাপনা কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিয়া নিমাই শিষ্যগণসহ স্নানার্থে সুরধুনী গমনপূর্ব্বক বহুক্ষণ জলক্রীড়া করিলেন। অনন্তর গৃহে আগমনপূর্ব্বক তুলসী চন্দন ও পুষ্পদ্বারা নারায়ণ পূজা করিয়া আহার করিলেন। সেই দিবস অপরাহ্ণে দিব্য বস্ত্র পরিধান করিয়া নিমাই শিষ্যগণপরিবৃত হইয়া পুনরায় নগর পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। তাঁহার সেই দেবদুর্লভ মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল। অতঃপর নিমাই এক তন্তুবায়ের গৃহে উপনীত হইয়া, তন্তুবায়কে তাঁহার জন্য উত্তম বস্ত্র আনয়ন করিতে কহিলেন। নিমাইয়ের দিব্যজ্যোতিঃ ও দেহকান্তি অবলোকন করিয়া তন্তুবায় উত্তম একজোড়া বস্ত্র আনয়ন করিল। মূল্য

কত জিজ্ঞাসা করিলে তন্তুবায় কহিল "আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক যাহা দিবেন তাহাই উহার মূল্য।" "অদ্য অর্থ সঙ্গে নাই, আর এক দিবস অর্থ লইয়া আসিব" এই বলিয়া নিমাই প্রস্থানোদ্যত হইলে, তন্তুবায় কহিল "আপনি বস্ত্র গ্রহণ করুন, যখন হয় মূল্য দিবেন।" নিমাইপণ্ডিত তাহাতেও সম্মত হইলেন না, কহিলেন "ঋণগ্রস্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে।" তখন কাজেই তন্তুবায় বিনামূল্যে বস্ত্রজোড়া অর্পণ করিল। তথা হইতে নিমাই গোপগৃহে গমনপূর্ব্বক দুগ্ধ ও নবনীত সংগ্রহ করিয়া এবং গন্ধবণিক গৃহ হইতে বহুবিধ গন্ধদ্রব্য লইয়া শ্রীধরের বাটীতে উপনীত হইলেন। শ্রীধর সামান্য পশারি। বাজারে কলার খোলা, পাতা, থোড়, মোচা ইত্যাদি বিক্রয়দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হন, তদ্দারাই তাঁহার সংসার নির্ব্বাহ হয়। নিমাই প্রত্যহ তাঁহার দোকান হইতে বাক্‌চাতুরী করিয়া কলাপাতা প্রভৃতি দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেন। তাঁহার বিনামূল্যে দিবার অনিচ্ছা সত্বেও নিমাই প্রতিদিন কিছু না কিছু সংগ্রহ করিতেন। ইহার কারণ শ্রীধর পরম বৈষ্ণব ছিলেন, সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম শুনা যাইত। বৈষ্ণবের সহিত তাঁহার ব্যবহার এইরূপই ছিল। অদ্য নিমাইপণ্ডিত শ্রীধরের বাটী উপনীত হইয়া কহিলেন "শ্রীধর! তুমি চিরদিন লক্ষ্মীকান্তের সেবা করিয়া থাক, কিন্তু তোমার দুঃখ ত ঘুচিল না।" শ্রীধর উত্তর করিলেন "প্রভু! আমি ত উপবাস করিয়া থাকি না, এবং ছোট হউক, বড় হউক, কাপড়ও একখণ্ড পরিধান করিয়া থাকি।" প্রভু পুনরায় কহিলেন "তোমার পরিধান বস্ত্র ত ছিন্ন, স্থানে স্থানে গ্রন্থিবন্ধন, দেখ তোমার চালে খড় নাই, যাহারা চণ্ডী কিম্বা বিষহরির পূজা করে, তাহারা পরমসুখে দিনপাত করে।" শ্রীধর উত্তর করিলেন "রাজা অট্টালিকায় বাস করে, ও পক্ষিগণ বৃক্ষশাখায় থাকে, ইহার কারণ, প্রাণিগণ যে যাহার কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে।" তখন প্রভু কহিলেন "আমি তোমার বাটী আসিয়াছি, এক্ষণে বিনামূল্যে আমাকে কি দিবে বল। তুমি যদি প্রত্যহ আমাকে থোড়

কলা প্রভৃতি দাও, তাহা হইলে আমি আর তোমার সঙ্গে বিরোধ করিব না।" শ্রীধর মনে মনে ভাবিলেন "প্রতিদিন বিনা অর্থে দান করা আমার ক্ষমতাতীত হইলেও এই ব্রাহ্মণ বল প্রকাশপূর্ব্বক লইবে। ব্রাহ্মণে গ্রহণ করে, ইহাও আমার ভাগ্যের কথা।" এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীধর কহিলেন "প্রভো, তোমায় মূল্য দিতে হইবে না, আমি প্রতিদিন তোমাকে থোড় কলা আদি যাহা পারি দিব। তুমি আমার সঙ্গে আর দ্বন্দ্ব করিও না।" নিমাই শ্রীধরের প্রতিজ্ঞাবাক্য শুনিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না, পুনরায় কহিলেন "আচ্ছা শ্রীধর! তুমি আমার একটী প্রশ্নের উত্তর দান কর, তাহা হইলে আমি প্রস্থান করিব। আচ্ছা বল দেখি, তুমি আমার বিষয় কি মনে কর?" শ্রীধর বলিলেন "তুমি বিষ্ণু অংশে ব্রাহ্মণ-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ।" নিমাই তৎক্ষণাৎ কহিলেন "না না শ্রীধর! আমি গোপ-বালক।" নিমাইয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীধর হাস্য করিয়া উঠিলেন। তখন নিমাই কহিলেন "তুমি আমাকে চিনিলে না, তুমি যে গঙ্গাদেবীর সেবা কর, তাঁহার মাহাত্ম্য ত আমা হইতেই।" শ্রীধর কর্ণে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন "গঙ্গাদেবী বলিয়াও কি তোমার ভয় নাই? নিমাই, বয়স বৃদ্ধি হইলে লোকে স্থিরপ্রকৃতি হয়, কিন্তু তোমার চাঞ্চল্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।"

শ্রীধরের সহিত এইরূপ রঙ্গ করিয়া প্রভু গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ছাত্রগণও যে যাহার বাটী গমন করিল। গৌরাঙ্গ-সুন্দর তখন বিষ্ণুদ্বারে উপবিষ্ট হইয়া পৌর্ণমাসী রজনীর চন্দ্রশোভা নিরীক্ষণপূর্ব্বক বৃন্দাবন-বৃত্তান্ত সমুদয় স্মরণ করিলেন। তাঁহার মন আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। সেই আনন্দ হিল্লোলে প্রভু অপূর্ব্ব সুমধুর মনোমোহিনী মুরলী-ধ্বনি করিলেন। ত্রিভুবনমোহিনী সেই মুরলীধ্বনি শ্রবণমাত্র শচীদেবী মূর্চ্ছিতা হইলেন। ক্ষণকাল পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সেই ধ্বনি শ্রবণপূর্ব্বক বহিরাগমন করিয়া বিষ্ণুদ্বারে পুত্রকে উপবিষ্ট দেখিলেন, কিন্তু

সে মধুর শব্দ আর শ্রবণগোচর করিলেন না। কতিপয় দিবস অতীত হইলে একদা রাজযোগ্য পরিচ্ছদে ভূষিত ও ছাত্রগণপরিবৃত নিমাই রাজপথ দিয়া গমন করিতেছেন, তাঁহার সুন্দর ললাটে তিলক, শ্রীকরে পুস্তক, অধর তাম্বুলরাগে রঞ্জিত, বোধ হইতেছে যেন সর্ব্বপাপতাপহারী স্বয়ং নারায়ণ দর্শনদানে জীবের পাপতাপ হরণার্থে ভ্রমণ করিতেছেন। দৈবযোগে পথিমধ্যে তাঁহার শ্রীবাসের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্রীবাস তাঁহার পিতৃবন্ধু এবং শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনীর সহিত তাঁহার মাতা শচীদেবীর বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। শ্রীবাস ও মালিনী সর্ব্বদাই জগন্নাথের বাটী গমন করিতেন ও প্রশান্তমূর্ত্তি নয়নরঞ্জন শিশু নিমাইকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক আদর আহ্লাদ করিতেন, সুতরাং তাঁহারা উভয়ই নিমাইকে বাৎসল্যভাবে দর্শন করিতেন। এক্ষণে শ্রীবাস চঞ্চলপ্রকৃতি নিমাইকে শিষ্যগণসহ আগমন করিতে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন "উদ্ধতের চূড়ামণি! কোথায় গমন করিতেছ?" নিমাই পিতৃসখাকে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তাঁহার বদন হাস্যপ্রকটিত হইলেও তিনি পিতৃসখার সম্ভ্রমার্থ গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। তখন শ্রীবাস পুনরায় কহিলেন "নিমাই! কৃষ্ণভক্তি পাইবার জন্য লোক বিদ্যাভ্যাস করে, তোমার যদি তাহা না হইল, তবে এ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ফল কি দর্শিল? সুতরাং আমার পরামর্শ যে, তুমি আর এ প্রকারে কালক্ষেপ না করিয়া যাহাতে কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হও তন্নিবন্ধন যত্নবান্ হও।" প্রভু শ্রীবাসের বাক্যে আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না; অট্টহাস্য করিয়া তিনি কহিলেন "তোমার অনুগ্রহ থাকে ত নিশ্চয়ই কৃষ্ণভক্তি হইবে।" এই বলিয়া নিমাই শিষ্যগণসহ প্রস্থান করিলেন। অতঃপর নিমাই সুরধুনীতীরে আগমন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। শিষ্যগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। তখন তাঁহার যেরূপ সৌন্দর্য্য প্রকটিত হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে:—

"কোটি মুখে সে শোভাও ত না পারি কহিতে।
উপমাও তার নাহি দেখি ত্রিজগতে॥
চন্দ্র তারাগণ বা বলিব তাহা নয়।
সকলঙ্ক তার কলা ক্ষয় বৃদ্ধি হয়॥
সর্ব্বকাল পরিপূর্ণ এ প্রভুর কলা।
নিষ্কলঙ্ক তেঁই সে উপমা দূরে গেলা॥
বৃহস্পতি উপমায় দিতে না জুয়ায়।
তিঁহো একপক্ষ, দেবগণের সহায়॥
এ প্রভু সবার পক্ষ সহায় সবার।
অতএব সে দৃষ্টান্ত না হয় ইঁহার॥
মদনে উপমা দিব, সেও ইহা নয়।
তিহোঁ চিত্তে জাগিলে চিত্তের ক্ষোভ হয়॥
এ প্রভু জাগিলে চিত্তে সর্ব্ববন্ধ ক্ষয়।
পরম নির্ম্মল প্রভু প্রসন্ন হৃদয়॥
এই মত সকল সিদ্ধান্ত যোগ্য নয়।
সবে এক উপমা দেখি যে চিত্তে লয়॥
কালিন্দীর তীরে যেন শ্রীনন্দ কুমার।
গোপবৃন্দ মধ্যে বসি করিলা বিহার॥
সেই গোপবৃন্দ লই সেই কৃষ্ণচন্দ্র।
বুঝি দ্বিজরূপে গঙ্গাতীরে করে রঙ্গ॥"

এইরূপ প্রভু যখন গঙ্গাতীরে বসিয়া শাস্ত্রালাপ করেন, তখন নগর-বাসিগণ তাঁহাকে দেখিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করেন এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি তদ্বিষয়ে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ বলিলেন "ইনি বোধ হয় মনুষ্য নহেন, বিষ্ণু অংশে বিপ্রগৃহে জন্ম লাভ করিয়াছেন। কেহ বলেন "ইঁহাতে রাজশ্রী ও রাজচিহ্ন

সকল লক্ষিত হইতেছে, বোধ হয় ইনিই গৌড়ে বিপ্ররাজা হইবেন।”

এই সময়ে কেশব নামে জনৈক কাশ্মীর দেশীয় পণ্ডিত নবদ্বীপে আসিয়া উপনীত হন। কথিত আছে ইনি সরস্বতী-মন্ত্রের উপাসক। তাঁহার সাধনাগুণে বাগেদবী তাঁহার বশীভুতা হইয়াছিলেন। শাস্ত্র-চর্চ্চায় ইনি সকল দেশীয় পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে এই বিদ্বন্মণ্ডলী-পরিকীর্ণ নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি দিগ্বিজয় করিয়া মহা-সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছেন; অশ্ব, গজ ইত্যাদি বিবিধ বাহনসহ মহাসমারোহে আগমনপূর্ব্বক নবদ্বীপবাসিগণকে শাস্ত্রযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। নবদ্বীপ-জয়ী হইলে তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া মাননীয় হইবেন। সঙ্গে সঙ্গে জনরব উঠিল, ইনি সরস্বতীর বরপুত্র, শাস্ত্রযুদ্ধকালে বাগেদবী ইঁহার রস-নাগ্রে উপবিষ্টা থাকিয়া ইঁহার সহায়তা করেন। এই সংবাদ শ্রবণে মহা মহা পণ্ডিতগণ চিন্তাযুক্ত হইলেন। কেহই আর তাঁহার নিকটে গমন করিতে সাহসী হইতেছেন না। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপ-পণ্ডিত-মণ্ডলীকে ভীতিপূর্ণ দেখিয়া জয়পত্র প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

শিষ্যগণ সকাশে নিমাইপণ্ডিত এই সংবাদ শ্রবণে কহিলেন “তোমরা ভীত হইও না। যিনি যে গুণে মত্ত হইয়া অহঙ্কারী হইয়া উঠেন, তাঁহার সে অহঙ্কার স্বয়ং ঈশ্বরই খর্ব্ব করিয়া থাকেন। তিনি কখন অহঙ্কার সহ্য করিতে পারেন না। গুণবান্ লোক বলবান্ বৃক্ষের ন্যায় নম্রস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ধরাতলে অনেক অহঙ্কারী লোক জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিল, হৈহয়, নহুষ, বাণ; নরক, রাবণ প্রভৃতি মহা অহঙ্কারী ছিলেন। কাহার না গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে?” এইরূপ বলিতে বলিতে শিষ্যসমভিব্যা-হারে নিমাই গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। গঙ্গাজল স্পর্শ ও গঙ্গাদেবীকে নমস্কার করিয়া তিনি তীরে উপবিষ্ট হইয়া শাস্ত্রালাপ করিতে লাগিলেন।

গ্রীষ্মকাল, জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। চন্দ্রালোকে দূরস্থিত দ্রব্যও স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে, এমন সময়ে কেশব ভ্রমণ করিতে করিতে সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন। অদূরে কয়েকজন লোককে উপবিষ্ট ও শাস্ত্রালাপে নিযুক্ত দেখিয়া, কেশব অধ্যাপকের পরিচয় জিজ্ঞাসিলেন। উত্তরে নিমাইপণ্ডিতের নাম শ্রবণমাত্র তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন। নিমাইপণ্ডিত শিষ্যগণসহ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। অতঃপর সকলে আসনপরিগ্রহ করিলে কেশব কহিলেন "তুমিই নিমাই পণ্ডিত? তোমার ব্যাকরণে সম্যক ব্যুৎপত্তি আছে, তাহা আমি অগ্রেই শ্রবণ করিয়াছি।" নিমাই উত্তর করিলেন "আমি ব্যাকরণ পড়াই বটে, কিন্তু আমার কিংবা আমার শিষ্যগণের ব্যাকরণে কিছুই ব্যুৎপত্তি নাই।" উভয়ের মধ্যে দুই একটী কথোপকথনের পর, নিমাইপণ্ডিত কেশবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন"আপনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত,আপনার সুখ্যাতি অনেক শ্রবণ করিয়াছি। আপনি এই গঙ্গা সম্মুখে গঙ্গাস্তোত্র প্রস্তুত করিয়া আমাদিগকে শ্রবণ করান, ইহাতে আমরা অন্তরে তৃপ্তিলাভ করিব ও ভীষণ পাপতাপ হইতে মুক্তিলাভ করিব।" কেশব তাহাতেই সম্মত হইয়া স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। বাগ্মী সভামাঝে যেরূপ বক্তৃতা করে, সেইরূপ ঝড়াকারে তাঁহার মুখবিনির্গত শ্লোকগুলি যেন অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। স্তব শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইলেন, সকলেরই ধারণা হইল ঈদৃশ শ্লোক গঠন মনুষ্যের কার্য্য নহে। নিমাইপণ্ডিতের উপর শিষ্যগণের অগাধ ভক্তি সত্ত্বেও, তাহাদের বোধ হইতে লাগিল,তাহাদিগের নবীন পণ্ডিত এতাদৃশ অসীম কবিত্বশক্তি-সম্পন্ন দিগ্বিজয়ীর নিকট পরাস্ত হইবেন। কিন্তু নির্ব্বিকারচিত্ত নিমাইপণ্ডিত অণুমাত্রও বিস্মিত না হইয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতপ্রবরকে সমধিক প্রশংসা করিয়া, তাঁহারই পঠিত কোন একটী শ্লোক ব্যাখ্যা করিবার জন্য অনুনয় করিলেন। দিগ্বিজয়ী কহিলেন "কোন্ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে হইবে বল, আমি তাহারই ব্যাখ্যা করিব।"

তখন নিমাই কেশবকে শতাধিক শ্লোক হইতে একটী পুনরাবৃত্তি করিয়া কহিলেন, "এইটী ব্যাখ্যা করুন।" শ্লোকটী এই :—

মহত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাম্।
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তি সুভগা॥
দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীচিরসুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা।
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিহরত্যদ্ভুতগুণাঃ॥

কেশব স্বকৃত শ্লোকের আবৃত্তি নিমাইয়ের নিকট শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, "ইনি কি শ্রুতিধর।" নিমাইপণ্ডিত কেশবের মনোভাব অবগত হইয়াই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, পুনরায় কহিলেন, "কেহ বা সরস্বতী-বরে অদ্বিতীয় কবি হয়, আবার কেহ বা শ্রুতিধর হয়, সুতরাং ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই! আপনি এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিয়া আমাদের কর্ণকুহরের তৃপ্তি সম্পাদন করুন।" ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইলে,নিমাই তাঁহাকে শ্লোকটীর গুণবিচার করিতে কহিলেন। কেশব তাহাও করিলেন। তখন নিমাই কবিতাটীর দোষ বিচার করিতে অনুনয় করিলেন। ইহাতে কেশব ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া নিমাইকে কহিলেন, "তুমি ব্যাকরণ পড়, অলঙ্কারের দোষগুণ বিচার কি বুঝিবে?" ধীরপ্রকৃতি নিমাইপণ্ডিত উত্তর করিলেন, "আমি অলঙ্কার না পড়িয়া থাকি, শুনিয়াছি; এবং এই শ্রুতজ্ঞান হইতেই এই শ্লোকের দোষ বিচার করিতেছি শ্রবণ করুন।" এই বলিয়া নিমাই এই শ্লোকের পাঁচটী দোষ দেখাইয়া দিলেন। কেশব সেই সকল দোষ খণ্ডনে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। নিমাইপণ্ডিতের নিকট পরাজিত হইয়া কেশব সংজ্ঞাশূন্য হইয়া প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের শিষ্যগণমধ্যে কেহ কেহ টিটকারীদানে উদ্যত হইলে নিমাই তিরস্কার-পূর্ব্বক নিষেধ করিলেন। তখন তিনি কেশবকে কবিত্বের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "কবিকুলতিলক কালিদাস ও ভবভূতির কবি-

তাতেও যখন দোষ দেখা যায়, তখন কবিত্বে দোষ থাকা কোন গ্লানির কথা নহে, আপনি ইহার জন্য কুণ্ঠিত হইবেন না। অদ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে, গৃহে গমন করুন, কল্য পুনরায় ভাল করিয়া বিচার করা যাইবে।”

কেশব কাশ্মিরী গৃহে গমন করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন, “দেবী সরস্বতীর কৃপায় আমি সর্ব্বজয়ী হইয়াও একটী ব্যাকরণাধ্যাপক ব্রাহ্মণ বালকের নিকট পরাজিত হইলাম? সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, দর্শন বিষয়ে কেহই আমার সমকক্ষ হয় না। অদ্য বিধির ঘটনাক্রমে সামান্য বালক-হস্তে আমার গর্ব্ব খর্ব্ব হইল? যখন দেবী সরস্বতীর বর ব্যর্থ হইল, তখন অবশ্য দেবীর নিকট আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকিবে।” গৃহে গমন করিয়া ব্রাহ্মণ অনশনে দেবীর মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। রাত্রিশেষে জপ সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণ শয্যায় শয়ন করিলেন। নিদ্রাভিভূত ব্রাহ্মণ-সকাশে তখন বাগ্দেবী আবির্ভূত হইয়া স্বপ্ন দিলেন, “আমি তোমার স্তবে তুষ্টা হইয়া অতি গূঢ় বাক্য ব্যক্ত করিতেছি, এবাক্য কাহারও নিকট ব্যক্ত করিলে তুমিই অল্পায়ু হইবে। তুমি যাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছ তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পতি, আমিই দাসীভাবে তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকি। যাঁহা হইতে সৃষ্টি ও প্রলয় সংসাধিত হইতেছে, তিনিই ঐ বিপ্ররূপে জগতীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইনিই বরাহরূপে ক্ষিতি স্থাপন করিয়াছিলেন, নৃসিংহরূপে দৈত্যকুলগৌরব প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন, উঁনিই বামনরূপী বলির জীবন, উঁহার পাদপদ্ম হইতে গঙ্গা-দেবী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, উঁনিই অযোধ্যা দেশে অবতীর্ণ হইয়া দুরন্ত রাক্ষস পুলস্ত্যনন্দন রাবণের বধসাধন করিয়াছিলেন। তুমি আমার মন্ত্র-জপফলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথের দর্শন লাভ করিয়াছ, অতএব তুমি অগৌণে তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক আত্মসমর্পণ কর।”

কেশব স্বপ্নভঙ্গে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সত্বরগমনে নিমাই-ভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদতলে নিপতিত হইলেন। নিমাই তাঁহাকে যত্নসহকারে

উঠাইয়া কহিলেন, "তুমি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, আমার সহিত এরূপ ব্যবহার কি নিমিত্ত করিতেছ?" দিগ্বিজয়ী কহিলেন, "প্রভো! তুমি কলিযুগে বিপ্ররূপী নারায়ণ, তোমার ভজনা করিলে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয়। তুমি জিজ্ঞাসিলে, কল্য যখন আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, তখনি আমার সংশয় জন্মিয়াছিল যে, তুমি সর্ব্বদেবকথিত অগর্ব্ব। দেবী স্বয়ং আমাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, তুমি সরস্বতীপতি ও লক্ষ্মীকান্ত জনার্দ্দন। বড় ভাগ্যে যখন তোমার দর্শন পাইলাম, তুমি কৃপাদৃষ্টি করিয়া আমার উদ্ধারসাধন কর।" কেশবের ভারতী শ্রবণগোচর করিয়া গৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ ভজনা করিবার উপদেশ দিলেন। অতঃপর কেশব, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বীয় সম্পত্তি সমুদায় বিতরণ করিলেন এবং দণ্ড-কমণ্ডলুধারী হইয়া জন্মের মত সংসার পরিত্যাগ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ ও গয়াযাত্রা।

নিমাইয়ের যশঃ-সৌরভ এক্ষণে সমগ্র নবদ্বীপকে আমোদিত করিল। প্রতি গৃহে, প্রতি লোকমুখে, তাঁহার যশ কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। বালক নিমাইপণ্ডিত, সরস্বতীর বরপুত্র দিগ্বিজয়ীপণ্ডিত কেশব কাশ্মিরীকে পরাজয় করিল, ইহা কি কম শ্লাঘার বিষয়? ইহাতে সমগ্র নবদ্বীপের গৌরব রক্ষিত হইয়াছে।

নিমাই এক্ষণে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। যৌবনোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার পূর্ব্বদেশভ্রমণের লালসা বড়ই বলবতী হইল। মাতাকে আপনার অভিপ্রায় জানাইলে দুঃখিতান্তঃকরণে তিনি কহিলেন, "বাবা! আমি তোমার অদর্শন সহ্য করিতে পারিব না। লোক সূর্য্য বিনা জীবন ধারণ করিতে পারে, শস্য সলিল বিনাও উৎপন্ন হইতে পারে, মীন জলবিনাও প্রাণধারণ করিতে পারে, কিন্তু আমি তোমা বিনা জীবনধারণে অসমর্থা।" তখন গৌরসুন্দর মাতাকে নানাবিধ প্রবোধদানে সন্তুষ্ট করিয়া এবং স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গী লক্ষ্মীদেবীকে মাতার যথাবিধি সেবা শুশ্রূষা করিবার আদেশ দান করিয়া কতিপয় শিষ্যসহ বিদেশ-ভ্রমণে যাত্রা করিলেন। কয়েকদিবস-মধ্যেই গৌরহরি পদ্মাতীরবর্ত্তী পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে উপনীত হইলেন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্ব হইতেই গৌরাঙ্গ তথায় পরিচিত হইয়াছিলেন।

তাঁহারই কৃত ব্যাকরণের টিপ্পনী সেই সকল দেশে পঠিত হইত। বসন্ত-সমাগমে বৃক্ষাদির যেমন নবপত্রোৎগম হয়, গৌরাঙ্গসমাগমে তদ্রূপ সেই সেই স্থানবাসীর প্রকৃত জ্ঞানোদয় হইল। যে কয়েকমাস তিনি সেই দেশে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই কয়েকমাসে তিনি বহুলোককে বিদ্যাদান করিয়া হরিনামে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

পূর্ব্বাঞ্চলে অবস্থানকালে তপন মিশ্র নামক জনৈক সাধু ব্রাহ্মণ স্বপ্নে নিমাইপণ্ডিতকে পূর্ণব্রহ্ম জানিতে পারিয়া তাঁহারই পদাশ্রয়ে শরণ লইয়াছিলেন। গৌর তাহাকে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ করিতে আদেশ দিয়া বারাণসী গমনে অনুজ্ঞা করিলেন। নিমাই আরও বলিয়া দিলেন যে, কাশীধামে তোমার সহিত আমি সাক্ষাৎ করিব। হরিভক্তিসম্পন্ন তপন সেই আদেশানুক্রমে সস্ত্রীক কাশীবাসী হইলেন। ইহার দশ বৎসর পরে তাঁহার সহিত নিমাইয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

কয়েকমাস পূর্ব্বাঞ্চলে অবস্থান করিতে করিতে ভগবান্ গৌরসুন্দর পত্নীবিয়োগ ও তন্নিবন্ধন মাতৃদুঃখ অন্তরে অবগত হইয়া, গৃহাগমনের অভি-প্রায় ব্যক্ত করিলেন। শ্রবণমাত্র বহুতর গ্রামবাসী অর্থ, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি লইয়া গৌরাঙ্গের চরণে সমর্পণ করিল। গৌর তাহাদিগের প্রীত্যর্থে সেই সকল দ্রব্যাদি গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দেশীয় বহুছাত্রসমভিব্যাহারে নবদ্বীপে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহে উপনীত হইয়া দ্রব্যাদি সমুদায় মাতৃচরণ-সমীপে স্থাপন করিয়া শিষ্যগণসহ স্নান করিলেন। আহারান্তে বহির্ব্বাটী আত্মীয়গণসহ সম্ভাষণপূর্ব্বক পুনরায় গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। মাতার ম্লানমুখকমল নিরীক্ষণ করিয়া কারণ জিজ্ঞাসিলেন। জননী ক্রন্দন করিয়া উঠিলে নিমাই স্বয়ং কহিলেন, "তোমার বধূর কি জীবলীলা সাঙ্গ হইয়াছে?" পরম আত্মীয়, যাহারা নিমাইয়ের সমভিব্যাহারে ছিল, তাহারা কহিল, "তাহাই ঠিক, সর্পাঘাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে।" অনন্তর নিমাই মাতাকে প্রবোধদান করিলে, মাতা শান্ত হইলেন।

নবদ্বীপে আগমন করিবার সময়, পূর্ব্বাঞ্চল হইতে যে সকল ছাত্র নিমাইয়ের নিকট অধ্যয়নপ্রয়াসী হইয়া, তাঁহার সঙ্গেই আগমন করিয়াছিল, তাহাদিগকে ও পূর্ব্বের ছাত্রগণকে লইয়া নিমাই পুনরায় মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাটীতে টোল স্থাপন করিলেন। অন্যান্য অধ্যাপকগণ অপেক্ষা নিমাই-পণ্ডিতের নিকট ছাত্রগণের পাঠ সহজে অভ্যস্ত হইত, একারণ প্রতিদিন তাঁহার ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; সুতরাং নিমাইয়ের টোল এক্ষণে নবদ্বীপে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ টোল হইয়া উঠিয়াছে।

লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হওয়া অবধি শচীমাতা নিমাইয়ের পুনরায় বিবাহ দিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতা আছেন। তিনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে গমন করেন, ঘাটে উপনীত হইলে একটী পরমা সুন্দরী কন্যা বিনীতভাবে প্রত্যহ তাঁহাকে প্রণাম করে। কন্যাটী অবিবাহিতা। তিনি স্বকীয়া ইচ্ছাবশতই শচীদেবীকে প্রণাম করেন; এজন্য শচীদেবীও অন্তরের সহিত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন। একদিবস শচীমাতা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসিলে, বালিকা মধুরকণ্ঠে লজ্জাবনতবদনে কহিলেন, “আমার পিতার নাম সনাতন মিশ্র, এবং আমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া।” এই অবধি শচীমাতা কন্যার ভক্তিগুণে বশীভূতা হইলেন। সুতরাং তাঁহাকে দর্শন করিলেই, তাঁহাকে পুত্রবধূরূপে প্রাপ্ত হইবার কামনা শচীদেবীর হৃদয়ে বলবতী হইত। কন্যা যখন শচীমাতাকে প্রণাম করিতেন, তখন তাঁহার বোধ হইত যেন কন্যা তাঁহারই পদাশ্রিতা হইয়া তাঁহাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিবার অনুনয় করিতেছে। সনাতন মিশ্র তাঁহারই আদান প্রদানের ঘর হইলেও, রাজপুরোহিত, বড় লোক, সুতরাং শচীমাতা সাহসপূর্ব্বক বিবাহের কথা উত্থাপন করিতে পারিতেছেন না। আবার সনাতন মিশ্রও নিমাই-পণ্ডিতকে বিলক্ষণ চিনিয়াছেন। দিগ্বিজয়ীপণ্ডিতকে পরাজয় করা অবধি নিমাইয়ের প্রশংসাধ্বনিতে নবদ্বীপ প্রতিধ্বনিত। সুতরাং সনাতনের কন্যাদানে সম্পূর্ণ ইচ্ছা সত্ত্বেও ভাবিতে লাগিলেন, “নিমাই

মহাপণ্ডিত, নবদ্বীপের বিদ্বজ্জনাগ্রগণ্য হইয়াছেন, তিনি আমার কন্যা কেন গ্রহণ করিবেন ?”

এদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া মনে মনে নিমাইয়ের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তিনি গঙ্গার ঘাটে স্বয়ং নিমাইপণ্ডিতকে দেখিয়াই তৎপ্রতি আকৃষ্ট হউন, অথবা নিমাই স্বপ্নে বালিকার হৃদয়াকাশে উদিত হইয়া তাঁহাকে বিচলিত করুন, যে কারণেই হউক, শচীমাতার নিকট বালিকার মূর্ত্তি ও বালিকার নিকট শচীমাতার মূর্ত্তি বড় মনোহর বলিয়া ধারণা হইয়াছে। এই জন্য বালিকা মুহুর্মুহু গঙ্গাস্নানে আইসেন, মনে মনে আশা শচীদেবীকেই হউক অথবা নিমাইকে হউক, দেখিতে পাইবেন। কিন্তু দেখা হইলেই বা তিনি আর কি করিতে পারেন ? শচীদেবীর দর্শন পাইলেই তিনি প্রণাম করিতেন এবং মনে মনে কল্পনা করিতেন, “এই পদসেবাই যেন আমার ভাগ্যে ঘটে।”

সনাতন মিশ্রের একটী পুত্র ও একটী কন্যা। সুতরাং কন্যাটী যে বড় আদরের পাত্রী ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহাকে গৃহ-কার্য্য বড় করিতে হয় না। ঠাকুর ঘরের সমস্ত কাজ কর্ম্ম তাঁহার করণীয়, একারণ তিনি সর্ব্বদাই ঠাকুরের নিকট থাকিতেন এবং আপনার প্রার্থনা জানাইতেন।

কিছু দিন এই ভাবে অতিবাহিত হইলে, শচীদেবীই কাশীমিশ্র নামক ঘটককে ডাকাইয়া নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। কাশী মিশ্র সনাতনের নিকট প্রস্তাব করিলে, সনাতন পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার গৃহিনী এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আনন্দে পুলকিতা হইলেন। আর বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, “আমার দেবার্চ্চনা, দেবগৃহ-মার্জ্জনা ও শচীদেবীকে প্রণাম করা সকলই সার্থক হইল।” তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। গৌরী বহুতপ করিয়া তপঃক্লিষ্টদেহা হইয়াও যখন মহাদেবকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন তিনি যেরূপ আনন্দ অনুভব ও শ্রম সফলজ্ঞান করিয়াছিলেন, বাস্তবিক লক্ষ্মীস্বরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীরও তাহাই হইল।

সনাতন মিশ্র বিবাহ অনুমোদন করিলে, কাশী মিশ্র সেই সংবাদ শচী-দেবীকে জানাইলেন। শচীদেবীরও হৃদয় আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল। উভয়পক্ষ হইতেই আয়োজন আরম্ভ হইল। সনাতন বিবাহের দিন ও শুভলগ্ন নির্ণয়ার্থ গণক ডাকাইলেন। গণক সনাতন মিশ্রের বাটী গমন কালে পথিমধ্যে নিমাইয়ের সন্দর্শন লাভ করিলেন। নিমাই সর্ব্বদাই রঙ্গপ্রিয়। গণক নিমাইকে বিবাহের কথা কহিলে, নিমাই কহিলেন, "কাহার বিবাহ? কবে হইবে? আমি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানি না।"

গণকমুখে নিমাইয়ের ঈদৃশবাক্য শ্রবণ করিয়া সনাতন বুঝিলেন নিমাই এক্ষণে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার বোধ হয় এ বিবাহে মত নাই। সুতরাং সনাতনের বাটী নিরানন্দময় হইল। এই সংবাদ নিমাই শ্রবণ করিয়া ভক্তের দুঃখে সন্তপ্তহৃদয় হইয়া একজন ব্রাহ্মণকুমারকে এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন যে, "বিবাহ সম্বন্ধে নিমাইয়ের মতামত গ্রাহ্য নহে। শচী-দেবী তাঁহার মাতা, সুতরাং তিনিই কর্ত্রী, তিনি যেরূপ সাব্যস্ত করিবেন সেইরূপই কার্য্য হইবে।" সনাতনের নিরানন্দ হৃদয়ে পুনরায় প্রফুল্লতা দেখা দিল এবং বিবাহোপযোগী আয়োজন সংগ্রহ করিয়া শুভদিনে শুভলগ্নে শচীনন্দন গৌরসুন্দরের সহিত কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিলেন। পরদিবস বধূবর গৃহে আগমন করিলে শচীদেবী পুত্রবধূ ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

নিমাই এক্ষণে গৃহস্থ হইয়া ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই প্রকারে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। গৌরাঙ্গ পিতৃদেবের পিণ্ডদানাভিলাষে গয়াধামে গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। শচীমাতা শ্রবণমাত্র ব্যথিত-হৃদয়ে পুত্রকে কহিলেন, "বাবা! তুমি পিতৃঋণ পরিশোধন জন্য প্রবাসে গমন করিবে, আমি তোমাকে এ কার্য্য হইতে নিবারণ করিতে পারি না। কিন্তু বাবা! তুমি আমার অন্ধের যষ্টি, তোমাকে না দেখিয়া আমি কি

প্রকারে প্রাণধারণ করিব ?” সুদীর্ঘ নিশ্বাসসহকারে মাতাকে ঈদৃশ বাক্য বলিতে শ্রবণ করিয়া মাতৃময়-জীবন গোরাচাঁদ তাঁহাকে মধুর বচনে কহিলেন, “মাতঃ ! আমি প্রবাসে যাইব সত্য, কিন্তু তুমি বুঝিবে আমি যেন নিরন্তর তোমার নিকটেই আছি ; তাহা হইলে আর তোমার দুঃখের কোন কারণই থাকিবে না। সকলেই পুত্রপিতৃগুর কামনা করিয়া থাকে, অতএব তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে আজ্ঞা দাও।”

অনন্তর কতিপয় ব্রাহ্মণ সংহতি লইয়া গৌরহরি গয়াযাত্রা করিলেন। তিনি যে যে পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন সেই সেই স্থানের ব্যক্তিবর্গ গৌরাঙ্গ-রূপ দর্শনে তাঁহারই প্রেমে বশীভূত হইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিল। কয়েক দিবস এইরূপ ভ্রমণ করিয়া তিনি মন্দারে আসিয়া উপনীত হইলেন। তত্রত্য মধুসূদনকে প্রণাম করিয়া সমস্ত পর্ব্বত ভ্রমণ করিলেন। এই স্থানে গৌরের দেহে প্রথম জ্বরের আবির্ভাব হইল। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার কখন পীড়া হয় নাই, এবং ইতঃপরেও কখন পীড়িত হইয়াছিলেন জানা যায় না। তাঁহার সমভিব্যাহারী বিপ্রগণের মধ্যে কেহ এই দেশীয় ব্রাহ্মণগণের আচারে ঘৃণাযুক্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য রক্ষা-হেতু নিমাই দেহে জ্বর উৎপাদন করাইলেন। প্রবল জ্বর দেখিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারী সকলেই ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইলেন। নিমাই কিন্তু তত্রত্য ব্রাহ্মণ-পাদোদক পান করিয়া সুস্থ হইলেন। তাঁহার সমস্ত কার্য্যই লোকশিক্ষার্থে সম্পাদিত হইয়া থাকে। অনন্তর পুনা তীর্থে স্নান ও পিতৃদেবের অর্চ্চনা করিয়া, তিনি গয়াক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। শ্রীকর যুক্ত করিয়া, প্রভু সর্ব্ব তীর্থস্থানে নমস্কার ও ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ও পিতৃদেবের যথোচিত সম্মান করিয়া, বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনার্থে চক্রবেড় মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। গয়াসুরের মস্তকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে পাদপদ্ম দিয়াছিলেন, সেই পদচিহ্ন এই স্থানে বর্ত্তমান আছে। সেই চরণচিহ্নাঙ্কিত স্থান বেষ্টন করিয়া বিপ্রগণ দণ্ডায়মান আছেন। চরণের উপর দেউলপ্রমাণ মাল্য, পুষ্প, গন্ধ, ধূপ,

দীপ পতিত রহিয়াছে। বিপ্রগণ সেই বিষ্ণুপাদপদ্মের প্রভাব বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন, "হে সমবেত জনগণ! যে পদ দাসগণ হৃদয়ে পাইলে আর পরিত্যাগ করিতে চাহে না, অনন্তশয্যায় শায়িত শ্রীকৃষ্ণের যে চরণ লক্ষ্মীদেবীর অতি প্রিয়, যে চরণ হইতে ভাগীরথী উৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, যোগরত ব্যক্তিদিগেরও যে চরণ দুর্লভ, তিলার্দ্ধমাত্র যে চরণ ধ্যান করিলে যমভয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় ও কাশীনাথ যে চরণ স্বয়ং হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই চরণ দর্শন করিয়া ভাগ্যবান্ হও।" বিপ্রগণ-মুখে চরণপ্রভাব শ্রবণ করিয়া প্রভু প্রেমানন্দ-সুখে আবিষ্ট হইলেন। চরণ দর্শন করিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল, গাত্রকম্পন আরম্ভ হইল ও দুনয়ন দিয়া বারিধারা পতিত হইতে লাগিল। বিপ্রগণ স্তম্ভিত হইয়া নিমাইয়ের. অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। দৈবযোগে ঈশ্বর-পুরী তথায় উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র নিমাই নমস্কার করিলেন, ঈশ্বরপুরীও তাঁহাকে সমাদরে আলিঙ্গন করিলেন। দুইজনেরই নয়নজলে দুই জনার অঙ্গ সিক্ত হইল। তখন প্রভু কহিলেন, "আপনার চরণদর্শন লাভ করিয়া বুঝিলাম, আমার গয়াযাত্রা সফল হইল। আপনি সর্ব্ব-তীর্থময়, কারণ তীর্থস্থানে যাহার নামে পিণ্ডদান করা যায় সেই মাত্র উদ্ধার হয়, আর আপনার দর্শনলাভ হইলে পিতৃগণ সর্ব্ববন্ধনমুক্ত হয়েন। অতএব প্রভো! আপনি আমাকে সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করুন। আমি আপনকার নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম।" অনন্তর ঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক নিমাই বহুতীর্থে শ্রাদ্ধাদিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, গয়াশিরে পিণ্ডদান করিলেন। বাসগৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক শ্রমাপ-নোদন হইলে, নিমাই স্বীয় হস্তে রন্ধন করিতে বসিলেন। রন্ধন সমাপন হইলেই দেখিলেন, কৃষ্ণনাম জপ করিতে করিতে ঈশ্বরপুরী তথায় আগমন করিলেন। নিমাই সানন্দহৃদয়ে ঈশ্বরপুরীকে অভ্যর্থনা করিয়া আসন পরি-গ্রহ করাইলেন। ঈশ্বরপুরী কহিলেন, "আমি নবদ্বীপে তোমাকে দর্শন

করিয়া অবধি আর তোমাকে ভুলিতে পারি নাই। সেই অবধি তুমি আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছ। আমি সেই অবধি সর্ব্বতোভাবে তোমার অধীন হইয়াছি। তোমারই পদযুগল হৃদয়ে ধ্যান করিয়া আনন্দলাভ করিয়া থাকি। অদ্য আবার তোমার দর্শন পাইয়া অন্যত্র থাকিতে পারিলাম না, তাই পুনরায় তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি।" নিমাই কহিলেন, "উত্তমই করিয়াছেন, এক্ষণে রন্ধন প্রস্তুত, আহার করুন।" ঈশ্বরপুরী কহিলেন, "আমি খাইলে তুমি খাইবে কি? তবে এই অন্নই দুই ভাগ কর, উভয়ে খাইব।" নিমাই তাহা শুনিলেন না, ঈশ্বরপুরীকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া, নিজে পুনরায় রন্ধন করিয়া আহার করিলেন।

অনন্তর একদিবস নিমাই ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে ঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে দশাক্ষরী মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া গুরুদেবকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ে উভয়ের গলা ধারণপূর্ব্বক ক্রন্দন করিলেন। ঈশ্বরপুরী নিমাইয়ের নিকট হইতে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঈশ্বরপুরী যাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন, যাঁহার পদ হৃদ্‌কমলে অঙ্কিত করিয়া ধ্যানপূর্ব্বক তিনি অপার আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এক্ষণে তাঁহাকে মন্ত্রদানপূর্ব্বক কেমন করিয়া সেই ত্রিজগৎপূজিত কৃষ্ণাবতারের প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

আত্মপ্রকাশের সময় উপস্থিত জানিয়া নিমাইয়ের হৃদয় দিন দিন প্রেমরসে আপ্লুত হইতে লাগিল। একদিবস গয়াধামে নিজকক্ষে উপবিষ্ট নিমাই ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে ধ্যানানন্দে নিমগ্ন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাপরে কৃষ্ণ! আমার জীবনধন, আমার প্রাণচুরী করিয়া তুমি কোথায় পলায়ন করিলে?" বলিতে বলিতে চৈতন্য হারাইয়া ভূপতিত হইলেন, তাঁহার সোণার অঙ্গ ধূলিধূসরিত হইল। অনন্তর তাঁহার সমভিব্যাহারিগণ আগমনপূর্ব্বক অনেক শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহার

চৈতন্য উৎপাদন করিলেন। তখন নিমাই তাঁহাদিগকে কহিলেন, "তোমরা বাটী যাও, আমি আর গৃহে গমন করিব না। আমি কৃষ্ণানুসন্ধানে বৃন্দাবন চলিলাম।" এই বলিয়া তিনি মথুরা অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সমভিব্যাহারিগণ তাঁহাকে নানামতে প্রবোধ দানপূর্ব্বক গৃহাভিমুখে লইয়া চলিলেন।

নিমাই প্রত্যাগত হইতেছেন শ্রবণ করিয়া নবদ্বীপবাসিগণের অনেকেই তাঁহার প্রত্যুৎগমন করিলেন। নিমাই গৃহদ্বারে উপনীত হইয়াই জননীর দর্শন পাইয়া ভক্তিসহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দ্বারের অন্তরাল হইতে চারিমাস অদর্শনের পর পতিমুখ দর্শন করিয়া মহাহ্লাদে নিমগ্না হইলেন। অচিরে নিমাইয়ের শুভাগমনবার্ত্তা নবদ্বীপময় রাষ্ট্র হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নিমাইয়ের কৃষ্ণ-প্রেম।

নিমাইয়ের গৃহাগমন দেশমধ্যে রাষ্ট্র হইলে, আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব, কুটুম্ব, শিষ্য সকলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন। তাঁহারা নিমাইয়ের এক্ষণকার ভাব দর্শনে বিস্মিত হইলেন। গয়াযাত্রার পূর্ব্বে যে নিমাই বাগ্‌বিতণ্ডাপ্রিয়, রঙ্গ-কৌতুকামোদী, উদ্ধত ও চঞ্চল ছিলেন, সেই নিমাই এক্ষণে বিনয়ী, মধুরালাপী ও বিরসবদন হইয়াছেন, তাঁহার চক্ষুতে আর পূর্ব্বের ন্যায় জ্যোতিঃ নাই, বালকের ন্যায় আর প্রগল্‌ভতা নাই এবং ক্রীড়াসক্তি নাই। যাঁহারা তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় আগমন করিয়াছেন, নিমাই তাঁহাদিগকে মধুর সম্ভাষণপূর্ব্বক যথাযথ মিষ্টালাপে পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন। বৃথা বাক্যব্যয় এক্ষণে তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং আত্মীয়স্বজনবর্গের প্রিয়সম্ভাষণ তাঁহার অপ্রিয় বোধ হইতেছে। নয়নের জ্যোতিঃ অপসৃত হইয়া চক্ষু সর্ব্বদাই জলপূর্ণ হইয়াছে, যেন কোন প্রিয়জনের বিচ্ছেদানলে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। তাঁহার শরীর এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ ও তেজঃপূর্ণ হইয়াছে।

বৈকালে নিমাই শ্রীমান্ পণ্ডিত, সদাশিব কবিরাজ ও মুরারি গুপ্ত এই তিনজন বন্ধুকে লইয়া বহির্ব্বাটীতে তীর্থ-কথা শ্রবণ করাইতে লাগি-

লেন। গদাধরের পাদপদ্মের বিষয় বর্ণন করিতে করিতে নিমাই প্রেম-বাষ্পে গদগদ হইয়া নীরব হইলেন। হঠাৎ নিমাই নীরব হইলেন বুঝিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন নিমাইয়ের নয়নদ্বয় দিয়া ধারা বহির্গত হইয়া পরিধানবস্ত্র ভিজিয়া যাইতেছে। যে নিমাই শৈশবে মুরারির আহারান্নে প্রস্রাব করিয়া দিয়াছিলেন, সেই নিমাইকে প্রেম-পূর্ণহৃদয় অবলোকনপূর্ব্বক মুরারি গুপ্ত স্তম্ভিত হইলেন। শ্রীমান্ ও সদাশিব নিমাইয়ের এরূপ কৃষ্ণপ্রেমে ক্রন্দন দেখিয়া পরস্পরে বলা-বলি করিতে লাগিলেন, "এরূপ প্রেমভক্তি ও এরূপ অশ্রুপতন মনুষ্যের ত কখন দেখি নাই। ইহার কি কৃষ্ণ-দর্শন হইয়াছে? নতুবা এমন ক্রন্দন কিরূপে সম্ভবে?" তাঁহারা দেখিলেন নিমাই চেতনাশূন্য, অথচ চক্ষুদ্বারা অজস্র অশ্রু নিপতিত হইতেছে। তাঁহারা অনেক শুশ্রূষা দ্বারা নিমাইকে শান্ত করিলেন। তখন নিমাই গদ্গদ ভাবে তাঁহাদিগকে কহিলেন "ভাই, অদ্য আমাকে ক্ষমা কর, তোমরা আমার চিরসুহৃৎ, কল্য প্রাতঃকালে আমার মনের দুঃখ তোমাদিগকে বলিব। তোমরা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাটী কল্য প্রাতে গমন করিও।"

অনন্তর তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া নিমাই আহারাদি সমাপনান্তে শয়ন করিলেন। স্ত্রীর সহিত দুই একটী কথা বলিতে বলিতে তাঁহার প্রেম-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তিনি অবনতবদনে কেবল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর কি দুঃখ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীকে ডাকিয়া দিলেন। শচীমাতা নিমাইয়ের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসিলেন। নিমাই কোন উত্তর দিলেন না। তিনি বুঝিলেন, পুত্র কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধ হইয়াছেন। এজন্য শচীমাতা তৎ-ক্ষণাৎ পুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বাবা! তুমি যখনই যাহা প্রাপ্ত হও, বাটী আগমনপূর্ব্বক অগ্রে আমাকেই তাহা দান কর। তুমি গয়া-ধামে গমন করিয়া কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হইয়া কই আমাকে ত দিলে না?"

শচীদেবীর বাক্যে প্রভুর হৃদয় দ্রব হইয়া গেল। তখন তিনি গলদশ্রু আতাম্র লোচনে মাতার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "মাতঃ! তুমি বৈষ্ণব-প্রসাদে অচিরে কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হইবে।"

প্রত্যূষে প্রাতঃক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া শ্রীমান্ পণ্ডিত শ্রীবাসের বাটীতে পুষ্পচয়ন করিতে গমন করিয়াছেন। শ্রীবাসের বাটীতে একটী প্রকাণ্ড কুন্দ পুষ্পের ঝাড় আছে। পাড়ার যাবতীয় লোক পূজার্থে এই বৃক্ষ হইতেই পুষ্প চয়ন করিয়া থাকেন। শ্রীমান্ যখন পুষ্পচয়ন করিতে গিয়াছেন, তখন শ্রীবাসাদি অনেকগুলি বৈষ্ণব তথায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমান্ তাঁহাদিগকে নিমাইয়ের কৃষ্ণ-প্রেমধন প্রাপ্তিবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, "অদ্য প্রাতে নিমাই আমাদিগকে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাটী গমন করিতে বলিয়াছেন, সেখানে তাঁহার হৃদয়ের দুঃখ আমাদিগকে কহিবেন।" এই সংবাদে সকলেই উল্লসিত হইয়া কহিল, "নিমাইপণ্ডিত বৈষ্ণব হইলে আমাদের বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই।" গদাধর নামে নিমাইয়ের একজন প্রিয় সুহৃৎ তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি শ্রবণ-মাত্র শুক্লাম্বরের বাটীর প্রকোষ্ঠমধ্যে লুক্কায়িত রহিলেন। মুরারি, সদাশিব ও শ্রীমান্ একত্র নিমাইয়ের জল্পনা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন নিমাইপণ্ডিত আসিতেছেন। নিমাইয়ের আর সে স্ফূর্ত্তি নাই, সে চলন নাই। ধীরে ধীরে আগমনপূর্ব্বক প্রেমানুচরগণকে অবলোকন করিয়াই নিমাই "হা কৃষ্ণ! তুমি কোথায় গেলে?" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। পড়িবার সময় তিনি শুক্লাম্বরের গৃহে একটী খুঁটী ধারণ করিয়াছিলেন। সেই খুঁটী-সহ তিনি ভূপতিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই কৃষ্ণপ্রেমে সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। আবার ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া নিমাই "হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ!" করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণপ্রেমের কি অপূর্ব্ব মহিমা! শুক্লাম্বরের গৃহে যে যে লোক বিদ্যমান আছেন, সকলেরই নয়ন দিয়া অবিরল ধারা বহির্গত হইতেছে, শুক্লাম্বরের গৃহ প্রেমময় হইয়াছে।

ক্ষণকাল পরে বিশ্বম্ভর স্থির হইয়া উপবিষ্ট হইলে প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে রোদন-শব্দ শ্রবণ করিয়া নিমাই জিজ্ঞাসিলেন, "গৃহমধ্যে ও কে ক্রন্দন করে?" ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন, "ও তোমার গদাধর।" গদাধরের নাম শ্রবণ করিয়াই নিমাই পুনরায় ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "গদাধর! তুমিই পুণ্যবান্। আশৈশব তোমার শ্রীকৃষ্ণে মতি। আমার জীবন বৃথা অতিবাহিত হইল, অমূল্যনিধি পাইয়াও আমি নিজদোষে হারাইয়াছি।" এই বলিয়া পুনরায় সংজ্ঞাহীন নিমাই ভূপতিত হইলেন। তাঁহার সুন্দর সুগঠিত কলেবর ধুলিধূসরিত হইল। যেরূপে পতিত হইতেছেন তাহাতে দৈবানুগ্রহেই কেবল তাঁহার নাসিকা, মুখ ও দন্তাদি ভঙ্গ হইতেছে না। অবিরল ধারা বহির্গত হওয়ায় চক্ষু আর উন্মীলন করিতে পারিতেছেন না। মুখে অনবরত কৃষ্ণ নাম লাগিয়া রহিয়াছে। নিমাইয়ের এতাদৃশ অবস্থা দর্শনে কাহারও মুখ দিয়া বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। সকলেই নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসাইতেছেন। এইরূপে ক্ষণেকের ন্যায় সমস্ত দিবস কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিমাই সকলের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক বাটী আগমন করিলেন। শচীদেবী তাঁহাকে ধরিয়া স্নানাহার করাইলেন।

নিমাইপণ্ডিতের গয়াযাত্রা হইতে তদীয় শিষ্যগণ অধ্যয়নে বিরত আছে। নিমাইপণ্ডিতের ন্যায় অধ্যাপকের নিকট পাঠ করিয়া আর তাহারা কাহারও নিকট পাঠ লইতে ইচ্ছুক নহে। একারণ তাহারা এক্ষণে নিমাইপণ্ডিতের বাটী সমবেত হইয়াছে। নিমাই বুঝিলেন, শিষ্য-গণকে পাঠ দেওয়া তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তিনি পর দিবস হইতে তাহাদিগকে পাঠ দিবেন প্রতিশ্রুত হইয়া নিজগুরু গঙ্গাদাস পণ্ডি-তের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গুরুচরণ বন্দনা করিলে গঙ্গাদাস গাত্রো-খানপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং কহিলেন, "তোমার ছাত্রগণ তোমা ব্যতিরেকে আর কাহারও নিকট হইতে পাঠ গ্রহণ করে না, সুতরাং তুমি তাহাদিগকে যত্নসহকারে বিদ্যাদান কর।"

নিমাইপণ্ডিত তথা হইতে মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাটী গমন করিলেন। মুকুন্দের পিতা পুরুষোত্তমের চণ্ডীমণ্ডপে তাঁহার পাঠশালা ছিল। মুকুন্দ, নিমাই আসিয়াছে শ্রবণ করিয়া, বহির্বাটী আগমনপূর্ব্বক তাঁহার চরণে পতিত হইলেন। মুকুন্দ নিমাইয়ের শিষ্য। তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া নিমাই স্নেহার্দ্র হইয়া রোদন করিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে স্নানাহ্নিক সমাপনপূর্ব্বক নিমাই টোলে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। নিমাই পুনরায় টোল আরম্ভ করিয়াছেন শুনিয়া শত শত শিষ্য উপস্থিত হইল। শিষ্যগণ অধ্যাপককে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছে। অধ্যাপকের বদনে যে এক্ষণে কৃষ্ণ ব্যতিরেকে বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না, তাহা তাহারা জানিত না, সুতরাং তাহারা বহুদিবসের পর পুঁথি খুলিবার সময় হরিনাম উচ্চারণপূর্ব্বক পুঁথির ডোর খুলিল। সেই হরিনাম শ্রবণমাত্রই নিমাই বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। গ্রন্থারম্ভেই মঙ্গলাচরণে হরিনাম আছে। নিমাই তাহাই দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "হরিনাম কি মধুর! আগম বল, বেদান্ত বল, সর্ব্বশাস্ত্রেই কৃষ্ণপদ ভজনা করিতে কহে। এরূপ কৃষ্ণনামে মতি না হইলে সর্ব্বশাস্ত্র পাঠেও কোন ফল দর্শে না।" এইরূপে নিমাই কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, আর শিষ্যগণ মোহিত হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেছে, কারণ নিমাইয়ের মুখে হরিনাম বড় মধুর শুনা যায়। এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে করিতে নিমাইয়ের বাহ্য আসিল। তিনি, ছাত্রগণকে পাঠশিক্ষা দিতে আসিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিতেছেন দেখিয়া, বড়ই লজ্জিত হইলেন এবং শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভাই সকল! আমি অদ্য কিরূপ ব্যাখ্যা করিলাম?" ছাত্রগণ কহিল, "আমরা ত কিছুই বুঝিলাম না। যে যাহা জিজ্ঞাসা করে তাহার উত্তরে আপনি কৃষ্ণমাহাত্ম্য ব্যক্ত করেন।" তখন নিমাই হাস্য করিয়া কহিলেন, "ভাই সকল! অদ্য এই খানেই বন্ধ কর, চল আমরা গঙ্গাস্নানে গমন করি।"

পরদিবস আবার নিমাই স্নানান্তে মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে উপবিষ্ট

হইলেন। অদ্য ভালরূপে অধ্যাপনাকার্য্য সম্পন্ন করিবেন স্থির করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু পুস্তকের ডোর খুলিবার সময় ছাত্রগণ-মুখোচ্চারিত হরিনাম শ্রবণমাত্র তাঁহার সে সঙ্কল্প আর রহিল না। কৃষ্ণনাম নিমাইয়ের নিকট এমনিই মধুর যে, তাহা শ্রবণমাত্র তিনি সংবিৎহারা হইলেন। পুনরায় ছাত্রগণকে পাঠ দিবার সময় ভগবদ্গুণানুকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। শিষ্যগণ পণ্ডিতের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া হাস্য করিতে লাগিল। কেহ বা তাঁহাকে বায়ুরোগগ্রস্ত অনুমান করিল। অতঃপর নিমাইপণ্ডিত বুঝিলেন, শিষ্যগণ তাঁহার ব্যাখ্যা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না; এজন্য তাহাদিগকে বৈকালে সমবেত হইতে কহিলেন। মনে করিলেন, সেই সময়ে তিনি সুস্থমনে তাহাদিগকে ব্যাখ্যা করিয়া দিবেন। ছাত্রগণ অসন্তুষ্টমনে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট এই সংবাদ জানাইল। তাহারা কহিল, "নিমাইপণ্ডিতের ন্যায় অধ্যাপক আর নাই, এবং আমরাও তাঁহাকে ভগবানের ন্যায় ভক্তি ও পিতার ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকি। আমরা বিদেশ হইতে তাঁহার নিকট শিক্ষালাভকামনায় আগমন করিয়াছি। কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন অবধি আর আমাদিগকে বিদ্যাদান করেন না। অদ্য দুই দিন দেখিতেছি তিনি প্রতি শব্দে কৃষ্ণমাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করেন। কৃষ্ণমাহাত্ম্য ব্যতিরেকে অন্য শব্দ তাঁহার মুখ দিয়া নির্গত হয় না। এক্ষণে আমাদিগের উপায় কি হইবে, আপনি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক তাহা নির্দ্ধারণ করুন।"

গঙ্গাদাস বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। বিদ্যাভ্যাস ও শাস্ত্রালোচনাই তাঁহার মতে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। নিমাইয়ের এতাদৃশ কৃষ্ণভক্তি-কথা শ্রবণ করিয়া আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, "বৈকালে নিমাইকে তোমরা সঙ্গে করিয়া আমার নিকট লইয়া আসিও, আমি তাঁহাকে বলিয়া দিব।"

বৈকালে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের আদেশমত ছাত্রসমভিব্যাহারে নিমাই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া চরণবন্দনা করিলেন। তিনিও "বিদ্যালাভ হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অতঃপর গঙ্গাদাস নিমাইকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাপ্! অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ব্রাহ্মণের মহৎ কার্য্য। বিশেষ তোমার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও তোমার পিতা জগন্নাথ মিশ্র, এই উভয়কুলে কখন মূর্খ সন্তান জন্মে নাই। তুমি তাহাদিগের উপযুক্ত বংশধর হইয়াছ, এবং তোমার টিপ্পনীও সর্ব্বত্র আদৃত। অধ্যয়ন ত্যাগ করাই যদি ভক্তির লক্ষণ হয়, তবে তোমার বাপ পিতামহ কি ভক্ত ছিলেন না? বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের অধ্যয়নই প্রধান কার্য্য, অতএব আমার অনুরোধ তুমি ভাল করিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হও। এই ছাত্রগণ তোমাকে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া জ্ঞান করে এবং তোমার নিকট ব্যতিরেকে অপর কাহারও নিকট পাঠ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। অতএব বিদেশাগত এই বালকবৃন্দের মুখ তাকাইয়া কার্য্য কর।" নিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন যে, এই অবধি তিনি ছাত্রগণকে ভালরূপে পড়াইবেন।

পরদিবস বৈকালে নিমাই পুনরায় বিদ্যাদানার্থে টোলে আগমন করিলেন। আবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায় কৃষ্ণমাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ নিমাইয়ের বাহ্য উপস্থিত হইলে তিনি লজ্জাবনতবদনে কিয়ৎক্ষণ উপবিষ্ট রহিলেন, পরে ছাত্রগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভাই সকল! বল দেখি, আমি কিরূপ ব্যাখ্যা করিলাম? আমার বোধ হইতেছে তোমাদের রীতিমত পাঠ হইতেছে না।" তখন একজন ছাত্র কহিল, "গুরুদেব! আপনার ক্ষমতা অসীম, আপনার প্রস্তাবের খণ্ডন করে, এমন কেহ নাই। যে ছাত্র যাহা জিজ্ঞাসা করে, তাহারই অর্থে আপনি কৃষ্ণগুণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। আপনার মুখে কৃষ্ণকথা আমরা অমৃত সমান শ্রবণ করিতেছি। কিন্তু গুরুদেব! আমাদের

পাঠের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। গয়া হইতে প্রত্যাগমন অবধি আপনি এক দিবসও পুস্তকের প্রকৃত অর্থ করেন নাই।”

ছাত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া নিমাই লজ্জাভিভূত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ অধোবদনে থাকিয়া কহিলেন, “ভাই সকল! আমার কি হইয়াছে। কৃষ্ণনাম ব্যতিত আমার আর কিছু পড়াইবার শক্তি নাই। ইহাতে বোধ হইতেছে, পুনরায় বুঝি বায়ুরোগ উপস্থিত হইল।”

ছাত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিল, “বায়ু-রোগের লক্ষণ এ প্রকার নহে। আপনি যে অর্থযুক্ত বাক্য বলিতেছেন তাহা খণ্ডন করিতে পারে এমন লোক জগতে নাই। আপনার মাহাত্ম্য বর্ণনা এমনিই মধুর যে, তাহা কর্ণে পীযূষবর্ষণ করিতে থাকে, ও আপনার যেরূপ ভক্তি এমন ভক্তিও কাহারও দেখি নাই।”

নিমাই তখন টোল ভঙ্গ দিয়া ছাত্রগণসহ চলিতে চলিতে রত্নগর্ভ আচার্য্যের বাটীর দ্বারদেশে উপবিষ্ট হইলেন। এই রত্নগর্ভ জগন্নাথ মিশ্রের এক গ্রামের লোক। ইঁহার বিলক্ষণ ভগবদ্ভক্তি ছিল এবং প্রায়ই ভাগবত পাঠ করিতেন। তাঁহার দ্বারদেশে উপবিষ্ট হইয়া নিমাই শিষ্যগণসহ শাস্ত্রালাপ করিতেছেন, ইতিমধ্যে রত্নগর্ভ-পঠিত শ্রীকৃষ্ণরূপবর্ণনাত্মক একটী শ্লোক নিমাইয়ের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। নিমাই তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ছাত্রগণের সেবায় প্রভুর বাহ্য হইলে, রত্নগর্ভ তাঁহার চরণে পতিত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে পুনরায় শ্লোক আবৃত্তি করিতে বলিলেন। শ্লোক শ্রবণ করিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল ও নয়ন দিয়া অজস্র ধারা প্রবাহিত হইয়া পৃথিবী অভিষিক্ত করিতে লাগিল। যতই তিনি রত্নগর্ভকে শ্লোক পড়িতে বলিলেন ও যতই তাহা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, ততই কৃষ্ণপ্রেমে তাঁহার স্পন্দন কম্পন বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং ততই তিনি মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন এবং ততই তাঁহার নয়নযুগল দিয়া প্রেমবারি বিগলিত

হইতে লাগিল। গদাধর নিমাইয়ের সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতেন। তিনি তাঁহার অবস্থা দেখিয়া রত্নগর্ভকে শ্লোক পড়িতে নিষেধ করিলেন। নিমাই কর্তৃক বার বার অনুরুদ্ধ হইয়াও যখন রত্নগর্ভ শ্লোকপাঠে বিরত রহিলেন, তখন নিমাই বাহ্য প্রাপ্ত হইয়া রত্নগর্ভকে আলিঙ্গন করিলেন। বৈকুণ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গন প্রাপ্তি বশতঃ রত্নগর্ভ প্রেমে পূর্ণ হইয়া নিমাইয়ের চরণধারণপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তথা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তারাগণপরিবৃত চন্দ্রদেবের ন্যায়, অথবা গোপীগণবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়, ছাত্রগণ পরিবেষ্টিত গৌরাঙ্গ, গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া জাহ্নবী পূতবারি স্পর্শ ও তাহা শীর্ষদেশে ধারণ করিয়া, কিছুকাল কৃষ্ণপ্রসঙ্গে অতিবাহিত করিলেন। অতঃপর সকলকে বিদায় দান পূর্ব্বক নিমাই স্বগৃহে গমন করিলেন এবং আহারান্তে নিদ্রাসুখে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

পরদিবস আবার নিমাই টোলে ছাত্রগণপরিবৃত হইয়া অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ছাত্রগণের পুস্তকের সম্যক ব্যাখ্যা করিয়া দিবেন মনন করিলেও তিনি আর কার্য্যতঃ তাহা করিতে পারিলেন না। ছাত্রগণ পাঠ জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি অমনি মধুর কৃষ্ণমাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিয়া কহিলেন, "কৃষ্ণচরণে ভক্তিপূর্ব্বক জল ও দূর্ব্বাদান করিলে যমের প্রতাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। যে কৃষ্ণ অঘ, বক ও পূতনাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন,পুত্রবুদ্ধি অজামিল যাঁহাকে স্মরণ করিয়া বৈকুণ্ঠ গমন করিয়াছিলেন; দিগম্বর শিব ও লক্ষ্মীদেবী যাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া থাকেন এবং অনন্তদেব যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করেন, ভাই সকল! সেই বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীকৃষ্ণের চরণ সর্ব্বদা ধ্যান কর। কৃষ্ণই আমাদিগের মাতা, কৃষ্ণই পিতা ও কৃষ্ণই প্রাণধন; সুতরাং কৃষ্ণকথা বলিবে, কৃষ্ণ ভজিবে ও কৃষ্ণনাম জপ করিবে।" দাস্যভাবে নিমাই যতই কৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন, শিষ্যগণ একাগ্রচিত্তে ততই সেই কৃষ্ণনামামৃত পান করিতেছে; কাহারও

বিরক্তি, চঞ্চলতা কি অনাকৃষ্টতা নাই। এমন সময়ে নিমাই বাহ্য প্রাপ্ত হইয়াই বুঝিলেন, ছাত্রগণকে কিছুই পাঠ দেওয়া হইল না। তখন লজ্জাবনতবদনে কিয়ৎক্ষণ উপবিষ্ট থাকিয়া কহিলেন, "ভাই সকল, আমি তোমাদিগকে প্রবঞ্চনা করিতে ইচ্ছা করি না। আমার কথা অন্যত্র অকথ্য। তোমরা আমার প্রিয়শিষ্য, তোমাদিগের নিকট আমি অকপটহৃদয়ে সকল কথাই বলিতে পারি। অধ্যাপনা-কার্য্যে আমি নিতান্তই অক্ষম হইয়াছি। যখনই আমি কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, অমনি হসিতশ্যামমূর্ত্তি একটী শিশু আমার সমক্ষে মুরলীধ্বনি করে। সেই ধ্বনি শুনিবামাত্র ও সেই আকৃতি দেখিবামাত্র আমি সকলই ভুলিয়া যাই এবং অনবরত আমার মুখ দিয়া কৃষ্ণনাম বহির্গত হয়। আমি অকপটহৃদয়ে তোমাদিগকে অনুমতি দিতেছি, তোমরা আর কাহারও নিকট শিক্ষা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হও; আজি হইতে আমাকে মুক্তি দাও।"

নিমাই যখন শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া মুক্তি প্রার্থনা করিলেন তখন তাহারা দেখিল নবীন অধ্যাপকের নয়ন দিয়া ধারা প্রবাহিত হইতেছে; অনবরত অশ্রুপতন হেতু নয়নদ্বয় জবাকুসুমশোভা ধারণ করিয়াছে। তাঁহার সেই অপরূপ মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর করিতে করিতে পূর্ব্বরাত্রের ঘটনাবলী স্মৃতিপথারূঢ় হওয়ায় তাহারা অধ্যাপককে স্বয়ং নারায়ণ বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল। এমন অমৃতনিস্যন্দিনী কথা আর তাহারা শ্রবণগোচর করিতে পাইবে না, এই ভাবিয়াই দুঃখাভিভূত হইল। প্রিয় অধ্যাপকের অধ্যাপনাকার্য্যে অক্ষমতাপ্রকাশক বাক্যগুলি বজ্রসম তাহাদের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। তখন তাহারা একান্ত অধীর হইয়া উঠিল। একজন ক্রন্দন করিতে করিতে করযোড়ে কহিল, "গুরুদেব! আপনার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক আমরা আর কাহারও নিকট পাঠ গ্রহণ করিব না। আপনার ন্যায় স্নেহ ও যত্নসহকারে কে আমাদিগকে পাঠ শিক্ষা দিবে? এবং অপর কাহারও নিকট পাঠ গ্রহণ করিয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিতে পারিব

না। আপনি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার নিকট যাহা শিক্ষা করিয়াছি তাহাই আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে। গুরুদেব! আপনার সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে চলিয়া যাইতে হইবে, এই ভাবিয়া আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।"

ছাত্রগণের বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে অধ্যাপকের কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল ও তাঁহার চক্ষু দিয়া দ্বিগুণ প্রবাহে ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি একে একে ছাত্রগণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক মুখচুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "আমার যদি শ্রীকৃষ্ণে মতি হইয়া থাকে, তবে তোমাদিগের অভিলাষ পূর্ণ হইবে। তোমরা যাহা পড়িয়াছ তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে সকলে মিলিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণ লও, মুখে কৃষ্ণনাম গান কর ও শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ কর। ভাই সকল! এতদিন ধরিয়া একত্র পড়িলাম, আইস অদ্য সকলে শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন করিয়া জীবন সার্থক করি।"

তখন শিষ্যগণ ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে কহিল, "গুরুদেব! আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তন করিব, কিন্তু আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তন কখন শুনি নাই, আপনি শিক্ষা প্রদান করুন। তখন নিমাই তালমানসহকারে করতালি দ্বারা শিষ্যগণকে কৃষ্ণকীর্ত্তন শিক্ষা দিলেন,

"হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ
যাদবায় কেশবায় গোবিন্দায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"

সহজ কীর্ত্তনশিষ্যগণ অনায়াসে শিক্ষা করিল। তখন নিমাই মধ্যস্থানে থাকিয়া ও শিষ্যগণ চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া করতালিসংযোগে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নিমাই প্রেমাবিষ্ট হইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছেন। ক্রমেই প্রেমতরঙ্গ উত্থিত হইল, শিষ্যগণও উন্মত্তের ন্যায় ধরণীতে পতিত হইতে

লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে লোক জন গণ্ডগোল শ্রবণ করিয়া তথায় উপনীত হইল। দর্শকগণেরও হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইল। নিমাই-য়ের এই প্রথম সংকীর্ত্তন দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল। নিমাইয়ের শিষ্য-গণ মধ্যে অনেকেই এই দিবস হইতে উদাসীন হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কীর্ত্তনারম্ভ—নিমাইয়ের ভগবদ্ভাব।

নিমাইয়ের এখন দাস্যভাব উপস্থিত। কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াও পাইলেন না, এই ক্ষোভে তিনি দীনভাব অবলম্বন করিয়াছেন। নয়ন দিয়া ধারার বিরাম নাই, অবিরল অশ্রুপাতে নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়াই আছে। কাহারও সহিত মিশিতে আর তাঁহার ভাল লাগে না। প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নানে বহির্গমনকালে অপরিচিত লোক দেখিলে সরিয়া যান। পরিচিত হইলে কাহাকেও বা নমস্কার করেন, কাহাকেও বা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন। যে নিমাইপণ্ডিত বিদ্যাবলে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে জয় করিয়াছিল, সেই নিমাইয়ের এতাদৃশ দীনতা দেখিয়া সকলেরই হৃদয় দ্রব হইয়া গেল; নিমাইয়ের ধারণা হইয়াছে, ভক্তের দাসত্ব করিলে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; এজন্য গঙ্গার ঘাটে কাহারও বস্ত্র ধরিয়া থাকেন, কাহারও বা কাপড় নিংড়াইয়া দেন, পুষ্পচয়নে প্রস্থিত ব্যক্তির ফুলের সাজি বহন করেন। তাঁহারা নিমাইকে নিষেধ করিলে নিমাই বলেন, "ভক্তের দাস না হইলে কখন কৃষ্ণ পাওয়া যায় না।"

নবদ্বীপের অধিকাংশ নরনারী নিমাইয়ের ঈদৃশী অবস্থা দেখিয়া বায়ু-রোগ নির্ণয় করিয়া শচীমাতাকে কহিলেন "পুত্রকে বন্ধন দশায় রক্ষা কর

ও বায়ুনাশকারী পাক-তৈল মস্তকে ও অঙ্গে মর্দ্দন করাও।" জননী একমাত্র পুত্রের ঈদৃশী অবস্থা দেখিয়া বড়ই ম্রিয়মাণা হইলেন। তিনি নিমাইকে আহারের সময় কথা কহাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু নিমাই কেবল কৃষ্ণ ভিন্ন বাক্য মুখে উচ্চারণ করেন না। এজন্য পুত্রের কি হইল, শচীমাতা তাহা ভাবিয়া নির্ণয় করিতে অসমর্থা হইলেন। এক দিবস স্নানান্তে নিমাই তুলসী বৃক্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার পাদদেশে জল-দান করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীবাস নিমাইয়ের ঈদৃশী অবস্থার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া দেখিতে আসিলেন। বাটী প্রবিষ্ট হইয়াই দেখিলেন, নিমাই তুলসী তরু প্রদক্ষিণ করিতেছেন, আর নয়নজলে সে স্থান সিক্ত হইতেছে। শ্রীবাস পরম ভক্ত; এজন্য নিমাই তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে সংজ্ঞালাভ করিলে নিমাই শ্রীবাসকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "পণ্ডিত! আমাকে কেমন দেখিতেছ? লোকে বলে, আমার বায়ুরোগ হইয়াছে, সুতরাং তাহারা আমাকে বাঁধিয়া রাখিতে ও মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে পাকতৈল মর্দ্দন করিতে পরামর্শ দিতেছে। আমার নিজেরও অনুমান হইতেছে, আমি যেন আমার বশে নাই, এবং ক্রন্দনে বড়ই অনুরাগ হইয়াছে।" গৌরাঙ্গের বাক্য শুনিয়া শ্রীবাস একটু হাস্য করিয়া কহিলেন, "পণ্ডিত, তুমি যে বায়ুগ্রস্ত হইয়াছ, আমি ইহার অংশ পাইলে কৃতকৃতার্থ হই। তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইয়াছে, এজন্য মহাভক্তিভরে তোমার এই ভাব উপস্থিত; এই ভাব ব্রহ্মা, শিব, ও সনকাদি প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন। তুমি প্রতিদিন আমার বাটী গমন করিও, একত্র আমরা কীর্ত্তন করিব।" এই বলিয়া শ্রীবাস শচীমাতাকে আশ্বাসদান করিয়া কহিলেন, "আপনার পুত্রের ইহা রোগ নহে, ইঁহার কৃষ্ণভক্তি উপস্থিত হইয়াছে। আপনি চিত্তের অবসাদ দূর করুন। লোকে যে যাহা বলে বলুক, আপনি তাহাতে ক্ষুণ্ণা হইবেন না।"

শ্রীবাসের আশ্বাসে পুত্র বায়ুরোগগ্রস্ত নহে ইহা শচীমাতা বুঝিতে

পারিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের দুঃখ দূরীভূত হইল না। বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, পাছে আবার নিমাই তাহাই করে, এই ভাবনায় তিনি ব্যথিতা হইলেন।

এই সময়ে অদ্বৈত আচার্য্যের বাটী পূর্ণসভায় নিমাইয়ের কৃষ্ণভক্তি-প্রাপ্তির সংবাদ আসিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অদ্বৈত আচার্য্যের বাড়ী ভক্ত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের সভা হইত এবং আচার্য্যের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, তিনি জীবের দুঃখনিরাকরণার্থে ভগবান্‌কে অবনীতে অবতীর্ণ করাইবেন। নিমাইয়ের কৃষ্ণভক্তির সংবাদ শ্রবণমাত্র অদ্বৈত অতীব হৃষ্ট-চিত্ত হইয়া কহিলেন, "গত নিশিশেষে আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি তাহা তোমাদিগকে বলিতে হইল। আমি কল্য ভাগবতের স্থানবিশেষের অর্থা-নুভবে অসমর্থ হইয়া উপবাস করিয়া পতিত ছিলাম। রাত্রিশেষে যেন একজন বলিতেছে, 'আচার্য্য! উঠ, উঠিয়া ভোজন কর।' এই বলিয়া তিনি ভাগবতের অর্থ বুঝাইয়া দিয়া পুনরায় কহিলেন, 'তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছে, যাঁহার জন্য এত উপবাস, এত আরাধনা, এত 'কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন, এবং এত প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, সেই প্রভু এক্ষণে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এক্ষণে দেশে দেশে, নগরে নগরে, কৃষ্ণ-কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়া জীব উদ্ধার হইবে।' বিশ্বম্ভরই সেই মহাপুরুষ; বিশ্বম্ভর যখন অগ্রজকে আহ্বানার্থ আমার সভায় আগমন করিতেন, তখন হইতেই ঐ শিশু আমার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। যাহা হউক বিশ্বম্ভর আভিজাত্যে শ্রেষ্ঠ, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র, জগন্নাথের পুত্র, বিদ্যাবিষয়েও দিগ্বিজয়ী-পণ্ডিতবিজয়ী; তাঁহার যখন ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে, তখন পরম মঙ্গলের বিষয়। আর যদি আমার স্বপ্ন ঠিক হয়, তবে তাঁহাকে এ দাসের বাটীতে একবার অবশ্যই আসিতে হইবে।"

অদ্বৈতের বয়ঃক্রম সপ্ততি বৎসরেরও অধিক। তিনি একান্ত কৃষ্ণভক্ত, এজন্য তাঁহার বিশ্বাস শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেই তাঁহার নিকট একবার

আসিবেন। প্রকৃতই এই সময়ে গদাধরকে সঙ্গে করিয়া নিমাই অদ্বৈত প্রভুর সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। অদ্বৈতের বাটী উপস্থিত হইয়াই নিমাই দেখিলেন, তিনি তুলসীর সেবায় নিযুক্ত, মুখে অনবরত হরিধ্বনি, এবং কখন বা ক্রন্দন, কখন বা হাস্য করিতেছেন। ভক্তচূড়ামণি অদ্বৈতকে দেখিবামাত্র নিমাইয়ের ভাব-তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল, অমনি তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। অদ্বৈত ভক্তিযোগে তাঁহাকে অভীষ্ট-দেবতা বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ধূপ, দীপ, পুষ্প, গন্ধাদি পূজার দ্রব্য লইয়া তাঁহার চরণতলে উপবিষ্ট হইলেন এবং গঙ্গাবারি দ্বারা তাঁহার সুন্দর পদদ্বয় ধৌত করিলেন। অতঃপর তুলসী ও চন্দন তাঁহার পদে অর্পণ করিয়া "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ, জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ" এই শ্লোক পাঠ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের পরমবন্ধু গদাধর ইহাতে তদীয় অকল্যাণভয়ে ভীত হইয়া কহিলেন, "গোসাঞি! তুমি পরম পণ্ডিত, বিশেষতঃ বয়োবৃদ্ধ; বালককে এরূপে প্রণাম করিতেছ, ইহাতে যে পণ্ডিতের অকল্যাণ হইবে।" অদ্বৈত ইহা শুনিয়া কেবলমাত্র এই বলিলেন, "গদাধর! নিমাই কেমন বালক, আর কিছুদিন গত হইলেই বুঝিতে পারিবে।" ইহাতে গদাধরও বড় ভীত হইলেন। তাঁহার ভয়, নিমাই যদি ঈশ্বর হয়েন, তবে ত তিনি সকলেরই হইবেন, কেবল আমাদের নিমাইপণ্ডিত আর থাকিবেন না।

নিমাই ইত্যবসরে বাহ্য পাইয়া পদসমীপে অদ্বৈতকে দেখিয়া করযোড়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার দর্শন পাইয়া অদ্য ধন্য হইলাম। প্রভু, আমি ভবসাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছি, তুমি আমাকে উদ্ধার কর। আমার এই অপবিত্র দেহ তোমাকে দিলাম, তুমি আমার মস্তকে পদস্পর্শ করিয়া আমার পবিত্রতা সাধন কর।"

নিমাই উল্লিখিত প্রকারে আত্মগোপন করিলে অদ্বৈত একটু সন্দিগ্ধ-

চিত্ত হইলেন। বিশেষ নিমাইয়ের দৈন্য দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এজন্য তিনিও নিজ মনোভাব গোপন করিয়া কহিলেন, "তুমি প্রিয়বন্ধু জগন্নাথের পুত্র, সুতরাং আমার প্রিয়, তোমাতে দেখিতেছি কৃষ্ণ-প্রেমের পূর্ণ মাত্রায় আবির্ভাব হইয়াছে, এস সকলে একত্র হইয়া কীর্ত্তন করিব।"

অতঃপর নিমাই প্রকৃতই অদ্বৈতের অভীষ্ট দেবতা কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য, তিনি নবদ্বীপ ও নিমাইকে ত্যাগ করিয়া শান্তিপুর চলিলেন। তাঁহার মনোগত ভাব এই, সত্যই যদি নিমাই ভগবান্ এবং আমি তাঁহার দাস, তবে তিনি নিশ্চয়ই দাসকে প্রেমপাশে বদ্ধ করিয়া নিজস্থানে রক্ষা করিবেন।

শ্রীবাসের বাটী নিমাই প্রথম কীর্ত্তন করিতে গমন করিলেন। সেখানে মুরারি, সদাশিব, গদাধর প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছেন। নিমাই কি বলিতে গেলেন, আর বলিতে পারিলেন না, মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। এইরূপে নিমাই আবেশ বশতঃ কখন মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতেছেন, কখন বা হাস্য করিতেছেন, আর মুখে কেবল, "আমাকে কৃষ্ণ আনিয়া দেও।" ভক্তগণ, এমন কি স্ত্রীলোকসকলও নিমাইয়ের এই ভাবে আনন্দে বিভোর হইতেছেন। কতক্ষণ পরে বাহ্য প্রাপ্ত হইয়া নিমাই স্বীয় দুঃখের কাহিনী কহিলেন; বলিলেন, "গয়া হইতে প্রত্যাগমন কালে কানাই-নাট্যশালায় নবদূর্ব্বাদলশ্যামবর্ণ একটী বালক শিখিপুচ্ছ-চূড়াশিরে, বাঁশরিহস্তে হাস্য করিতে করিতে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে যে কোথায় পলাইলেন, আমি আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি পুনরায় মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। মূর্চ্ছা অপগমে "কোথা রে কৃষ্ণ" বলিয়া আবার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সে ক্রন্দন শ্রবণ করিলে পাষাণও দ্রব হইয়া যায়। তথা হইতে বাটী প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নিমাই আবেশে উপবিষ্ট আছেন,

এমন সময়ে গদাধর সেখানে উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসিলেন, "কৃষ্ণ কোথায়?" গদাধর উত্তর করিলেন, "কৃষ্ণ সর্ব্বদা তোমার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন।" নিমাই গদাধরের বাক্য শুনিয়া অমনি নিজবক্ষঃস্থল নখরদ্বারা বিদারিত করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে গদাধর তাঁহার হস্তদুখানি ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি একটু অপেক্ষা কর, কৃষ্ণ এখনই আসিবেন।" শচীমাতা গদাধরের প্রবোধদান দর্শন করিয়া বড়ই সুখী হইলেন; এজন্য তিনি তাঁহাকে সতত নিমাইয়ের সঙ্গে থাকিতে কহিলেন। তিনি নিমাইয়ের প্রেমযোগ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন, এবং পুত্রকে আর পুত্র বলিয়া জ্ঞান নাই।

সন্ধ্যা সমাগত হইলেই ভক্তবৃন্দ নিমাইয়ের নিকট উপস্থিত হয়েন এবং সমস্ত রাত্রি কৃষ্ণকীর্ত্তনে অতিবাহিত করেন। কিন্তু সংকীর্ত্তন তখনও সম্যকরূপ আরম্ভ হয় নাই, কারণ নিমাইয়ের নবানুরাগবশতঃ সংকীর্ত্তনে বসিলেই নানারূপ ভাব প্রকাশ পাইত। ক্রন্দন ব্যতিরেকে কখন কখন তাঁহার শরীর দিয়া ঘর্ম্মের গঙ্গা প্রবাহিত হইত, কখন বা কম্পন হইত, আবার কখন বা শরীরের তাপ এত বৃদ্ধি হইত যে, জল কিম্বা চন্দন দিলেই শুষ্ক হইয়া যাইত এবং কখন কখন বা উত্তান নয়ন ও শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া মুখ দিয়া ফেন নির্গত হইত। ক্রমে যখন নিমাইয়ের ভাব দেহের অধীন হইল তখন নিমাই নৃত্য আরম্ভ করিলেন, তাঁহার শরীরে যে আনন্দ উদ্ভূত হইত তাহা আর হৃদয়ে স্থান পাইত না, সুতরাং সেই প্রবল আনন্দ ক্রমে নিমাইকে নর্ত্তনে প্রবর্ত্তিত করিল।

ভক্তগণ দেখিলেন যে নিমাইয়ের অনুগ্রহে তাঁহারা প্রেমধনে পূর্ণ হইতেছেন। নিমাইয়ের এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহার সর্ব্বদা-সহচর গদাধর তাঁহার নিকটে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। নিমাই ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসিলে গদাধর কহিলেন, "আপনি জগৎ প্রেমে পূর্ণ করিলেন, আমি কি একাই কৃষ্ণপ্রেমে বঞ্চিত থাকিব?" নিমাই ভক্তের বাক্যে

হাস্য করিয়া কহিলেন, "কল্য প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিলেই তুমি কৃষ্ণ-প্রেম পাইবে।" রাত্রিকালে আর গদাধরের নিদ্রা হইল না। প্রত্যূষে গঙ্গা-স্নান করিয়াই "প্রেমায় অবশ তনু টলমল করে।"

নিমাই ভাবকে বশ করিয়াই শ্রীবাসের বাটী কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সমস্ত রাত্রি কীর্ত্তন করিয়া প্রত্যূষে নিমাই গদাধরসঙ্গে বাটী আসিয়া শয়ন করিতেন। এই কীর্ত্তন লইয়া নানা লোকে নানা কথা রটনা করিতে লাগিল। নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়াতে পাড়ার লোক তাঁহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইল। কেহ বলিতে লাগিল "নর্ত্তন ও কুর্দ্দন করিয়া ও পাড়া প্রতিবেশীর বিরক্তি উৎপাদন করিয়া এ আবার কি প্রকার ধর্ম্ম ? লোকে মনে মনে ভগবান্ ভজনা করে, ইহারা দেখিতে পাই প্রকাশ্যে হট্টগোল করিয়া ভগবান্ ভজনা করে। কেহবা ইহাদিগকে বাতিকগ্রস্ত উন্মাদ বলিয়া স্থির করিলেন। ফলতঃ সকলেই এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধা-চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মুসলমান কাজির নিকট ইহাদের নামে অভিযোগ করা হইল। কাজি কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিবেন প্রতিশ্রুত হই-লেন। সঙ্গে সঙ্গে জনরব উঠিল নিমাইপণ্ডিত ও তাঁহার পার্ষদগণকে ধরিবার জন্য কাজি একজন সেনাপতিকে সসৈন্যে পাঠাইতেছেন। বৈষ্ণব-বিরোধিগণের বড়ই আনন্দ হইল। ক্রমে এই সংবাদ বৈষ্ণবগণের কর্ণে উঠিল। তাহারা সকলে ভীত হইয়া গৌরাঙ্গকে জানাইল। গৌরাঙ্গ এই সময়ে অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার মনে ভয়ের উদ্রেক হইল না। বরং তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অকুতোভয়ে দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইতে লাগিলেন। মদনসুন্দর গৌরাঙ্গদেব দিব্য সুচিকণ বস্ত্র পরিধান করিয়া, তুষার-শুভ্র উপবীত-স্কন্ধে, চন্দনচর্চ্চিত-অঙ্গে, তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে কখন বা নগরভ্রমণে বহির্গত হইতেন, কখন বা সুরধুনীতীরে ভক্তগণসহ উপবিষ্ট থাকিতেন। একদিবস গঙ্গাতীরে নিমাই একাকী উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে পুলিনে একদল

গাভীকে বিচরণ করিতে দর্শন করিলেন ; তাহাদিগের কেহ বা ঊর্দ্ধপুচ্ছে ধাবিত হইতেছে, কেহ হাম্বারবে জলপানার্থ আগমন করিতেছে; কেহ বা শয়ন করিয়া রোমন্থন করিতেছে। এই গাভীযুথ দেখিবামাত্র নিমাই হুহুঙ্কারসহ "আমি সেই, আমি সেই" বলিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, অতঃপর দ্রুতপদসঞ্চালনে শ্রীবাসের বাটীতে উপনীত হইলেন। শ্রীবাস পূজাগৃহে উপবিষ্ট হইয়া স্বীয় ইষ্টদেবতা নৃসিংহ-পূজায় নিবিষ্ট আছেন। সেই গৃহের দ্বারদেশে নিমাই পুনঃ পুনঃ চরণ প্রহারপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "শ্রীবাস ! তুমি কাঁহার পূজা ও ধ্যান করিতেছ ? যাঁহার পূজায় নিবিষ্ট আছ, দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক তাঁহাকেই বিদ্যমান দেখ।" দ্বারদেশে সজোরে চরণ প্রহার হেতু দ্বার খুলিয়া গেল, তখন নিমাই শ্রীবাস-সম্মুখে স্থাপিত বিষ্ণুখট্টা উপরি শালগ্রাম সরাইয়া স্বয়ং বীরাসনে উপবিষ্ট হইলেন। শ্রীবাস দেখিলেন, নিমাই বিষ্ণুখট্টা উপরে উপবিষ্ট, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তেজ বহির্গত হইয়া সূর্য্য-প্রভাকেও তিরস্কৃত করিতেছে। শ্রীবাস নিমাইয়ের এতাদৃশ ভাব ও দেহোন্নতি অবলোকনপূর্ব্বক স্তব্ধ হইলেন। তখন নিমাই শ্রীবাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমার মত ভক্তের উচ্চ কীর্ত্তনে ও অদ্বৈতাচার্য্যের হুহুঙ্কারে আমি সপরিবারে বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, তাহা কি জানিয়াছ ? তোমরা নিশ্চিন্ত আছ এবং অদ্বৈতাচার্য্য আমাকে পরিহার করিয়া শান্তিপুরে গমন করিলেন। যাহা হউক তোমার কোন ভয় নাই। আমি দুষ্টের দলন ও শিষ্টের উদ্ধারের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছি।" নিমাইয়ের এই কথা শুনিয়া শ্রীবাস প্রেমার্দ্র-হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে করিতে করযোড়ে স্তব আরম্ভ করিলেন :—

"বিশ্বম্ভর চরণে আমার নমস্কার।
নবঘন পীতাম্বর বসন যাঁহার॥
শচীর নন্দন-পায়ে মোর নমস্কার।
নবগুঞ্জ-শিখিপুচ্ছ ভূষণ যাঁহার॥

গঙ্গাদাস-শিষ্য-পদে মোর নমস্কার।
কোটিচন্দ্র জিনি রূপ বদন যাঁহার॥
বনমালা করে, দধি ওদন যাঁহার।
জগন্নাথ-পুত্র-পায়ে মোর নমস্কার॥
শৃঙ্গ-বেত্র-বেণু-চিহ্ন ভূষণ যাঁহার।
সেই তুমি, তোমার চরণে নমস্কার॥
চারি বেদে যারে ঘোষে নন্দের কুমার।
সেই তুমি, তোমার চরণে নমস্কার॥
তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি যজ্ঞেশ্বর।
তোমার চরণোদকে গঙ্গা তীর্থবর॥
জানকী জীবন তুমি, তুমি নরসিংহ।
অজ ভব আদি তব চরণের ভৃঙ্গ॥
তুমি সে বেদান্ত বেদ, তুমি নারায়ণ।
তুমি সে ছলিলা বলি হইয়া বামন॥
তুমি হয়গ্রীব, তুমি জগতজীবন।
তুমি নীলাচল-চন্দ্র সবার কারণ॥" (চৈতন্য ভাগবত)।

শ্রীবাস এইরূপ স্তবপাঠ করিয়া ধরণীলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। এবং বলিতে লাগিলেন, "প্রাণনাথ! আজি তোমার চরণ-দর্শন করিয়া আমার জন্ম সার্থক হইল; আমার সকল দুঃখ নাশ হইল, আমার কুল পবিত্র হইল। অদ্য আমার ভাগ্যের আর সীমা রহিল না।" তখন শ্রীবাসের স্তবে পরিতুষ্ট প্রভু আদেশ দিলেন, "শ্রীবাস তোমার বাটীর সকলকেই আমার এই মূর্ত্তি দর্শন করাও ও তোমার অভিমত বর প্রার্থনা কর।" তখন শ্রীবাস সপরিবারে বিষ্ণুপূজার্থে সজ্জিত পুষ্পরাজি গ্রহণপূর্ব্বক প্রভুর চরণ পূজা করিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃজায়া, দাস, দাসী সকলে

তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইলেন। প্রভুও তাঁহাদের মঙ্গলার্থ প্রসন্ন হইয়া স্বীয় চরণ তাঁহাদিগের শীর্ষদেশে স্থাপন করিলেন।

অতঃপর নিমাই শ্রীবাসকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "শ্রীবাস! রাজভয়ে তুমি বড়ই ভীত হইয়াছ, কিন্তু আর তোমায় কোন ভয়ের কারণ নাই।" শ্রীবাস উত্তর দিলেন, "প্রভো! তুমি যাহার বাড়ীতে, তার আবার ভয় কিসের? যম যাঁহার আজ্ঞাকারী, তাঁহার বিদ্যমানে মানুষকে কে ভয় করিয়া থাকে?" নিমাই পুনরায় কহিলেন, "যদি আমি যবন রাজার নিকটে যাই, তবে তাহাকে দণ্ড দিব না, বরং তাহাকে প্রেম বিতরণে দ্রব করিয়া শোধন করিব।" এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াই নিমাই "নারায়ণি! নারায়ণি!" বলিয়া ডাকিলেন। তৎক্ষণাৎ শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। বালিকা নারায়ণীর বয়ঃক্রম চারি বৎসর। তাহাকে ডাকিয়া নিমাই 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' বলিয়া রোদন করিতে বলিলেন। অমনি নারায়ণী "হা কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন করিতে করিতে ভূমিতে পতিত হইল। তাহার নয়নজলে ধরাতল সিক্ত হইল। তখন বিশ্বম্ভর শ্রীবাসকে কহিলেন, "কেমন শ্রীবাস! এখনও কি তোমার ভয় আছে?" তাহা শুনিয়া পরমজ্ঞানী শ্রীবাস সংযোজিতকরযুগলে নিমাইকে কহিলেন, "আপনিই কালরূপী ভগবান্, যখন সকল সৃষ্টি বিধ্বস্ত হইয়া আপনার শরীরে মিলিত হয়, তখনও আপনার নাম করিলে কোন ভয় থাকে না, এখন সেই ভগবান্‌কে সম্মুখে প্রাপ্ত হইয়া আবার কিসের ভয়?"

কৃষ্ণ অবতারে শ্রীকৃষ্ণ যেমন বসুদেবগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া নন্দের মন্দিরে বিহার করিয়াছিলেন, চৈতন্য অবতারেও তিনি জগন্নাথ গৃহে ভূমিষ্ঠ ও পালিত হইয়াছিলেন ও শ্রীবাসগৃহ তাঁহার বিহারভূমি হইয়াছিল। নিমাইয়ের প্রিয়সহচর গদাধর, এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে, বিলক্ষণ বুঝিলেন, অদ্বৈতাচার্য্য কি নিমিত্ত কিছুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, নিমাই কেমন বালক অতঃপর জানিতে পারিবে। নিমাইয়ের যতক্ষণ

আবেশ ছিল ততক্ষণ, গদাধর তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। নিমাই বাহ্যজ্ঞান পাইলে একটু লজ্জিত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্বগৃহে গমন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

-(:-*:)-

নিত্যানন্দ।

কৃষ্ণভক্তিময় গৌরচন্দ্র এই অবধি বিভিন্ন আবেশে আবিষ্ট হইতে লাগিলেন। যখন তিনি দাস্যভাবে ক্রন্দন করেন, তখন দুনয়নে ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। যখন মূর্চ্ছাপন্ন হন, তখন প্রহরেক কাল রুদ্ধশ্বাস জড়ের ন্যায় পতিত থাকেন; যখন তাঁহার কৃষ্ণাবেশ হয়, তখন "আমি সেই, আমি সেই" হুহুঙ্কার রবে নাড়া বুড়া অর্থাৎ অদ্বৈতাচার্য্যের অনুসন্ধান লয়েন; অদ্বৈতাচার্য্যকে তিনি "নাড়া" বলিয়া সম্বোধন করিতেন; যথা, চৈতন্য ভগবতে :—

"কোথা গেল নাড়া বুড়া সে আনিল মোরে।
বিলাইমু ভক্তিরস প্রতি ঘরে ঘরে॥"

আবার অক্রূর সম্বন্ধীয় কোন শ্লোক পাঠ করিলে বা শুনিলে আপনাকে অক্রূর জ্ঞানে সেই মত বাক্য বলেন ও তদনুযায়ী কার্য্য করেন। এইরূপে তাঁহার নানা ভাবের নানা কথা শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবগণ আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। এক দিবস তিনি শ্রীকৃষ্ণের বরাহ ভাববর্ণক শ্লোক শ্রবণপূর্ব্বক গর্জ্জন ও হুহুঙ্কার রবে মুরারিগুপ্তের বাটী গমন করিলেন। ভগবান্ ও মনুষ্যে বিভিন্ন বোধ করিতেন না বলিয়া প্রভু শৈশবে

এই মুরারিগুপ্তের অন্নে প্রস্রাব করিয়াছিলেন। এক্ষণে মুরারি তদ্গতচিত্ত হওয়ায় শ্রীরামচন্দ্রের হনুমানের প্রতি যাদৃশ স্নেহ এই মুরারির প্রতি নিমাইয়ের তাদৃশ স্নেহ হইয়াছে। শ্রীশচীনন্দনকে নিজগৃহে উপনীত দেখিয়া মুরারি তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। প্রভু বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া 'শূকর শূকর' রব করিতে করিতে মুরারির গৃহাভ্যন্তরে ধাবিত হইলেন। স্তম্ভিত মুরারিগুপ্ত চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছেন, ইত্যবকাশে ধৃত-বরাহাকৃতি গৌরচন্দ্র ভীষণ গর্জ্জনসহ স্বীয় দশন দ্বারা জলপূর্ণ ঝারি উত্থাপিত করিলেন। ভয়-চকিত ও অপূর্ব্ব-বরাহবদ্ধদৃষ্টি মুরারিগুপ্তকে সবিস্ময়ে দণ্ডায়মান দেখিয়া নিমাই কহিলেন, "মুরারি! তোমার কোন ভয় নাই, তুমি আমার স্তব কর।" স্তব্ধীভূত অবষ্টব্ধদেহ মুরারি কষ্টে বচন নিষ্কাসিত করিয়া কহিলেন, "প্রভো! আমার বদনে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না, কি বলিয়া আমি আপনার স্তব করিব?" প্রভু মুরারিকে আশ্বাসদানপূর্ব্বক কহিলেন, "আমি যে অবতীর্ণ হইয়াছি তাহা এতদিন জানিতে পার নাই, এক্ষণে তোমার যথাশক্তি স্তুতিপাঠ কর।" তখন মুরারি কম্পান্বিত কলেবরে করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, "অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে যে বাসুকী এক ফণা দ্বারা ধারণ করিয়া আছেন, তিনি সহস্রবদনে যাঁহার স্তুতি করিয়া অন্ত পান না, আমি মূর্খ, অধম, কেমন করিয়া আপনার স্তুতিবাদে সমর্থ হইব? বিশ্বসংসারে যাহা কিছু দেখিতে পাই সে সমস্তই আপনার লোমকূপে মিলিত হয়। সদানন্দ আপনি যেখানে যাহা করেন তাহা বেদে নির্ণয় করিতে অসমর্থ।" এই কথা বলিয়া মুরারি বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মুরারিস্তবে পরিতুষ্ট বরাহ-ঈশ্বর মুরারিমুখনিঃসৃত বেদের নামোল্লেখ শ্রবণমাত্র ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, "কাশীধামে প্রকাশানন্দ নামে জনৈক মায়াবাদী শিষ্যগণকে বেদশিক্ষা দিয়া থাকেন। তিনি মদীয় বিগ্রহ স্বীকার করেন না, আমাকে নিরাকার বোধে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। আমার পবিত্র অঙ্গ সর্ব্বযজ্ঞময়, ইহা স্পর্শ করিলে পুণ্য ও

পবিত্রতা লাভ করা যায়। তিনি কোন্ সাহসে তাহা মিথ্যা বলিয়া বর্ণনা করেন?" অনন্তর তিনি মুরারিকে পুনরায় সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মুরারি! তুমি আমার ভক্ত, এজন্য আমি তোমাকে কিঞ্চিৎ গুহ্য কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমিই পূর্ব্বে বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলাম, এই সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে আবার আমার অবতার, দুষ্টের দলন ও ভক্তের পালন করিবেন। যে কালে আমি পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলাম, ধরণী আমার স্পর্শে গর্ভবতী হইয়া নরক নামে মহাবল দেব-দ্বিজভক্ত পরম ধার্ম্মিক পুত্র প্রসব করেন। পরে মৎপুত্র নরক বাণসংসর্গে ভক্তদ্রোহী হইলে, আমিই তাহার সংহারসাধন করিয়াছিলাম।"

এই প্রকারে নবদ্বীপে সর্ব্বত্র আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। জগন্নাথ-গৃহে শচীদেবীর জঠরাকাশে নিমাই শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। ভক্তগণ এক্ষণে আর নিমাইয়ের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন না, দিবানিশি কীর্ত্তনানন্দে প্রমত্ত হইলেন।

এই সময়ে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েন। তিনি রাঢ়দেশীয় একচাকা গ্রামে হাড়াইপণ্ডিতের ঔরসে পদ্মাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ বাল্যকালে বালক-বালিকাসহ ক্রীড়া করিতেন। কৃষ্ণ ও রামলীলা ব্যতিরেকে তাঁহার ক্রীড়া আর কিছুই ছিল না। বালক নিত্যানন্দের এতাদৃশ ক্রীড়া দর্শন করিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইতেন। তিনি হাড়াইপণ্ডিতের পুত্রগণমধ্যে জ্যেষ্ঠ হইলেও পিতামাতার বড় প্রিয় ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে একদণ্ড দর্শন না করিলে অস্থির হইতেন। বিশেষ নিত্যানন্দের শৈশবাবধি গৃহত্যাগের সঙ্কল্প তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন। দৈবযোগে কোন এক সন্ন্যাসী হাড়াইপণ্ডিতের বাটী উপনীত হইলেন। পরম কৃষ্ণভক্ত হাড়াইপণ্ডিত, সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে ভিক্ষা করাইয়া, সমস্ত রজনী তাঁহার সহিত কৃষ্ণ-কথায় নিমগ্ন থাকিলেন।

প্রত্যূষে সন্ন্যাসী বিদায়গ্রহণকালে নিত্যানন্দকে তীর্থ-পর্য্যটনের দোসর করিবার মানসে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, হাড়াইপণ্ডিত পত্নীর সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে সন্ন্যাসীর করে সমর্পণ করিলেন। রাজা দশরথ জীবনস্বরূপ পুত্র রামচন্দ্রকে রাক্ষস-বধার্থে বিশ্বামিত্রকরে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ হাড়াইপণ্ডিত তীর্থ-পর্য্যটনের দারুণ কষ্ট অবগত থাকিয়াও, সন্ন্যাসীর মনঃকষ্ট উৎপাদন করিতে সাহসী হইলেন না। নিত্যানন্দ গৃহ পরিত্যাগ ও নানা তীর্থ পর্য্যটনপূর্ব্বক পরিশেষে কৃষ্ণ-সঙ্গম-লাভে একান্ত অধীর হইয়া বৃন্দাবনের বনমধ্যে কৃষ্ণান্বেষণ করিতেছিলেন। ঈশ্বরপুরী নিমাইকে মন্ত্রদানপূর্ব্বক গমনকালে বৃন্দাবনে নিত্যানন্দকে দেখিতে পান। নিত্যানন্দ ঈশ্বরপুরীকে দেখিয়া কৃষ্ণ কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঈশ্বরপুরী কহিলেন, "তিনি ত এখানে নাই। তিনি নবদ্বীপে শচীদেবীর উদরে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক নিমাইপণ্ডিত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। আপনি যদি শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকেন তবে নবদ্বীপেই গমন করুন।" নিত্যানন্দ এই সংবাদ শ্রবণমাত্র নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। নিমাইপণ্ডিতের বাটী অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে নবদ্বীপে নন্দন আচার্য্যের বাটীতে অবস্থান করিলেন। স্নেহের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দর্শন করিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইলেও নিত্যানন্দ আর নিমাইপণ্ডিতের বাটী গমন করিলেন না। তিনি নন্দন আচার্য্য নামক জনৈক বিষ্ণুভক্তের বাটী আতিথ্যগ্রহণ করিলেন। নন্দন আচার্য্যও তাঁহার দীর্ঘ দেহ, আজানুলম্বিত বাহু, ধীর প্রকৃতি, কোটি চন্দ্র জিনিয়া মনোহর বদন, অধরে সুধার হাসি, কর্ণায়ত অরুণ লোচনদ্বয়, নিরবধি বদনে কৃষ্ণনাম গান ও সদানন্দ চিত্ত প্রভৃতি মহাপুরুষ-লক্ষণ দর্শন করিয়া তাঁহার যথারীতি অতিথি সৎকার করিলেন। নিত্যানন্দের আগমন উল্লেখ করিয়া গৌরসুন্দর তাঁহার ভক্তগণের নিকট বলিয়াছিলেন, "তিন চারি দিনের মধ্যে নবদ্বীপে একজন মহাপুরুষ আগমন করিবেন।" অন্ত-

র্য্যামী গৌরাঙ্গ এক্ষণে নিত্যানন্দের আগমন অবগত হইয়া ভক্তগণসকাশে কহিলেন, "আমি অদ্য স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, প্রকাণ্ড এক রথে জনৈক সুদীর্ঘায়তন মহাপুরুষ আমার বাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিধান নীলবসন, মস্তকেও নীলবস্ত্র, হস্তে বেত্রবাঁধা কমণ্ডলু। আমি তাঁহার দর্শনমাত্র তাঁহাকে হলধর বলিয়া চিনিতে পারিলাম।" এই কথা বলিতে বলিতে প্রভুর বলরামভাব দেখা দিল। তখন তিনি 'মদ আন, মদ আন' বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই স্বাভাবিক ভাব অবলম্বন করিয়া শ্রীবাস প্রভৃতি দুই তিন জন ভক্তকে নিত্যানন্দের অন্বেষণে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা নবদ্বীপের সর্ব্বত্র অনুসন্ধানপূর্ব্বক নিত্যানন্দনাম কোন মহাপুরুষকে না দেখিয়া গৌরাঙ্গের নিকট সংবাদ দিলেন। ভক্তগণের বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া গৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া নন্দন আচার্য্যের বাটী উপনীত হইলেন। কোটি-সূর্য্যসমপ্রভাসমন্বিত, পরিহিতনীলবসন, পুরুষশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিয়া বিশ্বম্ভর গণসহ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অতঃপর সেই মহাপুরুষের সম্ভ্রমার্থ মৌনাবলম্বনে সকলে দণ্ডায়মান রহিলেন। বিশ্বম্ভরকে দর্শন করিয়া নিত্যানন্দ তাঁহাকে আপন ঈশ্বর বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তিনি তখন স্থিরনেত্রে বিশ্বম্ভরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ইচ্ছা করিতে লাগিলেন যেন তাঁহাকে হৃদয়মধ্যে স্থাপন করেন। এই সুখের মিলনকালে কাহারও মুখ দিয়া বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, সকলেই স্তম্ভিত। তখন গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দের প্রেমের গভীরতা জানাইবার জন্য, শ্রীবাসকে শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনাত্মক একটী শ্লোক পাঠ করিবার আদেশ দিলেন। শ্রীবাসের শ্লোকপাঠ শ্রবণ করিবামাত্র নিত্যানন্দের প্রেমদ্বার উদ্ঘাটিত হইল, তৎক্ষণাৎ তিনি হতচৈতন্য হইয়া ভূপতিত হইলেন। শ্রীবাসের মধুর কৃষ্ণরূপ-গানে মোহিত নিত্যানন্দ পুনরপি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া কখন "মধু দেহ, মধু দেহ" বলিয়া রব করিতে লাগিলেন, কখন বা আছাড়িয়া ভূতলে

নিপতিত হইতে লাগিলেন; আর কখন বা 'আমার কানাই গোপাল কোথায়' বলিতে বলিতে বাল্যভাবে বিভোর হইয়া হাস্য ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কখন বা মধুর স্তুতি করিতে করিতে নিত্যানন্দ প্রভুপদে পতিত হইতে লাগিলেন। প্রভুও জ্যেষ্ঠ-সম্মানার্থ নিত্যানন্দের পদ-ধারণ করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ তখন পুনরপি ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, "তুমি কোথায় ছিলে? আমি সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া তোমার অন্বেষণ করিলাম, দেখিলাম সর্ব্বত্রই তোমার সিংহাসন শূন্য, পরিশেষে কোন মহৎ ব্যক্তির নিকট অবগত হইলাম, তুমি নবদ্বীপে লুকাইয়া আছ। আমি চোর ধরিবার জন্য সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিয়া অদ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, আর পলায়ন করিতে পারিবে না।" ভক্তগণ নিত্যানন্দের ভাবতরঙ্গে স্তম্ভিত হইলেন, তাঁহার মুহুর্মুহু পতনে কোমলাঙ্গে ব্যথা পাইতেছেন ভাবিয়া তাঁহাকে ধরিতে গেলেন। কিন্তু ভাবাবেশে তাঁহার হুহুঙ্কারধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভয়ে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন। তখন নিমাই প্রেমভক্তি-বাণে মূর্চ্ছাগত নিত্যানন্দকে নিজক্রোড়ে ধারণ করিলে শ্রীরামচন্দ্র-ক্রোড়ে শক্তিশেলবিদ্ধ লক্ষ্মণের ন্যায় তিনি শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তদীয় ক্রোড়ে তিনি নিশ্চেষ্ট কিয়ৎক্ষণ পতিত রহিলেন। এই সময়ে তিনি আত্মপ্রাণ নিমাইকে অর্পণ করিয়া তাঁহার কমল-বদন পানে নিরীক্ষণ করিলেন। নিমাইও নিত্যানন্দের মুখ পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং উভয়ে উভয়কে অবলোকনপূর্ব্বক অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নিতাই দেখিলেন নিমাইয়ের বর্ণ কানাইয়ের মত কৃষ্ণ নহে, তাঁহার মস্তকে চূড়া নাই, বদনে বংশী নাই, অথচ সেই কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় ভাব, এজন্য তিনি নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই যদি আমার কানাই, তবে তোর চূড়া বাঁশী কোথায়?" তাহাতে নিমাই উত্তর করিলেন,

"কি পুছিস্ ভাই আমার
ব্রজের খেলা দৌড়াদৌড়ি,
এবার নদের খেলা (ধূলায়) গড়াগড়ি ॥
ব্রজের খেলা বাঁশীর তান্,
নদের খেলা হরির গান ;
ব্রজের বেশ ধড়া চূড়া,
নদের বেশ কৌপীন পরা ॥"

ক্ষণপরে নিত্যানন্দের সম্যক্ বাহ্যজ্ঞান হইলে ভক্তগণ-হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। তখন বিশ্বম্ভর বিনীতভাবে কহিলেন, "অদ্য আমার বড় শুভদিন, কারণ আপনার ন্যায় ভক্তিযোগসম্পন্ন মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাইলাম। আপনার ঝম্পন, কম্পন, অশ্রু বিসর্জ্জন, গর্জ্জন ও হুহুঙ্কার দ্বারা জানিলাম যে, ইহা ঈশ্বরশক্তি ব্যতিরেকে হইতে পারে না। আপনার এ ভক্তিযোগ দর্শন করিলে কোন বিপদেরই আর আশঙ্কা থাকে না। আমি আপনার কৃপাধীন, অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন।"

নিত্যানন্দ এইরূপ স্তুতিবাদে বড়ই লজ্জিত হইলেন। অতঃপর কহিলেন, "আমি নানা তীর্থ ভ্রমণ করিলাম, কোথাও কৃষ্ণের দর্শন না পাইয়া শ্রবণ করিলাম, নদীয়ায় বড় হরিসংকীর্ত্তন হইতেছে ; কেহ বা বলিল, 'তথায় নারায়ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।' নদীয়ায় পতিতত্রাণ হইতেছে শ্রবণ করিয়া পাতকী আমি উদ্ধারকল্পে এখানে আসিয়াছি।" উভয়ে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, ভক্তগণ উঁহাদিগের সমান প্রেম, সমান অশ্রুধারা প্রভৃতি অবলোকন করিয়া কিছুই অনুধাবন করিতে সমর্থ হইলেন না।

শ্রীবাস বলেন উহা আমরা কি বুঝি।
মাধব শঙ্কর যেন দোঁহে দোঁহা পূজি ॥

গদাধর বলে ভাল বলিলে পণ্ডিত।
সেহ বুঝি যেন রাম লক্ষ্মণ চরিত॥
কেহ বলে দুই জন যেন দুই কাম।
কেহ বলে দুই জন যেন কৃষ্ণ রাম॥
কেহ বলে আমি কিছু বিশেষ না জানি।
কৃষ্ণ কোলে যেন শেষ আইলা আপনি॥
কেহ বলে দুই সখা যেন কৃষ্ণার্জ্জুন।
সেই মত দেখিলাম যেন স্নেহ পূর্ণ॥ চরিতামৃত।

এই প্রকার নিত্যানন্দ-সমাগমে বিশ্বম্ভর প্রভৃতি সকলে কৃষ্ণরসে মত্ত হইলেন। সকলেরই নয়ন দিয়া আনন্দনীর প্রবাহিত হইতেছে। এমন সময়ে প্রভু বিশ্বম্ভর, আগামী কল্য পৌর্ণমাসী ব্যাসপূজার দিবস স্মরণ করিয়া, নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীপাদ! কল্য পৌর্ণমাসী, আপনি কোন্ স্থানে ব্যাসদেবের পূজা সমাধা করিবেন?" নিত্যানন্দ তৎক্ষণাৎ শ্রীবাসপণ্ডিতকে দেখাইয়া কহিলেন, "এই বামনার ঘরেই ব্যাসপূজা করিব।" শ্রীবাস ইহাতে বড়ই প্রীত হইয়া ভাবিলেন, "আমার বড় ভাগ্য, কল্য ব্যাসপূজা দর্শন করিব।" অনন্তর হরিধ্বনি করিতে করিতে তথা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সকলে শ্রীবাস-মন্দিরে গমন করিলেন। তথায় গমন করিলেই বহির্দ্বার রুদ্ধ হইল এবং সকলে একত্র হইয়া কীর্ত্তনে নিবিষ্ট হইলেন। এমন মধুর কীর্ত্তন কখনও হয় নাই। বিশ্বম্ভর ও নিত্যানন্দ উভয়ে উভয়ের হস্তধারণপূর্ব্বক অপরূপ অঙ্গভঙ্গিসহ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণ তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া গাইতে লাগিলেন। নিতাই চৈতন্যের চিরদিবসের প্রেম উথলিয়া উঠিল। উভয়ে উভয়ের ধ্যান করিতে লাগিলেন, ক্ষণে ক্ষণে কোলাকুলি করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন এবং উভয়ে উভয়ের চরণধারণের প্রয়াসী, কিন্তু উভয়েই চতুর বলিয়া কাহারও সে আশা ফলবতী হইল না। এইরূপে নৃত্য করিতে করিতে হঠাৎ প্রভু

বলরাম ভাবে আবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুখট্টায় উপবেশনপূর্ব্বক সুরা আনয়নার্থ আদেশ দিলেন। তখন ভক্তগণ পরামর্শ করিয়া গঙ্গাবারিপূর্ণ ঘট প্রদান করিলেন। তাহাই প্রভু বলরাম ভাবে পান করিলেন, এবং 'নাড়া, নাড়া' রবে ডাকিতে লাগিলেন। প্রভু কাহাকে নাড়া বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, বুঝিতে না পারিয়া ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করিলে বিশ্বম্ভর কহিলেন, "অদ্বৈত আচার্য্যকে আমি নাড়া বলিয়া থাকি। সেই নাড়ার প্রভাবে এই অবতার, তাঁহারই প্রভাবে আমি বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, আর তিনিই অদ্য শান্তিপুরে নিশ্চিন্ত রহিলেন? অদ্য নিত্যানন্দের আগমনে আমার আনন্দ পূর্ণ হইয়াছে, আমি এবার অতি অধম জীবকেও ভগবদ্ভক্তি বিতরণ করিব।" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই প্রভুর বাহ্য হইল। তখন তিনি শ্রীবাসপণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছি?" ভক্তগণ প্রভুবাক্য শ্রবণে হাস্য করিলে তিনি পুনরায় কহিলেন, "আমার কোন অপরাধ লইও না"। এই বলিয়া সকলকে আলিঙ্গন করিলেন। নিত্যানন্দের আবেশ এখনও ভাঙ্গে নাই। তিনি বাল্যভাবে পূর্ণ হইয়া ক্ষণে ক্ষণে রোদন ও ক্ষণে ক্ষণে হাস্য করিতেছেন। নিমাইয়ের করস্পর্শে তিনি সুস্থ হইলে বিশ্বম্ভর তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক বাটী গমন করিলেন। ভক্তগণও যে যাহার বাটী চলিয়া গেল এবং নিতাই শ্রীবাস-মন্দিরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

রাত্রিশেষে হুহুঙ্কার শব্দে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নিত্যানন্দ স্বীয় দণ্ড ও কমণ্ডলু চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সংজ্ঞাশূন্য অবস্থা ও ভগ্ন দণ্ড কমণ্ডলু দর্শন করিয়া শ্রীবাস নিমাইয়ের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। নিমাইয়ের আগমনে নিত্যানন্দ অল্প মাত্র সুস্থ হইলেন, তখন সকলে গঙ্গাস্নানে গমন করিয়া নিতাইয়ের ভগ্ন দণ্ড ও কমণ্ডলু নিমাই স্বহস্তে গঙ্গায় ভাসাইয়া দিলেন। অনন্তর তাঁহাকে প্রবোধদানপূর্ব্বক ব্যাস পূজার জন্য শ্রীবাস-মন্দিরে আনয়ন করিলেন।

ইতিমধ্যে সমবেত ভক্তগণের মধুর কীর্ত্তন-ধ্বনিতে শ্রীবাস-ভবন বৈকুণ্ঠপুরীর ন্যায় আনন্দপূর্ণ হইয়াছে। চৈতন্যের আজ্ঞায় শ্রীবাস নিত্যানন্দের ব্যাসপূজায় আচার্য্য হইয়াছেন। সচন্দন দিব্যগন্ধপুষ্পে গ্রথিত মাল্য নিত্যানন্দ-করে অর্পণ করিয়া শ্রীবাস মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ব্যাসদেবকে নমস্কার করিতে বলিতেছেন, নিত্যানন্দ বাহ্য হারাইয়া কেবল হাঁ হাঁ করিতেছেন। শ্রীবাস তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "স্বহস্তে মাল্য দ্বারা ব্যাসদেবকে নমস্কার করিলে কৃষ্ণ পরিতুষ্ট হন, অতএব আপনি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক মাল্যদান করুন।" নিত্যানন্দ মাল্য হস্তে লইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দের এবংপ্রকার মনোভাব দেখিয়া শ্রীবাস গৌরাঙ্গদেবকে জানাইলেন। প্রভু তৎক্ষণাৎ নিত্যানন্দসমক্ষে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে ব্যাসপূজা করিতে অনুরোধ করিলেন। গৌরময়জীবন নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভরকে সম্মুখে দর্শন করিয়াই সেই মাল্য তাঁহার গলদেশে অর্পণ করিলেন। সচন্দন গন্ধপুষ্পমাল্য নিমাইয়ের গলে কি সুন্দর শোভা বিস্তার করিল! দেখিতে দেখিতে নিমাই শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, হল ও মুষল হস্তে ষড়্‌ভুজসমন্বিত হইলেন। তদ্দর্শনে নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত ও ভূতলশায়ী হইলেন। নিত্যানন্দকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া নিমাই তাঁহার গাত্র পরামৃর্ষণপূর্ব্বক কহিলেন, "নিত্যানন্দ উঠ! যে কীর্ত্তন জন্য তোমার অবতার তাহা ত সকল হইল! এক্ষণে কীর্ত্তন করিয়া তোমার যাহাকে ইচ্ছা হয় প্রেমভক্তি বিতরণ কর। তোমার ত সমস্ত বাসনা পূর্ণ হইল। আর কি চাও?"

তৎপরে সকলে একত্র হইয়া কীর্ত্তন করিলেন এবং কীর্ত্তনান্তে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া যে যাঁহার বাটী গমন করিলেন।

পর দিবস নিমাই নিতাইসহ নিজবাটী গমন করিলেন। মনের আনন্দে মাতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মা! তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ আসিয়াছেন।" বিশ্বরূপের নাম শ্রবণমাত্র শচীদেবী আসিয়া নিতাইয়েক

বদন-মণ্ডল ঔৎসুক্যসহকারে দর্শন করিতে লাগিলেন।. বহু দিবস অদর্শন-জন্য তাঁহার চিত্তপটে অঙ্কিত বিশ্বরূপের মূর্ত্তির সহিত নিতাইয়ের মূর্ত্তির কিঞ্চিৎ বিসাদৃশ্য লক্ষিত হওয়ায় বোধ হয় সন্দিগ্ধচিত্তে শচীমাতা নিতাইকে জিজ্ঞাসিলেন, "বাবা! তুমি কি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ ?" নিতাই উত্তর করিলেন, "হা মা! আমি তোমার পুত্র বিশ্বরূপ।" তখন শচীর আর আনন্দের সীমা রহিল না, তিনি নিতাইকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। বহু দিবসের হারাধন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার চক্ষু দিয়া দর দর ধারা বহিতে লাগিল। দুই ভ্রাতা একত্র মিলিত হইল দেখিয়া নিমাইয়ের জন্য শচী-মাতার অনেক ভাবনা দূরীভূত হইল।

পিতৃদেবকে বিবাহ দিবার উদ্যোগী দেখিয়া বিশ্বরূপ ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কালে বাটী ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পরে নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে পুনার নিকটবর্ত্তী পাণ্ডুপুর নামক গ্রামে জীবলীলা সংবরণ করেন। তিনিই একচাকা গ্রামবাসী মহাপুণ্যবান্ হাড়াই-পণ্ডিতের নিকট হইতে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র নিত্যানন্দকে তীর্থ পর্য্যটনের দোসর করিবার জন্য ভিক্ষা লইয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি নিজ দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক এই নিত্যানন্দ-দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। এবং সেই অবধি তিনি কৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে সম্প্রতি এই নবদ্বীপে উপনীত হইয়াছিলেন।

———•———
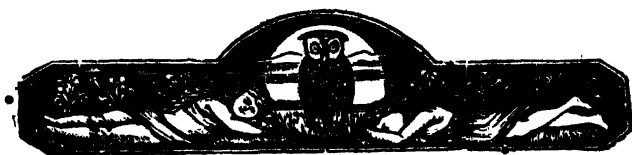
অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অদ্বৈতের শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি।

নিমাই এখন হইতে অহরহঃ ভগবান্ আবেশ প্রাপ্ত হইতেন। একদা তিনি শ্রীবাস-মন্দিরে ভগবান্ ভাবে আবিষ্ট হইয়াই শ্রীবাসের কনিষ্ঠ রামা-ইকে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের নিকট প্রেরণ করিলেন। বলিয়া দিলেন, "তুমি অদ্বৈতসকাশে আমার এই ভগবান্‌রূপে প্রকাশ হওয়ার সংবাদ দান করিয়া কহিবে, 'তুমি যাহার জন্য বিস্তর আরাধনা, উপবাস ও ক্রন্দন করিয়াছ, সেই প্রভু ভগবান্ বিশ্বম্ভর এক্ষণে প্রকাশ হইয়াছেন। তুমি শীঘ্র তাঁহার পূজার উপহার দ্রব্যাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক সস্ত্রীক তৎসকাশে গমন কর।' আর নিত্যানন্দের আগমনবার্ত্তাও তাঁহাকে গোপনে জানাইও।"

শ্রীবাসানুজ শ্রীরাম বিশ্বম্ভরের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াই হরিনাম করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ অদ্বৈত আচার্য্যের আবাসভূমি শ্রীরামপুর অভিমুখে গমন করিলেন। চৈতন্য দেবের আজ্ঞা-পালনজনিত সন্তোষে তিনি পথশ্রম অনুভব করিলেন না। তিনি অদ্বৈত আচার্য্যের সন্নিধানে উপনীত হইয়া আনন্দাতিশয্যে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। নবদ্বীপে নিমাইকে ভগবান্ ভাবে প্রাপ্ত হইয়া চৈতন্য-ভক্তগণ মহানন্দে প্রমত্ত হইয়া আছেন,

তাহা সমস্ত অদ্বৈত শ্রবণ করিয়াছেন। এজন্য শ্রীরামকে দর্শন মাত্রই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার প্রতি নবদ্বীপ গমনের আদেশ হইয়াছে এবং শ্রীরাম তাহা জ্ঞাপনার্থ আগমন করিয়াছেন। তাঁহার মন যদিও আনন্দে উন্মত্তবৎ হইয়াছে তথাপি হৃদয়বেগ সংবরণ করিয়া শ্রীরামের আগমনাভিপ্রায় জিজ্ঞাসিলেন। শ্রীরাম কহিলেন, "আপনি সকলই অবগত আছেন, সুতরাং ত্বরায় নবদ্বীপগমনের উদ্যোগ করুন।" তখন গূঢ়াকারেঙ্গিত অদ্বৈত কহিলেন, "আমি কি জন্য নবদ্বীপ গমন করিব? তোমরা যেরূপ জনৈক বালককে প্রাপ্ত হইয়া উন্মত্ত হইয়াছ, আমি তাদৃশ নির্ব্বোধ নই। নবদ্বীপে আবার অবতার কোথা হইতে আসিল? এবং কোন্ শাস্ত্রেই বা নবদ্বীপে অবতারের কথার উল্লেখ করে? তোমরা আমার মর্ম্ম কি বুঝিবে? তোমার দাদা সে বিষয়ে সম্যক্ অবগত।" শ্রীরাম অদ্বৈতের চরিত্র অবগত ছিলেন, সুতরাং মনে মনে হাস্য করিয়া কহিলেন, "শাস্ত্র আমরা কি বুঝিব? তাহা আপনিই জানেন। তবে ভগবানের আজ্ঞা আপনাকে নিবেদন করি। তিনি বলিয়াছেন, 'তুমি যাঁহার জন্য এত উপবাস, এত আরাধনা, এত ক্রন্দন করিয়া আসিতেছ, সেই প্রভু এক্ষণে প্রকাশ হইয়াছেন।' তিনি ভক্তিযোগ বিতরণ পূর্ব্বক জীব উদ্ধার কল্পে বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি আপনার দর্শনাপেক্ষী, আপনি সস্ত্রীক তথায় গমন করুন। প্রভুর দ্বিতীয় দেহস্বরূপ নিত্যানন্দ প্রভুরও আগমন হইয়াছে। আপনি বোধ হয় তাঁহাকে বিলক্ষণ জানেন।"

অমৃত-বিন্দুসুন্দর রামাইবাক্য শ্রবণ করিয়া অদ্বৈতাচার্য্য বাহুদ্বয় উত্তোলিত করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "প্রভু আমার জন্য বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্যে আগমন করিয়াছেন, কি সৌভাগ্য!" অদ্বৈতকে এতাদৃশ কৃষ্ণ-প্রেমমুগ্ধ অবলোকন করিয়া তদীয় গৃহিনী সীতাদেবী ও পুত্র অচ্যুতানন্দও প্রেমপূর্ণ-হৃদয়ে ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। নিমেষমধ্যে

অদ্বৈতগৃহ কৃষ্ণপ্রেমময় হইল। তখন অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীরামকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, "তিনি যদি স্বীয় ঐশ্বর্য্য আমাকে দর্শন করান এবং যদি তাঁহার সেই ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্নিত চরণ আমার মস্তকোপরি স্থাপিত করেন, তবেই জানিব তিনি আমার ঈশ্বর।" এই বলিয়া তিনি গৃহিনী ও পুত্র সমভিব্যাহারে নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। পথে আগমন করিতে করিতে অদ্বৈতের মনে শ্রীভগবান্‌কে পরীক্ষা করিবার বাসনা উদিত হইল। এজন্য তিনি রামাইকে কহিলেন, "আমি নন্দন আচার্য্যের বাটী রহিলাম, তুমি বিশ্বম্ভরকে বলিও যে, অদ্বৈত আসিলেন না।"

এদিকে সর্ব্বজ্ঞ নিমাই, অদ্বৈত আচার্য্যের আগমন অন্তরে জানিতে পারিয়া, শ্রীবাসের বাটী ভগবদাবেশে বিষ্ণুখট্টায় উপবিষ্ট হইলেন। নিমাইয়ের এই ভাব দেখিয়াই নিত্যানন্দ তাঁহার মস্তকে ছত্রদণ্ড ধারণ করিলেন, ও শ্রীবাস, গদাধর প্রভৃতি তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। এমন সময়ে দূর হইতে রামাইকে আগমন করিতে দেখিয়া প্রভু কহিলেন, "নাড়া, নন্দন-আচার্য্য-গৃহে লুক্কায়িত থাকিয়া, আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কি তোমাকে পাঠাইল? তাহা হইবে না, তুমি তাহাকে সত্বর লইয়া আইস।" শ্রীরামপণ্ডিতের নিকট সংবাদ পাইয়া অদ্বৈত সস্ত্রীক স্তব পাঠ করিতে করিতে আগমন করিতে লাগিলেন। তিনি শ্রীবিশ্বম্ভর সমক্ষে আগমন ও তাঁহার কোটিকন্দর্প-জিনিয়া-রূপচ্ছটা অবলোকন করিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার গ্রীবাদেশ-প্রলম্বিত কৌস্তুভ মণি, কনক-স্তম্ভসদৃশ বাহুযুগলে মুরলী, কোটিসূর্য্য-সদৃশ অঙ্গপ্রভা দেখিয়া ও এই বিশ্বম্ভরমূর্ত্তিকে বেষ্টন করিয়া সর্ব্বদেবগণকে স্তব করিতে অবলোকন করিয়া সম্ভ্রমে সপত্নীক অদ্বৈতাচার্য্য বিস্মিত ও অবষ্টম্ভ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন প্রভু স্বয়ং অদ্বৈতাচার্য্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "অদ্বৈত! আমি ক্ষীরসমুদ্রে শয়ান ছিলাম, জীবউদ্ধারকল্পে তোমার বিস্তর আরাধনা, ক্রন্দন ও হুহুঙ্কারাদি শব্দে জাগরিত হইয়া ধরণীতে অবতীর্ণ

হইয়াছি। এক্ষণে তুমি যদৃচ্ছা প্রেমভক্তি বিতরণ কর।” গৌরাঙ্গসুন্দরের অনুকম্পার বাক্য শ্রবণ করিয়া অদ্বৈত করযোড়ে কহিলেন, “প্রভো! আপনারই সৃষ্ট জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমার কি সাধ্য যে, আমি আপনাকে আনয়ন করিব? আমি ত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, এমন মহৎ কে আছে যে আপনাকে আনিতে পারে? আপনি সন্তানের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদের পাপতাপ-জর্জ্জরিতচিত্তে শান্তি-বিধান-জন্য ইচ্ছাসুখে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অধম, পাপী, কীটানুকীট আমরা এই যে সুযোগে আপনার চরণ-দর্শন পাইলাম, ইহাই আমাদের উদ্ধার-কারণ। আজি আমাদিগের জন্ম ও সর্ব্ব কর্ম্ম সার্থক হইল, এক্ষণে অনুমতি হইলে আপনার পূজা করিয়া চিত্তের চরিতার্থতা লাভ করি।” এই বলিয়া সস্ত্রীক অদ্বৈতাচার্য্য চৈতন্যদেবের চরণ সুবাসিত জলে ধৌত করিয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ প্রভৃতি উপচারে ভক্তিসহকারে পূজাসমাপনপূর্ব্বক তাঁহার স্তবপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন।

“জয় জয় সর্ব্বপ্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণাসাগর॥
জয় জয় সিন্ধু সুতা রূপ মনোরম।
জয় জয় শ্রীবৎস কৌস্তুভ-বিভূষণ॥
জয় জয় মহাপ্রভু অনন্ত শয়ন।
জয় জয় জয় সর্ব্ব জীবের শরণ॥
তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি নারায়ণ।
তুমি মৎস্য, তুমি কূর্ম্ম, তুমি সনাতন॥
তুমি সে বরাহ প্রভু, তুমি সে বামন।
তুমি কর যুগে যুগে দেবের পালন॥
তুমি সে প্রহ্লাদ লাগি কৈলে অবতার॥
হিরণ্য বধিয়া নরসিংহ নাম যাঁর।

সংকীর্ত্তনারম্ভে পুন তব অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তোমা বই নাই আর॥"

অদ্বৈত-স্তবেতুষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গ রায় তখন অদ্বৈত-মস্তকে স্বীয় চরণ সংস্থাপিত করিলেন। অন্তর্যামী প্রভু অদ্বৈতের হৃদ্গত বাসনা পূর্ণ করিলে জয়ধ্বনি ও হরিধ্বনিতে শ্রীবাস-মন্দির কম্পিত হইয়া উঠিল। অতঃপর শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "নাড়া! তুমি নৃত্য কর, আমি দর্শন করিব।" ভক্তি ও প্রেমমদে মত্ত অদ্বৈত বাহ্যজ্ঞানশূন্য। নিমাইয়ের আদেশ শ্রবণ মাত্রেই তিনি নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গিসহকারে নৃত্য করিলেন। বৃদ্ধ অদ্বৈতের প্রেমোন্মাদ নর্ত্তনে উপস্থিত সকলেরই হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। তখন চৈতন্যদেব নিজগলদেশ হইতে পুষ্পমাল্য গ্রহণপূর্ব্বক অদ্বৈতকে অর্পণ করিয়া বর প্রার্থনা করিবার আদেশ দিলেন। পূর্ণমনোরথ অদ্বৈত আর কি বর প্রার্থনা করিবেন? এজন্য তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে নিমাই পুনরায় বর প্রার্থনা করিতে আদেশ দিলেন। তখন অদ্বৈতাচার্য্য কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "প্রভো। আমার সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে, আমার যাহা অভাব ছিল পাইয়াছি, সুতরাং আর কি বর প্রার্থনা করিব? মনুষ্যের চরম অভীষ্ট ইষ্ট-দেবতা দর্শনলাভও করিয়াছি, অতঃপর আমার যে বর প্রার্থনীয় তাহা আপনিই জানেন, কারণ আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী।" তথাপি বিশ্বম্ভর বর প্রার্থনা করিবার অনুরোধ করিতেছেন শ্রবণ করিয়া অদ্বৈত কহিলেন, "আপনি যে প্রেমভক্তি বিতরণে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তাহা যেন নীচ, মূর্খ, ভেদ না করিয়া সকলকেই বিতরণ করেন, এই আমার প্রার্থনা।" এতাদৃশ বর-প্রার্থনা শ্রবণে ভক্তমণ্ডলী মধ্যে হরিধ্বনি উত্থিত হইলে, নিমাই কহিলেন, "অদ্বৈত যেমন মহৎ ও সদাশয়, তাহার উপযুক্ত বরই প্রার্থনা করিয়াছেন।"

অদ্বৈত অতঃপর শান্তিপুরে নিজবাটী গমন করিলেন। কিন্তু সেথা-

নেও তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তাব দর্শন করিয়া মহাজ্ঞানী, তপঃপরায়ণ, যাজক অদ্বৈত ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়াও আবার একটু নিমাই সম্বন্ধে সন্দিহানচিত্ত হইলেন। বালক নিমাই, তিনি ইঁহাকে কয়েক বৎসরমাত্র পূর্ব্বে নগ্নবেশে ক্রীড়াপরায়ণ অবলোকন করিয়াছেন, তিনি কিরূপে এরূপ ঐশ্বর্য্যশালী হইলেন? এই সন্দেহ মনোমধ্যে উদিত হওয়ায় তিনি পুনরায় নবদ্বীপে শ্রীবাসের বাটী আগমন করিলেন। গৌরাঙ্গ তখন শ্রীবাসের বাটী ভক্তগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণকথামৃতরসে নিমগ্ন ছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যকে দেখিবামাত্র সকলে তাঁহার সম্ভ্রমার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। তখন অদ্বৈত প্রভুকে প্রণাম করিলেন ;—প্রভুও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সকলে কিছুক্ষণ কৌতুকালাপে অতিবাহিত করিলে শচীদেবীর নিকট হইতে একজন লোক আসিয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন অবগত করাইল। এই কথা শ্রবণমাত্র অদ্বৈত কহিলেন, "অদ্য আমার কি সৌভাগ্য! জগজ্জননীর নিমন্ত্রণে অদ্য আমি শ্রীভগবানের সহিত সুখে ভোজন করিব।"

শ্রীবাস তাহা শুনিয়া কহিলেন, "আমিও শ্রীভগবানের শরণাগত, তিনি যদি একান্তই দয়া না করেন, তবে স্বয়ং যাইয়া জগজ্জননীর নিকট মাগিয়া খাইব।"

মাতা অদ্বৈতকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ একটু চিন্তিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত অদ্বৈতের আহার বিহার ছিল না, সুতরাং তাঁহার বাটী গিয়া অদ্বৈত নিজে রন্ধন করিয়া আহার করিবেন কি না, এ কথা কি প্রকারে জিজ্ঞাসা করেন? শ্রীবাসের বাক্যে তাঁহার সে সঙ্কোচ ঘুচিয়া গেল, সুতরাং তিনি শ্রীবাসকেই লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "দুটী অন্ন খাইবে তাহাতে কুণ্ঠিত নই, তবে দুজনের জন্য রন্ধন করিতে আচার্য্যের অধিক পরিশ্রম হইবে।"

শ্রীবাসের প্রতি নিমাইয়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অদ্বৈত কহিলেন,

"জগজ্জননীর বাটী গিয়া রন্ধন করিতে হইবে? জননী অশক্তা হইলে কাজেই উপায়ান্তর কি?"

অদ্বৈতের বাক্যে নিমাইয়ের সঙ্কোচ দূরীভূত হইল। লোক বাটী গিয়া শচীদেবীকে রন্ধন করিতে কহিল। এদিকে সকলে হাস্য কৌতুক করিতেছেন, এমন সময়ে অদ্বৈত শ্রীবাসের কর্ণে কোন কথা কহিলেন। অন্তর্যামী প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া বলিলেন, "তোমাদের পরামর্শ কি আমরা শুনিতে পাই না?"

শ্রীবাস কহিলেন, "আপনি নিত্যানন্দকে যে রূপ দর্শন করাইয়াছিলেন, অদ্বৈত আচার্য্যকেও তাহা দেখাইবেন প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু অদ্যাবধি তিনি তাহার দর্শন না পাইয়া দুঃখিত আছেন। ইহাই আমাকে বলিতে-ছিলেন।"

নিমাই কহিলেন, "পণ্ডিত! এজন্য আমাকে অনুযোগ করা বৃথা। যদি অদ্বৈত আচার্য্যের শ্যামসুন্দররূপ দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তিনি নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে তাহা দেখিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ সদয় হইয়া নিশ্চয়ই তাঁহাকে সেই রূপ দেখাইবেন।"

শ্রীনিমাইয়ের বাক্যে অদ্বৈত তৎক্ষণাৎ ধ্যানে বসিলেন। ভক্তগণ ইহাতে কিছু গূঢ় রহস্য আছে ভাবিয়া অদ্বৈতের বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অদ্বৈতাচার্য্য ধ্যানে উপবিষ্ট হইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইলেন, তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল। অকস্মাৎ তাঁহার সর্ব্বগাত্র পুলকিত হইল দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি প্রাণবিযুক্ত হন নাই।

শ্রীবাস এই সময়ে গৌরাঙ্গকে কহিলেন, "প্রভো! আমাদিগের দুরদৃষ্ট বশতঃই আমাদিগকে শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি না দেখাইয়া গোপনে এই উপায়ে আচার্য্যকে দেখাইলেন। যাহা হউক, আমরা তাহাতে দুঃখিত নই, আমাদের গৌর-রূপই ভাল।"

গৌরাঙ্গ শ্রীবাসের বাক্যের উত্তর না দিতে দিতেই অদ্বৈত অর্দ্ধবাহ্য পাইয়া সুপ্তোত্থিত জনের ন্যায় এ দিক ও দিক কি যেন দর্শন করিতে লাগিলেন। পরে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনাত্মক দুই একটী কথা বলিতে বলিতে সম্যক্ বাহ্য পাইলেন।

তখন শ্রীবাস অদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি দেখিলে, কাহাকেই বা দেখিলে, স্পষ্ট করিয়া বল।"

অদ্বৈত আচার্য্য কহিলেন, "সকলই আমাদের এই প্রভুর কার্য্য। আমি যেইমাত্র নয়ন মুদ্রিত করিলাম, অমনি প্রভু আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। তখন আমি বাহ্য হারাইলাম, আর ইনি সেই মদনমোহন মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক আমার নয়নসমক্ষে বিরাজিত হইলেন। আবার যখন উনি বহির্গত হইলেন, আমিও বাহ্য পাইলাম।"

ইহা শুনিয়া গৌরাঙ্গ উত্তর করিলেন, "তুমি গেলে নিদ্রা, আর দোষের ভাগী হলাম আমি?"

অদ্বৈত তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "প্রভো! আর গোপন করিলে চলিবে না, আমি যাঁহার উপাসক, সে দেবতা তুমি। আমি অদ্য প্রত্যক্ষে দেখিলাম যে, তুমি আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে, আবার বাহিরে আসিলে।"

নবম পরিচ্ছেদ।

হরিদাস।

ভক্তগণ পূর্ব্বাধ্যায়ে বিবৃত আনন্দরসে নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে গৌরপদাম্বুজসন্নিকটে হরিদাস নামে জনৈক মহাশয় ব্যক্তি আগমন করিলেন। কৃষ্ণনামে তাঁহার অন্তর সর্ব্বদাই উল্লসিত, কৃষ্ণপ্রেমে তাঁহার চিত্ত পরিপূর্ণ, কৃষ্ণগুণানুকীর্ত্তনই তাঁহার একমাত্র কার্য্য। গৌরচন্দ্র তাঁহাকে দর্শনমাত্র "আইস, আইস" বলিয়া সাদর সম্ভাষণসহকারে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। ঠাকুর, হরিদাসকে আসন পরিগ্রহে অনুরোধ করিলে, হরিদাস প্রণতিপূর্ব্বক তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। গৌর তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক উঠাইয়া সুগন্ধি চন্দন তাঁহার অঙ্গে অনুলেপন করিলেন ও নিজ কণ্ঠ হইতে মাল্য তাঁহার গলদেশে অর্পণ করিলেন। তদনন্তর প্রচুর মহাপ্রসাদ দ্বারা তাঁহাকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন।

এই হরিদাসের বাড়ী বনগ্রাম মহাকুমার অন্তর্ব্বর্ত্তী খুড়ন গ্রামে। ব্রাহ্মণ তনয়, শৈশবে মাতাপিতৃহীন ও আত্মীয়-স্বজনবিরহিত হরিদাস মুসলমান কর্ত্তৃক লালিত-পালিত হইয়া মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া হরিদাস পরম কৃষ্ণভক্ত সাধুপুরুষ হইলেন। তিনি উচ্চ

করিয়া কৃষ্ণনাম জপ করিতেন। তাঁহার এই অদ্ভুত বিশ্বাস ছিল যে, কৃষ্ণনাম উচ্চারণে বা শ্রবণে জীব মুক্তিলাভ করিবে, এই জন্যই জীবকে হরিনাম শ্রবণ করাইবার জন্য তিনি উচ্চে হরিনাম জপ করিতেন। তিনি প্রথমে বেনাপোলের জঙ্গলে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, তথায় হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন। তথাকার জমীদার তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য একটী বারবিলাসিনীকে পাঠাইলেন। পাপমতি বারবিলাসিনীর অন্তঃকরণ হরিদাসের প্রভাব দর্শনে নির্ম্মল হইল। হরিদাস তাহাকে কৃষ্ণ ভজিবার উপদেশ দিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। কিন্তু তাহাতে হরিদাস নিষ্কৃতি পাইলেন না। হরিদাস মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া এক্ষণে হিন্দু ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এই সংবাদ মুসলমান কাজীর কর্ণগোচর হইল। তত্রত্য অধিপতি কাজী তাঁহার তেজঃপুঞ্জসমন্বিত দেহ অবলোকনপূর্ব্বক তাঁহাকে আসনদান করিয়া ধর্ম্মত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসিলেন। তখন হরিদাস তাঁহাকে কহিলেন, "ঈশ্বর একই, তবে হিন্দু ও মুসলমানে বিভিন্ন নামে ভজনা করিয়া থাকে। সেই একই ঈশ্বর সকলেরই হৃদয় অধিকার করিয়া আছেন। তিনিই যাহাকে যেরূপ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন সে সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। আমিও সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বর কর্তৃক চালিত হইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহাতে আমার কি অপরাধ হইতে পারে? সম্যক বিচার করিয়া যে দণ্ড দিবেন, আমি তাহাই লইতে প্রস্তুত।" হরিদাসের সদর্থযুক্ত বাক্যে মুলুকের পতির মন দ্রব হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার কর্ম্মচারী গোরাই কাজী অতীব নিষ্ঠুরহৃদয় ছিলেন। তিনি মুলুকপতিকে কহিলেন, "যে ব্যক্তি মুসলমান হইয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করে, তাহার উচিত দণ্ডবিধান না করিলে মুসলমানগণকে অপমানিত করা হইবে।" সুতরাং মুলুকপতি, বাইস বাজারে বেত্রাঘাত করিতে করিতে তাঁহার প্রাণবধের আজ্ঞা দিলেন। গোরাই তখন হরিদাসকে কহিলেন, "তুমি এখনও যদি কল্মা পাঠ করিয়া হরিনাম পরিত্যাগ

কর, তাহা হইলে তোমার দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিয়া তোমাকে রাজ-সরকারে শ্রেষ্ঠ কার্য্যে নিযুক্ত করিব।”

প্রকৃতভক্ত-হৃদয় ভয়প্রদর্শনে অভিভূত হয় না, বরং তাহার সাহস, উৎসাহ, তেজঃ দ্বিগুণ বৰ্দ্ধিত হয়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। হরিদাস উত্তর করিলেন—

“খণ্ড খণ্ড হই যদি যায় দেহ প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥”

কাজির দুষ্ট অনুচরগণ হরিদাসের বধার্থে বাইস বাজারে তাঁহাকে লইয়া গেল। দুর্ব্বুদ্ধি পিশাচগণ বাজারে বাজারে তাহার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত আরম্ভ করিল। মহাভক্ত, অবিচলিতচিত্ত হরিদাস কৃষ্ণনামানন্দে মুগ্ধ হইলেন। অত্যন্ত প্রহারেও হরিদাস কষ্ট অনুভব করিলেন না। সুজন-গণ, রাজা উজীরের এতাদৃশ নৃশংস আচরণে, রাজ্যের অনিষ্টপাতাশঙ্কায় ভীত হইলেন। কেহ বা তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত দিলেন, কেহ তাঁহাদিগের সহিত কলহে উদ্যোগী হইলেন, কেহ বা তাঁহাদিগের পদধারণপূর্ব্বক ক্ষান্ত হইবার অনুনয় করিলেন। চোর যেমন ধর্ম্মের কাহিনী শ্রবণ করে না, তদ্রূপ এই পাপাচারী কর্ম্মচারিগণ সমবেত জনবর্গের অনুনয় বিনয়ে কর্ণ-পাতও করিল না। তাহারা যতই প্রহার করিতে লাগিল, হরিদাসের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। যে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে প্রহ্লাদ পিত্রনুচরগণের নিগ্রহকে নিগ্রহ বলিয়া বোধ করেন নাই, তাঁহারই প্রসাদে হরিদাস কাজীর অনুচরগণের সজোর বেত্রাঘাতে ক্লিষ্ট হইলেন না। বরং পাপিষ্ঠ প্রহারকারিগণের অপরাধ মার্জ্জনার জন্য শ্রীকৃষ্ণের দয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দুই তিন বাজারে বেত্রাঘাত করিলেই মনুষ্যের প্রাণবিয়োগ হয়, কিন্তু হরিদাসকে বাইস বাজারে বেত্রাঘাত করিয়াও কর্ম্মচারিগণ দেখিল ইঁহার প্রাণ বিযুক্ত হইল না। তখন তাহারা মনে করিল ‘ইনি স্বয়ং পীর, অথবা পীরের অনুগৃহীত কোন সাধু পুরুষ হইবেন।’ সকলে

এজন্য পরস্পরে কহিতে লাগিল, "ইহার প্রাণ সংহার করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। ইহার বধসাধনে অকৃতকার্য্য হইলে কাজী আমাদিগের সকলের প্রাণ হন্তারক হইবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।" অনুচরগণকে এইরূপ বাক্যালাপ করিতে শ্রবণ করিয়া সাধু হরিদাস কহিলেন," আমি জীবিত থাকিলে যদি তোমাদের সকলের অনিষ্ট সম্ভাবনা থাকে, তবে আমি স্বয়ংই প্রাণবিসর্জ্জন করিতেছি।" এই বলিয়া সর্ব্ব-শক্তিসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণ-সহায় হরিদাস ধ্যান-নিয়ন্ত্রিত হইলেন। তাঁহার হস্ত পদাদি অবষ্টম্ভ হইল এবং শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া গেল। সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া হরিদাসকে মুলুকপতির নিকট লইয়া গেল। মুলুকপতি তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া কবরিত করিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু কাজীর ইহাতে মনস্তুষ্টি হইল না। তিনি কহিলেন, "কবরিত হইলে ইহার পরকালে সদ্গতি হইবে, ইহাকে নদীতে নিক্ষেপ কর, যেন চিরজীবন ইহার দুঃখে অতিবাহিত হয়।" কাজীর অনুমতিক্রমে সকলে হরিদাসের দেহ নদীজলে প্রক্ষেপ করিবার জন্য উঠাইতে গেল। ধ্যানানন্দে নিমগ্ন হরিদাস অটল অচলের ন্যায় রহিলেন। তদীয় শরীরে বিশ্বম্ভরের অধিষ্ঠান হেতু কাহারও নাড়িবার শক্তি হইল না। মহাস্তম্ভের ন্যায় পতিত নিশ্চল হরিদাসের দেহ মহাবলশালী পাইকগণও ঠেলিয়া সরাইতে পারিল না। লঙ্কাদগ্ধ করিবার জন্য হনুমান্ যেমন স্বেচ্ছায় রাক্ষসবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, জগৎ-শিক্ষার্থেও সেইরূপ হরিদাস যবনপ্রহার অঙ্গে সহ্য করিয়াছিলেন। হরিদাসের ঈদৃশী অদ্ভুত শক্তি দর্শনে উপস্থিত সকলেই তাঁহাকে পীর অথবা পরম যোগী জ্ঞানে নমস্কার করিলেন। যবনগণ হরিদাসের কৃপায় নিস্তার পাইল।

কতক্ষণে হরিদাস বাহ্যপ্রাপ্ত হইলে সম্মুখেই মুলুকপতিকে দর্শন করিলেন। মুলুকপতি তৎক্ষণাৎ করযোড়ে হরিদাসকে কহিলেন, "তুমি যে মহাপীর তাহা আমি অবগত হইলাম। অনেকেই জ্ঞানী ও যোগী বলিয়া পরিচয় দেয় বটে, কিন্তু তুমি বাস্তবিক সিদ্ধ পুরুষ, তোমার শত্রু কি মিত্র

কেহ নাই, তুমি সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান-সম্পন্ন। তোমাকে চিনিতে পারে এরূপ লোকও জগতে বিরল। মহাশয়! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন ও স্বচ্ছন্দে গঙ্গাতীরে নির্জ্জন গহ্বরে গিয়া বাস করুন।"

মুলুকপতির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণান্তর হরিদাস আনন্দে হরিগুণ গান করিতে করিতে গঙ্গার উপকূলে ফুলিয়া গ্রামে উপনীত হইলেন। তথাকার ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। অনন্তর হরিদাস গঙ্গাতীরে গোফা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে উপবেশন করিয়া হরিনামে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম জপ করিয়া থাকেন। প্রতিদিন হরিনাম গানে তাঁহার সেই গোফা বৈকুণ্ঠ ভবনে পরিণত হইল। বহুতর ব্রাহ্মণ ও নানা জাতীয় সাধুপুরুষ প্রতিদিন তাঁহার সাক্ষাৎকার প্রত্যাশায় আগমন করেন। এই সময়ে অদ্বৈত আচার্য্যকে পাইয়া হরিদাস তাঁহার শরণাগত হয়েন এবং শিষ্য যেমন গুরুদেবকর্ত্তৃক ভগবচ্চরণ প্রদর্শিত হন, তেমনি হরিদাস অদ্বৈতাচার্য্য-প্রদর্শিত বিশ্বম্ভর চরণে শরণ লইয়াছিলেন।

বিশ্বম্ভর, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, শ্রীরাম, মুকুন্দ, মুরারি প্রভৃতি প্রতিদিন দিবারাত্র কীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন আছেন। দুই বেলা ভোজনার্থে কেবল এক একবারমাত্র যে যাহার বাটী গমন করেন। নিত্যানন্দ শ্রীবাসের মন্দিরেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বদাই গৌর-প্রেমে বিভোর। তাঁহার আর আহারে লিপ্সা নাই। শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী তাঁহাকে পুত্রস্নেহে ভোজন করান। আহারান্তে সকলেই আবার গৌরচন্দ্রের সহিত সম্মিলিত হইয়া কৃষ্ণ-কথায় নিমগ্ন হয়েন। এক দিবস গৌরাঙ্গ ভগবদ্ভাবে হঠাৎ "পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি! বাপ আমার।" বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। গৌরাঙ্গের ক্রন্দন দেখিলে তাঁহার ভক্তগণের হৃদয় একবারে দ্রব হইয়া যাইত, তাহারাও আর ক্রন্দন না করিয়া থাকিতে পারিত না। ভক্ত কেন, তাঁহার শশাঙ্কসদৃশ সুন্দর বদনে রক্তোৎ

পলসম আঁখি দিয়া অশ্রুধারা পতিত হইতে দেখিয়া ও তাঁহার করুণ ক্রন্দনস্বর শুনিয়া পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়া যাইত। বাষ্পবারি বিগলিত করিতে করিতে তাঁহার অতিদীন ও করুণস্বরে "পুণ্ডরীক বাপ!", বলিয়া ক্রন্দনে তাঁহার ভক্তগণ সকলেই প্রথমে বুঝিয়াছিলেন যে, প্রভু শ্রীকৃষ্ণের জন্য ক্রন্দন করিতেছেন। কিন্তু পুণ্ডরীকের সহিত বিদ্যানিধি শব্দ প্রযুক্ত হইতে শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন, পুণ্ডরীক নামে নিশ্চয়ই কোন ভক্ত আছেন, এবং তাঁহারই দর্শনপ্রাপ্তিকামনায় প্রভু এরূপ রোদন করিতেছেন। চৈতন্যের বাহ্য হইলে ভক্তগণ অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভো! অদ্য তুমি যাহার নাম উল্লেখ করিলে, সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কে?"

ভক্তগণ-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া চৈতন্য তাঁহার পরিচয় দান করিয়া কহিলেন, "তাঁহার বাটী চট্টগ্রামে, নবদ্বীপেও তাঁহার বাটী আছে। তিনি পরম বৈষ্ণব হইলেও লোকে তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া চিনিতে পারে না। কিন্তু তাঁহার ন্যায় ভক্ত জগতে দুর্লভ। তাঁহার বাহ্য আচরণ সমুদায় বিষয়ীর ন্যায়। তিনি শীঘ্রই নবদ্বীপে আগমন করিবেন, কিন্তু সম্প্রতি আমি তাঁর অদর্শনে বড় কষ্ট পাইতেছি।"

এই ঘটনার কয়েক দিবস পরেই বিদ্যানিধি নবদ্বীপে আগমন করিলেন। মুকুন্দ এই সংবাদ জানিত, এবং তাঁহাকে চিনিত, কারণ উভয়েই চট্টগ্রামনিবাসী। নবদ্বীপে যখন তিনি অবস্থান করিতেন, লোকে দেখিত তিনি সর্ব্বদাই ভোগবিলাসে রত, দাস দাসীগণ সর্ব্বদাই তাঁহার সেবায় নিযুক্ত। মুকুন্দ একদা গদাধরকে ভক্ত দেখাইবার নিমিত্ত তাঁহার বাটী উপনীত হইল। বিদ্যানিধি উভয়কে যত্নসহকারে বসিবার আসন দিয়া মুকুন্দের নিকট গদাধরের পরিচয় গ্রহণ করিলেন। গদাধর যেমন রূপবান্ ছিলেন, অন্তরেও সেইরূপ চৈতন্যভক্ত ছিলেন। গদাধরকে দেখিয়া অবধি বিদ্যানিধি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। কিন্তু গদাধরের

মনে বিদ্যানিধি সম্বন্ধে বিপরীত ভাবের উদয় হইল। তাঁহার বিচিত্র খট্টাঙ্কোপরি দুগ্ধফেননিভ শয্যা, তাঁহার কেশবিন্যাস ও তদুপরি গন্ধদ্রব্য লেপন প্রভৃতি বিষয়ভোগেচ্ছা দর্শন করিয়া গদাধরের তাঁহার প্রতি বিরক্তি জন্মিল। মুকুন্দ তাহা জানিতে পারিয়া বিদ্যানিধির কৃষ্ণ ভক্তির গভীরতা গদাধরকে দেখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনাত্মক একটী শ্লোক পাঠ করিলেন। গদাধর দেখিলেন, বিদ্যানিধি সংজ্ঞাশূন্য। নিমেষ মধ্যে ধূলায় পতিত হইয়া বিদ্যানিধি "কৃষ্ণ রে, বাপ আমার" বলিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার পরিহিত সুন্দর ও শুভ্র বহুমূল্য বসন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, বিন্যস্ত চিকুররাশি ধূলিজড়িত হইয়া অসম্বন্ধভাবে মস্তকের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তখন তিনি যেরূপ দীনভাবে কাতর নিনাদে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন তাহা শুনিলেও পাষাণহৃদয় দ্রবীভূত হয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "কৃষ্ণ রে! বাপ রে! আমার প্রাণের ঠাকুর, কবে আমাকে উদ্ধার করিবে? আমার হৃদয়ে তিলমাত্র ভক্তি নাই, আমাকে কাষ্ঠ ও পাষাণবৎ করিয়াছ। বাপ, আমিই দেখিতেছি একাকী এ অবতারে বঞ্চিত হইলাম, হে দেব, আমাকে ত্যাগ করিও না।"

বিষয়ী লোকের হৃদয় এতাদৃশ ভক্তির আধার হইতে পারে তাহা গদাধর অগ্রে জানিতে পারেন নাই। এক্ষণে তিনি বুঝিলেন যে, কৌপীন পরিধান করিলেই ভক্ত হয় না। এক্ষণে তিনি আপনাকে ভক্তদ্রোহী বলিয়া অপরাধী মনে করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য বিদ্যানিধির নিকট মন্ত্র গ্রহণে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। বিদ্যানিধিও সন্তুষ্ট হইয়া শুক্ল দ্বাদশী তিথিতে তাঁহাকে মন্ত্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

মুকুন্দ ও গদাধর বিদ্যানিধির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলে রাত্রিযোগে বিদ্যানিধি অতিদীনবেশ ধারণপূর্ব্বক নিমাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নিমাইয়ের সম্মুখীন হইবামাত্র তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া

ধরণীতে পতিত হইলেন। ক্ষণপরে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, "হে কৃষ্ণ! তুমি আমার বাপ, তুমিই আমার প্রাণ, আমার ন্যায় অপরাধীকে তুমি আর কত তাপিত করিবে? তুমিসর্ব্বজগৎ উদ্ধার করিলে, আমাকেই কি বঞ্চিত করিবে?" বিশ্বম্ভর সম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন এবং "পুণ্ডরীক বাপ, অদ্য তোমার দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইলাম" বলিয়া উভয়েই সংজ্ঞাশূন্য হইয়া কিয়ৎক্ষণ পতিত রহিলেন। অনন্তর বাহ্য পাইয়া বিশ্বম্ভর কহিলেন, "অদ্য কৃষ্ণ আমার মনোরথ পূর্ণ করিলেন, অদ্য আমি বাপ পুণ্ডরীকের সাক্ষাৎ পাইলাম।" অনন্তর তিনি পুণ্ডরীকের সহিত ভক্তবৃন্দের প্রেমমিলন সম্পাদন করিলেন। বিদ্যানিধি নিমাইয়ের পদতলে পতিত হইয়া স্তব করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

সপ্তপ্রহর ভগবদ্ভাব।

বিশ্বম্ভর, পুণ্ডরীক গদাধর অদ্বৈত নিত্যানন্দ প্রভৃতি সহ কিছুদিন কীর্ত্তনানন্দে মত্ত থাকিয়া একদিবস শ্রীবাসের সহিত কৃষ্ণকথা কহিতে কহিতে তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন, "শ্রীবাস! তুমি এই অবধূত নিত্যানন্দকে কেন গৃহে রাখিয়াছ? উহার জাতি কুল কিছুরই ঠিক নাই। সুতরাং যদি আপন জাতি কুল রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তবে সত্বর তাহাকে তোমার বাটী হইতে পৃথক কর।" শ্রীবাস বিশ্বম্ভরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া করযোড়ে কহিলেন, "প্রভু, আমাকে পরীক্ষা করা তোমার উচিত নহে। যে ব্যক্তি দিনেকের জন্য তোমার ভজনা করিয়াছে, সে আমার প্রাণতুল্য। নিত্যানন্দ ত তোমাগত প্রাণ, এতদ্ভিন্ন নিত্যানন্দ ও তুমি ভিন্ন নহ, ইহা কি আমার জানিতে বাকী আছে? নিত্যানন্দ যদি মদিরাসেবন করিয়া ও যবনী রাখিয়া আমার গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক আমার জাতি, কুল নষ্ট করে, তথাপি আমার চিত্তে অন্যথা হইবে না।" শ্রীবাসের নিত্যানন্দ প্রতি ঈদৃশী প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া হুহুঙ্কার শব্দে বিশ্বম্ভর শ্রীবাসের বক্ষের উপরি উত্থানপূর্ব্বক কহিলেন, "তোমার যখন

নিত্যানন্দ প্রতি এতাবৎ বিশ্বাস, তখন বুঝিলাম নিত্যানন্দকে তুমিই চিনিয়াছ, একারণ আমি তোমাকে এই বর দিতেছি যে, লক্ষ্মী দেবীও নগরে নগরে ভিক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু তোমার গৃহে কদাপি দারিদ্র্য উপস্থিত হইবে না, এবং তোমার বাটীর বিড়াল কুকুরও আমার প্রতি স্থিরভক্তি হইবে।"

অতঃপর বিশ্বম্ভর বাটী আগমনপূর্ব্বক মাতার অনুমত্যনুসারে নিত্যানন্দকে নিমন্ত্রণ করিয়া উভয়ে আহারে উপবিষ্ট হইলেন। জননী পরিবেশন করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহাকে কৃষ্ণ বলরাম মূর্ত্তি দেখাইয়া স্তম্ভিত করিলেন। এই অবধি বিশ্বম্ভর ভাবাবেশে রহিলেন। শচীদেবী তাঁহাকে গঙ্গাস্নান করিতে কহিলেন। গৌরাঙ্গ তাহার উত্তরে তাঁহাকে রামকৃষ্ণ নাম গ্রহণ করিতে কহিলেন। গৌরচন্দ্রের এখন আর দিবারাত্রির ভেদ জ্ঞান নাই। কখন উদ্ধব, কখন অক্রূর, কখন বা রামভাবে আবিষ্ট হয়েন। একদিবস মহাপ্রভু শ্রীবাসের বাটী আগমন করিয়াছেন, ক্রমে ক্রমে গদাধর, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, বিদ্যানিধি, মুরারি, হিরণ্য, হরিদাস, গঙ্গাদাস, বনমালী, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, জগদীশ, শ্রীমান, শ্রীধর, বক্রেশ্বর, শুক্লাম্বর প্রভৃতি বহুতর ভক্ত আসিয়া একত্র হইলেন। সকলে মিলিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে বিশ্বম্ভর নৃত্য করিতে উঠিয়া একেবারে বিষ্ণুখট্টায় গিয়া উপবেশন করিলেন। প্রভুর তখনকার তেজঃপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহার ভগবদ্ভাব অনুধাবনপূর্ব্বক করযোড়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে অভিষেক গীত গাইবার আদেশ দিলেন। তচ্ছ্রবণে ভক্তগণ প্রেমমুগ্ধ হইয়া তাঁহার অভিষেকে মনোনিবেশ করিলেন। ভক্তগণ, শ্রীবাসের দাস দাসী, ও বাটীর স্ত্রীলোকগণ গঙ্গা হইতে সহস্রাধিক কলসপূর্ণ বারি অভিষেক মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে ঢালিলেন। শ্রীবাসের দুঃখী নামক একটী দাসীকে ভক্তিপূর্ব্বক জল আনয়ন করিতে দেখিয়া প্রভু স্বেচ্ছায় তাহার নাম সুখী রাখিলেন। প্রভুর

স্নান সমাপ্ত হইলে সূক্ষ্ম ধৌত বস্ত্রদ্বারা তাঁহার অঙ্গ মুছাইয়া ভক্তগণ সুগন্ধি চন্দনলিপ্ত করিলেন। অনন্তর বিষ্ণুখট্টা পরিষ্কৃত করিয়া তদুপরি প্রভুকে উপবেশন করাইয়া নিত্যানন্দ তাঁহার মস্তকে ছত্রধারণ করিলেন। পার্ষদ-গণের কেহ চামর ঢুলাইতে লাগিলেন এবং অপরাপর সকলে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্প, চন্দনে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন ও তুলসীপত্র চন্দন লিপ্ত করিয়া তাঁহার পদাম্বুজে অর্পণপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন।

পূজা সমাপিত হইলে স্বয়ং ভগবান্ গৌরচন্দ্র ভক্তগণ সকাশে খাদ্য সামগ্রী যাচ্ঞা করিলেন। ইহাতে সকলে পরম আপ্যায়িত হইয়া যাহার গৃহে যে উত্তম ও উপাদেয় পদার্থ ছিল আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার ভোজনার্থ দান করিলেন। কদলী, দধি, দুগ্ধ, নবনীত, ছানা প্রভৃতি রসনাতৃপ্তিকর যে বস্তু ভক্তগণ ভক্তিপূর্ব্বক প্রভুকে দান করিলেন, প্রভু অকাতরে তৎ-সমুদায় ভোজন করিলেন। প্রভুর এই অসামান্য ভোজনে সকলে বিস্মিত হইলেন, কারণ এই মহাসমারোহে কোন বস্তুরই অভাব ছিল না। দুষ্প্রাপ্য বস্তুও প্রচুর আনীত হইয়াছিল। ভগবান্ সকলকে পরিতুষ্ট করিলে ভক্তগণ সহস্রবাটী তাম্বূল ও কর্পূর আনিয়া দিলেন। প্রভু কি অপূর্ব্ব শক্তিদ্বারা সকল ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন, তাহা কেহই বুঝিল না।

অনন্তর মহাপ্রভু শ্রীবাসকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "শ্রীবাস, তোমার কি স্মরণ হয়, তুমি একদা দেবানন্দ-ভবনে ভাগবত শ্রবণ করিতে করিতে প্রেমানন্দে ধরণী লুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলে এবং দেবানন্দের শিষ্যগণ তোমাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল। ইহাতে তুমি দুঃখিত হইয়া বিরলে বসিয়া পুনরায় ভাগবত পাঠে মনোনিবেশ করিলে আমি তোমার দুঃখে তাপিত হইয়া বৈকুণ্ঠ হইতে আগমনপূর্ব্বক তোমার দেহে আবির্ভূত হইয়াছিলাম এবং ভক্তিযোগ দানপূর্ব্বক তোমাকে ক্রন্দন করাইয়াছিলাম।

শ্রীবাস মহানন্দে বিহ্বল হইয়া তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইলেন।

এইরূপে ভগবান্ ভক্তবৃন্দের যাহাকে যেরূপ বাধাবিমুক্ত করিয়াছিলেন স্মরণ করাইয়া দিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার চরণে শরণ লইলেন। যাহারা উপস্থিত নাই, ভগবান্ তাঁহাদিগকে আহ্বান করাইয়া আনয়ন করিলেন। তাহারা উপনীত হইবামাত্র লোকপালক বিশ্বম্ভর আহারীয়ের জন্য হস্ত প্রসারিত করেন। তদ্দত্ত বস্তু আহার করিয়া বলিলেন, "তোমার কি স্মরণ হয়, অমুকদিন নিশাকালে আমি বৈদ্যরূপে তোমার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া তোমার জ্বরনাশ করিয়াছিলাম ?"

গঙ্গাদাসকে প্রভু কহিলেন, "গঙ্গাদাস ? তোমার কি স্মরণ হয়, তুমি একদা রাজভয়ে পলায়নপর হইয়া রাত্রিকালে সপরিবারে খেয়া ঘাটে উত্তীর্ণ হইলে। রাত্রি শেষ হয় অথচ নৌকা নাই দেখিয়া যবনস্পর্শে তোমার পরিবারের দেহ কলঙ্কিত হইবে ভাবিয়া গঙ্গাপ্রবেশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলে, আমি তখন নৌকা লইয়া তোমার বিপদুদ্ধার করি।"

গঙ্গাদাস শ্রবণমাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

এইরূপে ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল। তখন ভক্তগণ ধূপ, দীপ প্রভৃতি লইয়া তাঁহার আরতি করিবার ইচ্ছা করিলেন। শঙ্খ, ঘণ্টা, করতাল প্রভৃতি বাদ্যরোলে শ্রীবাস-ভবন বৈকুণ্ঠালয়ে পরিণত হইল। গৌরাঙ্গের দেহ-বিনিঃসৃত জ্যোতি দ্বারা প্রকোষ্ঠ আলোকিত হইয়াছে। গৃহে যে দীপমালা প্রজ্বলিত ছিল তাহা হস্বতেজা হইয়া পড়িল। আরতির জন্য সকলে প্রস্তুত হইলে শ্রীবাস অদ্বৈতাচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "গোসাঞি ! আরতি শচীদেবী দ্বারা সম্পন্ন করিলে ভাল হয়। তাঁহার ধারণা, তাঁহার পুত্রটী বড় ভাল মানুষ ও নির্বোধ, ভক্তগণ তাঁহাকে নাচাইয়া গাওয়াইয়া পাগল করিয়া তুলিতেছে। এই সময়ে একবার তাঁহাকে পুত্রের অবস্থা দেখাইলে বিলক্ষণ বুঝিবেন যে, তাঁহার পুত্র নির্বোধ কিম্বা পাগল নহেন, স্বয়ং ভগবান্।

অদ্বৈতাচার্য্যের আদেশক্রমে শচীদেবীকে আনয়ন করা হইল, এবং যে ঘরে নিমাই ভগবদ্ভাবে উপবিষ্ট আছেন সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া পুত্র দর্শন করিতে অনুরোধ করা হইল। সত্বরগমনে শচী গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াই দেখিলেন, পুত্র বিষ্ণুখট্টার উপর উপবিষ্ট, তাঁহার অঙ্গ দিয়া দিব্য জ্যোতিঃ বহির্গত হইতেছে। এরূপ জ্যোতিঃ কখন মনুষ্যের অঙ্গবহির্গত হয় না, সুতরাং শচীদেবী তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার পুত্র স্বয়ং ভগবান্। শচী তখন চারিদিক শূন্যময় দেখিলেন। রূপবান, গুণবান ও বিদ্যাবান একমাত্র পুত্রের উপর তাঁহার স্নেহাধিক্যবশতঃ তৎপ্রতি তিনি প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সম্যক জ্ঞান হইল, নিমাই জগতের ঈশ্বর। সুতরাং তাঁহার উপর শচীদেবীর আর সম্যক অধিকার নাই। এতাদৃশী চিন্তামালা ও শৈশবে এই জগদীশ্বরকে তিনি পুত্রস্নেহে কত তাড়না করিয়াছেন এবং সেই তাড়নাকালে পুত্রের তাঁহার প্রতি উপদেশ বাক্যসকল স্মরণ পথে উদিত হইয়া শচীদেবীকে একবারে জড়ীভূত করিয়া ফেলিল।

শ্রীবাস মাতাকে সম্ভাষণ করিতে বলিলে নিমাই বিরক্তি সহকারে বলিলেন, "আমি উঁহার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু ইনি মদ্ভক্তগণের নিন্দাকারিণী, সুতরাং আমার প্রসাদ-পাত্রী নহেন।" তখন অদ্বৈত বলিলেন, "জগজ্জননী তোমারই প্রতি স্নেহাতিশয্য হেতু আমাদিগকে দোষারোপ করিলেও তোমার নিকট অপরাধিনী হইতে পারেন না।"

শচীদেবী পুত্রের মহিমা দর্শনে এরূপ মোহিতা হইয়াছিলেন যে, অদ্বৈত ও শ্রীবাসের সহিত তাঁহারই সম্বন্ধে যে কথা বার্ত্তা হইতেছিল তাহা অনুধাবন করিতে পারিলেন না। চমৎকৃতা শচীদেবী যতই পুত্রমুখদর্শন করিতে লাগিলেন, ততই তাহার মনে তাঁহাকে ভগবান বলিয়া দৃঢ় ধারণা হইল। এবং খট্টা সম্মুখে অগ্রসর হইয়াই ভগবানরূপী নিমাইকে

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। নিমাই তৎক্ষণাৎ তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন।

অনন্তর শ্রীবাস ও অদ্বৈত দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া শচীদেবী, মালিনী, সীতা ও অপরাপর মহিলাগণসহ হুলুধ্বনি সহকারে নিমাইয়ের আরত্রিক আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণের কেহ কেহ আরত্রিক মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। শঙ্খ, ঝাঁঝর, ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল।

নিমাই সপ্তপ্রহর ধরিয়া ভগবদ্ভাবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহাকে মহাপ্রকাশ নামে বর্ণনা করা হইয়াছে। আরত্রিক-কার্য্য সম্পন্ন হইলে শচীদেবী নিমাইয়ের আদেশক্রমে বাটী প্রেরিত হইলেন।

অনন্তর মহাপ্রভু শ্রীধরকে আনয়ন জন্য আজ্ঞা দিলেন। ভক্তগণ আজ্ঞামাত্র সত্বর প্রস্থান করিয়া শ্রীধরের বাটী উপনীত হইলেন। এই শ্রীধর কলার খোলা ও পাতা বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। খোলা বিক্রয়দ্বারা যে অর্থ উপার্জ্জিত হইত, তাহার অর্দ্ধাংশ গঙ্গা দেবীর নৈবেদ্যার্থে ব্যয়িত হইত, এবং অপরার্দ্ধ দ্বারা জীবনোপায় নির্ব্বাহ হইত। এই কৃষ্ণভক্ত শ্রীধরের নিকট হইতে গৌরাঙ্গ প্রায়ই খোলা ও পাতা বিনামূল্যে গ্রহণ করিতেন। ভক্তগণ শ্রীধরের নিকট গিয়া যখন বলিলেন, "শচীদেবীর গর্ভজাত নিমাই অদ্য পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য তোমার প্রতি আদেশ হইয়াছে," তখন শ্রীধর প্রভুর নাম শ্রবণমাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ভক্তগণ তাহাকে ধরাধরি করিয়া আনয়নপূর্ব্বক প্রভুসকাশে অজ্ঞানাবস্থায় স্থাপিত করিলেন। প্রভু সংজ্ঞাশূন্য শ্রীধরকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, "শ্রীধর! তুমি আমার বিস্তর আরাধনা করিয়াছ। এক্ষণে গাত্রোত্থান করতঃ আমার রূপ দর্শন কর। আমি অদ্য তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে অষ্টসিদ্ধি দান করিব।"

শ্রীধর নিমাইয়ের সুধামাখা বাক্যে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার দিকে

দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন সেই চঞ্চল নিমাই বিষ্ণুখট্টার উপর উপবিষ্ট আছেন। শ্রীধর গাত্রোত্থান করিয়াই দেখিলেন, তমালশ্যামলমূর্ত্তি বিশ্বম্ভর, তাঁহার হস্তে মোহন বংশী ও তাঁহার দক্ষিণে বলরাম। স্বয়ং কমলা তাঁহার হস্তে তাম্বূল দান করিতেছেন। কত দেব দেবী তাঁহার স্তবে নিমগ্ন আছেন।

শ্রীধরের পুনরায় সংজ্ঞা বিলোপের উপক্রম হইতেছে দেখিয়া গৌরাঙ্গ কহিলেন, "তুমি দারিদ্র্য-নিপীড়িত, সুতরাং আমি তোমার দারিদ্র্য দূর করিব। তোমাকে অষ্টসিদ্ধি দিব।"

শ্রীধর কহিলেন, "আমি অষ্টসিদ্ধি লইয়া কি করিব? তুমি নিজে আপনাকে গঙ্গা দেবীর পিতা বলিয়া পরিচয় দিয়াছ, তাহাতেও আমি মূঢ়তা-বশতঃ তোমাকে চিনি নাই। এক্ষণে তোমাকে চিনিতে পারিয়া আর আমি ধনের প্রত্যাশী নই।"

গৌর কহিলেন, "ধন না লও, তোমাকে সম্রাজ্য দান করিব, তুমি রাজা হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে পারিবে।" শ্রীধর তাহাতেও স্বীকৃত হইলেন না। তখন গৌর কহিলেন, "আমার দর্শন বৃথা হইবে না। তোমাকে বর গ্রহণ করিতেই হইবে।"

শ্রীধর কহিলেন, "তবে আমাকে এই বর দেন যে, যিনি আমার নিকট হইতে স্বেচ্ছায় বলপূর্ব্বক কলাপাতা খোলা প্রভৃতি গ্রহণ করিতেন, সেই চঞ্চল, সুদর্শন, কন্দলপ্রিয় ব্রাহ্মণকুমার এক্ষণে শান্তমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক আমার হৃদয়-দেবতা হউন।"

তখন গৌরাঙ্গ কহিলেন, "আমি তোমাকে যথার্থ ভক্ত বলিয়াই জানি। তুমি ঐশ্বর্য্য প্রার্থী নও তাহাও জানি, আমার ভক্তবৃন্দের নিকট ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ, তাহাই দেখাইবার জন্য আমি তোমাকে অর্থদান করিতে চাহিয়াছিলাম। তোমার ন্যায় ভক্তকে আমি বেদগোপ্য ভক্তিযোগ দান করিলাম।"

শ্রীধরকে বরদান করিয়া নিমাই মুরারিকে আহ্বানপূর্ব্বক স্বমূর্ত্তি

দর্শন করিবার আদেশ দিলেন। মুরারি শ্রীনিমাইয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই দেখিলেন, নবদূর্ব্বাদলশ্যামমূর্ত্তি বিশ্বম্ভর ধনুর্হস্তে বীরাসনে উপবিষ্ট আছেন। বামে জানকী, ও দক্ষিণে লক্ষ্মণ ছত্রদণ্ড ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। প্রসন্ন রামমূর্ত্তি দেখিবামাত্র মুরারি মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে বানর সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "দশানন যে তোমার মুখ ও হস্ত পদাদি দগ্ধ করিয়াছিল এবং তুমি তাহার পুরী ভস্মসাৎ করিয়াছিলে, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ? হে হনুমান! উঠ, আমি তোমার ইষ্ট দেবতা সেই রাঘবেন্দ্র।" মুরারি চৈতন্যবাক্যে চেতনাপ্রাপ্ত হইলে বিশ্বম্ভর তাঁহাকে বরপ্রার্থনা করিতে আদেশ দিলেন। মুরারি ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "প্রভো এই কর, যেন আমার মুখ দিয়া সর্ব্বদা তোমার গুণগানই নিঃসৃত হয়, এবং তোমার দাসাদি সঙ্গে যেন আমার একত্র বাস হয়, এবং তুমি যেখানে বিরাজিত থাকিবে, আমিও যেন তোমার দাসরূপে সেই স্থানে অবস্থান করিতে পারি।"

অনন্তর মহাপ্রভু হরিদাসকে স্মরণ করিয়া 'হরিদাস হরিদাস' বলিয়া আহ্বানপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন "হরিদাস, তুমি আমার প্রিয়ভক্ত, তুমি একবার আমাকে দর্শন কর। আমি তোমার জন্য বড় দুঃখিত আছি। পাপিষ্ঠ যবনগণ যে তোমাকে নিদারুণ প্রহার করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলেও আমার বক্ষ বিদীর্ণ হয়। তোমাকে যখন বাজারে বাজারে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল, তুমি সেই নরহন্তা পাপিষ্ঠগণের কুশল চিন্তা করিতেছিলে। সুতরাং ভক্তের দুঃখশান্তির জন্য আমি যে চক্রধারীরূপে বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক পাপিষ্ঠগণের সংহারসাধনে তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, তাহা আমার সমুদায় বিফল হইল। তখন দুর্ব্বৃত্তগণের নিদারুণ বেত্রাঘাত হইতে তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য তোমার পৃষ্ঠদেশ নিজাঙ্গে আচ্ছাদিত করিয়া সেই আঘাত সহ্য করিয়াছি।" প্রভুর মুখে এতাদৃশ করুণ বচন শ্রবণ করিয়া হরিদাস মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। প্রভু পুনরায়

হরিদাসকে আহ্বান করিয়া স্বীয় প্রকাশ অবলোকন করিবার অনুমতি দান করিলেন। দীনতম হরিদাস প্রভুকে দর্শন করিবেন কি? সেই অঙ্গনে পড়িয়া লুণ্ঠিত হইতেছেন ও বলিতেছেন, "বাপ্ বিশ্বম্ভর, জগতের প্রভু, অনাথের নাথ, তুমি পাতকী উদ্ধার করিয়া থাক। আমি নিগুর্ণ অধম, জাতিবহিষ্কৃত, আমাকে দর্শন করিলে লোকে পাতকী হয় ও স্পর্শ করিলে লোককে স্নান করিতে হয়, তবে এই মাত্র ভরসা, কীটও যদ্যপি তোমাকে স্মরণ করে তুমি তাহাকে শ্রীপদে শরণ দান কর। দুর্য্যোধন-চালিত পাপমতি ক্রূর দুঃশাসন একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে সভা মধ্যস্থলে আনয়ন করিলে সঙ্কটে পতিতা সেই দেবী তোমাকে স্মরণ করিয়াছিল, তুমি অমনি তাঁহার বস্ত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনন্ত বস্ত্র উৎপাদন করিয়াছিলে। আমি শরণ বিহীন পাপিষ্ঠ, শরণ দান কর। হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক পুণ্যাত্মা সত্যসন্ধ প্রহ্লাদ গলদেশে প্রস্তর বাধিয়া সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলে, তোমার নাম স্মরণপূর্ব্বক তিনি সর্ব্ববাধা বিনির্ম্মুক্ত হইয়াছিলেন। হে প্রভো! তোমার স্মরণে ভয়ার্ত্ত ব্যক্তির ভীতিনাশ হয়, দরিদ্রের দারিদ্র্য বিদূরিত হয়, খঞ্জের চলৎশক্তি হয়, অন্ধের দৃষ্টিশক্তি হয়, এবং বধিরের বধিরতা নাশ হয়, বন্ধ্যা পুত্রমুখ দর্শন করে। তোমার চরণ শরণের মাহাত্ম্য আমি আর কি বলিব। আমি কখন তোমার চরণ সেবা করি নাই, কিন্তু দয়াল প্রভো! তুমি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেছ, ইহাতে আমি চরিতার্থ হইলাম, তোমাকে দর্শন করিবার আমার কোন অধিকার নাই।"

প্রভু বলিলেন, "হরিদাস! তোমার দীনতা দেখিলে আমার হৃদয় ফাটিয়া যায়। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই।"

হরিদাস কহিলেন, "প্রভো, আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে, আমি যেন তোমার ভক্তের প্রসাদ ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারি। হে প্রভো, হে নাথ, হে মোর বাপ বিশ্বম্ভর, আমি মূঢ়, আমার অপরাধ ক্ষমা কর, হে শচীনন্দন, আমাকে তোমার ভক্তের কুকুর করিয়া রাখিও।"

হরিদাসের দীনতা অবলোকনে প্রভু বলিলেন, "হরিদাস! যে ব্যক্তি দিবসেক তোমার সঙ্গে বাস করিবে এবং তিলার্দ্ধের জন্যও তোমার সঙ্গে কথা কহিবে, সে নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। যে তোমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে সে আমাকেও শ্রদ্ধা করে। আমি নিরবধি তোমার শরীরে বাস করিয়া থাকি।"

হরিদাস বর প্রাপ্ত হইলে তথায় জয় জয় ধ্বনি উত্থিত হইল। সকলেই একবাক্যে কহিতে লাগিল, "জাতি বল, ধন বল, কুল বল, ক্রিয়া বল, কিছুতেই কিছু হয় না; যাহার আর্ত্তি আছে সেই শ্রীকৃষ্ণের শরণ প্রাপ্ত হয়।

এই সময়ে অদ্বৈত আচার্য্যকে সম্মুখে দেখিয়া মহাপ্রভু কহিলেন, "তোমাকে একদিন নিশিযোগে আমি আহার করাইয়াছিলাম, তাহা কি তোমার স্মরণ হয়? তুমি গীতার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া অনশনে পড়িয়াছিলে। তোমার দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া আমি স্বপ্ন-যোগে তোমাকে দর্শন দিয়া বলিয়াছিলাম 'তুমি চিন্তিত হইও না।' আমি অদ্য তোমার শ্লোকের প্রকৃত পাঠ বলিতেছি। তখন তোমাকে আমি সমস্ত পাঠ বলি নাই, অদ্য বলিতেছি শুন। এই বলিয়া নিমাই শ্লোকটী পাঠ করিলেন—

সর্ব্বতঃ পাণি পাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমাল্লোঁকে সর্ব্বমাবৃত স্তিষ্ঠতি॥

অদ্বৈতকে গীতার প্রকৃত পাঠ বলিয়া দিয়া বিশ্বম্ভর সেই স্থানে সমবেত সকলকেই যদৃচ্ছা বর প্রার্থনা করিবার আদেশ দিলেন। সকলেই ভগবান্‌কে সম্মুখে দেখিতেছেন। ইহাই তাঁহাদের পরম ভাগ্য। তাঁহাদের হৃদয় পরিপূর্ণ। অভাব বুঝিবার কাহারও আর ক্ষমতা নাই। প্রভুর আদেশানুসারে অদ্বৈত বর প্রার্থনা করিলেন "তুমি মূর্খ নীচ ও দরিদ্রকে সমান স্নেহে অনুগ্রহ কর।" কেহ বলিলেন, "পিতা আমাকে আসিতে দেন না, তাঁহার চিত্ত যেন ভাল হয়।" এইরূপে কেহ শিষ্য, কেহ পুত্র, কেহ

বা ভার্য্যা প্রতি এইরূপ বর প্রার্থনা করিতেছেন, প্রভুও হাসিয়া হাসিয়া সকলকে বর দিতেছেন, সকলেই আনন্দ সাগরে ভাসিতেছেন, কিন্তু পিঁড়ার উপর মুকুন্দ বসিয়া রোদন করিতেছেন। প্রভু তাঁহাকে ডাকেন নাই, সুতরাং তিনি তাঁহাকে দর্শন করিতে পান নাই। প্রভুর অনুমতি না হইলে তাঁহার দর্শন করিবার সাধ্য নাই, এইজন্য তিনি একাকী অনুক্ষণ রোদন করিতেছেন। মুকুন্দ নিরবধি প্রভুর কীর্ত্তনে মগ্ন থাকিতেন, প্রভুও তাহার সুমধুর গীত শ্রবণ করিতে বড় ভাল বাসিতেন, সুতরাং ঠাকুর মুকুন্দকে কি নিমিত্ত আহ্বান করিলেন না? মুকুন্দের প্রতি এইরূপ দণ্ড দেখিয়া বাগ্মীবর শ্রীবাস বিশ্বম্ভরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,"প্রভো! মুকুন্দ তোমার কি অপরাধ করিল? মুকুন্দ তোমার প্রিয় ও আমা সবাকার প্রাণ; কে না তাহার গীত শ্রবণ করিয়া মোহিত হয়? তুমি তাহাকে বিনা অপরাধে কেন দণ্ড করিলে? যদি বা মুকুন্দ অপরাধী হইয়া থাকে, তাহার সমুচিত দণ্ড বিধান কর। আপনার শরণাগত দাসকে কে কোথা পরিহার করে? সুতরাং তুমি উহাকে আহ্বান কর। তোমাকে দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করুক।"

প্রভু কহিলেন, "মুকুন্দের জন্য তোমরা আমাকে অনুরোধ করিও না। মুকুন্দকে তোমরা চেন না। ও সম্মুখে খুব ভাল, কিন্তু পণ্ডিতের দলে মিশিলেই ও পরম জ্ঞানী হইয়া ভক্তিধর্ম্মকে অবজ্ঞা করে। উহার মতি অতি চঞ্চল। যখন অদ্বৈতের সঙ্গে বাশিষ্ঠ পাঠ করে, তখন ভক্তিযোগে নর্ত্তন করে, আবার যখন অন্য সম্প্রদায়ে মিলিত হয়, তখন ভক্তি মানে না। সুতরাং যাহার ভক্তি নাই, সে আমায় দর্শন পাইবার যোগ্য নহে।"

মুকুন্দ পিঁড়ায় উপবিষ্ট হইয়া বিশ্বম্ভরের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন, "পূর্ব্বে গুরু-উপরোধে ভক্তি মানি নাই, চৈতন্যশক্তি মহাপ্রভু তাহা অবগত আছেন। তখন মুকুন্দ স্থির করিলেন, প্রভু দণ্ড দিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। "প্রিয়জন ব্যতীত প্রভু কখন কাহাকে দণ্ড বিধান করেন না।

কিন্তু তাহা বলিয়া আমার এই অপরাধী শরীর ধারণ করা আর উপযুক্ত নহে। কিন্তু দেহত্যাগ করিলেই যে ভগবান্‌কে দর্শন করিতে পাইব, তাহারই স্থিরতা কি? যাহা হউক দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে প্রভুর নিকট ইহা অবগত হওয়াই ভাল।" এইরূপ স্থির করিয়া মুকুন্দ শ্রীবাসকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ঠাকুর পণ্ডিত, আপনারা আমার জন্য আর প্রভুকে বিরক্ত করিবেন না। তবে আপনারা সকলে মিনতি করিয়া জিজ্ঞাসা করুন, আমি কোন কালেই কি উহার দর্শন পাইব না?" এই বলিয়া মুকুন্দ অজস্র নয়নবারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ সকলে মুকুন্দের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন। প্রভুও বিষ্ণু-খট্টার উপর উপবিষ্ট। তিনিও মুকুন্দকে অতি দীনভাবে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে শুনিয়া বাষ্পাকুলনেত্রে কহিলেন, "হাঁ দর্শন পাইবে। তবে কোটী জন্ম পরে।"

মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত নিশ্চয় বাক্য শ্রবণ করিয়া মুকুন্দ পরমানন্দে নিমগ্ন হইলেন। প্রেমে বিহ্বল মুকুন্দ কহিলেন, "দর্শন পাইব তো, তবে আর কি? না হয় কোটী জন্ম পরে প্রভুকে যখন পাইব নিশ্চিত জানিলাম, তখন কোটী জন্ম অক্লেশে অতিবাহিত করিব। সে আর ক দিন?" এইরূপ জল্পনা করিতে করিতে 'পাইব পাইব' বলিয়া দুঃখ-সন্তপ্ত, ধূলিধূসরিতাঙ্গ, রোরুদ্যমান মুকুন্দ আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। মুকুন্দের বিশ্বাস দেখিয়া বিষ্ণুখট্টায় উপবিষ্ট বিশ্বম্ভরের নয়ন দিয়া ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন প্রভু তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া কহিলেন, "মুকুন্দ! তোমার অপরাধ মর্জ্জিত হইয়াছে। ঘরে আগমনপূর্ব্বক প্রসাদ গ্রহণ কর।" মুকুন্দ মহানন্দে প্রমত্ত, সুতরাং প্রভুর বাক্য তাহার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল না। ভক্তগণে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "মুকুন্দ, প্রভু তোমাকে ডাকিতেছেন, শুনিয়াছ?" মুকুন্দের সম্যক্ বাহ্য নাই। সুতরাং নাচিতে নাচিতে তিনি উত্তর করিলেন, "হাঁ শুনেছি, কোটী জন্ম পরে

প্রভুকে পাইব।” তখন ভগবানের আদেশানুক্রমে ভক্তগণ মুকুন্দকে ধরিয়া প্রভুসমক্ষে লইয়া গেলেন। মুকুন্দ প্রভুর সেই জ্যোতিঃপূর্ণ কলেবর দেখিয়া ধরণীতে পতিত হইলেন। তখন বিশ্বম্ভর কহিলেন, “মুকুন্দ, উঠ। আর তোমার তিলার্দ্ধের অপরাধ নাই। আমি তোমার নিকট সম্যক্ পরাজিত হইলাম। আমি তোমাকে যে কোটী জন্মের কথা বলিলাম, তাহা তুমি তিলার্দ্ধ মধ্যে অতীত করিয়াছ। তুমি আমার গায়ন, সুতরাং পরিহাসপাত্র। এজন্য আমি তোমার সঙ্গে পরিহাস করিয়াছিলাম। প্রকৃত পক্ষে তোমার ভক্তিময় শরীর আমার দাস, তোমার জিহ্বাগ্রে আমার নিরন্তর বাস।”

প্রভুর আশ্বাস বাক্য শ্রবণ করিয়া মুকুন্দ আপনাকে ধিক্কার দিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, “আমি ছাব মুখে ভক্তি মানি না, ভক্তিশূন্য হইয়া কোন সুখের আশা নাই, দুর্য্যোধন তোমায় বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াও সবংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, তাহার হৃদয় ভক্তিশূন্য।”

মুকুন্দের কাতরতা দেখিয়া নিমাই দুঃখিত হইয়া কহিলেন, “মুকুন্দ, তোমার ভক্তি নাই কে বলিল? আমি প্রেমভক্তি বিতরণ করিব বলিয়া তোমার কণ্ঠে ভক্তিদান করিয়াছি। বৈষ্ণব সম্প্রদায় তোমার ভক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিলে দ্রব হইয়া যায়। সুতরাং আমি তোমাকে এই বর দিতেছি যে, যেখানে যেখানে আমি অবতাররূপে অবতীর্ণ হইব, সেইখানে সেইখানে তুমি আমার গায়ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে।” মুকুন্দের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়া ভগবান্ মধুরভাব অবলম্বন করিলেন; করিয়া ভক্তগণকে চর্ব্বিত তাম্বুল বিতরণ করিলেন। ভক্তগণ সেই তাম্বুল ভক্ষণে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া ভগবানের চতুর্দ্দিকে নৃত্য গীত প্রভৃতি বিহারে নিমগ্ন হইলেন। ভগবানের অসীম ক্ষমতা, তাঁহার শ্রম বিশ্রাম নাই, কিন্তু মনুষ্যের তাহা নহে। বহুক্ষণ নৃত্য গীত বিহারাদিতে ভক্তগণ

ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ভগবান-সমক্ষে কি প্রকারে তাঁহারা নিদ্রা বা বিশ্রামসুখ উপভোগ করিবেন? সুতরাং সকলে অদ্বৈতের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীভগবান্‌কে জানাইলেন, "প্রভো! আমরা ক্ষুদ্র কীট, তেজ সহ্য করিতে অসমর্থ, তুমি পুনরায় নররূপ ধারণ কর।"

অদ্বৈতের প্রার্থনায় নিমাই 'তথাস্তু' বলিয়া অচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, তখনও রাত্রি প্রভাত হয় নাই। নিমাইকে অচেতন দেখিয়া সকলে তাঁহার শুশ্রূষায় নিমগ্ন হইলেন, কিছুতেই তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইল না। ক্রমে বেলা অধিক হইল ভক্তগণের ক্ষুৎপিপাসা নাই, নিরবধি নিমাইয়ের নিকট উপবিষ্ট আছেন। কেহ কেহ তাঁহাকে মৃত সাব্যস্ত করিলেন। তখন নিমাই-বিরহে সকলেই প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

কেহ কেহ কহিলেন, "অচেতন ভগবান্ কীর্ত্তন শ্রবণ করিলেই চেতনা প্রাপ্ত হন।" কেহ বা বলিলেন "শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনাত্মক শ্লোকপাঠে প্রভু চেতনা প্রাপ্ত হন।" যাহার যেরূপ বিশ্বাস, সেইরূপ পরামর্শ দিল। তখন মুকুন্দ ও আর আর ভক্তগণ প্রভুকে ঘিরিয়া কুঞ্জভঙ্গের গীত গাহিলেন। তখন প্রভুর অঙ্গ পুলকিত দেখিয়া সকলে আশ্বস্ত হইলেন। এইরূপে বেলা তৃতীয় প্রহর সময়ে প্রভু চেতনা প্রাপ্ত হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। অমনি শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঁঝর ও হুলুধ্বনি হইতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

-০ঃ৲ঃ০-

জগাই মাধাই উদ্ধার।

নিত্যানন্দ এক্ষণে শ্রীবাসকে পিতৃস্বরূপ ভক্তি করেন ও মালিনীকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করেন। শ্রীবাসের বাটী আগমন অবধি তিনি বাল্যভাবে থাকেন। মালিনীও তাঁহাকে পুত্রবৎ দেখেন, আহার করাইয়া দেন। নিত্যানন্দ মালিনীর স্তন্যদুগ্ধ পান করিতেন। বৃদ্ধা মালিনী দেখিতেন স্তনে দুগ্ধ নাই, কিন্তু নিত্যানন্দকে দর্শন করিলে স্তন দিয়া দুগ্ধ ক্ষরণ হইত। চৈতন্য-প্রেমে অন্ধ নিত্যানন্দ স্নানবেলায় গঙ্গায় গিয়া পড়িতেন। প্রাবৃটপূর্ণসলিলা, উত্তালতরঙ্গমালা-পরিশোভিতা, নক্র-মকর-সঙ্কুল-গঙ্গায় অবতরণ করিতে সকলেরই হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইত। কিন্তু নিত্যানন্দ নির্ভীক হৃদয়ে অনন্তভাবে সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেন। সঙ্গিগণের স্নানাহ্নিক সমাপিত হইলেও নিত্যানন্দ উঠিতেন না। কিন্তু নিমাই আহ্বান করিলে নিত্যানন্দ আর গৌণ করিতেন না। নিত্যানন্দ যেমন গৌর-প্রেমে মুগ্ধ ছিলেন, নিমাই তেমনি কৃষ্ণ-প্রেমে বিভোর। এজন্য শচীদেবী বড়ই দুঃখিত। পুত্র সংসারে থাকিয়া সংসারী হয়, এই তাঁহার ইচ্ছা। মাতার আনন্দবর্দ্ধনের নিমিত্ত এক দিবস নিমাই নিজ কক্ষে উপবিষ্ট আছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহাকে তাম্বুল রচনা করিয়া দিতেছেন, ইতিমধ্যে পরম চঞ্চল নিত্যানন্দ তাঁহার কক্ষসম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার নগ্ন বেশ, পরিধান বস্ত্র মস্তকে আবদ্ধ, তিনি পরমানন্দে বিভোর। নিমাই তাঁহার এতাদৃশ বেশ ও হাব ভাব অবলোকন করিয়া দিগম্বর-বেশের কারণ জিজ্ঞাসিলেন। নিতাই

এক প্রশ্নের আর এক উত্তর দেন দেখিয়া তিনি বাহিরে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিলেন। দেখিলেন নিতাই বাহ্যজ্ঞানশূন্য, এজন্য তাঁহার বস্ত্র পরিধান করাইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে শচীদেবীর দর্শন পাইয়া নিতাই আহারীয় প্রার্থনা করিলেন। শচীদেবী তৎক্ষণাৎ পাঁচটী ক্ষীরের সন্দেশ দিলেন। নিত্যানন্দ একটী আহার করিয়া অপর চারিটী ভাঙ্গিয়া ছড়াইয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া শচীদেবী বড়ই দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "কেন ও চারিটী নষ্ট করিলে, আর ত নাই যে তোমাকে দিব?" নিত্যানন্দ কহিলেন, "সব গুলি একস্থানে দিলে কেন? আমাকে আর চারিটী দেও, খুঁজিয়া দেখ পাইবে।" শচীদেবী ঘরে প্রবিষ্ট হইয়াই দেখিলেন, সেই চারিটী সন্দেশ রহিয়াছে। তিনি হর্ষে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া সেই সন্দেশ আনিয়া দিলেন। নিত্যানন্দকে তৎপূর্ব্বেই সন্দেশ খাইতে দেখিয়া শচী কহিলেন, "বাবা! ইহা আবার কোথায় পাইলে?" নিত্যানন্দ কহিলেন, "তোমার দুঃখ দেখিয়া, যাহা ছড়াইয়া ফেলিয়াছিলাম তাহাই পুনরায় খাইতেছি।" শচীদেবী মনে মনে বুঝিলেন, "আমার পুত্র দুটী দুই দেবতা।"

মাতৃসন্নিধান হইতে শ্রীবাস-ভবনে আগমনপূর্ব্বক নিত্যানন্দ দেখিলেন, মালিনী 'হায় হায়' রবে ক্রন্দন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের ঘৃত-পাত্র বাহিরে রাখিয়া মালিনী কার্য্যান্তরে গমন করিয়াছেন, ইত্যবসরে একটী কাক সেই পিত্তল নির্ম্মিত বাটী চঞ্চুপুটে গ্রহণ করিয়া পলায়ন করিল। মালিনী কাকের অনুসরণ করিলে সে উড়িয়া বনমধ্যে গমন করিল। মালিনী স্বামীর তিরস্কারভাজনা হইবার ভয়ে ক্রন্দন করিতেছেন। এমন সময়ে নিত্যানন্দ তথায় উপনীত হইলেন। মালিনীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া নিত্যানন্দ তাহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসিয়া কহিলেন, "আমাকে বল, আমি তোমার দুঃখের নিরাকরণ করিব।" মালিনী কারণ বলিলে, নিত্যানন্দ তাঁহাকে প্রবোধদান করিয়া কহিলেন, "আমি তোমার বাটী আনিয়া

দিব, ক্রন্দন সংবরণ কর।" অনন্তর সেই বায়সকে তথায় পুনরায় আগমন করিতে দেখিয়া নিত্যানন্দ তাহাকে বাটীটি পুনরানয়ন করিতে কহিলেন। কাক তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বাটী আনয়ন করিল দেখিয়া মালিনী নিত্যানন্দের বহুতর স্তব করিলেন ঃ—যথা চৈতন্য ভাগবতে—

যে জন আনিল মৃত গুরুর নন্দন।
যে জন পালন করে সকল ভুবন॥
যমঘর হতে যেই উদ্ধারিতে পারে।
কাকস্থানে বাটী আনে কি মহত্ত্ব তাঁরে॥
যে তুমি লক্ষ্মণ রূপে পূর্ব্বে বনবাসে।
নিরন্তর রক্ষক আছিলা সীতা পাশে॥
তথাপিও মাত্র তুমি সীতার চরণ।
ইহা বই সীতা নাহি দেখিলে কেমন॥
তোমার সেবনে রাবণের বংশনাশ।
সে তুমি যে বাটী আন এ কোন প্রকাশ॥
যাহার চরণে পূর্ব্বে কালিন্দী আসিয়া।
স্তবন করিল মহা প্রভাব জানিয়া॥
চতুর্দ্দশ ভুবন পালন শক্তি যাঁর।
কাক স্থানে বাটী আনি কি মহত্ত্ব তাঁর॥

এক দিবস সশিষ্যে গৌরচন্দ্র উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে নিত্যানন্দ দিগম্বরবেশে তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রভু তাঁহার নগ্নবেশ নিরীক্ষণ করিয়া নিজ মস্তকাবরণ তাঁহাকে পরাইয়া দিলেন। তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন দেখিয়া তাঁহার গাত্রে চন্দন লেপন করিলেন ও গলায় মাল্য-দানপূর্ব্বক স্বীয় সম্মুখে বসিবার আসন দিলেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে বিশ্বম্ভর তাঁহার বহু স্তবস্তুতি করিয়া তাঁহার একখণ্ড কৌপীন ভিক্ষা করিলেন। কৌপীন প্রাপ্ত হইলে, তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্তগণের প্রত্যেককে মস্তকে বন্ধন

করিবার আদেশ দিয়া কহিলেন, "নিত্যানন্দ প্রকৃতই নিত্যানন্দ, ইঁহার মহিমা মনুষ্যের সাধ্য নাই বুঝিতে পারে। ইঁহার কৌপীন যোগেশ্বরও পাইতে ইচ্ছা করেন। কারণ ইনি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি। ইনি ব্যতিরেকে কৃষ্ণের আর দ্বিতীয় কেহ নাই; সঙ্গী বল, সখা বল, শয়ন-ভূষণ বল, বন্ধু বল, ভাই বল, ইনিই শ্রীকৃষ্ণের সব। ইঁহার সেবা করিলে ও ইঁহার পাদোদক পান করিলে কৃষ্ণভক্তি হয়। অতএব তোমরা সকলে ইঁহার পাদোদক পান কর।" বিশ্বম্ভরের আজ্ঞানুসারে ভক্তগণ নিত্যানন্দের পদধৌত বারি পান করিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইলেন।

অনন্তর একদিবস বিশ্বম্ভব, হরিদাস ও নিত্যানন্দকে আজ্ঞা করিলেন, "তোমরা নবদ্বীপে প্রতি গৃহস্থবাটীতে হরিনাম বিতরণ কর। ব্রাহ্মণ কায়স্থ অথবা ইতরজাতি, পণ্ডিত ও মূর্খ, দরিদ্র ও ধনী, কোন ভেদ না করিয়া সর্ব্বত্র এই ভিক্ষা করিও।

"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা।"

প্রভুর আজ্ঞা-প্রাপ্ত নিত্যানন্দ ও হরিদাস নবদ্বীপে যেখানে উপনীত হন সেইখানেই শিক্ষা দেন

বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ ভজহ কৃষ্ণেরে।
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ যে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই হই এক মন॥

সন্ন্যাসীদ্বয় এইরূপ শিক্ষাদান করিয়াই অপরবাটী গমন করেন। সুজন ব্যক্তি নাম শ্রবণমাত্রই আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। কেহ বা সন্তোষসহ কৃষ্ণ-ভজনে প্রতিশ্রুত হইলেন। কেহ সন্ন্যাসীদ্বয়কে ক্ষিপ্ত বিবেচনা করিলেন, আর কেহ বা নাম শ্রবণমাত্র তাঁহাদিগকে ভক্ত বলিয়া তাড়না করিলেন, কাহারও বা মনে সন্দেহ উৎপন্ন হইল ইহারা দস্যু তস্করের চর, প্রতি গৃহে ভ্রমণ করিয়া সন্ধান লইতেছে। যদি কেহ তাঁহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করেন, তাহাতেও তাঁহারা ভীত হন না। গৌরাঙ্গের আজ্ঞা প্রতিপালন জন্য

তাঁহারা নির্ভীকহৃদয়। এই প্রকারে হরিনাম বিতরণ করিতে করিতে এক দিবস তাঁহারা পথিমধ্যে মহাবলবান্ দুই মদ্যপায়ীকে দেখিলেন, জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন, জগাই ও মাধাই নামে ইহারা দুই ব্রাহ্মণ-তনয়। ইহারা অর্থদ্বারা কাজীকে বশীভূত করিয়া নবদ্বীপে বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। ইহাদের চিত্ত কোন পাপে সঙ্কুচিত নহে। তস্কর-রতা ও লুণ্ঠন প্রভৃতি কার্য্যে ইহারা প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে। ইহারা মদ্যপানে মত্ততা হেতু পথিমধ্যে গড়াগড়ি দিতেছে। ইহাদের দাপটে নদীয়া-বাসী সকলে মহাভয়ে ভীত।

করুণাসাগর নিত্যানন্দ, জগাই মাধাই ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিয়া তাহাদের উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, প্রভু বিশ্বম্ভর পাতকীদিগের উদ্ধার-কল্পে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এমন পাতকী তিনি আর কোথায় পাইবেন ? প্রভু লুক্কায়িত ভাবে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। বাহিরের লোক কেহই তাঁহাকে চিনে না, সুতরাং উপহাস করে। প্রভু যদি এই ভ্রাতৃদ্বয়কে অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে সংসারে তাঁহার মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়। ইহারা মদ্যপানে যেরূপ প্রমত্ত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের নামে যদি এইরূপ মত্ততা জন্মে, যদি ইহারা 'প্রভু মোর, প্রভু মোর' বলিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে, তাহা হইলে আমার সমস্ত পর্য্যটন সার্থক হয়।' এইরূপ আন্দোলন করিয়া নিত্যানন্দ হরিদাসকে কহিলেন, "দেখ হরিদাস! এই ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়ের কি দুষ্ট ব্যবহার। যমভবনেও বোধ হয় ইহাদের নিষ্কৃতি নাই। যবনগণ যখন তোমার প্রাণ সংহারার্থে বেত্রাঘাত করিয়াছিল, তখন তুমি তাহাদের হিত চিন্তা করিয়াছিলে ; এক্ষণে দয়া করিয়া যদি এই ব্রাহ্মণ কুমারদ্বয়ের হিতানুসন্ধানে রত হও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহাদের উদ্ধারসাধন হয়।" তখন হরিদাস কহিলেন, "প্রভো! আমি পশু নই যে, আমাকে তুমি এরূপ ভণ্ডাইতেছ। আমি বুঝিলাম যে এই দুই পাপীকে উদ্ধার করিবে, কারণ উহাদের উদ্ধারকল্পে তোমার মনে যখন

দয়ার উদ্রেক হইয়াছে, তখন প্রভুরও নিঃসন্দেহ দয়া হইয়াছে।” হরিদাসের বাক্যে নিত্যানন্দ হাস্য করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া কহিলেন, “চল আমরা উহাদিগকে প্রভুর আজ্ঞা জানাই। তাহারা শুনে, ভাল; না শুনে, সে তাঁহার দায়।” তাঁহাদিগকে জগাই-মাধাই-সন্নিকটে গমনোদ্যত দেখিয়া সাধুগণ নিষেধ করিয়া বলিলেন, “আমরা অন্তরে থাকিয়া যাহাদের ভয়ে কম্পান্বিতকলেবর, তোমরা কি সাহসে তাহাদের নিকট গমন করিবে? যাহারা ব্রহ্মবধ ও গোবধে সঙ্কুচিত নহে, তাহাদের নিকট সন্ন্যাসী আর কি পদার্থ?”

হরিদাস ও নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভরস্মরণ করিয়া তাহাদের সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন—

“বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লও কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণধন॥
তোমা সবাকার লাগি কৃষ্ণ অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার॥”

সন্ন্যাসীদ্বয়কে দর্শন করিয়া ক্রোধান্বিত জগাই মাধাই তাঁহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য তাঁহাদিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। সন্ন্যাসীদ্বয় উভয়েই স্থূলকায়, তাঁহারা প্রাণপণে যতই পলায়ন করিতে লাগিলেন, ততই পশ্চাতে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া জগাই মাধাই ধাবিত হইল।

নিত্যানন্দ দৌড়িতে দৌড়িতে বলিতে লাগিলেন, “ভাল বৈষ্ণব করিতে গিয়াছিলাম, এক্ষণে অদ্য যদি প্রাণ বাঁচে, তবে সব রক্ষা হয়।” হরিদাস কহিলেন, “ঠাকুর! যেমন মদ্যপায়ীকে উপদেশ দিতে লইয়া গিয়াছিলে, অদ্য দেখি অপমৃত্যু হয়।”

দস্যুদ্বয় পশ্চাতে ধাবিত হইতেছে, ও বলিতেছে “এখানে জগাই মাধাই আছে, তাহা কি তোরা জানিস্ না? জগাই মাধাইয়ের হাত ছাড়াইয়া কোথায় পলাইবি?”

প্রভুদ্বয় এই বচন শুনিয়া ত্রাসে "রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে ধাইলেন।

হরিদাস তখন বলিতে লাগিলেন, "ভাল চঞ্চলের সহিত আসিয়াছিলাম। যবনহস্তে যদিও কল্য উদ্ধার পাইয়াছি, অদ্য দেখিতেছি চঞ্চলের বুদ্ধিতে প্রাণ হারাইলাম।"

নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন, "আমি চঞ্চল কিসে? তোমার প্রভু বিহ্বল, তাহা কি জান না? তাঁহার আজ্ঞা পালন না করিলে সর্ব্বনাশ। আর করিলেও তাহার ফল এই।"

এইরূপে উভয়ে কন্দল করিতে করিতে দৌড়িতেছেন, সুরাপানে প্রমত্ত জগাই মাধাই কোথায় পতিত হইয়া গড়াগড়ি যাইতেছে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। দুই প্রভু যখন পশ্চাতে তাকাইলেন, তখন জগাই মাধাইকে না দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। অনন্তর গৌরাঙ্গসন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহারা সর্ব্ববৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিলেন। নিত্যানন্দ অতঃপর স্বাভাবিক কৌতুকরঙ্গে কহিলেন, "ভাল আমরা কৃষ্ণনাম বিতরণ করিতে গিয়াছিলাম, যেরূপ তাড়াইয়া আনিয়াছিল, বড় ভাগ্যে অদ্য প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।"

প্রভু তাহাদিগের নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলে নিত্যানন্দ কহিলেন, "তাহারা দুই ব্রাহ্মণতনয় জগাই মাধাই নামে খ্যাত। তাহাদের জন্ম এই স্থানেই, কিন্তু তাহাদের ন্যায় পাতকী বোধ হয় জগতে আর নাই। তাহাদের ভয়ে নদীয়ার লোক শশব্যস্ত।"

প্রভু ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "তাহারা এখানে আসিলে আমি তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করিব।"

নিত্যানন্দ কহিলেন, "প্রভো! স্বভাবতঃ ধার্ম্মিক লোককে কৃষ্ণভজান বড় সহজ। এই দুই ভ্রাতাকে কৃষ্ণনাম বলাও, তখন তোমার বড়াই বুঝিব। আর তাহা না করিলে, আমি আর এখান হইতে বাহির হইব

না। এই দুই ভ্রাতাকে উদ্ধার করিলে তোমার পাতকী-পাবন নাম সার্থক হইবে।"

প্রভু ইহা শুনিয়া একটু হাস্য করিয়া কহিলেন, "যখন তোমার দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন তাহারা উদ্ধার পাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ অচিরেই তাহাদের কুশল করিবেন।"

মদ্যপায়ী পরমপাপিষ্ঠ জগাই মাধাই দৈবযোগে প্রভুর বাটীর সন্নিকটে শিবির স্থাপন করিল। পাড়ার লোক সর্ব্বদাই সশঙ্ক। নারীগণ ইচ্ছামত এ বাটী ও বাটী অথবা ঘাটে গমন করিতে সঙ্কুচিত হইল। শ্রীবাসের বাটী যে প্রত্যহ রাত্রিকালে কীর্ত্তন হয়, তাহারা সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া তাহাই শুনে, ও মদিরা-মত্ততা হেতু মৃদঙ্গ মন্দিরার বাদ্যধ্বনির তালে তালে নৃত্য করে। যতই তাহারা এই বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিতে থাকে ততই মদিরা পানে মত্ত হয়। প্রভুর দর্শন পাইলেই তাহারা নিজ বাটীতে মঙ্গল চণ্ডীর গীত গাইবার অনুরোধ করে।

একদিবস অপরাহ্ণে ভক্তগণ প্রভুর বাটী আগমন করিয়া বলিল যে, জগাই মাধাইয়ের ভয়ে সকলেই অস্থির হইয়াছে। নিত্যানন্দও এই সুযোগ পাইয়া কহিলেন, "জগাই মাধাই উদ্ধার না হইলে তিনি আর হরিনাম প্রচারে নগরে বহির্গত হইবেন না।"

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গৌরাঙ্গ নিজ ভক্তগণকে আহ্বান করিয়া একত্রে হরিনাম করিবার আদেশ দিলেন, কহিলেন, "এই অবধি আমরা নগর-কীর্ত্তনে বাহির হইব। এইরূপ কীর্ত্তন করিতে করিতে অদ্য জগাই মাধাইকে হরিনাম বিতরণ করিব।"

প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া নগরের সকল ভক্ত একত্র হইল। এই তাহাদের প্রথম নগরকীর্ত্তন। অপরাহ্ণে নিতাই, অদ্বৈত, শ্রীবাস, হরিদাস, গদাধর, মুরারি, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর, শুক্লাম্বর, নরহরি প্রভৃতি ভক্তগণ চরণ নূপুরালঙ্কৃত করিয়া খোল, করতাল, মৃদঙ্গ, তুরী, ভেরী সহযোগে কীর্ত্তন

করিতে করিতে নিমাইয়ের গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। খোল করতাল প্রভৃতির বাদ্যধ্বনি ও হরিবোল শব্দে নবদ্বীপ নগরে আনন্দ-হিল্লোল উত্থিত হইল।

জগাই মাধাই মদ্যপানে প্রমত্ত হইয়া অপরাহ্ণে নিদ্রা যাইতেছিল। হরি-বোল ও খোল-করতাল-শব্দে তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতৃদ্বয় কিঙ্করদ্বারা নিমাই পণ্ডিতকে সংবাদ পাঠাইল, "যদি জীবন ধারণের সাধ থাকে তবে নিঃশব্দে এস্থান হইতে প্রত্যাগমন কর, নতুবা আমাদিগের হস্তে জাতি, কুল, মান সমস্তই হারাইবে।"

দূতমুখে জগাই মাধাইয়ের শাসনবাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ জীমূত নির্ঘোষে মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং দুই বাহু উত্তোলিত করিয়া অধিকতর উচ্চরবে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শত শত জনের একত্র সংযোগে হরিবোল-ধ্বনি আকাশে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নরপশু জগাই মাধাইয়ের নিকট হরিধ্বনি বড়ই কঠোর বোধ হইল। ক্রোধান্ধ, রোষকষায়িতলোচন ভ্রাতৃদ্বয় দুর্ব্বাক্য বর্ষণ করিতে করিতে তদভিমুখে ধাবিত হইল। বিশ্বম্ভর, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, মুরারি প্রভৃতি জগাই মাধাইকে আগমন করিতে দেখিয়াও নির্ভীক হৃদয়ে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রবর্দ্ধিত কোপে প্রজ্বলিত হইয়া মাধাই সম্মুখে ভগ্নকলসমুখাগ্র প্রাপ্ত হইয়া তাহাই সজোরে তাহাদের প্রতি নিক্ষেপ করিল। ভগ্নকলসখণ্ড দ্বারা নিত্যানন্দ ললাটে আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। আহতস্থান হইতে বেগে রুধির ধারা প্রবাহিত হইতে দেখিয়া ভক্তগণ হাহাকার রবে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। আর নিত্যানন্দ 'গৌর' 'গৌর' রবে আনন্দে নৃত্য করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাই, তোমরা কলসখণ্ড মারিয়াছ, তাহা আমি অক্লেশে সহ্য করিলাম, কিন্তু তোমাদের দুর্গতি আমি সহ্য করিতে অসমর্থ। তোমরা মারিয়াছ তাহাতে আমি ক্ষতিবোধ করি না, কিন্তু ভাই বদনে একবার হরিবোল বল।"

মাধাই ইহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় কলসীখণ্ড ধারণ করিয়া মারিতে উদ্যত হইলে জগাই তাহার হস্তধারণ করিয়া কহিল, "বিদেশী সন্ন্যাসীকে বৃথা আঘাত করিয়া কোন ফলোদয় হইবেক না।"

বিশ্বম্ভর সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র নিত্যানন্দ-সন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং তাঁহাকে আহত দেখিয়া ক্রোধপূর্ণনয়নে ভ্রাতৃদ্বয় জগাই মাধাইয়ের প্রতি নিরীক্ষণপূর্ব্বক রোষবিকম্পিতস্বরে কহিতে লাগিলেন, "রে নরপিশাচ দুরাত্মগণ! পাপাসক্ত থাকিয়া তোদের হৃদয় বজ্রসম কঠিন হইয়াছে, তাই অদ্য এই ধর্ম্মাত্মা পরহিতকারী বিদেশী সন্ন্যাসী নিত্যানন্দের রক্তপাত করিয়া পাপের পূর্ণাহুতি দিলি? বলিতে বলিতে প্রবদ্ধিত কোপে প্রভু "চক্র চক্র" বলিয়া রব করিলেন। তৎক্ষণাৎ প্রলয়াগ্নিতুল্য জ্বলন্ত সুদর্শন উপস্থিত হইল। আরক্তনয়নে প্রভু জগাই মাধাইকে নিরীক্ষণ করিয়া সুদর্শনকে আজ্ঞা দিলেন, "নরহন্তারক পামর এই ভ্রাতৃদ্বয়ের বধসাধন করিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।"

প্রভুকে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতে দেখিয়া নিত্যানন্দ করযোড়ে কহিলেন, "প্রভো! তুমি ক্রোধান্ধ হইয়া সকলই বিস্মৃত হইলে? তুমি বহুবার চক্রধারণপূর্ব্বক দৈত্যসংহার করিয়াছ, কিন্তু তুমি বলিয়াছিলে, এ যুগে আর অস্ত্রধারণ না করিয়া করুণা প্রকাশপূর্ব্বক দীনহীন, পতিত, পামর, ও দুষ্টজনকে উদ্ধার করিবে। তুমি করুণাগুণে জগাই মাধাইকে ত্রাণ করিয়া তোমার পতিতপাবন নামের গৌরব রক্ষা কর। দুষ্ট জনগণকে নিধন করিয়া জগতে আর কাহাকে উদ্ধার করিবে?"

সুদর্শনকে প্রভুবাক্য পালনে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাঁহাকেও করযোড়ে নিত্যানন্দ কহিলেন, "সুদর্শন! তুমি ক্ষণেকের জন্য স্থির হও, আমি প্রভুপদে এই দুই ব্যক্তির প্রাণ ভিক্ষা করিয়া লইব।" অনন্তর প্রভুকে বিনীতভাবে কহিলেন, "প্রভো! তুমি দুইজনেরই প্রাণবধের উদ্যোগী হইয়াছ, কিন্তু জগাই ত কোন দোষ করে নাই, বরং সে আমাকে

রক্ষা করিয়াছে।" তখন প্রভু রুদ্রভাব ছাড়িয়া প্রসন্ন হইলেন এবং কি প্রকারে জগাই তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল অবগত হইয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হা রে জগাই! তুই আমার ভ্রাতার প্রাণরক্ষা করিয়াছিস্, তবে ত তুই আমাকে কিনিয়া লইয়াছিস্। আয় তোকে আলিঙ্গন করি।"

প্রভু সেই নরহন্তা, অস্পৃশ্য, নরাধম জগাইকে আলিঙ্গন করিলে সে বাতাহত-কদলীবৎ তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইল।

মাধাই সেই জ্বলিতাগ্নিসদৃশ সুদর্শন, প্রভুর রুদ্রমূর্ত্তি, আবার যে প্রসন্ন সাম্যমূর্ত্তিতে জগাইকে উদ্ধার করিলেন, সেই প্রশান্তমূর্ত্তিও অবলোকন করিল। জগাই তখনও ধরণীবিলুণ্ঠিত ও গৌরাঙ্গের পদযুগল ধারণ করিয়া ধরণী অভিষিক্ত করিতেছে। মাধাইয়ের কঠিন হৃদয় দ্রব হইয়া আসিল। নিত্যানন্দ মাধাইয়ের উদ্ধারের নিমিত্ত পুনরায় নিমাইকে কহিলেন, "প্রভো! মাধাই আমাকে প্রহার করিয়াছে বটে, কিন্তু আমি তাহাতে ব্যথা পাই নাই।" এই প্রকারে নিত্যানন্দ প্রভুকে অনুনয়, বিনয়, কাকুতি, মিনতি করিতেছেন, কিন্তু নিমাই অটল, তাঁহার অন্তরে করুণার চিহ্নমাত্রও প্রকাশ পাইল না। তখন মাধাই আর থাকি পারিল না। "প্রভো! আমাকে রক্ষা কর" বলিয়া গৌরাঙ্গের চরণতলে নিপতিত হইল।

তখন গৌরাঙ্গ বলিলেন, "এখন তোমরা কি জন্য ক্রন্দন করিতেছ? নদীয়ার প্রভুত্ব পাইয়া গর্ব্বমদে মত্ত হইয়া গোবধ, স্ত্রীবধ, ব্রহ্মহত্যা, গুরু-হত্যা, প্রভৃতি কোন্ পাপে সঙ্কুচিত হও নাই। এখন ধূলিধূসরিত কায়ে গড়াগড়ি দিতেছ, ইহাতে লজ্জা বোধ হইতেছে না?"

মাধাই তখন কাতরবচনে কহিল, "প্রভো! আপনি পাপরোগ চিকিৎ-সক, বৈদ্য চূড়ামণি, আমার এ রোগনিষ্কৃতি কিসে হইবে তাহাই আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিয়া দিন। প্রভো, আপনি সংসারের নাথ, পতিতপাবন।

যখন আমরা আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি, তখন আর গোপন করিলে চলিবে কেন ?”

প্রভু কহিলেন, “মাধাই ! তুমি নিত্যানন্দের রক্তপাত করিয়া তাঁহারই অপরাধী হইয়াছ। সুতরাং তাঁহারই চরণ ধরিয়া পড়।” মাধাই গৌরাঙ্গ-বাক্যে তাঁহার চরণ ছাড়িয়া নিত্যানন্দের অমূল্য চরণ ধারণ করিল। দয়ালু হৃদয় নিত্যানন্দ তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া কহিলেন, “আমি যদি কোন জন্মে কোন সৎকর্ম্ম করিয়া থাকি, তাহা সমস্ত মাধাইকে অর্পণ করিলাম।” তখন নিত্যানন্দ ধরণীলুণ্ঠিত মাধাইকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। নিত্যানন্দের আলিঙ্গনে মাধাইও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া জগাইয়ের পার্শ্বে পতিত হইলেন।

এই সকল ব্যাপার দর্শন করিবার জন্য লোক-সমাগম এত প্রচুর হইয়াছে যে গৌর ও তাঁহার পার্ষদগণ জগাই মাধাইকে তদবস্থ রাখিয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন। গৌর গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বাদ্যযন্ত্র সমুদায় এক-স্থানে রক্ষা করিলেন। অনুচরগণ কেহ পিঁড়ায়, কেহ আঙ্গিনায় উপবেশন পূর্ব্বক শ্রমাপনোদন করিতেছেন, এমন সময়ে বহির্দ্বারে “ঠাকুর ঠাকুর” বলিয়া কে যেন ডাকিল তাঁহারা শুনিতে পাইলেন। জগাই মাধাই আসিয়াছে বুঝিতে পারিয়া গৌরাঙ্গ তাহাদিগকে বাটীর ভিতর আনিবার জন্য মুরারির প্রতি আদেশ করিলেন। প্রভুর আদেশ শ্রবণমাত্র মুরারি ভ্রাতৃদ্বয়কে দুই ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া আঙ্গিনায় উপনীত হইলেন। জগাই মাধাই প্রভুর দর্শন পাইয়াই পুনরায় হতচেতন হইলেন। অতঃপর গৌরাঙ্গ সুন্দর নিত্যানন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “শ্রীপাদ, তুমি এই দুই ভ্রাতাকে গঙ্গাস্নান করাইয়া মন্ত্রদান কর।”

জগাই মাধাইয়ের এতাদৃশ পরিবর্ত্তনরূপ এই অদ্ভুত কাণ্ড সমগ্র নবদ্বীপে প্রচারিত হইল। যাহাদের প্রতাপে নগরবাসিগণ সর্ব্বদাই শশব্যস্ত থাকিত, গৃহ ছাড়িয়া ঘাটে যাইবার সাহস পাইত না, অত্যাচারের ভয়ে

কেহ সন্ধ্যার পর গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিত না, সেই জগাই মাধাই এক্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় বিভিন্ন প্রকৃতির লোক হইয়াছে। ইহা দেখিবার নিমিত্ত অন্য ইতর ভদ্র সকলেই সুরধুনীতীরে সমবেত হইয়াছে।

গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও ভক্তগণ হতচৈতন্য জগাই মাধাইকে লইয়া গঙ্গার ঘাটে উপনীত হইলেন। গঙ্গাজলস্পর্শে তাহাদিগের চৈতন্যোদয় হইল। সকলেই গঙ্গাজলে স্নান করিলেন। পরে পার্ষদগণ পরিবেষ্টিত হইয়া গৌরাঙ্গ ও জগাই মাধাই জল মধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন। জগাই মাধাইয়ের হস্তে তামা তুলসী প্রদত্ত হইল। তখন নিমাই দর্শক-বৃন্দের শ্রুতিগোচর হয় এরূপভাবে জগাই মাধাইকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে মাধব, হে জগন্নাথ, তোমরা তামা তুলসী ও গঙ্গাজল সহ উৎসর্গ করিয়া তোমাদের পাপ আমাকে অর্পণ কর। তাহা হইলে তোমরা নিষ্পাপ ও নির্ম্মল হইবে।" জগাই মাধাইয়ের এই ব্যাপার অবলোকন করিবার জন্য সুরধুনী-তীরে নবদ্বীপের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সমবেত হইয়াছে। যে জগাই মাধাইয়ের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে সমগ্র নবদ্বীপ সশঙ্ক ছিল, তাহাদের এক্ষণে এতাদৃশী দীনতা দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল।

প্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া জগাই মাধাই ক্রন্দন করিতে করিতে কহিল, "আপনি বিশ্বসংসারে পূজিত, যাবতীয় লোকে আপনাকে কুসুম চন্দন উপহার দিয়া থাকে, আর আমরা এরূপ অধম পাপাত্মা যে, আপনার শ্রীকরে পাপ উৎসর্গ করিব? প্রভো! আমরা অপরাধী, আপনি আমাদিগের সমুচিত দণ্ড বিধান করুন, আর এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা আর জন্ম-জন্মান্তরেও আপনার শ্রীচরণ বিস্মৃত না হই। আমাদিগকে ক্ষমা করুন, আমরা আপনাকে পাপ দিতে পারিব না।"

গৌরাঙ্গদেব পুনরায় অঞ্জলি পাতিয়া পাপ চহিলেন ও জগাই মাধাইকে

হরিনাম করিতে আদেশ দিলেন। এবার মাধাই উত্তর করিল, "প্রভো, আমাদিগকে ক্ষমা করুন, আপনাকে পাপদান করিলে চিরকাল লোকে বলিবে 'এই পাপাত্মা নরাধম জগাই মাধাই নিষ্পাপ অকলঙ্ক গৌরচন্দ্রের উপর পাপের ভরা অর্পণ করিয়াছিল।' "

তখন নিত্যানন্দ মাধাইকে কহিলেন, "তোমরা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতেছ। শ্রীভগবান্ ত পতিতপাবন, পতিত উদ্ধার করাই তাঁহার কার্য্য, সুতরাং এ কার্য্যে তোমাদের কলঙ্ক হইলেও ভগবানেব যশঃ বৃদ্ধি হয় এবং তাঁহার পতিতপাবন নামের সার্থকতা সম্পাদিত হয়। সুতরাং যে কার্য্যে তোমাদের কলঙ্ক ও ভগবানের যশ হয়, তাহাই কি তোমাদের কর্ত্তব্য নহে?"

এমন সময় গৌরাঙ্গ পুনরায় পাপভিক্ষা করিলেন। নিত্যানন্দ জগাই মাধাইকে মন্ত্র পড়াইলেন। মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তাহারা শ্রীগৌরাঙ্গ-করে তাহাদের পাপ উৎসর্গ করিল। ভক্তগণ দেখিলেন পাপ গ্রহণ করিয়া গৌরাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিলেন। অনন্তব স্নানান্তে সকলে প্রভুব বাটীতে উপস্থিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। জগাই মাধাই আঙ্গিনায় নৃত্য করিতেছে, প্রভু পিড়ায় বসিয়া দেখিতেছেন। ক্ষণকাল এইরূপ নৃত্য করিয়া জগাই মাধাই ক্রন্দন আরম্ভ করিল। এই অবধি কিছুকাল হরিনাম জপ ও অন্ন জল ত্যাগ করিয়া ক্রন্দন দ্বারাই সময় অতিপাত করিতে লাগিল। তাহারা আর বাটী না গিয়া ভক্তগণের বাটীতেই রহিল। তাহারা শতসহস্র পাপ করিয়াছে, তাহার উচিত দণ্ডবিধান হইলে তাহাদের এত ক্রন্দন করিবার কারণ থাকিত না। প্রভুর অসীম করুণা তাহাদের স্মরণপথে উদিত হইয়া তাহাদের আত্মগ্লানি বৃদ্ধি হইতেছে।

মাধাই ব্রহ্মচারী হইয়া প্রত্যহ দুই লক্ষ হরিনাম লইতেন এবং গঙ্গাতীরে বাস করিতে লাগিলেন। এখন সেই স্থান মাধাই-ঘাট নামে পরিচিত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

চাপাল গোপাল ও শুক্লাম্বর।

একদিন বিশ্বম্ভর দলবলসহ কীর্ত্তন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "আজি কেন নৃত্য করিতে পারিতেছি না? আমার উল্লাস নাই—, ইহাতে বোধ হইতেছে, কেহ যেন কোন স্থানে লুক্কায়িত আছে।" প্রভুর বাক্যে পার্ষদগণ মহাত্রস্ত হইয়া সকল দিকে অনুসন্ধান করিয়াও কিছু দেখিতে পাইলেন না। প্রভু পুনরায় কহিলেন, "আমি নর্ত্তনে অদ্য সুখ পাইতেছি না, বোধ হয় অদ্য আমার প্রতি কৃষ্ণের অনুগ্রহ নাই।" পার্ষদগণ ভাবিল, "আমরাই বা কোন অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্য প্রভুর আনন্দ নাই।" এবার স্বয়ং শ্রীবাস গৃহমধ্যে অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, নিজের শ্বশ্রূঠাকুরাণী ডোলমুড়ি দিয়া গৌরাঙ্গের নৃত্য দেখিবার জন্য বসিয়া আছেন। প্রেমানন্দে বিহ্বল শ্রীবাস-আজ্ঞায় তিনি বহিষ্কৃত হইলে সকলে পরমানন্দে নৃত্য করিলেন। গৌরাঙ্গ ইচ্ছাসহকারে নৃত্য না দেখাইলে কেহ তাঁহার এই মধুর নৃত্য দেখিতে পায় না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অদ্বৈত আচার্য্য মহাজ্ঞানী ও কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। এক্ষণে গৌরাঙ্গদেবকে প্রাপ্ত হইয়া আর তাঁহার সঙ্গ ছাড়েন না। তিনি গৌরাঙ্গকে যেমন ভক্তি করিতেন, গৌরাঙ্গও তাঁহাকে তদ্রূপ ভক্তি করি-

-তেন। অদ্বৈত গৌরাঙ্গ-পদধূলি মস্তকে ধারণ করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু গৌরাঙ্গ তাহাতে বড়ই বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। কখন অদ্বৈত তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলে, গৌরাঙ্গও তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক পদধূলি গ্রহণ করিতেন, ইহার কারণ গৌরাঙ্গ তাঁহাকে মহাদেবের অবতার বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কৃষ্ণপ্রেমান্ধ অদ্বৈত সর্ব্বদাই গৌরাঙ্গকে শাসাইতেন, "নিমাইয়ের কৃষ্ণপ্রেম আমি শুষিয়া লইব, তাহা হইলে উনি কেমন নাচেন, আমি দেখিব।" কখন কখন বা নিমাইয়ের প্রতি বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন, "নাচিয়া গাইয়া আবার ধর্ম্ম কি?" কখন কখন বা বলিতেন, "কলিকালে আবার অবতার কোন শাস্ত্রে বলে?" অদ্বৈতের এতাদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ ভাবিতেন, অদ্বৈত গৌরাঙ্গকে ভগবান্ বলিয়া মানেন না। একদিবস শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো! অদ্বৈত কি তোমার ভক্ত?" গৌরাঙ্গ কহিলেন, "শ্রীবাস, তুমি বল কি? তুমি কি জান না যে, অদ্বৈতের মত ভক্ত আমার ত্রিজগতে আর কেহ নাই?"

একদিবস নৃত্য করিতে করিতে নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হন। তখন অদ্বৈত অবসর বুঝিয়া নিজ মস্তক তাঁহার চরণতলে ঘর্ষণ করিলেন। নিমাই বাহ্য প্রাপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমার আর নাচিবার উৎসাহ নাই। কোন চোরে আমার কিছু চুরী করিয়াছে। কে আমার পদধূলি লইয়াছ, বল।" অদ্বৈত তখন যোড়হস্তে কহিলেন, "চোরে সাক্ষাতে না পাইলে অসাক্ষাতে লইয়া থাকে, অতএব বাপ্ধন! যদি অপরাধ হইয়া থাকে ক্ষমা কর, এবং যদি তুমি অসন্তুষ্ট হও, তবে আর করিব না।" ইহাতে বিশ্বম্ভর কহিলেন, "তুমি ত মহা ডাকাইত, মহাচোর, তুমি আমার প্রেমসুখ সমস্ত হরণ করিলে? তুমি যেমন চুরী করিলে আমি কি তাহা পারি না? এই দেখ আমি চোরের উপর বাটপাড়ি করিতে পারি।" এই বলিয়া নিমাই বলপূর্ব্বক অদ্বৈতকে ধারণ করিয়া তাঁহার পদে মস্তক

ঘর্ষণ করিলেন এবং সেই পদ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া বলিলেন, "এই দেখ চোর নিজক্রোড়ে বন্ধন করিলাম।" অদ্বৈত ভক্তিগদগদ বাক্যে কহিলেন, "প্রভো, তুমি সংহার করিলে কে রাখিতে পারে? হর্ষ ও দুঃখ তুমি সকলকে দান করিয়া থাক। তুমি শাস্তি দিলে কার বাপে রক্ষা করিতে পারে?" গৌরাঙ্গ কৃতার্থ হইয়া কহিলেন, "তুমি ভক্তির ভাণ্ডার, তোমার চরণধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলে লোকের কৃষ্ণভক্তি হয়।"

এক দিবস নিমাই শ্রীবাসমন্দিরে আগমন করিতেছেন, পথিমধ্যে জন কয়েক লোক তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া কহিল, "নিমাই পণ্ডিত! তুমি নিশা-ভাগে প্রত্যহ কীর্ত্তন কর, লোকগণ বিরক্ত হইয়া রাজদ্বারে জানাইয়াছে, শীঘ্রই তোমাকে ধরিতে লোক আসিবে। তোমাকে বন্ধুভাবে আমরা সাবধান করিয়া দিলাম।" প্রভু উত্তর দিলেন, "সে ভাল কথা, আমারও রাজদর্শনে বড় ইচ্ছা, তাহা যদি অনায়াসে সিদ্ধ হয়, তাহা ভাগ্য বলিয়া মানিব।" অনন্তর গৌরচন্দ্র শ্রীবাসমন্দিরে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "অদ্য পাষণ্ড সম্ভাষণে যে পাপার্জ্জন হইয়াছে, আইস সংকীর্ত্তন করিয়া তাহা ক্ষালন করি।" তখন সকলে কীর্ত্তনে মগ্ন হইলেন। কিন্তু বিশ্বম্ভর বার বার বলিতে লাগিলেন, "ভাই সব! অদ্য আমার কেন প্রেম অনুভব হইতেছে না? নগরে পাষণ্ড সম্ভাষণ হইয়াছে বলিয়াই বা প্রেম স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না। অথবা তোমাদের নিকট কোন অপরাধ করিয়াছি তাই আমার নর্ত্তনে সুখ হইতেছে না। ভাই সকল, আমাকে প্রেমদান করিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও।" অদ্বৈত আচার্য্যকে প্রেমভরে ভ্রূকুটী করিয়া নর্ত্তন করিতে দেখিয়া বিশ্বম্ভর কহিলেন, "নাড়া! আমার সব প্রেম তুমি শুষিয়াছ। আমি প্রেম-বঞ্চিত হইয়া বড় দুঃখ পাইতেছি। তুমি সকলকেই প্রেমধন বিতরণ করিয়া থাক। দেখ, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তোমার নিকট প্রেমলাভ করিয়া নৃত্য করিতেছেন। গোসাঞি, তুমি আমাকেও কৃপা কর, নতুবা আমার প্রাণ যায়।" অদ্বৈতকে কোন উত্তর দিতে না শুনিয়া

বিশ্বম্ভর পুনরায় কহিলেন, "তুমি যদি প্রেম না দেও, আমি তোমার প্রেম শুষিয়া লইব।" অদ্বৈত ইহার উত্তরে কোন কর্কশ বাক্য বলিয়া থাকিবেন, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে অন্ধ অদ্বৈতের তখন জ্ঞান ছিল না। যে ভক্তিপ্রভাবে, সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে নারদ-সন্নিধানে বিক্রয় করিয়াছিলেন, সেই ভক্তি-প্রভাবে অদ্বৈত যে তাঁহাকে দুই একটী কর্কশ বাক্য বলিবেন, তাহার আর বিচিত্রতা কি।

অদ্বৈত বাক্যে কোন উত্তর না দিয়া বিশ্বম্ভর ভাবিলেন, প্রেমশূন্য জীবনে আর ফল কি? তিনি অমনি চকিতের ন্যায় দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক ছুটিয়া জাহ্নবী সলিলে ঝম্প প্রদান করিলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস ইহা লক্ষ্য করিয়া ছায়া যেমন রৌদ্রকে ও রৌদ্র যেমন ছায়াকে অনুসরণ করে, সেইরূপ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া ঝম্প প্রদান করিলেন। এবং একজনে তাহার মস্তক ও অপর জন পদদ্বয় ধারণ করিয়া তীবে উঠাইলেন। তখন নিমাই চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, "তোমরা আমাকে ধরিলে কেন? আমি প্রেমবিরহিত জীবন কি প্রকারে রাখিব?" তখন নিত্যানন্দ ধারা-বিগলিত নয়নে কহিলেন, "প্রভো! যে অপরাধী, তাহাকে উচিত দণ্ড দিতে পার। তজ্জন্য নিজেব জীবন কেন ত্যাগ করিবে? সেবকে যদি অভিমানভরে কোন অপ্রিয় বচন বলে, তজ্জন্য কি ভৃত্যেব জীবন লইবে?"

নিত্যানন্দের বাক্যে নিমাই লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "অদ্য রজনী আমি শ্রীনন্দের গৃহে যাপন করিব। তোমরা গৃহে যাও, কিন্তু এ ঘটনা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।" শ্রীনন্দগৃহে গমন করিয়াই ভগবদাবেশে নিমাই বিষ্ণুখট্টায় উপবিষ্ট হইলেন। সে রাত্রি নন্দন আচার্য্য ও তাঁহার বাটীর সকলে বৈকুণ্ঠের আনন্দ ভোগ করিলেন। প্রত্যূষে নিমাই শ্রীবাসকে ডাকিবার জন্য নন্দন আচার্য্য প্রতি আদেশ দিলেন। শ্রীবাস, অদ্বৈত আচার্য্য প্রভৃতি সকলে পূর্ব্বরাত্রে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বিশ্বম্ভরকে না দেখিতে

পাইয়া বড়ই বিষন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ ও হরিদাসকেও না দেখিয়া তাঁহারা প্রভুর সঙ্গেই আছেন ভাবিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। অদ্বৈত বুঝিলেন, তাঁহারই বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া বিশ্বম্ভর সংকীর্ত্তন ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এজন্য মর্ম্মাহত হইয়া তিনি নিজগৃহে অনশনে পড়িয়া রহিলেন।

শ্রীনন্দনের কথামত শ্রীবাস প্রভু সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, শ্রীবাস আর চক্ষুজল সংবরণ করিতে পারিলেন না। প্রভু শ্রীবাসকে সান্ত্বনা দিয়া অদ্বৈতের বার্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন। শ্রীবাস কহিলেন, "তিনি উপবাস করিয়া পড়িয়া আছেন। তাহার যেমন অপরাধ তেমনি দণ্ড হইয়াছে। প্রভো, এক্ষণে ক্ষমা করিয়া একবার তাঁহাকে দর্শন দিয়া চরিতার্থ করুন।"

বিশ্বম্ভর শ্রীবাসকে সঙ্গে লইয়া অদ্বৈতের বাটী গমন করিলেন, দেখিলেন তিনি মূর্চ্ছাগত, ভূমিতে পতিত আছেন। প্রভু আচার্য্যকে ডাকিয়া কহিলেন, "আচার্য্য! উঠ উঠ, আমি বিশ্বম্ভর।" অপরাধী আচার্য্য প্রভুর দৈন্যে ও সৌজন্যে লজ্জায় একবারে ম্রিয়মান হইলেন। আচার্য্যের উত্তর না পাইয়া প্রভু পুনরায় ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার কোন চিন্তা নাই, উঠিয়া আপন কার্য্য কর।" আচার্য্য তখন অতি দীনভাবে বলিলেন, "প্রভো, আমার ন্যায় হতভাগ্য জগতে নাই। তুমি যাহাদিগকে দৈন্য দিয়াছ তাহারা তোমার সেবা করে ও নিশ্চিন্ত থাকে, আমাকে তুমি ভক্তি ও গৌরব করিয়া আমার হৃদয় অহঙ্কারপূর্ণ করিয়াছ। প্রভো, তুমি আমার সর্ব্বস্ব, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে দীনতা দেও, যেন তোমার চরণে থাকিতে পারি।" তখন প্রভু কহিলেন, "কৃষ্ণ নিজ দাসকে অপরাধী দেখিলে দণ্ড দিয়া থাকেন।"

নিমাইয়ের যখন ভগবদ্‌ভাব হইত তখন সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিতেন, কিন্তু অপ্রকাশ অবস্থায় তিনি কাহাকেও প্রণাম করিতে দিতেন না। যদি কেহ তাঁহাকে প্রণাম করিত, তিনিও তাঁহাকে প্রণাম করি-

তেন। এজন্য কেহ বড় আর তাঁহাকে প্রণাম করিত না। অপ্রকাশ অবস্থায় নিমাই অতি দীন, তাঁহার ন্যায় দীন যেন ত্রিজগতে আর নাই। কৃষ্ণ প্রতি কিরূপে তাঁহার ভক্তি আসিবে, তাহাই যাহাকে পাইতেন জিজ্ঞাসা করিতেন। এই অপ্রকাশ সময়ে এক দিবস এক বৃদ্ধা মান্যা ব্রাহ্মণ-নারী নিমাইকে প্রণাম করিয়া বলিল, "তুমি ভগবান্, আমাকে উদ্ধার কর।"

ইহাতে নিমাই স্তম্ভিত হইলেন, তাঁহার পূর্ণচন্দ্র সদৃশ বদন জ্যোতির্হীন হইয়া গেল। বিষাদিত-হৃদয়ে প্রাণত্যাগে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া তীরবৎবেগে ছুটিয়া গঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিলেন। ভক্তগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন। কিন্তু প্রভু স্নানার্থে গঙ্গায় যাইতেছেন ও ঝম্প প্রদান করিয়া জলে পতিত হইয়াছেন, এক্ষণেই উঠিবেন ভাবিয়া ক্ষণেক স্থির থাকিয়া যখন দেখিলেন প্রভু উঠিলেন না, তখন সকলে জলে নামিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া সকলে ক্রন্দন করিতে লাগিল। এই সংবাদ মুহূর্ত্তমধ্যে চতুর্দ্দিক রাষ্ট্র হইল। শচীদেবী বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে জলে ঝম্প প্রদানে উৎযোগী হইয়াছেন দেখিয়া নিত্যানন্দ সকলকে আশ্বস্ত করিয়া স্বয়ং জলে নামিলেন এবং অনেক অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে তীরে উঠাইলেন।

ক্ষণপরে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে কহিলেন "শ্রীপাদ! ব্রাহ্মণ-নারী আমাকে কৃষ্ণ সম্বোধনপূর্ব্বক প্রণাম করিল, ইহাতে আমি শ্রীকৃষ্ণের নিকট অপরাধী হইলাম। আমার এ অপরাধ-যুক্ত জীবন রাখিয়া পরিতপ্ত হইবমাত্র। এই বলিয়া তিনি একান্ত কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। দুই তিন দিবস রোদন করিয়া পরে প্রভু ক্ষান্ত হইলেন।

শ্রীবাসের বাটীতে যে মহাপ্রভুর কীর্ত্তন হইত অনেকেই ইহার বাদী ছিল। চাপাল গোপাল নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এজন্য শ্রীবাসকে বড় ঘৃণা

করিত। শ্রীবাসকে দুঃখ দিবার জন্য এক দিন নিশিযোগে শ্রীবাসের ভিতর আঙ্গিনায় কীর্ত্তন হইতেছে জানিয়া বহির আঙ্গিনায় মদ্যপায়ী তান্ত্রিকগণের পূজার উপযোগী সজ্জা করিয়া রাখিলেন। প্রাতঃকালে বহির আঙ্গিনায় এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া শ্রীবাস পাড়ার লোককে দেখাইলেন। পরে ইতর জাতি দ্বারা সেই স্থান পরিষ্কার করাইয়া লইলেন। ক্রমে এই চাপাল গোপালের কুষ্ঠ ব্যাধি হইল। ব্যাধি যত বাড়িতে লাগিল, চাপালের পুত্র পরিবার বাহিরে একখানি চালায় তাহাকে থাকিবার স্থান করিয়া দিল। চাপালের স্ত্রী নাসিকায় বস্ত্র দিয়া চাপালকে মুষ্টি-পরিমিত অন্ন দিয়া পলাইতেন। চাপাল স্ত্রীর প্রতি বড় অত্যাচার করিতেন। এক্ষণে স্ত্রীকর্ত্তৃক ঘৃণা-সহকারে প্রদত্ত অন্ন ভক্ষণ করিয়া মনোদুঃখে গঙ্গাতীরে গিয়া উপবিষ্ট থাকিতেন। নিমাই দয়া করিলে সর্ব্বব্যাধি আরোগ্য করিতে পারেন শ্রবণ করিয়া একদিবস চাপাল স্নানার্থে আগত নিমাইকে কহিল, "নিমাই! তুমি আমার দেশের লোক, এক গ্রামে বাস, তোমার শুনিতে পাই রোগ আরাম করিবার অসাধারণ ক্ষমতা আছে, তুমি আমাকে আরাম করিয়া দেও না?"

নিমাই দীনভাবে থাকিলে তাহাকে করযোড়ে বলিতেন, "আমি সামান্য লোক, আমার প্রতি এরূপ বাক্য, আমাকে অপরাধী করা মাত্র।" কিন্তু নিমাই তখন ভগবদ্ভাবে ছিলেন, সুতরাং তাহাকে কহিলেন, "দুরাচার ব্রাহ্মণ! তুমি বৈষ্ণবের নিন্দা করিয়া থাক। আমি ভক্তদ্রোহীর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করি না। তোমাকে এখনও অনেক দুঃখ পাইতে হইবে।" এই বলিয়া নিমাই প্রস্থান করিলেন। অতঃপর চাপাল গোপাল কাশীধামে বিশ্বেশ্বর দেবের নিকট হত্যা দিয়া স্বপ্ন প্রাপ্ত হয়েন যে,নবদ্বীপের শচীপুত্র গৌরাঙ্গ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁহার শরণাগত হইলে রোগমুক্ত হইবে। অনন্তর গৌরাঙ্গ-আদেশে তিনি শ্রীবাসের পাদোদক পান করিয়া ব্যাধিমুক্ত হয়েন এবং সেই অবধি পরম গৌরভক্ত হন।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড় কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। তিনি প্রতিদিন ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল দ্বারা অন্নপাকপূর্ব্বক উহা শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিতেন এবং সেই প্রসাদভক্ষণে জীবনধারণ করিতেন। একদা ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলের ঝুলি স্কন্ধে লইয়া সংকীর্ত্তনরঙ্গে মত্ত ছিলেন, এমন সময়ে গৌরাঙ্গ তাঁহার ঝুলি হইতে তণ্ডুল লইয়া চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারী ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। সেই ক্ষোভশান্তির জন্য গৌর তাঁহার অন্ন খাইবেন এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শুক্লাম্বর এই সংবাদে ভীত ও আনন্দিত হইলেন। গৌর সৎব্রাহ্মণ-পুত্র, তিনি তাঁহার বাটীতে কি প্রকারে ভোজন করিবেন ? এজন্য তিনি গৌরাঙ্গের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া কহিলেন, "প্রভো! আমি অন্ন ব্যঞ্জন করিয়া তোমাকে ভোজন করিতে দিব, ইহা আমার সাহস হয় না।" গৌরাঙ্গ তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না, তখন শুক্লাম্বর ভক্তগণের পরামর্শে উদ্যোগী হইলেন। স্নান অন্তে পবিত্র হইয়া শুক্লাম্বর অন্ন চড়াইলেন, তাহার ভিতর একখণ্ড গর্ভথোড় ছাড়িয়া দিলেন। তিনি আর সে হাড়ী স্পর্শ না করিয়া মনে মনে লক্ষ্মীদেবীর চরণ ধ্যান করিতে লাগিলেন।

প্রভু নিত্যানন্দ সহ স্নানান্তে শুক্লাম্বর-গৃহে গিয়া ভোজনে উপবিষ্ট হইলেন। প্রভু ভোজন করিয়া কহিলেন, "এরূপ মিষ্ট অন্ন আমি কখন ভোজন করি নাই ও থোড় যে এমন মধুর হয়, তাহা জানিতাম না।" প্রভুদ্বয় ভোজন করিয়া উঠিলে, ভক্তগণ উচ্ছিষ্টান্ন কাড়া কাড়ি করিয়া ভোজন করিলেন। অতঃপর তাঁহারা গঙ্গার তীরবর্ত্তী কক্ষে শয়ন করিলেন। তাঁহাদের সহিত বিজয় নামে কায়স্থ-বংশোদ্ভব জনৈক ব্যক্তি শয়ন করিলেন। বিজয়ের হস্তাক্ষরের ন্যায় নবদ্বীপে কাহারও হস্তাক্ষর ছিল না। বিজয় প্রভুর অনেক পুস্তক লিখিয়া দিয়াছিলেন। বিজয় নিদ্রিত হইলে গৌরাঙ্গ তাঁহার শ্রীহস্ত বিজয়ের বুকের উপর রাখিলে তাঁহার নয়ন উন্মীলিত হইল। তখন বিজয় দেখিল বক্ষঃস্থিত গৌরের হস্ত চিন্ময় ও তাহা অঙ্গুরীয়ক

খচিত। দেখিয়াই তিনি বাহ্য হারাইলেন। তখন প্রভু কহিলেন, "শুক্লাম্বরের বাটীতে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন, বোধ হয় বিজয় তাঁহাকেই দেখিয়া থাকিবে। আর তাহাও যদি না হয়, তবে ইহা গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য বলিতে হইবে।" যদিও গৌরাঙ্গ আপন কার্য্য গোপন করিলেন, কিন্তু ইহা যে কাহার মাহাত্ম্য, তাহা আর ভক্তগণের বুঝিতে বাকী রহিল না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

——(:-*:)——

নিমাইয়ের রমণীবেশে নৃত্য।

এক দিবস নিমাই ভক্তগণ সহ বলিলেন, "এস আমরা এক দিবস অঙ্ক বন্ধনপূর্ব্বক সাজিয়া গুজিয়া নাচিয়া গাহিয়া কৃষ্ণলীলার রসাস্বাদন করি।" এই বলিয়া প্রভু, বুদ্ধিমন্ত খাঁ ও সদাশিব নামক দুই প্রিয় শিষ্যের প্রতি সাজ সজ্জার ভার অর্পণ করিলেন। প্রভুর মেসো চন্দ্রশেখর আচার্য্যের বাড়ী এই লীলার স্থল নির্দ্ধারিত হইল। চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়ী মনোনীত করার কারণ আর কিছু নয়, নিমাইয়ের মাতা শচীদেবী ও স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া তাহা হইলে অক্লেশে গিয়া সেই লীলা দর্শন করিতে পারিবেন।

কৃষ্ণলীলায় কি কি হইবে তাহা ভক্তগণ আগ্রহ-সহকারে জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু কহিলেন, "আমি সেখানে রমণীবেশে নৃত্য করিব এবং তোমাদের কেহ বা নারদ, কেহ বা কোতয়াল, কেহ বা তলবুড়ী, কেহ বা সখী ইত্যাদি সজ্জা করিয়া সকলকে অভিনয় দেখাইবে।"

সমুদ্র মন্থনের পর শ্রীকৃষ্ণ মোহিনী-মূর্ত্তি ধারণ করিলে মহাদেব সেই মূর্ত্তি দেখিয়া উন্মত্ত হইয়াছিলেন। অদ্বৈত মহাদেবাবতার, স্বয়ং নিমাই রমণীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নৃত্য করিবেন, এজন্য অদ্বৈত আচার্য্যকে পরিহাস করিবার ছলে বলিলেন, "আমি রমণীমূর্ত্তিতে নৃত্য করিব বটে, কিন্তু যিনি

জিতেন্দ্রিয়; তিনি ব্যতিত কেহ সেখানে যাইতে পারিবেন না। প্রভু লক্ষ্মী-দেবীর বেশ ধারণ করিয়া নৃত্য করিবেন ইহা শুনিয়া ভক্তগণ বড়ই আহ্লা-দিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে প্রভু যে অজিতেন্দ্রিয়তা সম্বন্ধে কথা কহি-লেন, তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই বিষাদিত হইলেন এবং অদ্বৈত প্রভু কহিলেন, "আমি ত অজিতেন্দ্রিয়, তবে আমার আর সেখানে যাইবার প্রয়োজন নাই।" শ্রীবাসও সেই কথায় সায় দিলেন, তখন প্রভু বড় ফাঁপরে পড়িলেন। যে কৌতুক করিবার অভিপ্রায়ে তিনি কথাটী বলি-লেন, সেই কথাই সত্য অবধারণপূর্ব্বক অদ্বৈত একবারে লীলাস্থলে যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "তোমরাই যদি না যাও, তবে আর নৃত্য কাহাকে লইয়া হইবে?" এই বলিয়া প্রভু কহিলেন, "তোমাদের অদ্য কোন ভয় নাই, আমার বরে তোমরা জিতে-ন্দ্রিয় হইবে।" প্রভুবাক্যে সকলেই তখন উল্লাসিত হইলেন। গণসহ বিশ্বম্ভর তখন চন্দ্রশেখরের বাটী গমন করিলেন। এদিকে শচী, বিষ্ণু-প্রিয়া ও আত্মীয় স্বজনবর্গের পরিবারগণ প্রভুর নৃত্য দেখিবার জন্য ভাগ্য-বান্ চন্দ্রশেখরের বাটী উপনীত হইলেন। বৈষ্ণবগণ উপবিষ্ট হইলে প্রভু যাহাকে যে অভিনয় করিতে হইবে, তাহাকে তাহার উপযুক্ত সাজে সজ্জীভূত হইবার আদেশ করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো! আমাকে কি সজ্জা করিতে হইবে?" প্রভু কহিলেন, "তুমি ইচ্ছানুরূপ সাজ সাজিবে।"

প্রথমতঃ মুকুন্দ, রামকৃষ্ণ, নরহরি, গোপাল এবং গোবিন্দ এই পাঁচ-জনে মঙ্গল গীত গাহিলেন। তদনন্তর হরিদাস নাসিকাপ্রান্তে প্রকাণ্ড গুম্ফ ও মস্তক শিরস্ত্রাণে সুশোভিত হইয়া হস্তে যষ্টিগ্রহণপূর্ব্বক রঙ্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ইঁহাদিগকে কাহার কি বলিতে হইবে, তাহা কেহ শিক্ষা দেয় নাই। গৌর-প্রেমে রঙ্গমধ্যে আবির্ভূত হইলে, যাহার যাহা বক্তব্য স্বতই তাহার তাহা মুখবিনির্গত হইতে লাগিল। হরিদাস রঙ্গ-ভূমিতে

প্রবিষ্ট হইয়াই কহিতে লাগিলেন, "হে ভ্রাতৃবৃন্দ! অদ্য জগৎ-প্রাণধন বিশ্বম্ভর শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীর বেশধারণপূর্ব্বক মধুর নৃত্য করিবেন, তোমরা সকলে কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ সেব, ও কৃষ্ণ নাম বল।" এই বলিয়া যষ্টিহস্তে গোঁফ মোড়া দিতে দিতে, এদিক ওদিক বিচরণ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে শ্রীবাস নারদ-সাজে সজ্জিত হইয়া সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার দীর্ঘ ও পক্ক দাড়ি, সর্ব্বগাত্রে ফোঁটা, হস্তে কুশ এবং বীণা। শ্রীবাস যখন সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন তখন তাঁহার এমন সুন্দর বেশ হইয়াছিল যে, কেহই আর শ্রীবাস বলিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। নারদকে দেখিয়া অদ্বৈত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? এবং কি জন্যই বা এখানে আগমন করিয়াছ?" নারদ-বেশধারী শ্রীবাস উত্তর দিলেন, "আমি শ্রীকৃষ্ণের গায়ক, নাম নারদ। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিয়া আমি বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণ দর্শনে গমন করিলাম। তথায় শুনিলাম বৈকুণ্ঠবিহারী শ্রীহরি এক্ষণে নবদ্বীপে আছেন। বৈকুণ্ঠের ঘর দ্বার সমস্তই শূন্য দেখিলাম। এজন্য কৃষ্ণ স্মরণপূর্ব্বক আমি নবদ্বীপে আগমন করিলাম। শুনিয়াছি অদ্য এই স্থানে প্রভু লক্ষ্মীদেবীর বেশ ধারণপূর্ব্বক নৃত্য করিবেন, এজন্য আমি এই সভাস্থলে আগমন করিয়াছি।" সকলে নারদোক্ত বাক্যাবলী শ্রবণগোচর করিয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। শচীদেবী নারদবেশী শ্রীবাস দর্শনে চিনিতে না পারিয়া মালিনীকে জিজ্ঞাসিলেন, "ইনি কি তোমার পতি শ্রীবাস?" মালিনী সম্মতি-জ্ঞাপক উত্তর প্রদান করিলে শচীদেবী অতীব বিস্মিতা ও মূর্চ্ছিতা হইলেন। গৃহাভ্যন্তরে ও গৃহবহির্ভাগে যত নরনারী উপবিষ্ট, সকলেই কৃষ্ণপ্রেমে বাহ্য হারাইয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন।

সাজগৃহে নিমাই রুক্মিণী সজ্জা করিতে করিতে রুক্মিণী-ভাবে বিভোর। তাঁহারও বাহ্য নাই। তিনি আপনাকে বিদর্ভ-নৃপালসুতা জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণকে পত্র লিখিতেছেন, নয়নজল তাঁহার মসী, পৃথ্বীতল পত্র, ও অঙ্গুষ্ঠ

লেখনী হইল। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে মিনতি করিয়া লিখিলেন, কল্য আমার বিবাহের দিন স্থিরীকৃত হইয়াছে, সুতরাং আপনি যদি সৈন্যসামন্ত সহকারে এখানে আগমনপূর্ব্বক আমার উদ্ধারসাধন না করেন, তবে আমি শিশু-পালকরে অর্পিত হইব। হে ভগবন্! তুমি চেদিসৈন্য মন্থনপূর্ব্বক তোমার বনিতাকে গ্রহণ করিবে। এখানকার কুলধর্ম্ম এইরূপ যে, বিবাহের পূর্ব্ব দিনে নববধূ ভবানীর পূজা করিবার জন্য তাঁহার মন্দিরে গমন করিয়া থাকে। তুমি সেই অবসরে আমাকে হরণ করিবে। এ রূপ পত্র লিখিয়া তিনি পত্রবাহক ব্রাহ্মণকে শ্রীকৃষ্ণস্থানে প্রেরণ করিলেন। প্রভুর রুক্মিণী-আবেশে উক্ত মর্ম্মস্পৃক বাক্য শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সকলেই হাস্য, ক্রন্দন ও হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। হরিদাস গোফ মোড়া দিতে দিতে চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছেন ও নারদবেশী শ্রীবাস নৃত্য করিতেছেন। ইতিমধ্যে গদাধর রাধিকাবেশে, নিত্যানন্দ বড়াই-সাজে সুপ্রভা সখীকে লইয়া রঙ্গে প্রবেশ করিলেন। হরিদাস তাঁহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন "তোমরা কাহারা ?"

বড়াই। আমরা মথুরা গমন করিতেছি।

নারদ। তোমার সঙ্গে দুটী কাহার বনিতা ?

বড়াই। সে সংবাদে তোমার প্রয়োজন কি ?

এইরূপ উত্তর-প্রত্যুত্তর হইতেছে এমন সময় অদ্বৈত কহিলেন, "পরনারী মাতৃসম, উঁহাদিগকে লজ্জা দিবার প্রয়োজন নাই।" অনন্তর তিনি বড়াইকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "আমাদের ঠাকুর বড় নৃত্য-গীত-প্রিয়। তোমরা এইখানে নৃত্য করিলে প্রচুর অর্থ পাইবে।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রমা-বেশে গদাধর মধুর নৃত্য করিলেন। অনুচরগণ সময়োচিত গান গাহিতে লাগিল।

গদাধর নিমাইয়ের ন্যায় গৌরবর্ণ ছিলেন। তাঁহার চেহারাও নিমাই-

য়ের ন্যায় মধুর। তিনি যখন রমাবেশে নৃত্য করিলেন, তখন যে প্রেম-তরঙ্গ উত্থিত হইল, তাহাতে সেই সভা মধ্যে ক্রন্দন করেন নাই, এমন লোকই ছিল না। গদাধরের নয়ন বহিয়া প্রেমনদী প্রবাহিত হইয়া পৃথিবী সিক্ত হইতে লাগিল। হরিধ্বনি সহকারে বৈষ্ণবগণ ক্রন্দন ও কোলাহল করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে প্রভু বিশ্বম্ভর আদ্যাশক্তির বেশধারণ পূর্ব্বক সভায় আগমন করিলেন। বড়াই-বুড়ী বেশে নিত্যানন্দ তাঁহার অগ্রে অগ্রে উপস্থিত হইলেন। যে নিমাইয়ের সাধারণ রূপ দেখিয়া সকলে মোহিত হইত, সেই নিমাই এক্ষণে ভগবতী সাজিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিলে আর নিমাই বলিয়া বোধ হয় না। বস্তুত নারীবেশে নিমাইকে দেখিয়া সকলে ভাবিতে লাগিলেন, এরূপ রূপবতী স্ত্রী কে? ইনি কি কমল, সিন্ধু হইতে উত্থিত হইলেন, অথবা ইনি শ্রীরাম গৃহিণী জানকী বা মহেশ্বরী পার্ব্বতী? যাহারা সতত প্রভুর সহিত একত্র শয়ন ও উপবেশন করে কিম্বা যাহারা সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া আসিযাছে, তাহারাও প্রভুকে এ বেশে চিনিতে পারিল না। কৃপা সিন্ধু বিশ্বম্ভর জগৎজননী-আবেশে নর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। অনুচরগণ সময়োচিত মধুময় গীত গাহিল। প্রভু নর্ত্তন করিতে করিতে আপনার অনন্তশক্তি প্রকাশ করিলেন; তখন সকলে দেখিল, তিনি কখন বা কৃষ্ণ হইয়া নৃত্য করিতেছেন, কখন রুক্মিণী রূপে, কখন মূর্ত্তিমতী গঙ্গা মূর্ত্তিতে, এইরূপ বিভিন্ন শক্তিতে বিভিন্ন মূর্ত্তি অবলম্বনে নৃত্য করিতেছেন, আর নিত্যানন্দ বড়াই সাজে প্রভুর হস্ত ধারণপূর্ব্বক নাচিতেছেন। এইরূপ নাচিতে নাচিতে নিত্যা-নন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিসাৎ হইলেন, অমনি তাঁহার বড়াই সজ্জা অন্তর্হিত হইল। তখন নিমাই মহালক্ষ্মীভাবে গোপীনাথকে ক্রোড়ে লইয়া খট্টো-ঙ্কোপরি উপবিষ্ট হইলেন। সকলে করযোড়ে সেই জগজ্জননীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। নিমাইয়ের আদেশে সকলে মহামায়ার স্তব আরম্ভ করিল ঃ—

"জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মা কোটীশ্বরী।
তুমি যুগে যুগে ধর্ম্ম রাখ অবতরি॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তোমার মহিমা।
বলিতে না পারে অন্যে কিবা দিবে সীমা॥
জগৎ স্বরূপ তুমি, তুমি সর্ব্বশক্তি।
তুমি শ্রদ্ধা, দয়া, লজ্জা, তুমি বিষ্ণু-ভক্তি॥
যত বিদ্যা সকল তোমার মূর্ত্তিভেদ।
সর্ব্ব প্রকৃতির শক্তি, তুমি কহে বেদ॥
সর্ব্বাশ্রয়া তুমি, সর্ব্ব জীবের বসতি।
তুমি আদ্যা অবিকারা পরমা প্রকৃতি॥
জগৎ জননী তুমি দ্বিতীয় রহিতা।
মহীরূপে তুমি সর্ব্ব জীবপাল-মাতা॥
জলরূপে তুমি সর্ব্ব জীবের জীবন।
তোমা সঙরিলে খণ্ডে অশেষ বন্ধন॥
সাধুগণ গৃহে তুমি লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
অসাধুর ঘরে তুমি কালরূপাকৃতি॥
তুমি সে বরাহ জগতের সৃষ্টি স্থিতি।
তোমা না ভজিলে পায় ত্রিবিধ দুর্গতি॥"

স্তবপাঠ সমাপ্ত হইলে সকলেই তাঁহার শরণ লইল। সকলেই এক-বাক্যে বলিতে লাগিল, "মাতঃ! আমাদের প্রতি শুভদৃষ্টি কর, যেন তোমার পদে আমাদের মতি থাকে।" চন্দ্রশেখরের ভবন আনন্দপূর্ণ হইল। এমন সময় রাত্রি প্রভাত হইল। তখন জগজ্জননী সকলকে ধরিয়া স্তন্যপান করাইলেন। স্তন্যপানে সকলে স্নিগ্ধ হইয়া যে যাহার গৃহে চলিয়া গেল।

নিমাইয়ের এই অদ্ভুত শক্তিপ্রভাবে সেই খট্টার উপরিস্থ স্থান জ্যোতি-র্ম্ময় হইয়াছিল। এই জ্যোতিঃ সপ্ত দিবস যাবৎ দেখা গিয়াছিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

-০ঃ*ঃ০-

অদ্বৈতের শাস্তি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অদ্বৈত গৌরাঙ্গের প্রধান ভক্ত ছিলেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তিনি গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে যেরূপ কথা বলিতেন তাহাতে গৌর ভক্তগণের অনেকেরই সন্দেহ হইত যে, অদ্বৈত গৌরাঙ্গভক্ত নহেন। অপরের কথা কি, স্বয়ং শ্রীবাস এক দিন প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "প্রভো! অদ্বৈত কি তোমার ভক্ত?" তাহাতে প্রভু বলিয়াছিলেন, "অদ্বৈতের মত ভক্ত ত্রিলোকে আর নাই।" অদ্বৈত গৌরভক্ত হইলেও তাহার এক মহৎ কষ্টের কারণ এই ছিল যে, গৌরাঙ্গ অদ্বৈতকেও ভক্তি করিতেন, এবং তাঁহার পদধূলিও গ্রহণ করিতে ছাড়িতেন না। আবার অদ্বৈত চরণধূলি না দিলেও গৌর বলপূর্ব্বক তাহা লইতেন। অদ্বৈত তাঁহার সহিত বলে পারিতেন না। এক দিন অদ্বৈত ভাবিলেন, "আমি বিশ্বম্ভরের সহিত বলে পারি না, সে বলপূর্ব্বক আমার চরণধূলি গ্রহণ করে। আচ্ছা, আমার সম্বল ভক্তিবল, দেখি এই ভক্তিবলে বিশ্বম্ভরকে ক্রয় করিতে পারি কি না? ভৃগুকে জয় করিয়া উঁহার স্পর্দ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে। সেই ভৃগুর ন্যায় আমার শত শত শিষ্য আছে। আমি বিশ্বম্ভরের এমন ক্রোধ উৎপাদন করিব যে, তিনি স্বহস্তে আমার শাস্তি করিতে বাধ্য হইবেন।" প্রভু মানবহৃদয়ে ভক্তিপ্রদান করিবার নিমিত্ত অবতার হইয়াছেন, সেই

ভক্তি আমি আর মানিব না, তাহা হইলে কাজেই প্রভু আমাকে দণ্ড দিবেন।" এইরূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়া অদ্বৈতাচার্য্য হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুরে নিজবাটী গমন করিলেন।

শান্তিপুরে নিজবাটী আসিয়া অদ্বৈত শিষ্যগণকে যোগবাশিষ্ঠ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনি বুঝাইয়া দিলেন, "জ্ঞানই মনুষ্যের লোচন ও বিষ্ণুভক্তি দর্পণ, সুতরাং যাহার জ্ঞান নাই তাহার দর্পণে কি প্রয়োজন?" অদ্বৈতের এই সকল ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া হরিদাস অটল অচল রহিলেন। কিন্তু অদ্বৈতের অনেক শিষ্য তাহাতে টলিল।

অন্তর্যামী ভগবান্ গৌরচন্দ্র ইহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি একদিন নিত্যানন্দকে কহিলেন, "শ্রীপাদ! চল অদ্য একবার শান্তিপুর আচার্য্যের বাড়ী গমন করি।" নিত্যানন্দ তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। মাতার নিকট অনুমতি লইয়া উভয়ে যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে গঙ্গাতীরবর্ত্তী ললিতপুর নামক গ্রামে গঙ্গার উপকূলে একখানি ঘর দেখিয়া প্রভু নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাসাটী কাহার?" নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন, "একটী সন্ন্যাসী ঐ গৃহে বাস করেন।" প্রভু কহিলেন, "যদি বা এদিকে আসিলাম, তবে চলুন সন্ন্যাসীকে একবার দর্শন করিয়া যাই।" উভয়ে সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিলেন, "ধন, বংশ, সুবিবাহ ও বিদ্যালাভ হউক।"

নিমাই কহিলেন, "গোসাঞি, আপনি এ কি আশীর্ব্বাদ করিলেন? ধন, বংশ ইত্যাদি সকলই অচিরস্থায়ী; তাহা লইয়া কি হইবে? আশীর্ব্বাদ করুন যেন শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহভাগী হই। বিষ্ণুভক্তি অক্ষয় ও অব্যয়, সুতরাং সে আশীর্ব্বাদ না করিয়া ধন, বংশ ইত্যাদির আশীর্ব্বাদ করা আপনার উপযুক্ত হয় নাই।"

সন্ন্যাসী ইহাতে একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "পূর্ব্বে যে শুনিয়াছি 'ভাল বলিলে লোকে ঠেঙ্গা মারিতে আইসে' তাহাই দেখিতেছি এই

ব্রাহ্মণ-কুমার। আমি পরম সন্তোষ সহকারে তোমার ধন প্রাপ্তির আশী-র্ব্বাদ করিলাম, আর তুমি কি না আমার প্রতি দোষারোপ করিলে? কি জন্যই বা আমি দোষের ভাগী হইলাম? পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া যাহার উত্তম কামিনীর সহিত বিবাহ না হইল, তাহার সুখ কোথায়? যাহার ধন নাই সে কি প্রকারে জীবন ধারণ করিবে? শুদ্ধ বিষ্ণুভক্তি-দ্বারা জীবনধারণ হয় না।" প্রভু সন্ন্যাসীর বচন শ্রবণ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, "লোক নিজ কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করে। লোকে ধন, বংশ কামনা করে বটে কিন্তু তাহার ধনক্ষয় বংশ-নাশও ত হয়? রোগের কামনা কেহ না করিলেও রোগ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়।" সন্ন্যাসী নিমাইয়ের কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "আমি বাল্যাবধি সন্ন্যাসী হইয়া কত দেশ, কত তীর্থ পর্য্যটন করিলাম, আমি ভাল মন্দ কিছু বুঝিলাম না, এখন একজন দুধের বালক আমাকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে আসিল?"

নিত্যানন্দ সন্ন্যাসীকে ক্রোধ কবিতে দেখিয়া কহিলেন, "বালকের সহিত আপনার বিচারে প্রয়োজন নাই, আপনাকে দর্শন মাত্রই আমি আপনার মহিমা বুঝিয়াছি।" নিতাইয়েব প্রবোধবাক্যে শান্ত হইয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "ভাগ্যক্রমে যদি আজ শুভ আগমন হইয়াছে, তবে অদ্য এই স্থানেই অবস্থিতি করুন।" নিতাই কহিলেন, "আমাদের স্থানান্তরে বিশেষ প্রয়োজন, এজন্য আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। যদি দুঃখিত হয়েন, তবে না হয় কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইয়া দিন।"

সন্ন্যাসীর স্ত্রী দিব্য ফলমূল কাটিয়া উভয়কে আহার করিতে দিলেন। স্নান সমাপনান্তে নিতাই ও নিমাই আহারে বসিয়াছেন এমন সময়ে বামাপন্থী সেই সন্ন্যাসী ইসারা দ্বারা নিত্যানন্দকে আনন্দ দিবার অভি-প্রায় জানাইলেন। সন্ন্যাসীর স্ত্রী, নবীন প্রিয়দর্শন সন্ন্যাসিদ্বয়ের পাছে ভোজনে ব্যাঘাত হয়, এজন্য সন্ন্যাসীকে ভিতরে আহ্বান করিলেন। প্রভু

ইত্যবকাশে নিত্যানন্দের নিকট আনন্দ কি পদার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন; নিত্যানন্দ বহুদেশ পর্য্যটনপূর্ব্বক বহুপ্রকারের সন্ন্যাসী দেখিয়াছেন, সুতরাং আনন্দ অর্থে মগু তাহা সহজেই বুঝিয়া প্রভুকে জানাইলেন। প্রভু শ্রবণমাত্র বিষ্ণু বিষ্ণু রব করিয়া আচমনপূর্ব্বক সন্ন্যাসীর আগমনের পূর্ব্বেই তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পাছে সন্ন্যাসী তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ পায়, এই ভয়ে তাঁহারা উভয়ে গঙ্গাগর্ভে ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক সন্তরণ দ্বারা শান্তিপুর উত্তীর্ণ হইবেন স্থির করিলেন। কিয়দ্দূর যাইতে যাইতে নিমাই-য়ের ভগবদ্ভাব উদিত হইল। তদীয় অঙ্গজ্যোতিতে গঙ্গার নির্ম্মল সলিলে যেন সহস্র দীপশোভা প্রতিবিম্বিত হইল। তখন নিমাই নিত্যা-নন্দকে কহিলেন, "নাড়া পুনরায় শান্তিপুরে গিয়া জ্ঞান ব্যাখ্যা করিতেছে, আর ভক্তি মানে না, অদ্য তাহার শাস্তি-প্রদান করিব।" নিত্যানন্দ শান্তিপুর গমনের কারণ জানিতেন না, এক্ষণে নিমাইমুখে তাহা অবগত হইলেন। এইরূপে উভয়ে শান্তিপুরে অদ্বৈতের ঘাটে উঠিলেন। তাঁহারা সেই আর্দ্রবসনে আচার্য্যবাটীতে উপনীত হইয়া দেখিলেন, তিনি দুই তিনটী শিষ্যকে জ্ঞানযোগ ব্যাখ্যা করিয়া দিতেছেন। প্রভুর আগমন হইতেছে তাহা অগ্র হইতেই অদ্বৈত বুঝিতে পারিয়া প্রভু-কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইবার অভিলাষেই শিষ্যগণকে জ্ঞানযোগ বুঝাইয়া দিতেছেন। নিমাই ও নিত্যানন্দ অদ্বৈতের গৃহে দণ্ডায়মান। হরিদাস প্রণাম করিলেন। অদ্বৈতের পুত্র অচ্যুতও প্রণাম করিল। প্রভু তাঁহাদিগকে লক্ষ্যও করি-লেন না। তখনও নিমাইয়ের ভগবদ্-ভাব আছে। তাঁহার দেহজ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিয়া সকলে ভীত হইলেন। বিশ্বম্ভর তখন কর্কশস্বরে অদ্বৈতকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন "হা রে নাড়া! বল্ দেখি, ভক্তি ও জ্ঞান এত-দুভয়ের মধ্যে কোন্‌টী বড়?" অদ্বৈত একটুও চিন্তিত না হইয়া কহিলেন, "জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান না থাকিলে ভক্তিতে কি প্রয়োজন?" ক্রোধ-বিকম্পিতকলেবর বিশ্বম্ভর তৎক্ষণাৎ বলপূর্ব্বক তাঁহাকে আঙ্গিনায় আন-

য়ন করিয়া মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন। হরিদাস, অচ্যুত প্রভৃতি সকলে হতস্তম্ভ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। অদ্বৈত-গৃহিণী সকল জানিয়াও পতি-দুঃখে উৎকণ্ঠিতা হইয়া নিমাইকে বলিতে লাগিলেন, "বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রাণ যায় দেখি, কি নিমিত্ত বৃদ্ধকে এত প্রহার করিতেছ? তোমরা সকলে বৃদ্ধের প্রাণ রক্ষা কর! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে মারিয়া ফেলিবে নাকি? মারিলেও কি তুমি পরিত্রাণ পাইবে? এ ত অরাজক রাজ্য নয়।"

নিমাই অদ্বৈতগৃহিণী সীতাদেবীর বাক্যে কর্ণপাতও না করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন সহকারে বলিতে লাগিলেন, "হা রে নাড়া! তুই ভক্তিদ্বারা আরাধনা করিয়া আমাকে অবতাররূপে অবতারিত করিলি, আবার এক্ষণে ভক্তি লুকাইয়া জ্ঞান ব্যাখ্যা করিতেছিলি। ইহাই যদি তোর মনে ছিল, তবে কি জন্য আমাকে প্রকাশ করিলি?"

অদ্বৈত যতই প্রহার খাইতেছেন, ততই তাঁহার হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হইতেছে। প্রহারে তাঁহার অনুমাত্র ব্যাথা লাগে নাই। ক্রমে যখন অদ্বৈত প্রেমসিন্ধুনীরে সন্তরণ দিতে লাগিলেন, তখন বিশ্বম্ভর তাঁহাকে ছাড়িয়া পিঁড়ায় উপবিষ্ট হইলেন। অদ্বৈত মহানন্দে আঙ্গিনায় নৃত্য করিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন, "আমি যে অপরাধ করিয়াছিলাম তাহাতে প্রভু যে অল্পে অল্পে নিষ্কৃতি দিয়াছেন ইহাই আমার পরম ভাগ্য।" এই বলিয়া অদ্বৈত প্রভুর চরণে নিপতিত হইলেন। প্রভু তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন অদ্বৈতের গৃহিণী, নিত্যানন্দ, হরিদাস সকলে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত-ভবন প্রেমানন্দে পূর্ণ হইল।

অতঃপর সকলে মিলিত হইয়া গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। নিমাই সীতাদেবীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "মা! বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য কর।" গঙ্গায় নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, নিমাই ও হরিদাস চারিজনেই জলক্রীড়া করিলেন। স্নানান্তে বাটী আসিয়া একেবারে

ঠাকুরবাড়ী গিয়া রাধাকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। অদ্বৈত নিমাইয়ের চরণ-তলে পড়িলেন ও হরিদাস অদ্বৈতের চরণে লুণ্ঠিত হইলেন।

নিতাই অদ্বৈতকে চরণতলে দেখিয়া কুণ্ঠিত হইলেন এবং শ্রীবিষ্ণু বলিয়া উঠিলেন। অনন্তর সকলে ভোজনগৃহে গিয়া পরমানন্দে ভোজন করিলেন। নিত্যানন্দ অদ্বৈতসহ কলহ-প্রয়াসী ছিলেন। তিনি জানি-তেন অদ্বৈত শুদ্ধ আচারে থাকিতে বড় ভাল বাসেন, এজন্য তাহার বিপরীত ভাব ঘটাইয়া তাঁহার ক্রোধোদ্দীপন করিতেন। আহার সমাপ্ত হইলেই নিত্যানন্দ গৃহমধ্যে অন্ন ছড়াইলেন। ইহাতে অদ্বৈতসহ নিত্যানন্দের কিয়ৎক্ষণ বচসা হইল। কিন্তু তজ্জন্য কখনও তাঁহাদের মনোমালিন্য হইত না।

কয়েক দিবস অদ্বৈত-ভবনে অবস্থিতি করিয়া মহাপ্রভু, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও হরিদাস, এই তিন জনকে লইয়া পুনরায় নবদ্বীপে প্রত্যাগত হইলেন। বৈষ্ণবগণ ঠাকুর আসিয়াছেন শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া তাঁহার দর্শনার্থে আগমন করিলেন। সকলেই প্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের চরণ বন্দনা করিলেন, প্রভুও সকলকে আলিঙ্গন দিয়া সক-লের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মুরারির স্বপ্ন ও মৃত্যু কল্পনা।

এক দিবস বিশ্বম্ভর ও নিত্যানন্দ শ্রীবাস-ভবনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে মুরারি গুপ্ত তথায় উপনীত হইয়া মহাভক্তিভরে প্রথমতঃ বিশ্বম্ভর ও তৎপরে নিত্যানন্দকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভু তখন অকপটে মুরারিকে কহিলেন, "মুরারি! তুমি এ ব্যবহারের ব্যতিক্রম প্রণাম কোথায় শিখিলে? কোথায় তুমি অব্যবহারাজ্ঞ লোকদিগকে ব্যবহার শিক্ষা দিবে, তাহা না করিয়া তুমি নিজেই ব্যবহারের ব্যতিক্রম করিলে?" মুরারি সকল অপরাধ নিমাইয়ের শীর্ষে আরোপ করিয়া কহিলেন, "প্রভো! আমরা কি করিতেছি? তুমিই আমাদিগকে যেরূপ ভাবে পরিচালিত করিতেছ, আমরা সেইরূপ ভাবেই চলিতেছি।" প্রভু তাহাতে উত্তর দিলেন, "আচ্ছা, অদ্য তুমি গৃহে যাও, কল্য তোমাকে বলিব, কল্য তুমি সব জানিতে পারিবে।"

মুরারি উভয়ের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। নিদ্রাগত হইলে তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, নিত্যানন্দ মল্লবেশে অগ্রগামী হইতেছেন ও শিখিপুচ্ছশোভিত-মস্তক বিশ্বম্ভর তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। নিত্যানন্দের মস্তক মহাফণাধর-বেষ্টিত ও তাঁহার হস্ত হল ও মুষলশোভিত। নিত্যানন্দকে এক্ষণে তিনি হলধর বলিয়া

চিনিতে পারিলেন। অতঃপর মহাপ্রভু মুরারিকে যেন সম্বোধন করিয়া কহিলেন "এক্ষণে মুরারি! আমাকে কনিষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে পারিলে?" তখন উভয় ভ্রাতাই যেন মুরারির দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহস্য করিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে মুরারি পুনরায় শ্রীবাসভবনে গিয়া দেখিলেন নিত্যানন্দ ও নিমাই উপবিষ্ট আছেন। মুরারি অদ্য স্বপ্নে নিত্যানন্দকে চিনিয়াছেন এবং পূর্ব্বদিবস নিমাই যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, সুতরাং অদ্য আসিয়াই অগ্রে নিত্যানন্দকে প্রণাম করিয়া পরে নিমাইকে প্রণাম করিলেন। এবার প্রভু হসিত-অধরে মুরারিকে কহিলেন, "মুরারি, অদ্য এ কি করিলে?" সপ্রতিভ মুরারি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "প্রভু যেরূপ লওয়াইয়াছেন।" প্রভু কহিলেন, "মুরারি! তুমি আমার প্রিয়, একারণ এ মর্ম্ম তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম।" বস্তুতঃ মুরারি প্রভুর স্বদেশী এবং ইঁহারই নিকট প্রভু প্রথম প্রকাশ পান। পঞ্চম বর্ষীয় নিমাই মুরারির জ্ঞানচর্চ্চা দূষিয়া তাঁহার অন্নে প্রস্রাব করিয়াছিলেন। আবার মুরারি বড় ভাল মানুষ ছিলেন, এজন্য তাঁহার কোন শত্রুও ছিল না।

গদাধর পার্শ্বে থাকিয়া নিমাইকে তাম্বুল দিতেছেন। নিমাই তাহা চর্ব্বণ করিয়া প্রিয়ভক্ত মুরারিকে অর্পণ করিলেন। মুরারি সসম্ভ্রমে যোড়হস্তে তাম্বুল গ্রহণ করিয়া মহানন্দে ভক্ষণ করিলেন। প্রভু মুরারিকে তাম্বুল-ভক্ষণানন্তর হস্ত ধৌত করিবার আদেশ দিতে গেলেন, এমন সময়ে মুরারি সেই হস্ত মস্তকে স্পর্শ করিলেন। তখন প্রভু কহিলেন, "মুরারি! করিলি কি, সমস্ত অঙ্গে উচ্ছিষ্ট মাখিলি এবং আমাদিগকেও উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করাইলি?" বলিতে বলিতে প্রভুর ঈশ্বরাবেশ হইল। তিনি তখন রোষকষায়িত-লোচনে দন্ত কড় মড় করিয়া বলিলেন, "কাশীধামে প্রকাশানন্দ সন্ন্যাসী শিষ্যগণকে কুশিক্ষা প্রদান করিতেছে। সে আমারে ব্যাখ্যা করিয়া থাকে, ইহার সমুচিত প্রতিফল সে পাইবে।"

আবার নিমাইয়ের বাহ্যজ্ঞান হইল, তখন মুরারিকে ভাই সম্বোধনপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন, "মুরারি! তুমিই আমার প্রিয় দাস, এজন্য নিত্যানন্দের প্রকাশ-বিষয় অবগত হইলে। নিত্যানন্দের প্রতি যাহার তিলমাত্র দ্বেষ থাকে, দাস হইলেও সে আমার প্রিয় হয় না।" এই বলিয়া তিনি মুরারি গুপ্তকে বিদায় দিলেন।

মুরারি স্বয়ং ভগবানের বাক্যে একান্ত বিহ্বল হইয়া বাটী গমন করিলেন। তাঁহার স্ত্রী অন্ন আনিয়া দিলেন। মুরারি ভোজনে উপবিষ্ট হইয়া মুখে অন্ন দিতেছেন না। কেবল "খাও খাও" বলিয়া মেঝিয়ার উপর নিক্ষেপ করিলেন। মুরারির স্ত্রী পুনরায় অন্ন ও ঘৃত আনিয়া দিলেন। তাহাও মুরারি ঐ প্রকারে নিক্ষেপ করিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মুরারি ভগবানের প্রিয় দাস। সেই মুরারিপ্রদত্ত অন্ন কাজেই তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে হইল। প্রাতঃকালে মুরারি কৃষ্ণনামানন্দে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে নিমাই তথায় উপনীত হইলেন। মুরারি নিমাইয়ের পদবন্দনাপূর্ব্বক আগমনের কারণ জিজ্ঞাসিলেন। প্রভু কহিলেন, "আমি চিকিৎসার জন্য তোমার নিকট আসিয়াছি। কল্য কত খাওয়াইয়াছিলে মনে নাই? 'খাও খাও" বলিয়া অন্ন দিতে লাগিলে, তোমার যদি স্মরণ না থাকে তোমার স্ত্রীর অবশ্য স্মরণ আছে। যাহা হউক তোমার অন্ন ভক্ষণে যখন অজীর্ণ হইয়াছে, তাহার ঔষধ তোমার জল।" এই বলিয়াই মুরারির জলপাত্র লইয়া নিমাই সেই জল পান করিলেন।

অতঃপর একদিবস নিমাই শ্রীবাস-মন্দিরে হুহুঙ্কার শব্দে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নিজমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক "গরুড় গরুড়" রব করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে মুরারিও গরুড়াবেশে আবিষ্ট হইয়া তথায় উপনীত হইলেন। প্রভু তথাপি "গরুড় গরুড়" রব করিতেছেন দেখিয়া মুরারি কহিলেন, "প্রভো! আমিই ত গরুড়, তুমি আমাকে বিস্মৃত হইলে? আমিই পূর্ব্বে তোমাকে লইয়া স্বর্গপুরী হইতে পারিজাত আনয়নে গমন করিয়াছিলাম

ও তোমাকে স্কন্ধে আরোপণপূর্ব্বক ব'ণপুরে লইয়া গিয়াছিলাম। প্রভো! এক্ষণে আমার স্কন্ধারোহণপূর্ব্বক কোন্ ব্রহ্মাণ্ডে লইয়া যাইব আদেশ কর। নিমাই গুপ্তস্কন্ধে আরোহণ করিলে জয়ধ্বনি শঙ্খধ্বনি ও হুলু-ধ্বনিতে শ্রীবাসভবন শব্দিত হইল। কমলাপতিকে স্কন্ধে লইয়া গুপ্ত অঙ্গনময় দৌড়িয়া বেড়াইলেন। চেতনাপ্রাপ্তি হইলে নিমাই গুপ্তের স্কন্ধ হইতে অবতরণ করিলেন।

এক দিবস মুরারিগুপ্ত নিজভাগ্যের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতেছেন, "জীবনে সুখের একশেষ হইয়াছে। ভগবানের সহিত একত্র অবস্থান, ক্রীড়া যদৃচ্ছামত করিলাম। তিনিও আমাকে ভ্রাতৃ-সম্বোধনপূর্ব্বক আলি-ঙ্গন করেন। কিন্তু এই সুখ ত চিরস্থায়ী নহে। ভগবান এই অপবিত্র ধরাধাম ত্যাগ করিয়া গেলে তখন আমার উপায় কি হইবে? তিনি যে কখন যাইবেন তাহারও স্থিরতা নাই। কৃষ্ণলীলা হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই কঠিন। যে সীতাদেবীর জন্য লঙ্কাধিপ রাবণকে সবংশে নিধন করা হইল, সেই লক্ষ্মীরূপিনী সীতাদেবীকে গৃহে আনয়ন করিয়াই পরিত্যাগ করা হইল। যে যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের সমান, সেই যাদবগণ পর-স্পরে বিবাদ-করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে, তাহা তিনি অবলীলাক্রমে দর্শন করিতেছেন। সুতরাং প্রভুর অবতার থাকিতে থাকিতেই আমার দেহ বিসর্জ্জন দেওয়াই শ্রেয়ঃকল্প।" এইরূপ স্থির করিয়া মুরারি একখান খরসান কাটারি আনয়নপূর্ব্বক কক্ষমধ্যে রক্ষা করিলেন। রাত্রি সমা-গমে দেহ উৎসর্গ করিবেন, এই সঙ্কল্প করিয়া পরমানন্দে আছেন। বিশ্বম্ভর মুরারির এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া তৎসন্নিধানে আগমন করিলেন। মুরারি বসিবার আসন দিলে নিমাই তাঁহার সহিত কিয়ৎক্ষণ কৃষ্ণকথা কহিয়া মুরারিকে কহিলেন, "মুরারি! আমার একটী কথা রাখিবে?" মুরারি উত্তর করিলেন, "প্রভো! আপনার কথা রাখিব, ইহা কি বড় কথা? আমার এই দেহই আপনার।"

নিমাই। সত্য করিতেছ ?

মুরারি। হাঁ, সত্য করিতেছি।

নিমাই তখন মুরারির কাণে কাণে কহিলেন, "যে ছুরীখানা রাখিয়াছ, আমাকে আনিয়া দাও।" মুরারি একটু স্তম্ভিত হইয়া কহিলেন, "তোমার নিকট কেহ মিথ্যা কথা বলিয়া থাকিবে। আমি কাটারির কথা কিছুই জানি না।" নিমাই বলিলেন, "আমাকে আবার কে বলিবে ? তুমি যাহা দ্বারা কাটারি গড়াইয়াছ, যে জন্ম গড়াইয়াছ ও যেখানে রাখিয়াছ, আমি সব জানি।" এই বলিয়া নিমাই কক্ষামধ্য হইতে কাটারিখানি লইয়া মুরারির সম্মুখে রক্ষা করিয়া বলিলেন, "মুরারি! তোমার এই কর্ম্ম ? আমি তোমার নিকট কি অপরাধী যে, তুমি আমাকে ফেলিয়া পলাইতে চাও ?"

মুরারি অধোবদনে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। নিমাই বলিলেন, "তুমি গেলে আমার এ লীলা আর কাহাকে লইয়া ? তুমি এ বুদ্ধি কাহার কাছে শিক্ষা পাইয়াছ ? এক্ষণে আমাকে এই ভিক্ষা দেও, যেন এমন বুদ্ধি আর করিও না।" এই বলিয়া নিমাই মুরারিকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন এবং তাঁহার মস্তকে মুরারির হস্ত উঠাইয়া দিয়া কহিলেন. "আমার মাথা খাও মুরারি, আর কখন এরূপ সঙ্কল্প করিও না।" মুরারি তখন প্রভুর ক্রোড় হইতে অবতরণপূর্ব্বক নিমাইয়ের চরণে নিপতিত হইলেন এবং প্রভু-চরণ-যুগল ধারণপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং প্রভুও মুরারিকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আর মুরারির স্ত্রী প্রভুর কৃপা দর্শনপূর্ব্বক দ্বারে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল এইরূপ অবস্থিত থাকিয়া প্রভু আবার জিজ্ঞাসিলেন, "মুরারি! তবে আমাকে ছাড়িয়া যাইবে না ত ?" মুরারি কহিলেন, "প্রভো! তোমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব ? তুমি পাছে আমাকে ফেলিয়া পলাও, এই ভয়ে আমি পথ আগুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। প্রভো! আমাকে ক্ষমা কর।" মুরারিকে সান্ত্বনা দিয়া প্রভু নিজগৃহে গমন করিলেন।

নিমাই এই অবধি স্বয়ং ভক্তি বিতরণ জন্য শিষ্যগণপরিবেষ্টিত হইয়া নগর ভ্রমণে বহির্গত হয়েন। এক দিবস শ্রীবাসাদিভক্তগণসহ তিনি নগর ভ্রমণে বহির্গত হইয়া সর্ব্বেশ্বরের পিতা মহেশ্বর বিশারদের জাঙ্গালে উপনীত হইলেন। তথাকার বিদ্যানন্দগ্রামে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস। দেবানন্দ সাধুপুরুষ, উদাসীন ও অদ্বিতীয় ভাগবত ছিলেন। কিন্তু তিনি ভক্তি মানিতেন না। বহুপূর্ব্বে এক দিবস শ্রীবাস ইঁহারই নিকট ভাগবত শ্রবণ জন্য গিয়াছিলেন। শ্রীবাস পরম ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। ভাগবত শ্রবণ করিয়া শ্রীবাসের নয়নদ্বয় দিয়া ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। শ্রীবাসের ক্রন্দনে শিষ্যগণের পাঠের ব্যাঘাত হয় বলিয়া শিষ্যগণ গুরুর অভিমতে শ্রীবাসকে বাহিরে লইয়া আইসে।

নিমাই বিদ্যানগরে দেবানন্দের বাটীর নিকট দিয়া গমন করিতে করিতে এই দেবানন্দের বৃত্তান্ত স্মরণ করিলেন। এই দেবানন্দ ভবিষ্যতে নিমাইয়ের লীলার সঙ্গী হইবেন জানিয়া, ইহাকে দণ্ড-দানার্থে নিমাই তদীয় ভবনে উপনীত হইলেন। দেবানন্দকে সম্মুখে দেখিয়াই নিমাই তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "দেবানন্দ! ভাগবতপাঠ শ্রবণ করিয়া শ্রীবাসের কিছুদিন পূর্ব্বে যে প্রেমধারা বিগলিত হইয়াছিল তজ্জন্য তোমার শিষ্যগণ ইঁহাকে গৃহ হইতে বহির্গত করিয়া দিয়াছিল; তুমি যেমন ভক্তিহীন গুরু, তোমার শিষ্যগুলিও তদ্রূপ, তুমি যখন রসপূর্ণ ভাগবত পাঠ করিয়াও রস পাও না, তখন তোমার ভাগবত পাঠে অধিকার নাই। পুঁথিখানা আমাকে দাও, ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দি।" দেবানন্দ নিমাইয়ের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ও বিদ্রূপবাক্য শ্রবণ করিয়া অপরাধীর ন্যায় শিষ্যগণ-সমক্ষে মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন।

তথা হইতে ভ্রমণ করিতে করিতে নিমাই নগরের প্রান্তভাগে গমন করিলেন। সেখানে কতকগুলি মদ্যপের বসতি আছে। মদগন্ধ প্রাপ্ত হইয়াই নিমাইয়ের বলরাম-ভাবাবেশ হইল। তখন তিনি "মদ আন, মদ

আন” রব করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস তখন গললগ্নীকৃতবাসে কহিলেন, “প্রভো, ক্ষমা দিন, এখানে মগুপের বসতি, তাহারা না বুঝিয়া বৃথা কলঙ্ক রটাইবে।” “বলরাম প্রথমতঃ তাহা শুনিলেন না। তখন শ্রীবাস কহিলেন, “প্রভো! যদি না শুনেন, তবে আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিব।” তখন কাজেই বলরাম ক্ষান্ত হইলেন। নিমাইয়ের বলরাম-ভাব অন্তর্হিত হইল। মগুপগণ নিমাই পণ্ডিত আসিয়াছেন শুনিয়া নিমাইয়ের নিকট আসিল। কেহ নিমাইকে নাচিতে, কেহ বা গীত গাইতে অনুরোধ করিল। নিমাই হাস্য করিতেছেন দেখিয়া তাহাদের কেহ কেহ গীত গাইবার উপক্রম করিল। নিমাই তাহাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাহারা হরিহরি বলিয়া নৃত্য করিল। ইহারা তখন আর একরূপ মদ্যের আস্বাদ পাইয়া নিমাইয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। শ্রীবাস এই প্রকাশ দেখিয়া আনন্দে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—————:o:—————

সারঙ্গদেবের শিষ্যনির্ব্বাচন।

নিমাই যখন কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতেন, তখন আপ্তজন ব্যতিরেকে কাহাকেও তাহা দেখিতে দিতেন না। লুক্কায়িত হইয়া কেহ দেখিলে নিমাই তাহা জানিতে পারিতেন এবং তাহাকে বহির্গত করিয়া দিতেন। শ্রীবাসের শ্বশ্রূঠাকুরাণী এক দিবস ডোল মুড়ি দিয়া নৃত্য দেখিতেছিলেন, তিনি যে শাস্তি পাইয়াছিলেন, তাহা পাঠক অবগত আছেন।

আর এক দিবস নৃত্য কবিতে করিতে নিমাই কহিলেন, "আমার হৃদয়ের প্রেম যেন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।" কোন বাহিরের লোক নিশ্চয়ই এখানে আছে।" প্রকৃতই জনৈক সাধু শ্রীবাসের অনুমতি লইয়া সে দিবস নৃত্য দেখিতে আসিয়াছেন। সুতরাং নিমাইয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীবাস ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, "একজন মহাসাধু কয়েক দিবস কীর্ত্তন শুনিবার জন্য আমাকে অনুনয় করিতেছিলেন। ইনি অতি সৎ, দুগ্ধপানেই জীবনধারণ করিয়া থাকেন।" ইহাতে নিমাই কহিলেন, "তোমার সাধুকে এখন এখান হইতে যাইতে বল, দুগ্ধপান ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় নহে।" তখন সেই সাধুপুরুষকে গৃহ হইতে বহির্গত করিয়া দেওয়া হইল।

গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া ব্রাহ্মণ দুঃখিত হইলেন। তিনি বিনানুমতিতে গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া যে অপরাধানুরূপ শাস্তি পান নাই, তাহাই পরমসৌভাগ্য

মনে করিলেন। নিমাইয়ের নৃত্য দর্শন করিয়া তাঁহার মন আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছে, সুতরাং এরূপ অমানুষী নৃত্য ভগবান্ ব্যতিরেকে আর কাহারও সম্ভবে না, এই ভাবিয়া নিমাইকে ভগবান্ স্থির করিয়া তাঁহার শরণাগত হইবেন ও ক্ষমাপ্রার্থনা করিবেন স্থির করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন। নিমাই অন্তর্যামী, তাঁহার হৃদয়ের ভাব অবগত হইয়া জনৈক ভক্তদ্বারা তাঁহাকে পুনরায় ডাকাইলেন। সেই ব্যক্তি তখন গৃহমধ্যে আগমনপূর্ব্বক নিমাইয়ের চরণে নিপতিত হইলেন।

একদা নিমাই নিজ বাটীতে কীর্ত্তন করিতেছেন। বহিরঙ্গ জনৈক ব্রাহ্মণ সেই নৃত্য দেখিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইতে পারিলেন না। অনন্তর এই ব্যক্তি এক দিবস গঙ্গার ঘাটে নিমাইকে স্নান করিতে দেখিয়া সেই অপমান স্মরণ করিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "আমি তাপস ব্রাহ্মণ, তোমার নৃত্য দেখিবার অভিলাষী হইয়া তোমার দ্বার হইতে অপমানিত হইয়া চলিয়া আসিয়াছি। সেই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণার্থ আমি তোমাকে এই অভিসম্পাত করিলাম, যেন তুমি সংসার সুখ হইতে বঞ্চিত হও।" এই বলিতে বলিতে প্রবর্দ্ধিতকোপ সেই ব্রাহ্মণ স্বীয় যজ্ঞোপবীত খণ্ড খণ্ড করিয়া নিমাইয়ের চরণে নিক্ষেপ করিলেন। নিমাই তাহা উঠাইয়া লইয়া মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন, "আমি তোমার এই শাপ গ্রহণ করিলাম।"

নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী জাহ্নগরে সারঙ্গদেব নামক জনৈক বৃদ্ধ সাধু পুরুষ কিছুদিন পূর্ব্বে নিমাইকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। ইনি নিয়ম মত গোপীনাথের পূজা করিয়া থাকেন। নিমাই তাঁহার বৃদ্ধাবস্থা দর্শন করিয়া, যাহাতে গোপীনাথের সেবার ব্যাঘাত না জন্মে, এজন্য একটী শিষ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। সারঙ্গদেব তাহার উত্তরে কহেন, "সৎশিষ্য পাওয়া বড় কঠিন, এজন্য শিষ্য পরিগ্রহে আমার ইচ্ছা নাই।" নিমাইকর্ত্তৃক বারংবার অনুরুদ্ধ হইয়া একদা তিনি কহিলেন, "ভাল মন্দ

দেখিয়া লইবার ক্ষমতা আমার নাই, তবে তুমি যখন অনুমতি করিতেছ তবে প্রাতে উঠিয়াই যাহার মুখ দর্শন করিব তাহাকেই শিষ্য করিব।” সারঙ্গদেব ভাবিলেন ইহাতে নিমাই একটু জব্দ হইবেন। কিন্তু নিমাই অম্লানবদনে কহিলেন, “আচ্ছা, তুমি তাহাই করিও।”

প্রাতঃকালে গত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃক্রিয়াদি সমাধানান্তে সারঙ্গদেব গঙ্গায় স্নানার্থে গমন করিয়াছেন। স্নানান্তে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া মুদ্রিত নয়নে ইষ্টদেবতা ধ্যান করিতেছেন, ইতিমধ্যে কি যেন তাঁহার ক্রোড়ে আসিয়া উঠিল। সারঙ্গদেব অমনি চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক দেখিলেন, একটী মৃত বালক। কিন্তু আবার বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, বালকের অঙ্গপ্রভা একবাবে বিবর্ণ হয় নাই, তাহার নয়নদ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত। তাহার মুখশ্রী দর্শন করিয়া সারঙ্গদেবের বোধ হইল, যেন বালক এখনও মৃত হয় নাই। তিনি আরও বুঝিলেন সেই বালকের প্রতি তাঁহার মন যেন আকৃষ্ট হইতেছে। বালকের বয়ঃক্রম, অনুমানে বুঝিলেন, দ্বাদশ বৎসর, মস্তক মুণ্ডিত, তাহার গলদেশে যজ্ঞোপবীত ও পরিধান পট্টবস্ত্র।

বালকের প্রতি মন এতাদৃশ আকৃষ্ট হইতে দেখিয়া পুর্ব্বদিবসের প্রতিজ্ঞা সারঙ্গদেবের স্মরণপথে উদিত হইল। প্রাতঃকালে উঠিয়া এই বালকের মুখদর্শন করিলেন। কিন্তু বালক মৃত হউক অথবা জীবিত হউক, তাহা তাঁহার দেখিবার প্রয়োজন নাই। তিনি প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিলেন। সেই সংজ্ঞাহীন বালকের কর্ণে মন্ত্রদান করিলেন। মন্ত্রপ্রাপ্তিমাত্র বালকের জীবনলক্ষণ প্রকাশ পাইল। তখন তাহাকে ধরাধরি করিয়া বাটী লইয়া গেলেন। স্নানার্থে সমাগত লোকসকল এই ব্যাপার দর্শনে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল।

নিমাই প্রাতঃকালে কীর্ত্তন সমাপন করিয়া ভক্তগণকে কহিলেন, “চল যাই, সারঙ্গের নূতন শিষ্য দেখিয়া আসি।” সারঙ্গও বালকটীকে লইয়া বাটী আসিলেন, নিমাইও সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাটীতে উপনীত হইলেন।

নিমাইকে দর্শন করিয়া সারঙ্গদেবের নয়ন বহিয়া অজস্র বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। সাষ্টাঙ্গে প্রভুকে প্রণাম করিয়া বালকের হস্ত ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করাইলেন। নিমাই সারঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন. শিষ্য পাইয়াছ? শিষ্যটী মনোমত হইয়াছে ত?" সারঙ্গ নিমাইয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। আনন্দে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়াছে। তখন নিমাই গণসহ উপবিষ্ট হইয়া বালকটীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "তুমি কে? এবং কিরূপেই বা এখানে আগমন করিলে, তৎসমুদায় বৃত্তান্ত সকলকে বল।"

বালক কহিল, "আমার বাড়ী সরগ্রামে। তথাকার গোস্বামী-গৃহে আমার জন্ম। আমার সম্প্রতি উপনয়ন হইয়াছে, তজ্জন্য আমার মস্তক মুণ্ডিত। আমাকে সর্প দংশন করে এবং হতচৈতন্য হইলে আমাদেব বাটির লোকে মৃত মনে করিয়া আমাদের গ্রামে খড়ী নদীতে আমাকে নিক্ষেপ করে। আমার পিতা মাতা বর্ত্তমান, আমার নাম মুরারি।"

নিমাই অনন্তর বালককে শোকাকুল পিতা মাতার নিকট প্রেরণ করিবার জন্য কহিলে, বালক তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক কহিল, "আমি আর গুরুদেবকে ত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিব না।" সকলে তখন বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "যেমন প্রভু, তেমনি সারঙ্গদেব, আর যেমন সারঙ্গদেব তেমনি শিষ্য।"

নিমাই মাতাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি বৈষ্ণবপ্রসাদে অচিরে কৃষ্ণপ্রেম পাইবে।" কিন্তু শচীমাতার ভাগ্যবশতঃ অদ্যাবধি কৃষ্ণপ্রেম পান নাই। একদা নিজবাটীতে নিমাই ভগবদাবেশে বিষ্ণুখট্টায় উপবিষ্ট হইলেন। নিজমূর্ত্তি শিলাগুলি ক্রোড়ের উপর উঠাইয়া লইলেন। তখন ভক্তবৃন্দের যদৃচ্ছানুরূপ বরগ্রহণে আদেশ দিলেন। ভক্তবৃন্দের অনেকেই অনেক প্রকার বর যাচ্ঞা করিলেন। প্রভুও তাহাদিগকে তাহাই দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। শ্রীবাস সময় পাইয়া প্রভুকে মিনতি করিয়া বলিলেন, "প্রভো!

আমরা সকলে তোমার কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম পাইয়া আনন্দে ভাসিতেছি, আর কৃষ্ণপ্রেমদাতা তোমার গর্ভধারিণী শচীদেবী কি নিমিত্ত সে সুখে বঞ্চিতা রহিলেন? আমাদের সকলের ইচ্ছা আপনি তাঁহাকে প্রেমভক্তি দান করুন।" তদুত্তরে নিমাই কহিলেন, "শ্রীবাস! ও কথা তুমি বলিও না; তিনি কখন প্রেমভক্তি পাইবার অধিকারিণী নহেন। তিনি বৈষ্ণবের নিকট অপরাধিণী।" শ্রীবাস ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি পুনরপি প্রভুকে বলিলেন, "প্রভো! তাঁহার অপরাধ আর ধরিবেন না। আপনি স্বয়ং ভগবান্, তাঁহার জঠরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রেমযোগে অধিকার নাই? তিনি সবাকার জীবন, জগতের মাতা, যদিও তাঁহার কোন অপরাধ হইয়া থাকে, আপনি তাহা খণ্ডন করিয়া তাঁহার ভক্তিদাতা হউন।"

প্রভু কহিলেন, "তিনি বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ করিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করিবার শক্তি আমার নাই। তিনি যাঁহার নিকট অপরাধিনী, তিনি ক্ষমা করিলে সে অপরাধের খণ্ডন হইতে পারে। নাড়ার নিকট তিনি অপরাধী, নাড়া ক্ষমা করিলে তিনি প্রেমপ্রসাদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। অদ্বৈতের চরণধূলি মস্তকে ধারণ করিলে আমার আজ্ঞায় তিনি প্রেমভক্তি পূর্ণা হইবেন।"

সকলে মিলিয়া অদ্বৈতকে এই সংবাদ দান করিলে অদ্বৈত "বিষ্ণু বিষ্ণু" বলিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, "তোমরা কি আমার বিনাশসাধনে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছ? তাহা না হইলে কেমন করিয়া তোমরা এ কথা মুখে আনিলে? আমাদিগের প্রভু অবতাররূপে যাঁহার জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই শচীদেবী আমার মাতা ও আমি তাঁহার পুত্র, সুতরাং তাঁহারই চরণধূলি আমি শীর্ষে ধারণ করিবার পাত্র। যাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিলে সকল দুঃখ কষ্ট দূরীভূত হয়, গঙ্গা দেবীর সহিত যাঁহার কোন পার্থক্য নাই, তাঁহার প্রতি এতাদৃশ বাক্যপ্রয়োগ অতীব গর্হিত। তিনিই

দেবকী, তিনিই যশোদা, তিনিই পতিব্রতা ও বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী।” এই-রূপে শচীমাতার প্রভাব কীর্ত্তন করিতে করিতে পরমজ্ঞানী অদ্বৈতাচার্য্য সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। শচীদেবীও অমনি অবসর বুঝিয়া বাহিরে আগমনপূর্ব্বক বাহ্য-বিরহিত অদ্বৈতের চরণধূলি মস্তকে ধারণমাত্র স্বয়ং বাহ্য হারাইয়া ভূপতিত হইলেন। বৈষ্ণবগণ জয় জয় হরিধ্বনি করিয়া উঠিল।

অনন্তর বিশ্বম্ভর ভক্তগণ-সকাশে জননী শচীদেবীর অপরাধ জ্ঞাপন করিতে আরম্ভ করিয়া আদ্যোপান্ত বিশ্বরূপ চরিত্র বর্ণন করিলেন। বিশ্বরূপ সংসারে কোন স্থানে বিষ্ণুভক্তি না দেখিয়া অদ্বৈত আচার্য্যের বাটী ভাগবত শ্রবণ করিতেন। আচার্য্যের ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার আলয়েই থাকিতেন, এমন কি আহারের সময়ও বাটী আসিতেন না। পরে পিতৃদেব জগন্নাথ মিশ্রকে তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ করিতে দেখিয়া বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক বাটী পরিত্যাগ করেন। নিমাইকেও তদ্রূপ অদ্বৈত-সহচর হইতে দেখিয়া জগজ্জননী বলিয়াছিলেন, “অদ্বৈত গোঁসা-ইকে কে অকপট বলে? আমি ত তাঁহাকে কপটাচারী বলিয়া জানি। তিনি আমার চন্দ্রসম এক পুত্রকে গৃহ পরিত্যাগ করাইয়াছেন, আবার এটীকেও স্থির হইতে দিতেছেন না। সুতরাং আমি যে অনাথিনী, আমার উপরেও তাঁহার দয়ার লেশমাত্রও নাই?” এই অপরাধে নিমাই গর্ভ-ধারিণী শচীদেবীকে ভক্তিপ্রদান করেন নাই। কারণ তাঁহার নিকটে সকলেই সমান। তাঁহার পক্ষপাতিত্ব নাই।

নিমাই যখন যাহার বাড়ী কীর্ত্তন করিতেন, বাহিরের লোক কেহ তাহা দেখিতে পাইত না। কেবল নিমাইয়ের পার্ষদগণ একত্র হইয়া নিমাই ও নিত্যানন্দ সহযোগে কীর্ত্তন করিতেন। অপর লোক কেহ থাকিলে নিমাই তাহা জানিতে পারিতেন ও তৎক্ষণাৎ তাহাকে বাহির করিয়া দিতেন। পাষণ্ড দুর্জ্জন-সহবাসে প্রেমভক্তি প্রচারের বিঘ্নই ঘটিয়া থাকে। সদসদ্

বাছিয়া লওয়াও বড় কঠিন ব্যাপার, এজন্য নিমাই কাহাকেও তাঁহার নৃত্য দেখিতে দিতেন না। ইহাতে অনেক সুজন মনে ব্যথা পাইত। সুতরাং এই ভাবিয়াই মন সান্ত্বনা করিত, "যদি তাঁহার প্রতি আমাদের অকপট ভক্তি থাকে, তাহা হইলে কোন না কোন প্রকারে তাঁহার নৃত্য দেখিবই।" কেহ বা বলিত, "নিমাই পণ্ডিত জগতের উদ্ধারসাধনকল্পে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি নগরে নগরে,ঘরে ঘরে,দ্বারে দ্বারে সংকীর্ত্তন করিবেন। ফল কথা নবদ্বীপে এই সময়ে কীর্ত্তন লইয়া মহা হুলুস্থূলু পড়িয়াছে। নিন্দুকগণ, রাত্রিতে কীর্ত্তন জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে, এই কারণে কাজির নিকট নালিশ করিতে লাগিল। সাধুগণ নিমাইয়ের অসাধারণ কীর্ত্তিকলাপে চমৎকৃত হইয়া প্রতিদিন তাঁহাকে দেখিতে আইসেন। কত রোগী নিমাই স্পর্শে রোগমুক্ত হইবার আশয়ে তাঁহার বাটীর সম্মুখভাগে অপেক্ষা করে। প্রভুর দর্শন পাইলেই তাহারা দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করে। প্রভুও 'সবার কৃষ্ণভক্তি হউক,' এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। অনন্তর প্রভু তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন, তোমরা সকলে কৃষ্ণ নামগুণ ব্যাখ্যা করিবে ও

"হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে॥"

এই মহামন্ত্র জপ করিবে এবং দশ পাঁচ জন একত্র হইয়া বহির্ব্বাটীতে করতালি সংযোগে কীর্ত্তন করিবে। যাহাদের বাহিরের লোক পাইবার সম্ভাবনা নাই, তাহারা পিতা, পুত্র, স্ত্রী প্রভৃতি একত্র হইয়া সংকীর্ত্তন করিবে।" এইরূপে প্রভুর মন্ত্র পাইয়া নবদ্বীপের সর্ব্বত্রই হরিনামে পূর্ণ হইল। হরিনামামৃত-পানবিমুখ দুর্জ্জনগণের হৃদয়ে এই সকল মৃদঙ্গ, মন্দিরা ও করতালি শব্দে বড়ই আঘাত লাগিত, সুতরাং তাহারা বারংবার কাজিকে জানাইতে লাগিল।

একদিন দৈবযোগে কাজি নগরের মধ্যদিয়া গমন করিতে করিতে মৃদঙ্গ, মন্দিরা, শঙ্খ প্রভৃতির শব্দ শ্রবণগোচর করিয়া কীর্ত্তনকারিগণকে

ধরিবার জন্য অনুচরবর্গের প্রতি আদেশ করিল। তখন যে যেদিক দিয়া পাইল পলায়ন করিল। যাহারা ধৃত হইল, কাজির অনুচরবর্গ তাহাদিগকে প্রহার করিল ও তাহাদিগের মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ভাঙ্গিয়া দিল। প্রত্যাগমন কালে কাজি শাসাইয়া গেল "পুনর্ব্বার যদি এরূপ কীর্ত্তন করিতে দেখি, তাহা হইলে সকলের জাতি নাশ করিব।"

এইরূপে কাজি কয়েক দিবস নগরভ্রমণ করিয়া কীর্ত্তনকারিগণের অনুসন্ধান লইতে লাগিল। কাজির ভয়ে কীর্ত্তন একপ্রকার বন্ধ হইয়া গেল। পুণ্যাত্মাগণ নবদ্বীপ পরিহারপূর্ব্বক অন্যত্র বাস করিবার মনন করিতে লাগিলেন।

কীর্ত্তন বন্ধ হইল দেখিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর বড় কুপিত হইলেন। তিনি নিত্যানন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ! সমস্ত বৈষ্ণবসকাশে সংবাদ দাও যে, আমি অদ্য সমস্ত নবদ্বীপে কীর্ত্তন করিয়া ভ্রমণ করিব। আমি অদ্য নবদ্বীপে প্রেমবন্যা উত্থাপিত করিব, দেখিব কাজি আমাকে কি প্রকারে প্রতিরোধ করে। অদ্য আমি কাজির গর্ব্ব খর্ব্ব করিব। তুমি জন কয়েক পার্ষদগণ সহ নগরে নগরে এই সংবাদ রাষ্ট্র কর এবং প্রত্যেককে এই কথা বলিয়া দিবে যে, অদ্য যিনি শ্রীকৃষ্ণরহস্য দেখিবেন, তিনি যেন হস্তে একটী প্রজ্বলিত মশাল লইয়া আইসেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি আমাবিদ্যমানে কাহারও কোন ভয়ের কারণ নাই। কাজির ঘর দ্বার ভঙ্গ করিয়া আমি কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইব। এজন্য বৈকালে আহারাদির পর সকলকে ত্বরায় আসিতে বলিবে।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই সংবাদ সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল। অদ্য নিমাই নগরের সর্ব্বত্র কীর্ত্তন ও নৃত্য করিবেন, অদ্য তিনি কাজির দর্পচূর্ণ করিবেন, এই সংবাদে নদীয়ায় হুলুস্থুলু পড়িল। অভক্ত ভক্ত সকলেই দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন। বৈষ্ণবগণ প্রদীপহস্তে আগমন করিল। শত্রুপক্ষীয় ও মধ্যস্থগণ কৌতূহলতৃপ্তির জন্য জনতায় যোগদান করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

——০::০——

কাজির দর্পচূর্ণ।

অপরাহ্নে বৈষ্ণবগণ নিমাইয়ের বাটীতে উপনীত হইলেন। এই সংবাদে নবদ্বীপবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা উল্লাসিত হইয়া উঠিল। প্রতি গৃহসম্মুখে কদলীবৃক্ষ ও মঙ্গলঘট স্থাপিত হইল। প্রতি সৌধ দীপাবলী দ্বারা সজ্জিত হইল। শচীনন্দন বিশ্বম্ভর অদ্য সন্ধ্যাসমাগমে নগর-কীর্ত্তনে বহির্গত হইবেন, এই সংবাদে পুরস্ত্রীবর্গ লাজাঞ্জলি দিবার জন্য আয়োজন করিলেন। ধন্য বিশ্বম্ভর! যাঁহার আজ্ঞাক্রমে সমগ্র নবদ্বীপ প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

সকলকে উপনীত দেখিয়া বিশ্বম্ভর আদেশ দিলেন যে, সর্ব্বাগ্রে অদ্বৈতাচার্য্য কীর্ত্তন করিবেন, তাঁহার সহিত একদল গায়ক থাকিবে। মধ্যস্থলে হরিদাস গায়ক ও তৎপরে শ্রীবাস, ইহাঁদের প্রত্যেকের সহিত এক এক গায়ক সম্প্রদায় থাকিবে। নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত থাকিবেন। এইরূপে গদাধর, বক্রেশ্বর, মুরারি, গোপীনাথ, জগদীশ, গঙ্গাদাস, রামাই, গোবিন্দ, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি পার্ষদগণ কেহ বা স্বয়ং কেহ বা নিমাই সহ নৃত্য করিবেন। ক্রমে গোধূলি-সমাগমে প্রভুর বাটীর সম্মুখে কোটি কোটি লোক সমবেত হইয়াছে। তাঁহাদিগের একত্র সমস্বরে হরিধ্বনিতে ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ হইল। সকলে তখন নিজ নিজ হস্তস্থিত দীপ প্রজ্বালিত করিল।

এদিকে শ্রীনিমাইও পুষ্পমাল্যবিভূষিত ও চন্দন-চর্চ্চিত কলেবরে পট্টবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক বহির্দ্বারে উপনীত হইলেন। তখনকার যে শোভা হইল তাহা বর্ণনা করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। গগনমণ্ডল তারকাবলি-পরিবেষ্টিত শীতাংশু দ্বারা যে শোভা বিস্তার করিতেছে, অন্থ দীপাবলি-পরিবৃত গৌরচন্দ্র দ্বারা নবদ্বীপও সেই শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। প্রভুর এই ভুবনমোহন মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তগণের নয়ন দিয়া আনন্দবারি প্রবাহিত হইল ও সঙ্গে সঙ্গে কোটিমুখে হরিধ্বনি উত্থিত হইল।

গৌরাঙ্গের আজ্ঞায় অদ্বৈত আচার্য্য অল্পসংখ্যক গায়ক সম্প্রদায় লইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলেন। তাঁহার পরে কৃষ্ণসুধারসপানে উন্মত্ত হরিদাস বিবিধ অঙ্গভঙ্গি সহকারে নাচিয়া গাহিয়া অগ্রসর হইতেছেন। তৎপশ্চাতে কৃষ্ণসুখপূর্ণ-বিলাসে শ্রীবাস নৃত্য করিতেছেন। আর এক সম্প্রদায় ইঁহাদের সকলকে বেষ্টন করিয়া নাচিতে নাচিতে কীর্ত্তনরঙ্গে ভাসিয়া চলিয়াছেন। সবার পশ্চাতে গৌরাঙ্গ-সুন্দর বামে গদাধর ও দক্ষিণে নিত্যানন্দসহ মধুর নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার গায়কগণ মধুরকণ্ঠে গান গাইতে লাগিল ও শ্রীগৌরাঙ্গকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। গৌরাঙ্গ-সুন্দর মধুর নৃত্য করিতে করিতে চলিতেছেন; কোটি লোক তাঁহাকে দর্শন অভিপ্রায়ে দৌড়িতে লাগিল। প্রভুর মনোহর নৃত্য দর্শনে নবদ্বীপবাসিগণ আনন্দ-বিহ্বল হইয়া উঠিল।

ক্রমে ইঁহারা যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন ততই নব নব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। তাঁহারাও আনন্দহিল্লোলে নাচিয়া গাহিয়া ইঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। নিমাই এক্ষণে শ্রীভগবদাবেশে গমন করিতেছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া কোটি চন্দ্রপ্রভা বিকীর্ণ হইতেছে। নিমাই নৃত্যকালে যে মধুর ভাবভঙ্গি করিতেছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে যেন তাঁহার দেহ অস্থিগঠিত নহে। তাঁহার মধুর অধরে ক্ষণে ক্ষণে হাস্য প্রকটিত হইতেছে, তাহাতে বোধ হইতেছে যেন সময়ে সময়ে বিদ্যুৎ স্ফুরণ হইতেছে। তাঁহার

সরোবর দিয়া ধারা প্রবাহিত হইতেছে যেন কৃষ্ণচন্দ্রাকর্ষণে উদ্বেলিত নেত্রনীর তীর অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। বৃন্দাবন দাস নিমাইয়ের এই সময়কার রূপ নিম্নলিখিত মত বর্ণনা করিয়াছেন :—

জ্যোতির্ম্ময় কনক বিগ্রহ দেব সার।
চন্দন ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার॥
চাঁচর চিকুরে শোভে মালতীর মালা।
মধুর মধুর হাসে জিনি সর্ব্বকলা॥
ললাটে চন্দন শোভে ফাগু বিন্দুসনে।
বাহু তুলি হরি বলে শ্রীচন্দ্র বদনে॥
আজানুলম্বিত মালা সর্ব্ব অঙ্গে দোলে।
সর্ব্ব অঙ্গ তিতে পদ্ম-নয়নের জলে॥
দুই মহাভুজ যেন কনকের স্তম্ভ।
পুলকে শোভয়ে যেন কনক কদম্ব॥
সুন্দর অধর অতি সুন্দর দশন।
শ্রুতিমূলে শোভা করে ভ্রূযুগ পত্তন॥
গজেন্দ্র জিনিয়া স্কন্ধ হৃদয় সুপীন।
তহি শোভে শুক্ল যজ্ঞসূত্র অতি ক্ষীণ॥

এইরূপ নৃত্য কবিতে করিতে নিমাই সুরধুনী তীরে নিজঘাটে আইলেন। তথায় কিয়ৎক্ষণ নৃত্য করিয়া পুনরায় অগ্রসর হইলেন। তাঁহার অগ্রে ও পশ্চাতে জনসমূহ হরিধ্বনি ও নৃত্য করিতে করিতে চলিল। তথা হইতে সকলে মাধাইয়ের ঘাট, বারকোনা ঘাট, সিমুলিয়া ঘাট ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া চলিলেন। যতই তাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন ততই গৌরাঙ্গ লোকের নিকট অতি মধুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিলেন এবং ততই লোক সমারোহ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। গৌরাঙ্গের কারুণ্য দেখিয়া ও ক্রন্দন

শ্রবণ করিয়া পরম লম্পটও কাঁদিয়া ধরণী লুণ্ঠিত হইল। কেনই বা না হইবে?

"যাহার কীর্ত্তন করি অনুক্ষণ
শিব দিগম্বর ভোলা
সে প্রভু বিহরে নগরে নগরে
করিয়া কীর্ত্তন খেলা।"

সুতরাং যে দেখিতেছে সেই মুগ্ধ হইতেছে। যে স্থানের ভিতর দিয়া গৌরচন্দ্র দলবলসহ গমন করিতেছেন, তথাকার লোকসকল গৃহকার্য্য বিসর্জ্জন দিয়া নিমাইয়ের চন্দ্রবদন-সুধা-পান লালসায় ছুটিতেছে। নারীগণ হরিধ্বনিপূর্ব্বক হুলু দিতেছে। যাবতীয় লোক আনন্দে অধীর হইয়া কেহবা ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেছে, কেহবা কাহারও স্কন্ধারোহণ করিতেছে, কেহ কাহারও চরণ ধারণপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতেছে। আর কেহ বা মদোন্মত্তের ন্যায় কাজির নাম উচ্চারণ করিয়া বলিতেছে, "সে বেটাকে পাইলে অদ্য তাহার শিরঃ চুর্ণ করিতাম।" কেহবা বৃক্ষারোহণ পূর্ব্বক লম্ফদানে অবতরণ করিতেছে; কেহ বা জগতের অনিষ্টকারী পাষণ্ডগণের দমনের জন্য বৃক্ষশাখা ভঙ্গ করিতেছে।

সিমুলিয়া হইতে প্রভু কাজির বাটীর রাস্তা ধরিলেন। এতাবৎ মহাপ্রভু যে কাজিদলনের জন্য বহির্গত হইয়াছেন তাহা সকলে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এতক্ষণ তাহারা ভক্তিযোগে মধুর কীর্ত্তনের আমোদে মুগ্ধ ছিলেন। মহাপ্রভু কাজির বাটীর রাস্তা ধরিলে লক্ষ লক্ষ লোকমুখে "মার কাজি, মার কাজি" এই শব্দ বহির্গত হইল।

কাজি কয়েক দিন যাবৎ সসৈন্যে নগর পরিক্রমণপূর্ব্বক কীর্ত্তন রোধের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি তিনি নিরস্ত হইয়াছেন। সুতরাং তিনি সন্ধ্যার পর হইতে বাটীতেই ছিলেন। নিমাইয়ের দলবলের কোলাহল ও বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া কাজি ভাবিলেন, "এই কোলাহল কি কোন

বিবাহ নিমিত্ত অথবা কোন ভূতের মাতন?” তিনি বাহিরে আগমনপূর্ব্বক দেখিলেন, পথ আলোকিত করিয়া তুরি, ভেরী, খোল, করতাল বাদ্যসহকারে কীর্ত্তনের দল আগমন করিতেছে। নিমাই যে সামান্য আদেশমাত্র অতি অল্পকাল মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা কাজি কোন ক্রমেই ধারণায় আনিতে পারিলেন না। সামান্য কীর্ত্তন দল ভাবিয়া তাঁহার ক্রোধ হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন, “নিমাই যদি পুনর্ব্বার কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এবার তাহাদিগের জাতি নষ্ট করিব। এই বলিয়া তিনি কয়েকজন প্রহরীকে দেখিবার জন্য প্রেরণ করিলেন।”

অনন্ত অর্ব্বুদমুখে মধুময় হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া দ্বিজকুলমণি বিশ্বম্ভর ঊর্দ্ধবাহু হইয়া “হরিবোল হরিবোল” রব করিতেছেন। এই লক্ষ লক্ষ নরসমাগম মধ্য হইতে সেই কনকগৌরকান্তি, উন্নতদেহ, ভাবে বিভোর পুরুষবরকে দৃষ্টিপাতমাত্র চিনিয়া লওয়া যায়। যতই তিনি প্রেমে মুগ্ধ হইয়া নৃত্য করিতেছেন, যতই ঊর্দ্ধবাহু হইয়া “হরিবোল হরিবোল” রব করিতেছেন, ততই যেন তদীয় অঙ্গ হইতে তাড়িত শক্তি বহির্গত হইয়া সেই অসংখ্য জনমণ্ডলীকে নাচাইতেছে ও হরিধ্বনি করিতে উৎসাহিত করিতেছে। কাজি-প্রেরিত প্রহরিগণ এই লোকসমাগম দেখিয়া ভীত হইল। তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক দ্রুতপদে কাজিসকাশে আগমন করিয়া কহিল, “কোটী কোটী লোকসঙ্গে নিমাইপণ্ডিত এইদিকে আগমন করিতেছে। লক্ষ লক্ষ লোক বাতি হস্তে ‘মার্ কাজি, মার্ কাজি’ ধ্বনি করিতেছে।” তাহারা আরও সংবাদ জানাইল যে, নবদ্বীপের প্রতি দ্বারে মঙ্গলঘট ও কদলীবৃক্ষ স্থাপিত, রাজপথ পুষ্পময়, সৌধরাজি আলোকসজ্জিত, ফলতঃ এতাদৃশ জাঁকজমক রাজ-আগমনেও আমরা কখন হইতে দেখি নাই।

কাজি শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন, “নিমাইপণ্ডিত বুঝি বিবাহোপলক্ষে কোন দিকে যাইতেছে। কিন্তু তাহা না হইয়া যদি কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয় আমি তাহাদিগের জাতি নষ্ট করিব।”

ইতিমধ্যে সর্ব্বলোকচূড়ামণি বিশ্বম্ভর কাজির বাটীর সন্নিহিত হইতেছেন। কোটী কোটী মনুষ্যমুখবিনিঃসৃত হরিধ্বনিসহ মহাকোলাহলে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, ও পাতাল প্রপূরিত হইল। ভেক যেমন সর্পভয়ে পলায়ন করে, কাজির প্রহরিগণ তদ্রূপ বিশ্বম্ভরের গণ হইতে পলায়নপর হইল। কিন্তু পলাইবার সুযোগ পাইল না। বিশ্বম্ভরের গণ অচিরে তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারাও মস্তকে কাপড় বাঁধিয়া হরিসংকীর্ত্তনে যোগদান করিল। গুম্ফ ও শ্মশ্রুবিশিষ্ট জনবর্গ লজ্জায় অবনতমস্তকে হরিনাম করিতে করিতে অগ্রসর হইল। এই লোক সমুদ্রের মধ্যে কে কাহাকে চিনে? সুতরাং কাজির প্রহরিগণ যে নিরাপদে রহিল তাহার আর বিচিত্রতা কি? দেখিতে দেখিতে শ্রীগৌরাঙ্গের লোক কাজির বাটী বেষ্টনপূর্ব্বক অবরোধ করিল। নিমেষমধ্যে সেই উন্মত্তজনবর্গ কাজির বহির্ব্বাটী ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এবং উদ্যানে প্রবিষ্ট হইয়া পুষ্পবৃক্ষ সকল উৎপাটিত করিতে লাগিল। এই প্রকার অনিষ্টাচরণে রত দেখিয়া নিমাই নিজগণকে শান্তভাব ধারণ করিবার আদেশ দিলেন।

নিমাই সমস্ত ভাব সংবরণপূর্ব্বক কাজি কোথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কাজি অন্দরমহলে লুকায়িত আছেন শ্রবণ করিয়া বহিরাগমনের জন্য তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইলেন। একে ত হিন্দু মুসলমানে শত্রুতা আছে, তাহার উপর কাজি সংকীর্ত্তনে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া আরও শত্রুতা প্রবর্দ্ধিত করিয়াছেন। এজন্য ভয়বিহ্বল হইয়া একবারে অন্দরমহলে লুক্কায়িত হইয়াছেন। এক্ষণে নিমাইপণ্ডিত ডাকিতেছেন শুনিয়া আশ্বাসিত হইলেন। বিশেষতঃ বাহিরে আর লোকজনের কোলাহল নাই, দর্শন করিয়া তাঁহার সাহস উৎপন্ন হইল। তখন তিনি বাহিরে আগমন পূর্ব্বক করযোড়ে নিমাইসমক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন।

কাজিকে উপস্থিত দেখিয়া নিমাই মহাসমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা

পূর্ব্বক উপবেশন করাইলেন এবং নিজেও উপবিষ্ট হইলেন। তখন নিমাই বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন, "আমরা আপনার বাড়ী আগমন করিতেছি, আপনি কোথায় আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিবেন, তাহা না হইয়া আমাদিগকে আপনার অভ্যর্থনা করিতে হইল? এ আপনার কিরূপ ব্যবহার?"

কাজি লজ্জিত হইয়া নিমাইয়ের মুখের দিকে তাকাইলেন, দেখিলেন তাঁহার প্রশান্তবদনে ক্রোধভ্রূকুটী নাই, বরং তাহা করুণাপূর্ণ। সেই মুখ দেখিয়া কাজির হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক হইল। নিমাইয়ের গুণে যেন তিনি বশীভূত হইলেন। তখন কাজি বলিলেন. "আমরা তোমাদের কীর্ত্তনে বাধা দিয়াছি, তোমাদের প্রতি অনেক অত্যাচার করিয়াছি, তজ্জন্য ভাবিলাম, তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া বহুলোক সমভিব্যাহারে আসিতেছ, এজন্য তোমাদের প্রতিহিংসারূপ শত্রুভয়ে লুক্কায়িত হইয়াছিলাম।"

নিমাই কহিলেন, "তুমি আমাদের কীর্ত্তনের উপর কি জন্য এত খড়্গাহস্ত হইয়াছিলে? এবং পরিশেষেই বা আপনা আপনি কি জন্য তদ্বিষয়ে ভঙ্গ দিলে?"

কাজি কহিলেন "সে কথা এত লোকের সমক্ষে কেমন করিয়া বলিব? তুমি আমার সঙ্গে নির্জ্জনে চল, সকলই বলিব।"

নিমাই কহিলেন, "ইহারা আমার আপন লোক, ইহাদের সহিত প্রকাশ করায় কোন ক্ষতি নাই।"

তখন কাজি কহিলেন, "আমার কীর্ত্তনরোধে ইচ্ছা ছিল না। তবে আমার লোক জনের অনুরোধে ও হিন্দুদের পুনঃ পুনঃ নালিসে আমি কীর্ত্তনরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। সকলেই আমাকে ভয় দর্শাইতে লাগিল যে, কীর্ত্তনরোধ না করিলে বাদসাহ আমার উপর বিরক্ত হইবেন। কারণ নিমাইয়ের মত হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী, আর হিন্দুরাই যখন নালিস করিতেছে, তখন সর্ব্বপ্রযত্নে হিন্দুদিগের সম্মান রক্ষা করা উচিত। সে যাহা হউক, আমি নবদ্বীপবাসী হিন্দুদের অনুরোধেই কীর্ত্তন বন্ধ করিতে প্রবৃত্ত হই।

দুই চারি দিবস উৎপীড়ন করিলে পর, আমি রাত্রিযোগে স্বপ্ন দেখিলাম যেন সিংহবদন নরদেহ কোন পুরুষ আমাকে কীর্ত্তনরোধের জন্য তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন আমি যে সকল অনুচরগণকে নবদ্বীপ প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহাদের অনেকেই মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরি হরি, বলিয়া নাচিতে লাগিল। আমি প্রথমে তাহাদিগকে হিন্দু বিদ্রূপকারী বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু যখন দেখিলাম যে প্রকৃতই তাহা নহে, তাহারা যেন ভূতাবিষ্টের ন্যায় হইয়াছে, তখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিল, 'কি জানি, আমরা হরিনাম ও কৃষ্ণনাম ছাড়িতে পারিতেছি না'।"

তখন কীর্ত্তনে বাধা দেওয়া আমার আর যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইল না। মুসলমানে হরিনাম গ্রহণ করে দেখিয়া আমি নিশ্চয় করিলাম ঐশ্বরিক শক্তি ব্যতিরেকে এরূপ কখনই হইতে পারে না। এইরূপ বলিতে বলিতে কাজি যেন স্বপ্নদৃষ্ট সেই মূর্ত্তির আভাস নিমাই দেহে দর্শন করিলেন। অকস্মাৎ তাড়িতবৎ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া আনন্দের লহরী চলিয়া গেল। কাজি অমনি বিশ্বম্ভরের পদতলে পতিত হইয়া কহিলেন, "আমার বোধ হয়, তুমিই হিন্দুদিগের নারায়ণ ও আমাদিগের আল্লা।"

গৌরাঙ্গ তখন কাজিকে স্পর্শ করিলেন, এবং বলিলেন, "তুমি যখন মুখে হরি, কৃষ্ণ ও নারায়ণের নাম গ্রহণ করিয়াছ তখন তোমার সর্ব্ব পাপক্ষয় হইয়াছে।" নিমাই স্পর্শে কাজির নয়ন দিয়া ধারা প্রবাহিত হইল। তিনি গৌরাঙ্গ-চরণ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ভক্তি কামনা করিলেন।

নিমাই তাঁহাকে উঠাইয়া কহিলেন, "তুমি আমাকে এই ভিক্ষা দাও যে, আর কখন কীর্ত্তনে বাধা প্রদান করিবে না।"

কাজি কহিলেন, "আমি ত করিব না, আমার বংশের কেহ যাহাতে বাধা প্রদান না করে, তজ্জন্য সাবধান করিয়া দিব।"

এই কথা শুনিয়াই নিমাই নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। কাজিও

হরিনাম করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। তখন গৌরাঙ্গ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া স্বগৃহে পাঠাইলেন।

অনন্তর বিশ্বম্ভর স্বগণসহ সেই জনস্রোত নর্ত্তন সহকারে হরিনাম করিতে করিতে বণিক নগরে উপনীত হইলেন। তথায় দীপাবলি-পরিশোভিত, স্থাপিত-মঙ্গলঘট-দ্বার সৌধরাজির মধ্য দিয়া পুষ্প-বিকীর্ণ পথে নৃত্য করিতে করিতে তন্তুবায় নগরে এবং তথা হইতে শ্রীধরের বাটী উপনীত হইলেন। পরমভক্ত শ্রীধরকে আপ্যায়িত করিবার নিমিত্ত তাহার জলপূর্ণ লৌহঘট হইতে প্রভু জলপান করিলেন, এবং তথা হইতে বাটী প্রত্যাগত হইলেন।

শ্রীনিমাইয়ের কার্য্য সকলই লোকাতীত। বিদ্বজ্জনবহুল নবদ্বীপ মধ্যে যে নিমাই বিদ্যাবলে কেশব কাশ্মীরীকে জয় করিয়াছিলেন, প্রেমভক্তি-দানে দুর্দ্দান্ত, নরহন্তা, পাষণ্ড জগাই ও মাধাইকে বশীভূত করিয়াছিলেন, আদেশমাত্র যে নিমাই লক্ষ লক্ষ লোক সংগ্রহ করিয়া হরিনামমন্ত্র সহায়ে বিধর্ম্মী, কঠোর-হৃদয় কাজিকে দমন করিলেন, স্বয়ং পণ্ডিত হইয়া যিনি নূপুরালঙ্কৃত ও মধুর শিঞ্জিতপদে রাজবর্ম্মে নৃত্য করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই, লোকশিক্ষার নিমিত্ত প্রেম-ভিক্ষা করিয়া যিনি সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন, যিনি লোকের উৎসাহে উৎসাহিত হন নাই, লোকের ভীতি-প্রদর্শনে উৎসাহশূন্য হন নাই, যিনি ভক্তের জন্য সদাই উৎকণ্ঠিত, সেই নিমাই সামান্য মানব হইলে কখন ঈদৃশ কার্য্য করিতে পারিতেন না।
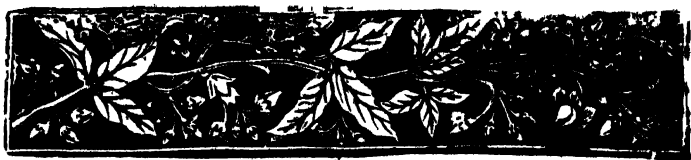
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—–—:∗:—–—

বিরাট মূর্ত্তি।

কাজি দলন করিয়া অবধি নিমাই আবার আর এক মূর্ত্তি ধরিলেন। এক্ষণে তাঁহার মন একবারে ভক্তিরসে আর্দ্র হইল। কৃষ্ণ নাম শ্রবণ মাত্রই যেখানে সেখানে পড়িয়া যান। তাঁহার নয়ন দিয়া অনবরত ধারা প্রবাহিত হইতেছে। এরূপ মূর্চ্ছাভাব দেখিয়া ভক্তগণ মহাভীত হইলেন। এজন্য তাঁহার গমনকালে ভক্তগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া গমন করিতেন। তিনি এখন বিভিন্ন আবেশে আবিষ্ট হইতে লাগিলেন। কখনও বলেন "আমি মদনগোপাল," কখন বা নিজেকেই কৃষ্ণের দাস বলিয়া পরিচয় দেন। কখন বা একান্ত মনে গোপী নাম ভজন করেন। কখন বা কৃষ্ণ নাম শুনিলে ক্ষুব্ধ হন, তাঁহাকে কোপভরে মহাদস্যু, শঠ, ধৃষ্ট, কৈতব বলিয়া তাঁহার ভজনা ত্যাগ করেন, কখন বা গোকুল, কখন বৃন্দাবন, কখন মথুরা বলিয়া অজ্ঞান হন। প্রভুর এতাদৃশ ভক্তির আবেশ দেখিয়া ভক্তগণ ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। নিমাই এক্ষণে ভক্তগণের আবাসে অহরহঃ থাকেন। সময়ে সময়ে মাতার সন্তোষার্থে বাহ্য প্রাপ্ত হন।

একদিবস অদ্বৈত গোপীভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন ভক্তগণও মহা অনুরাগে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। অদ্বৈত আর্ত্তিসহকারে নর্ত্তন করিয়া

ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেছেন। দুই প্রহর নৃত্য করিয়াও অদ্বৈতের শ্রমানুভব হইল না। ভক্তগণ তাঁহাকে স্থির করিয়া বসাইলেন। নিমাই নিজগৃহে কার্য্যান্তরে নিবিষ্ট ছিলেন। অদ্বৈতের আর্ত্তি নিমাইয়ের গোচর হইলে তিনি তথায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া বিষ্ণুঘরে গমন করিয়া দ্বাররুদ্ধ করিলেন। তখন নিমাই হাস্য করিয়া কহিলেন, "আচার্য্য! তোমার ইচ্ছা কি? এবং তোমার বাঞ্ছনীয় আর কিই বা আছে?" অদ্বৈত কহিলেন, "প্রভো! তুমি সর্ব্বদেবসার, তোমাকেই আমি চাই, আর কি চাহিব?" প্রভু হাস্য করিয়া কহিলেন, "আমি ত তোমার সাক্ষাতেই বর্ত্তমান।" অদ্বৈত উত্তর করিলেন, "প্রভো! তুমি ত আমার সম্মুখে রহিয়াছ, কিন্তু তোমার বৈভব কই? পূর্ব্বে তুমি অর্জ্জুনকে যে রূপ দেখাইয়া স্তম্ভিত করিয়াছিলে, সেই রূপ দেখিবার আমার ইচ্ছা।" মুহূর্ত্ত মধ্যে অদ্বৈত সৈন্যগণ-পরিকীর্ণ যুদ্ধপথে সুন্দর একখানি রথোপরি শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্ত সুন্দরশ্যামলমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। চন্দ্র, সূর্য্য, গিরি, নদী, সিন্ধু, বন, উপবন প্রভৃতি অনন্তব্রহ্মাণ্ড তাঁহার দেহে বিরাজমান, এবং তাঁহার সম্মুখে অর্জ্জুন স্তবে নিমগ্ন। শ্রীকৃষ্ণের এই বিরাট-মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া অদ্বৈত প্রেমানুরাগে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে নিত্যানন্দ নদিয়া পর্য্যটন করিতে করিতে, প্রভু বিশ্বরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন অবগত হইয়া সত্বর তথায় আগমন করিলেন। নিত্যানন্দের তর্জ্জন গর্জ্জনে স্বয়ং বিশ্বম্ভর দ্বার খুলিয়া দিলেন। বিষ্ণুগৃহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াই নিত্যানন্দ সেই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া দণ্ডবৎ হইলেন। প্রভু নিত্যানন্দকে উঠিতে আদেশ দিয়া প্রাণভরিয়া সেই মূর্ত্তি দেখিতে কহিলেন। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া সেই বিষ্ণুগৃহমধ্যে নৃত্য করিলেন। এই মূর্ত্তি আর কাহারও দেখিবার শক্তি ছিল না, সুতরাং নিমাইও আর কাহাকে উহা দেখান নাই। অনন্তর গৌরচন্দ্র রূপ সংবরণপূর্ব্বক ভক্তগণ সহ নিজগৃহে চলিলেন।

নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত বিশ্বরূপ দর্শনে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া গমন করিতে করিতে ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন ও নৃত্য গীত করিতেছেন। অবশেষে দুই জনের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। অদ্বৈত নিত্যানন্দকে কহিলেন "ওরে মাতাল অবধূত! কে তোকে এখানে ডাকিল, কি জন্যই বা দ্বার-ভঙ্গ করিয়া কক্ষ্যা মধ্যে প্রবিষ্ট হইলি? এমন জাতিই নাই, যার ঘরে তুই না খাইয়াছিস, সুতরাং কে তোকেই বা সন্ন্যাসী বলে? বিশেষ বৈষ্ণব সভায় এরূপ মাতাল কেন? তুই শীঘ্র যদি পলায়ন না করিস্ তবে ভাল হইবে না।" অদ্বৈতের বাক্যের উত্তরে নিত্যানন্দ কহিলেন, "আরে নাড়া! তোমাকে কিলাইয়া সোজা করিব, বুড়ো বামুনের ভয় নাই দেখিতেছি। তুই কি জানিস্ না, আমি তোর ঠাকুরের ভাই? তুই স্ত্রী পুত্র লইয়া পরম সংসারী. আমি ত পরম-হংস, সুতরাং আমি মারিলে তোমার কিছু বলা উচিত নয়। তুমি বৃথা আমার সঙ্গে গর্ব্ব করিতেছ।" অদ্বৈত ইহাতে আরও জ্বলিয়া উঠিলেন,সুতরাং আবার বলিলেন, "মাছ মাংস খাইয়া সন্ন্যাসী, যার পিতা, মাতা, কিম্বা বসতি কোন দেশে জানা নাই, তার আবার জাতি কি? যে দিনে তিনবার খায়, সে আবার সন্ন্যাসী? শ্রীবাস পণ্ডিতের জাতি গিয়াছে, কারণ তিনি এতাদৃশ মদ্যপ্রয়াসী অবধূতকে বাড়ীতে স্থান দিয়াছেন।" উভয়ের এইরূপে কলহ হইল, আবার উভয়ে উভয়ের গলা জড়াইয়া ক্রন্দন করিলেন।

গৌরাঙ্গ এখন হইতে নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এতাবৎ তিনি ভক্তিচর্চ্চা দ্বারা ভক্তগণকে ভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন। এক্ষণে তিনি প্রেমচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং গৌরাঙ্গ এক্ষণে স্বয়ং রাধাকৃষ্ণভাব ধারণ করিলেন, অর্থাৎ কখন বা তিনি কৃষ্ণভাবে রাধা বিরহে "রাধা প্রাণেশ্বরী" বলিয়া রোদন করেন। আবার কখন বা রাধাভাবে "প্রাণনাথ" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করেন। এইরূপ ভাবে বিভোর হইয়া তিনি এক্ষণে অনবরতই গৃহে থাকেন। গদাধর, নরহরি প্রভৃতি

কয়েক জন সঙ্গী তাঁহার সেবায় নিযুক্ত। কখন বা রাধাভাবে তিনি সমস্ত রাত্রি শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় জাগ্রত আছেন। একটু শব্দ হইলেই সঙ্গিগণকে কহেন, "সখি! দেখ দেখি, শ্রীকৃষ্ণ এলেন বুঝি?" এইরূপ শ্রীকৃষ্ণবিরহে রাধিকার যেরূপ উৎকণ্ঠা হইয়াছিল, নিমাই তাহারই অভিনয় করিয়া শিষ্যগণকে দেখাইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দকে দেখি-লেই তিনি জড়সড় হয়েন, কারণ তিনি শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

কিন্তু গৌরাঙ্গ, ভাবে বিভোর হইলেও, কীর্ত্তন বন্ধ হয় নাই। তিনি অদ্বৈত প্রভৃতিকে শ্রীবাসের বাটীতে কীর্ত্তন করিবার আদেশ দিয়াছেন। সেই আদেশমত অদ্বৈত শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণ মিলিয়া সংকীর্ত্তন করি-তেন। একদিবস তিনি বাহ্যজ্ঞান পাইয়া শ্রীবাসমন্দিরে গমনপূর্ব্বক সুখে কীর্ত্তন করিতেছেন, সকলে বহুদিবস পরে শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রাপ্ত হইয়া বাহ্য-জ্ঞান হারাইয়া নৃত্য করিতেছেন। ইতিমধ্যে শ্রীবাসের একমাত্র পুত্র বহুদিবস হইতে রোগভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। তাহা শ্রবণমাত্র শ্রীবাস বাটীর মধ্যে গমন করিলেন, গিয়া দেখিলেন তাঁহার পুত্রটী পরলোকগত হইয়াছে। তজ্জন্য মালিনী ও অপরাপর কামিনীগণ রোদন করিতেছেন। শ্রীবাস তত্ত্বজ্ঞানী, পরমগম্ভীর ও মহাভক্ত ছিলেন। তিনি স্ত্রীলোকগণকে প্রবোধ দান করিয়া কহিলেন, "তোমরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অবগত আছ। অন্তিমকালে যাঁহার নাম একবার মাত্র কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে মহাপাতকীও মোক্ষপ্রাপ্ত হয়, সেই প্রভু সাক্ষাতে নৃত্য করিতেছেন, এমন সময়ে যে পুত্র পরলোকগত হইল তজ্জন্য ক্রন্দন করা কি উচিত? এই শিশুর ন্যায় ভাগ্য যদি আমা-দিগের হয়, তবে ত আমরা কৃতার্থ হই। যদি বা তোমরা একান্তই বিয়োগ সহ্য করিতে না পার, তবে না হয় কিঞ্চিৎ বিলম্বে কাঁদিও। এক্ষণে ক্রন্দন শব্দ উত্থিত হইলে যদি প্রভু বাহ্যজ্ঞান পাইয়া নৃত্য ভঙ্গ করেন, তবে আমিও আর প্রাণ রাখিব না। গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া দেহ বিসর্জ্জন করিব।"

শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী স্বামীর বাক্যে প্রবোধ না মানিলেও মহাপ্রভুর নৃত্যভঙ্গ ও তন্নিবন্ধন স্বামীর বিরাগ-ভাজন হইবার ভয়ে মৃত পুত্রকে কয়েক জনে মিলিয়া বেষ্টনপূর্ব্বক বসিয়া রহিলেন।

এই সংবাদ কেহ না জানিতে পারে এজন্য শ্রীবাস প্রফুল্ল অন্তঃকরণে সানন্দমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দুই বাহু তুলিয়া "হরিবোল হরিবোল" রবে কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। শ্রীবাসের নিকট পুত্রশোক, শোক বলিয়া বোধ হইল না। যাঁহার গৃহে স্বয়ং ভগবান্ নৃত্য করিতেছেন, যিনি সর্ব্ব জীবের সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন কর্ত্তা, তাঁহার বিদ্যমানে আবার পুত্রশোক কি ?

ভক্তগণ প্রথমে শ্রীবাসের পুত্রের মৃত্যু সংবাদ জানিতে পারেন নাই। কিন্তু এ সংবাদ বহুক্ষণ গোপন থাকিবার নহে। যে যে শ্রবণ করিতেছে সেই সেই নৃত্যভঙ্গ দিয়া উপবেশনপূর্ব্বক প্রেমোল্লাসে নৃত্যপরায়ণ শ্রীবাসের মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন ও আবার প্রভুর শতদলপদ্ম-সদৃশ মুখকমল অবলোকন করিতেছেন। মনে মনে ভাবিতেছেন, শ্রীবাস হৃদয় এক্ষণে গৌরাঙ্গময়, তাঁহার শেলবিদ্ধ-হৃদয়ে গৌরাঙ্গ বিরাজমান থাকিয়া যন্ত্রণাকে অমৃতসেকে পরিণত করিতেছে।

একে একে ভক্তগণ যতই এই সংবাদ শুনিলেন ততই তাঁহারা কীর্ত্তনে ভঙ্গ দিতে লাগিলেন। অবশেষে মৃদঙ্গ মাদল প্রভৃতি নিস্তব্ধ হইলে গৌরা-ঙ্গের বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি হঠাৎ ভক্তগণের মুখাবলোকনপূর্ব্বক কহিলেন, "আমার প্রাণ কেন কাঁদিয়া উঠিতেছে ? শ্রীবাসভবনে কি কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে ?" কাহারও নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া প্রভু শ্রীবাসের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "শ্রীবাস ! তোমার কি কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে ? আমার প্রাণ কেন কাঁদিতেছে ?" শ্রীবাস উত্তর করিলেন "প্রভু যাহার বাটিতে, তাহার কি কোন অমঙ্গলের সম্ভাবনা আছে ?" তখন প্রভু ভক্তগণের প্রতি বলিলেন, "আমাকে কষ্ট দিও না, শীঘ্র বল কি ঘটনা ঘটিয়াছে ?"

তখন কাজেই অনিচ্ছা সত্বেও প্রভুকে কেহ সংবাদ জানাইল। প্রভু জিজ্ঞাসিলেন, "কতক্ষণ প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে?" একজন জানাইল, "চারি দণ্ড রাত্রি কালে, সে প্রায় আড়াই প্রহর হইল।"

গৌরাঙ্গ শ্রীবাসের মুখের দিকে তাকাইলেন, দেখিলেন তাঁহার মুখ উজ্জ্বল, বিষাদের চিহ্নমাত্রও পতিত হয় নাই। ইহা দেখিয়া গৌরাঙ্গ বড় সুখী হইলেন, কহিলেন, "শ্রীবাস! তুমিই ধন্য, তুমিই শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়-মধ্যে স্থান দিয়াছ।" গৌরাঙ্গ শ্রীবাসকে এইরূপ বলিয়া আর হৃদয়বেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না, বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "আমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া যাহারা পুত্রশোককেও হৃদয়ে স্থান দেয় না, এমন ভক্তসঙ্গ আমি কিরূপে ত্যাগ করিব?"

অনন্তর মৃতশিশু সৎকার করিবার জন্য বাহিরে আনীত হইলে, গৌরাঙ্গ তাহার নিকট গমন করিলেন। শ্রীবাস-পত্নী মালিনী ও অপরাপর সকলে তাহাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, প্রভু জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি শ্রীবাসের গৃহত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত গমন করিতেছ?" তখন সেই মৃতশিশু প্রভুবাক্যে উত্তরদান করিয়া কহিল, "প্রভো! আপনার যেরূপ নির্ব্বন্ধ, তাহার অন্যথা করে কাহার সাধ্য? এ দেহ যত দিবস ভোগ করিবার কথা তাহা ভোগ করিয়াছি, এক্ষণে অন্যত্র গমন করিতেছি। প্রভো! অনুগ্রহপূর্ব্বক এই করুন যেন আপনার চরণে আমার মতি অচলা থাকে। পার্ষদগণ সহ আপনাকে নমস্কার।"

ভক্তগণ শ্রীবাসের মৃত পুত্রকে প্রভুর সহিত কথোপকথন করিতে শ্রবণ করিয়া যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইলেন। তখন শ্রীবাসের স্ত্রীর ও আত্মীয় স্বজনের এই মৃতের জন্য দুঃখ দূরীভূত হইল। তাঁহারা সগোষ্ঠী প্রভুর চরণ ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রভু শ্রীবাসকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "শ্রীবাস, তুমি দুঃখ করিও না, আমাকে ও নিত্যানন্দকে তোমার দুই পুত্র বলিয়া জানিবে।" প্রভুর মুখে এতাদৃশ

মধুর বচন শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি করিল। অনন্তর প্রভু মৃত বালককে লইয়া সর্ব্বগণসহ কীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। তথায় যথারীতি শ্রীবাসপুত্রের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া স্নানান্তে সকলে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

গৌরাঙ্গ আবার ভাবে বিভোর হইলেন। আর গৃহ হইতে বহির্গত হয়েন না। গৃহের অভ্যন্তরে যেন সর্ব্বদা শশব্যস্ত,সর্ব্বদাই যেন ভয়ে ভীত। কি জন্য প্রভুর এরূপ অবস্থা, কিসের ভয় তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তাহা কাহারও জিজ্ঞাসা করিবার সাহস নাই। জিজ্ঞাসা করিলেও যে তিনি উত্তর দিবেন তাহারও কিছুই স্থিরতা নাই। তিনি সর্ব্বদাই এদিক ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। কোন শব্দ হইলেই ভক্তগণকে বলেন, "কে আসিল, তোমরা দেখিয়া আইস।" ভক্তগণ বাহিরে কাহাকেও না দেখিয়া সংবাদ জানাইলেন, "কেহই আসে নাই।" তখন প্রভু একটু শান্ত হয়েন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার উতলা হইয়া উঠেন।

একদিবস তিনি ভক্তগণ মধ্যে উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "অক্রূর! তুমি আমার প্রাণনাথকে লইয়া গেলে আমি কিরূপে বাঁচিব? তুমি কৃষ্ণকে লইয়া যাইও না।" এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ভক্তগণও দাঁড়াইলে নিমাই কহিলেন, "তোমরা যে কথা কহ না, তোমরা চুপ করিয়া রহিলে? কৃষ্ণকে লইয়া গেল দেখিতেছে না?" ভক্তগণ উত্তর না করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ক্রমে নিমাই কৃষ্ণের উপর বিরক্ত হইলেন, কারণ তিনি বড় কৃতঘ্ন ও নির্দ্দয়। তিনি অনুগতা সরলপ্রাণা গোপীগণকে মোহিত করিয়া পরিশেষে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। ইহা অতীব নিষ্ঠুরের কার্য্যবোধে তিনি কৃষ্ণভজন পরিত্যাগপূর্ব্বক গোপীগণকে ভজন করাই কর্ত্তব্য মনে করিলেন। সুতরাং কৃষ্ণনাম-জপ পরিহার করিয়া গোপীনাম জপ আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে কৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীশ নামে নিমাইয়ের জনৈক পূর্ব্বসহপাঠী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি নিমাইকে গোপীনাম জপ করিতে শুনিয়া কহিলেন, "গোপীনাম জপ করিবার বিধি কোন শাস্ত্রে নাই। সুতরাং উহা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনাম জপ কর।"

নিমাই কহিলেন, "কৃষ্ণ নির্দ্দয় ও কৃতঘ্ন। আমি আর তাঁহার ভজনা করিব না।" কৃষ্ণানন্দ জিভ কাটিয়া কহিলেন, "ও কথা বলিতে নাই, কৃষ্ণনাম ত্যাগে মহা অপরাধ হয়।" প্রভু বাগান্বিত হইয়া কহিলেন, "তুমি বুঝি কৃষ্ণের দূত, আমার কুঞ্জ হইতে বাহির হও।" এই বলিয়া গৃহের কোণে একটী লগুড় ছিল, তাহাই লইয়া কৃষ্ণানন্দের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। কৃষ্ণানন্দ যদি নিমাইয়ের ভাব বুঝিতেন, এবং সেইভাবে কৃষ্ণদূতত্ব স্বীকার পূর্ব্বক যদি উত্তর দিতেন, তাহা হইলে আর এ ব্যাপার সংঘটিত হইত না। কাজেই যখন নিমাই লগুড়হস্তে ধাবমান হইলেন তখন কৃষ্ণানন্দ প্রহারভয়ে "বাবারে, মেরে ফেল্লেরে" বলিয়া দৌড় দিলেন। ভয়ে, প্রাণের দায়ে তাঁহার আর পশ্চাৎ নিরীক্ষণ করিবার সাহস হইল না। নিমাই কৃষ্ণানন্দের পশ্চাৎ ধাবমান হইযা আঙ্গিনায় পৌছিয়াই বাহ্যজ্ঞান পাইলেন। তখন লজ্জাবনত মস্তকে গৃহের কোণে লগুড় রক্ষা করিয়া ভক্তগণসহ উপবিষ্ট হইলেন। কৃষ্ণানন্দ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া নিজজন সকাশে উপস্থিত হইয়া যেন সাহস পাইলেন। তথায় পশ্চাতে কাহাকেও না আসিতে দেখিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে পলায়নের কারণ তাহাদিগের নিকট বিবৃত করিয়া কহিলেন, "নিমাইপণ্ডিত কি দেশের রাজা হইয়াছেন যে, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই মারিতে উদ্যত হয়েন? ইহার একটা বিহিত করা আবশ্যক।"

তখন সকলে নিমাইয়ের দোষগুণ বিচার করিয়া নানা কথা কহিলেন। অবশেষে স্থির হইল, নিমাইপণ্ডিত ত দেশের রাজা নহেন, তবে লোকে কেন তাঁহার প্রহার সহ্য করিবে? তিনি প্রহারে উদ্যত হইলে আমরাও সকলে তাঁহাকে প্রহার করিব।

অন্তর্যামী শচীনন্দন এ সমস্তই জানিতে পারিলেন। এক দিবস গঙ্গা-তীরে পার্ষদগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া নিমাই বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তিনি কহিলেন, "কষ্ট নিবারণ জন্য পিপ্পলীখণ্ড প্রস্তুত হইল, কিন্তু তাহাতে উপকার না হইয়া কফ্ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।" এই বাক্যের অর্থ ভক্তগণ কেহ বুঝিল না। নিত্যানন্দ ইহা বুঝিতে পারিয়া বিষাদে নিমগ্ন হইলেন। তিনি বুঝিলেন প্রভু সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। তাঁহার সুন্দর কেশপাশ-মণ্ডিত মস্তক মুণ্ডিত হইবে ভাবিয়া নিত্যানন্দ বিকলেন্দ্রিয় হইলেন।

অনন্তর শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে একান্তে লইয়া গিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ! নগরের কতকগুলি লোক আমাকে প্রহার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। যাহারা এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে জানি। সুতরাং আমি কৌপীন ও বল্কলধারী হইয়া তাহাদিগের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিব। আমার গার্হস্থ্য সুখনাশ ও ভিক্ষুকবেশ দর্শন করিলে তাহাদিগের মনে দয়ার সঞ্চার হইবে। স্বচ্ছন্দে তখন তাহারা হরিনাম গ্রহণ করিবে। আমি সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে অবশ্য আমার নিজজন বড় দুঃখ পাইবেন। বৃদ্ধা জননী ও যুবতী ভার্য্যাকে বিনাদোষে ছাড়িয়া যাইবার আমার ইচ্ছা ছিল না। যে সকল ভক্তগণ আমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া পুত্রশোকও গ্রাহ্য করে না, আমার জন্য যাহারা জীবনদান করিতে প্রস্তুত, তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে। সুতরাং আমি স্বেচ্ছায় সন্ন্যাসগ্রহণ করিতেছি না। আমি জীবগণ ও ভক্তগণের তৃপ্তির জন্য সুখে সংসারাশ্রমে বাস করিতেছিলাম। ভাবিয়াছিলাম আমি সুখে থাকিলে তাহারাও সুখী হইবে। কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি আমার সুখ্ স্বচ্ছন্দতা তাহাদের প্রীতিকর হইতেছে না। শ্রীপাদ! তুমিই আমার সাক্ষী, এবং চন্দ্র ও সূর্য্য আমার সাক্ষী রহিলেন যে, আমি যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছি ইহাতে আমার কোন দোষ নাই। জগতের ত্রাণের নিমিত্তই আমার অবতার, তাহা না হইয়া আমি সংসার করিতে উদ্যত হইব? সন্ন্যাসীকে সকলে প্রণাম করে,

কেহই তাঁহাকে কখন প্রহার করে না। আমিও সন্ন্যাসী হইয়া করঙ্ক হস্তে প্রতি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইব, দেখি, কে আমাকে প্রহার করে? নিজের গার্হস্থ সুখের ও তোমাদের মনস্তুষ্টির জন্য আমি সংসারাশ্রমে থাকিলে জীব উদ্ধার হয় না, সুতরাং আমার কর্ত্তব্যনির্ণয়বিষয়ে আমি তোমারই উপদেশ ভিক্ষা করিতেছি।"

তখন নিত্যানন্দ অধোবদনে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "প্রভো! তুমি ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছা যাহা, তাহাই তোমার কর্ত্তব্য। তোমার মনে যাহা উদিত হইয়াছে তাহাই সত্য, সুতরাং তোমাকে বিধি দিতে বা নিষেধ করিতে কে সমর্থ? তুমি সর্ব্বলোকনাথ, যাহা করিলে ভাল হইবে, তাহা তুমিই জান। তুমি যে প্রকারে জগৎ উদ্ধার করিবে তাহাও তুমি জান। তথাপি তোমার নিকট এই অনুরোধ, সকল ভক্তকে এ বিষয় জ্ঞাপন কর, যে যাহা বলে তাহা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে প্রবোধদানপূর্ব্বক তোমার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিও। তোমার ইচ্ছার ব্যতিক্রম করিতে পারে ক্ষমতা কাহার?" গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের বাক্যে বড় সুখী হইলেন, কহিলেন, "শ্রীপাদ! ব্যস্ত হইও না, আমি এখনই যাইতেছি না।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

গৃহ পরিত্যাগ।

নিমাই গৃহ পরিত্যাগ করিবেন শ্রবণ করিয়া অবধি নিত্যানন্দ আকুল-প্রাণে ভাবিতে লাগিলেন, "প্রভু দেশত্যাগী হইলে জননী শচীদেবী কি প্রকারে প্রাণধারণ করিবেন, কি প্রকারেই বা এই সুদীর্ঘব্যাপী দিবারাত্রি প্রাণসম পুত্রবিহনে অতিবাহিত করিবেন?" এই সকল নিদারুণ চিন্তায় নিত্যানন্দ ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন এবং বিরলে বসিয়া কেবল জননীর দুঃখে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

নিত্যানন্দের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক গৌরাঙ্গ মুকুন্দের বাটী গমন করিলেন। গৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া মুকুন্দ পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। প্রভু প্রথমেই তাঁহাকে কৃষ্ণগীত গাইতে আদেশ করিলেন। মুকুন্দের হৃদয়ানন্দকারী শ্রুতিমধুর কণ্ঠস্বরে গীত কৃষ্ণগীত শ্রবণ করিয়া প্রভু হুহুঙ্কারপূর্ব্বক "বোল বোল" রব করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রভু ভাব সংবরণ করিয়া মুকুন্দকে কহিলেন, "মুকুন্দ! আমি গৃহবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক শিখাসূত্র-বিবর্জ্জিত ও করঙ্গধারী হইয়া দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিব মনন করিয়াছি।" মুকুন্দ শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং মিনতি সহকারে প্রভুকে কহিলেন, "প্রভো আপনার ইচ্ছা রোধে কেহ সমর্থ নহে, তবে যদি একান্তই আপনি সন্ন্যাসগ্রহণ করেন,

তবে আরও কিছু দিন এইরূপ কীর্ত্তন করিয়া আপনার ইচ্ছা সম্পন্ন করিবেন।

প্রভু মুকুন্দের বাক্যের উত্তর না দিয়া অতঃপর গদাধরের নিকট গমন করিলেন। গদাধর ভক্তিভাবে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলে গৌরাঙ্গসুন্দর কহিলেন, "গদাধর! আমি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে গৃহবাস পরিত্যাগ করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। মুণ্ডিতমস্তকে করঙ্গধারী হইয়া আমি দেশে বিদেশে বিচরণ করিব।" প্রভুর বাক্যগুলি গদাধরহৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধের ন্যায় যাতনা-প্রদ হইল। তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "প্রভো! তোমার বাক্য অতীব অদ্ভুত। মস্তকমুণ্ডন ও যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিলেই কৃষ্ণ পাওয়া যায়, গৃহবাসী হইলে কি তবে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না? মস্তকমুণ্ডনে কি ফলোদয়, তাহা তুমিই জান, ইহা বেদের অগম্য। প্রভো সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তোমার অনাথিনী মাতার কি দশা হইবে? তাঁহার সকল পুত্র কন্যার মধ্যে অবশিষ্ট তুমিই তাঁহার প্রাণস্বরূপ হৃদয়ে বিরাজমান আছ। তুমি গৃহবাস পরিত্যাগ করিলে প্রথমতঃ জননীবধভাগী হইবে। ইহাতেও যদি তোমার মন প্রবোধ না মানে, মস্তক মুণ্ডন করিলে যদি স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হও, তবে তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।"

মহাপ্রভু এইপ্রকারে একে একে ভক্তগণসকাশে নিজের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। সকলেই শোকে অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কেহ বা বলিতে লাগিলেন, "প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে আর দেশে আগমন করিবেন না। কোথায় যাইবেন, কোথায় থাকিবেন তাহার আর স্থিরতা থাকিবে না। আমরাই বা কোথায় গিয়া আর তাঁহার দর্শন পাইব?" ভক্তগণ এই প্রকারে দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইলে কাহারও আর অন্ন-পানে প্রবৃত্তি রহিল না।

সেবকের দুঃখ প্রভুর অসহ্য হইল। তিনি তখন সকলকে আশ্বাসদান করিয়া বলিলেন, "তোমরা অকারণে চিন্তা করিতেছ। তোমরা সকলে

যেখানে, আমিও সেইস্থানে। তোমরা কদাপি ভাবিও না যে, আমি সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব। আমি সর্ব্বকাল তোমাদের সঙ্গেই থাকিব। শুদ্ধ এই জন্মে নহে, জন্মে জন্মে তোমরা আমার সঙ্গী হইবে। এ জন্মে যেমন তোমরা আমার সহিত সংকীর্ত্তনামোদে লিপ্ত আছ, যুগে যুগে আমার সকল অবতারেই তোমরা সঙ্গী হইয়াছ।" প্রভু এই কথা বলিয়া একে একে সকলকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। শচীদেবী ক্রমে প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের অভিপ্রায় অবগত হইলেন। বজ্রপাতসম এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তনয়গতপ্রাণা শচীদেবী ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। পুত্রের ভগবদ্‌ভাব ধারণ তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই চিন্তামালা তাঁহার হৃদয়কে বিলোড়িত করিয়া তুলিল, তিনি স্বয়ং কোথায় আছেন বা কি করিতেছেন, সে বিষয়ে সংজ্ঞাহীনা হইলেন।

এক দিবস কমললোচন বিশ্বম্ভরকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জগন্মাতা শচীদেবী ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "বাবা বিশ্বম্ভর! আমি তোমার মুখ চাহিয়া জীবন ধারণ করিতেছি, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিও না। তোমার কমলনয়ন, চন্দ্রবদন, সুরক্ত অধর, মুক্তাগঞ্জিতদশন, অমৃতবর্ষি বচন ও গজেন্দ্র গমন; এই সকল না দেখিয়া না শুনিয়া আমি জীবন ধারণ করিতে পারিব না। বাপ্! তোমার প্রাণের দোসর নিত্যানন্দ, তোমার অনুচর অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধর প্রভৃতি সঙ্গে কীর্ত্তনামোদে লিপ্ত থাকিয়া গৃহে বাস কর। জগজ্জনে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তোমার অবতার। তুমি ধর্ম্মময় হইয়া যদি জননী পরিত্যাগ কর তবে কি প্রকারে তুমি ধর্ম্মশিক্ষা দিবে? তোমার অগ্রজ যখন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন ও তোমার পিতা বৈকুণ্ঠবাসী হইলেন, তখন কেবল তোমারই চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করিয়া আমি জীবন ধারণ করিয়াছিলাম। সেই চন্দ্র এক্ষণে আমার হৃদয়াকাশ

অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া অপসৃত হইলে আমিও জীবন বিসর্জ্জন দিব, তাহার সন্দেহ নাই।"

জগজ্জননী শচীমাতা নিমাইসমক্ষে এইরূপ বিলাপ করিতেছেন। অশ্রুধারাকুল নিমাই তচ্ছ্রবণে অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। বাষ্পগদগদ-কণ্ঠে বাক্যস্ফূর্ত্তি করিতে পারিলেন না। অতঃপর শোকাকুলা জননীকে অনশনে বিবর্ণা ও কঙ্কালাবশিষ্টা অবলোকন করিয়া একদিবস একান্তে তাঁহাকে কহিলেন, "জননি! তুমি চিত্তের স্থিরতা সম্পাদন কর, তুমি কেবল-মাত্র এই জন্মে আমার জননীরূপে অবতীর্ণ হও নাই। তুমি পূর্ব্বে পৃশ্নি-নামে বিখ্যাতা ছিলে, তখন আমি তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলাম। তৎপরে তুমি অদিতি হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে আমি বামনরূপে তোমার জঠরাকাশে উদিত হইয়াছিলাম। তুমি দেবহুতি হইলে কপিল-নামে আমিই তোমাব পুত্র হইয়াছিলাম। এবং কৌশল্যা হইয়া রামনামে আমাকেই প্রসব করিয়াছিলে। তদনন্তর মথুরায় কংসাসুর-ভগ্নী দেবকী নামে তুমি অবতীর্ণ, হইলে আমিই তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম এবং এই কীর্ত্তনারম্ভে আমি আর দুইবার তোমার উদরে অবতীর্ণ হইব, সুতরাং আমি তোমাকে ত্যাগ করিব ইহা কখন সম্ভবপর নহে। তুমি জন্মে জন্মে আমার মাতা; এবং আমিও তোমার পুত্ররূপে সমুৎপন্ন হইতেছি।

গৌরাঙ্গের বচনে শচীদেবীর মন কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিল। প্রভুর পার্ষদগণ ইহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারিলেন না। তাঁহারা প্রভুর সহিত কীর্ত্তনানন্দে মত্ত থাকিয়া, প্রভু যে অচিরে দেশত্যাগী হইবেন তাহা ভুলিয়া গেলেন। অনন্তর একদিবস তিনি নিত্যানন্দকে নিভৃতে লইয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ! আমি আগামী সংক্রান্তি দিবসে উত্তরায়ণ কালে সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। ইন্দ্রানীর নিকটবর্ত্তী কাটোয়া নামক গ্রামে কেশব ভারতী নামে জনৈক নিষ্ঠ সন্ন্যাসী আছেন, আমি তাঁহার স্থানে সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ

করিব। তুমি একথা আমার জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখর ও মুকুন্দ এই পাঁচজন ব্যতিরেকে আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।” প্রভু নিত্যানন্দও, বিশ্বম্ভর গৃহত্যাগ করিবেন এই সংবাদ শ্রবণে এতই মর্ম্মাহত হইলেন যে, উক্ত পাঁচ ব্যক্তির নিকট উহা জ্ঞাপন করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তি অনুভব করিলেন।

সন্ন্যাসমন্ত্র গ্রহণার্থ যে দিবস প্রভু বাটী হইতে বহির্গত হইবেন সে দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত তিনি সর্ব্ব বৈষ্ণব সহ সংকীর্ত্তনরঙ্গে অতিবাহিত করিলেন। সন্ধ্যা সমাগত হইলে প্রভু গঙ্গাতীরে গমনপূর্ব্বক গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করিয়া তীরে উপবেশন করিলেন। তথা হইতে গৃহে আগমনপূর্ব্বক অনুচরবর্গ-পরিবেষ্টিত গৌরসুন্দর নানা কৌতুকে কালযাপন করিতেছেন। তাঁহার অদ্ভুত আকর্ষণে অদ্য নগরবাসিগণ মাল্যচন্দন সহ তাঁহার চরণ দর্শনে উপনীত হইল। সকলে প্রণাম করিলে প্রভু সকলকেই উপদেশ দিলেন :—

“বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিহ আন॥

তোমরা কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণনাম গান কর, কৃষ্ণনাম মুখে বলিও। যদি আমার প্রতি তোমাদের স্নেহ থাকে, তবে কৃষ্ণ ব্যতিরেকে আর কোন নাম লইও না। কি শয়নে, কি স্বপনে, কি ভোজনে, কি জাগরণে দিবারাত্রি কৃষ্ণ চিন্তা করিবে।” এইরূপ উপদেশ দান করিয়া প্রভু সকলকে বিদায় দিলেন। যত লোক প্রভুর দর্শন ও উপদেশ প্রাপ্তির জন্য আগমন করিল, সকলেই মাল্য চন্দন দ্বারা প্রভুকে ভূষিত করিল। মাল্য-চন্দন-বিভূষিত গৌরচন্দ্রের যে শোভা হইল, চন্দ্রমণ্ডল পরিবেষ্টিত শশধরেরও সে শোভা কখন হয় না। নাগরিকগণ হরিধ্বনি করিতে করিতে প্রস্থান করিতেছে এমন সময়ে শ্রীধর এক লাউ হস্তে উপস্থিত হইয়া উহা প্রভুকে ভেট দিয়া প্রণাম করিল। প্রভু রাত্রি শেষে গৃহত্যাগ করিবেন মরণ হওয়ায়

ভাবিলেন, "এ লাউ আমার ভক্ষণ করা হইল না।" কিন্তু আবার ভক্তের অলাবু, না আস্বাদন করিলে পাছে শ্রীধর মনঃকষ্ট পায়, এই ভাবিয়া জননীকে সেই রাত্রিকালেই অলাবু রন্ধন করিতে কহিলেন। ইতিমধ্যে আর একজন এক ঘটী দুগ্ধ আনয়নপূর্ব্বক প্রভুর সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিল। প্রভু কহিলেন, "ভালই হইয়াছে, এই অলাবু দুগ্ধ সহযোগে রন্ধন করিলে উত্তম হইবে।" শচীমাতা নিমাইয়ের ইচ্ছামত রন্ধন করিলেন।

ভক্তগণ চলিয়া গেলে নিমাই আহার করিলেন। আহারান্তে আচমন করিয়া উঠিলে শচীমাতা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "নিমাই! আমার বড় সাধ ছিল, তুমি নবদ্বীপগ্রামে বড় পণ্ডিত হইয়া ধনে, মানে, মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ হইবে। আমিও পুত্র, পুত্রবধূ ও পৌত্র লইয়া কিছু দিন বাস করিব। ধন, মর্য্যাদা, পুত্রবধূ সকলই হইল, কিন্তু সে সকলই আমার দুঃখের কারণ-ভূত হইল। বাবা! চলিতে গেলে তোমার পা দিয়া রক্ত ফাটিয়া পড়ে, তুমি কেমন করিয়া পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে? ভিক্ষোপজীবী হইয়া তুমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে, মনে হইলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কে তোমাকে রাঁধিয়া দিবে? তুমি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিলে, কে তোমাকে চারিটী খাওয়াইয়া দিবে?"

মাতার দুঃখসূচক বাক্যে নিমাই অত্যন্ত ব্যথিতচিত্ত হইয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিতে লাগিলেন, "মা! তুমি জঠরে ধারণ করিয়া আমাকে লালন পালন করিয়াছ, তোমারই যত্নে আমি বিদ্যাশিক্ষা করি-য়াছি। তুমি নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিয়া আমার সুখের জন্য লালায়িত ছিলে। তুমি দণ্ডে দণ্ডে আমার যে স্নেহ করিয়াছ, কোটি কল্পেও আমি তাহা পরিশোধ করিতে পারিব না। আমি এক জন্মে নয়, জন্মে জন্মে তোমার নিকট ঋণী। মা! লোকে স্বাধীন নয়, সকলেই ঈশ্বরাধীন, সংযোগ, বিয়োগ সকলই সেই জগন্নাথ কর্ত্তৃক সংঘটিত। সেই জগন্নাথের

প্রতি মন অর্পণ কর, শান্তি পাইবে। আর যে মাতাপিতা শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমভক্তি দান করিতে শিক্ষা প্রদান করেন, তাঁহারাই যথার্থ মাতা পিতা, পরমবন্ধু। মা! শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে আমার অন্তর কাতর হইয়াছে, তোমার যত্নে, তোমার স্নেহে প্রতিপালিত হইয়াছি, এক্ষণে তুমিই আজ্ঞা দেও আমি শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে গমন করিয়া শুদ্ধচিত্ত হই। আমার প্রতি পুত্রজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণে মন সমর্পণ কর। আমি কৃষ্ণপ্রেম লাভের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দেশ বিদেশ হইতে কৃষ্ণপ্রেম আনিয়া দিব। অপরের সন্তানগণ সুবর্ণ ও রজত খণ্ড উপার্জ্জন করিয়া মাতৃচরণে সম্প্রদান করে, তাহাতে অনর্থ বই কখন সুখ উৎপাদন করে না।" বিশ্বম্ভরের সদর্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া শচীদেবী পুত্রের মুখপদ্মের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। বিশ্বম্ভর মায়া অপসারিত করিলে শচীমাতার অমনি তৎপ্রতি পুত্রবুদ্ধি দূর হইল। তিনি দেখিলেন, ত্রিভঙ্গ মুরলীধর গোপ গোপী ও গোপালের সঙ্গে বৃন্দাবনে লীলা করিতেছেন। তিনি ভাবিলেন, জগৎ-দুর্ল্লভ আমার পুত্র কৃষ্ণ কাহারও বশ নহে, আমি ত সামান্য নারী, ইহাই ভাবিয়া তিনি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তুমি স্বতন্ত্র পুরুষ-রত্ন ঈশ্বর, এতাবৎ যে আমার বশে ছিলে, সে আমারই ভাগ্য; এক্ষণে তুমি আপন সুখে সন্ন্যাস কর। কিন্তু তোমার নিকট আমার একটী নিবেদন আছে।" এই বলিতে বলিতে শচীদেবীর স্বর গাঢ় হইল, নয়ন দিয়া অজস্র অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। অন্তর্যামী বিশ্বম্ভর মাতার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন, "মা! আমি চলিয়া যাইতেছি সত্য, তুমি সর্ব্বদাই আমার সংবাদ পাইবে, এতদ্ভিন্ন আমাকে দেখিবার ইচ্ছা হইলেই তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে।" জননীর আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বম্ভর শয়ন-কক্ষে গমন করিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়াও আহারান্তে শয়নকক্ষে গমন করিলেন। পতি সন্ন্যাসী হইবেন জানিতে পারিয়া তাঁহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইতেছে। তিনি

পতিকে নিদ্রিত দেখিয়া তাঁহার চরণ দুখানি ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতেছেন। নয়নজল বক্ষঃস্থলের বসন আর্দ্র করিয়া নিমাইয়ের চরণে নিপতিত হইল। অমনি নিমাইয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার চরণ-ধারণপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতেছেন। নিমাই তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আদরে তাঁহাকে ধরিয়া যত্নপূর্ব্বক উৎসঙ্গে উপবেশন করাইলেন। নিমাই বিবাহ করিয়া অবধি সংকীর্ত্তনে মত্ত ছিলেন, সুতরাং বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত কখন আমোদ আহ্লাদ বা ভাল করিয়া কথা কহিবার সময় পান্ নাই। অদ্য সহসা পতির ঈদৃশ সোহাগে তাঁহার অন্তর কাঁদিয়া উঠিল। তিনি বাস্পাকুল-লোচনে পতিমুখকমলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "আমাকে একটা কথা সত্য বলিবে?" নিমাই উত্তরে কহিলেন, "তুমি আমার প্রাণপুত্তলী, তোমাকে কেন ভাঁড়াইব।" তখন বিষ্ণুপ্রিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি নাকি সন্ন্যাসী হইবে?" নিমাই কহিলেন, "হাঁ, তুমি ঠিক বলিয়াছ, আমি সন্ন্যাসী হইব। শ্রীকৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত আমি সন্ন্যাসী হইব, ইহাতে তোমার ও আমার উভয়েরই ভাল হইবে। এক্ষণে তুমি মনের সুখে আমাকে অনুমতি দেও।"

বিষ্ণুপ্রিয়া স্তম্ভিতা হইয়া কহিলেন, "সে কি কথা? তুমি যাবে কোথা? আর কেনই বা তুমি যাইবে? সন্ন্যাসী হইবে, ইহার অর্থ ত আমাকে ছাড়িবে। আচ্ছা আমি না হয় পিত্রালয়ে থাকিব। এখানে আর আসিব না। তাহা হইলে তোমাকে ত আর বাড়ী ত্যাগ করিতে হইবে না। বিশেষ, যা কর আর না কর, বৃদ্ধা মাতাকে ছাড়িও না। তিনি তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারিবেন না। তাঁহার মৃত্যু হইলে তুমিই জননী-বধের পাতকী হইবে।"

গৌরাঙ্গ প্রণয়িনীর উপদেশপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! তুমি এখনও সম্যক্ বুঝিতে পার নাই। ক্রন্দন করিবার জন্যই আমার জন্ম, এবং এতাবৎ ক্রন্দন করিয়া আসিয়াছি কিন্তু তথাপি কঠিন-হৃদয়

জীব হরিনাম লইল না। সুতরাং আমি তোমার ও জননীর হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমি গৃহত্যাগ করিলে তুমি অনাথিনী হইয়া ক্রন্দন করিবে, পুত্রগতপ্রাণা জননীও পুত্রশোকে ক্রন্দন করিবেন, তখন আমার প্রতি জীবের দয়া হইবে এবং হরিনাম গ্রহণ করিবে। প্রিয়ে, আমি মাতার অনুমতি লইয়াছি, এক্ষণে তুমি প্রসন্ন মনে আমাকে সন্ন্যাস-গ্রহণেব অনুমতি দাও।"

গৌরাঙ্গ মাতার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন শ্রবণমাত্র বিষ্ণুপ্রিয়া কহিলেন, "তিনি অনুমতি দিতে পারেন। তিনি আর ক দিন বাঁচিবেন? কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পব আমার কি দশা হইবে? তখন কে আমাকে রক্ষা করিবে? আর লোকেই বা আমাকে কি বলিবে? সকলেই বলিবে, বিষ্ণুপ্রিয়া নিষ্ঠুর কালভুজঙ্গিনী, তাহা না হইলে কি যৌবনস্থা স্ত্রী পরিত্যাগপূর্ব্বক ইহার স্বামী চলিয়া যায়? সংসার-সুখে বঞ্চিত হইয়া ইহার স্বামী বিবাগী হইয়াছে।"

গৌরাঙ্গ কহিলেন, "প্রিয়ে, তুমি বুঝিতেছ না। লোকের কথা সহ্য করিয়া অতি দীন না হইলে, লোকেব করুণার পাত্র হওয়া যায় না। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, লোকের কথায় কি আসে যায়। আমি যেখানে থাকিব, তোমারই থাকিব। চক্ষুর অন্তরাল হইলেই যে বিচ্ছেদ বলে, তাহা নয়। আমি স্থানান্তরে থাকিলেও তোমারই থাকিব। আমি জীবের দুঃখে বড়ই দুঃখিত হইয়াছি, আর আমাকে বাধা দিও না, বরং যাহাতে আমি শান্তি পাই তদ্বিষয়ে সহায়তা কর।"

নিমাই দেখিলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার অবোধ মন কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না, তখন তিনি মায়া অপসারিত করিলেন, কহিলেন, "কে কাহার স্ত্রী, কেই বা কার পতি, কে কাহার মাতা, আর কেই বা কাহার পুত্র, শ্রীকৃষ্ণই সকলের পতি, পুত্র, জায়া, সমস্ত। সুতরাং কৃষ্ণ ভজন কর; তাহা হইলে বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করিবে।"

মায়া অপসারিত হইলে নিমাইয়ের বাক্য বিষ্ণুপ্রিয়ার শান্তিপ্রদ হইল। তিনি মুখ উত্তোলন করিবামাত্র দেখিলেন, তাঁহার পতি শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-ধারী। তখন তিনি গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ একটু হাস্য করিয়া পত্নীকে পুনরায় ক্রোড়দেশে বসাইয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! আমি কি তোমাকে ত্যাগ করিতে পারি? তবে যে আমি গৃহত্যাগ করিতেছি, তাহাতে লোকে দেখিবে, আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম। কিন্তু তুমি যখনই আমার জন্য কাতর হইবে, তখনই আমার দর্শন পাইবে।"

তখন বিষ্ণুপ্রিয়া শান্তি প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, "নাথ! তুমি দয়াময়, দয়া করিয়া আমাকে দাসী বলিয়া স্মরণ রাখিও। তুমি জীব উদ্ধারে ব্রতী হইয়াছ, তোমার কার্য্য সফল হউক। আমার কষ্টকে আমি কষ্ট বলিয়া মনে করিব না, বরং তোমার সুখে আমি আপনাকে সুখী জ্ঞান করিব।"

গৌরাঙ্গ, পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া নানা কথার প্রসঙ্গে প্রায় সমস্ত রজনী যাপন করিলেন। রাত্রি প্রায় ছয় দণ্ড আছে, এমন সময়ে উভয়ে নিদ্রিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে নিমাই জাগ্রত হইয়া দেখিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া গাঢ় নিদ্রাগতা। তখন তিনি ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া সতর্কতা সহ খট্টা হইতে অবতরণপূর্ব্বক দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন। অনন্তর আঙ্গিনায় আসিয়া জননীর উদ্দেশে প্রণামপুরঃসর বহির্দ্বার উন্মোচনপূর্ব্বক গৃহ, নবদ্বীপ ও জননীকে পুনরায় প্রণাম করিয়া দ্রুতপদে গঙ্গা অভিমুখে গমন করিলেন। গঙ্গাতীরবর্ত্তী হইলে অগ্রজ বিশ্বরূপকে স্মরণ করিয়া সুরধুনী-জলে ঝম্প প্রদান করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

-০ঃ।ঃ০-

কাটোয়ায় কেশব ভারতী সন্নিধানে।

গৌরাঙ্গেব বাটীতে দুইটী ভক্ত সর্ব্বদা থাকিতেন। তাঁহারা দাসের ন্যায় শচীমাতার সেবা কবিতেন। ইঁহাদের একজনের নাম ঈশান ও অপবটীব নাম গোবিন্দ। ঈশান বহুদিবস হইতেই প্রভুর বাটীতে আছেন।

গোবিন্দ গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহাব স্ত্রীর মৃত্যুর পর, পুত্র ও পুত্রবধূর অত্যাচাবে গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কোথায় যাইবেন, কি করিবেন কিছুই স্থিব করিতে না পারিয়া নবদ্বীপে আসিলেন, কারণ, শুনিয়াছিলেন নবদ্বীপে নূতন অবতার হইয়াছে। নবদ্বীপে আগমনপূর্ব্বক গৌরাঙ্গের বিষয় কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করায় সে দেখাইয়া দিল, তিনি ঘাটে স্নান করিতেছেন। গোবিন্দ আসিয়া দেখিল, জন কয়েক পার্ষদ-পবিবেষ্টিত একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যুবক স্নান করিতে করিতে ভক্তগণসহ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। গোবিন্দও গঙ্গাস্নান করিয়া দূর হইতে গৌরাঙ্গের বাক্য শুনিতেছিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া অবধি গোবিন্দের জ্ঞান হইল, ইনি ভগবান্, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। গৌরাঙ্গ স্নান করিয়া তীরে উঠিলে গোবিন্দ ও তীরে উঠিলেন। ভক্তগণসহ গৌরাঙ্গ বাটী পৌঁছিলে, সকলে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন জন্য যে যাহার বাটী গমন

করিলেন। গোবিন্দ প্রভুর দ্বারে দণ্ডায়মান রহিলেন। প্রভু তাঁহাকে দেখিয়া দয়া করিয়া বাটীতে স্থান দিলেন। সেই অবধি গোবিন্দও ভক্ত হইয়া তাঁহার বাটী শচীমাতার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। গৌরহরি যখন সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক বাটী পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহাকে আর স্ত্রী ও জননীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চিন্তান্বিত হইতে হয় নাই।

গৌরাঙ্গের বহির্গমনের অনতিবিলম্বেই বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী যেন স্বপ্নে আপনাকে হৃদয়শূন্য জ্ঞান করিয়া জাগ্রতা হইলেন। স্বামী কৌতুক করিতেছেন ভাবিয়া তিনি গৃহের এদিক ওদিক অন্বেষণ করিলেন। পরে দ্বার উদ্ঘাটিত বুঝিয়া, সত্যই যে প্রভু তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিতে পারিলেন। তখন ভীতা, সন্ত্রস্তা, পতিব্রতা, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী অনন্যোপায়া হইয়া জননীর গৃহের দ্বারদেশে করাঘাতপূর্ব্বক জননীকে ডাকিলেন। মাতা পুত্রের চিন্তায় সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় অতিবাহন করিয়াছেন। তাঁহার প্রাণের নিমাই কখন পলায়ন করে, এই ভাবনায় তিনি নিদ্রাদেবীকে তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইতে দেন নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া ডাকিবামাত্র তিনি আলু থালু বেশে দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া সংবাদ জিজ্ঞাসিলেন। যে ভয়ে তিনি সমস্ত রজনী অনিদ্রায় অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহাই উপস্থিত জানিয়া, তিনি শিরে করাঘাত করিতে করিতে উন্মোচিত বহির্দ্বারে আগমন করিয়াই মোহবশতঃ ধরণীতে পতিত হইলেন। জগজ্জননীকে সহসা পতিত হইতে দেখিয়া ঊষারাণী কারণানুসন্ধান জন্য পূর্ব্ব গগন হইতে উঁকি মারিতে লাগিলেন। রজনী দেবী জগন্মাতার দুঃখদর্শনে অসমর্থ হইয়াই যেন নক্ষত্ররূপ সহস্র নয়ন নিমীলিত করিলেন। প্রকৃতি দেবী অতীব বিষাদে যেন মৃদুমন্দ পবন সঞ্চালনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। পক্ষিগণ যেন ঈদৃশ বিপৎপাতে সমস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। মৃদুপবনসঞ্চালনে বীচিবিক্ষোভিত সুরধুনীও মাতার দুঃখে বেলাভূমির উপর মস্তকাঘাত করিতে লাগিলেন।

ঊষাকালে ভক্তগণ ও নবদ্বীপবাসী অধিকাংশ লোক প্রাতঃস্নানার্থ আগমন করিয়া প্রভুর চরণদর্শন করিতেন। প্রথমেই শ্রীবাস প্রভুর দ্বারে উপনীত হইয়া জননীকে ভূপতিতা অবলোকন করিলেন। কারণ জিজ্ঞাসিলে বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠা সুতরাং উত্তরদানে অসমর্থা শচীদেবী অজস্র বাষ্পবারি বিগলিত করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে গৌরাঙ্গ দেবের ভক্তগণ তথায় উপনীত হইলেন। শচীমাতা কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া গৌরাঙ্গ-স্মরণে বিলাপ করিতে লাগিলেন, "আমার গৃহাকাশের মধ্যাহ্নসূর্য্য কোথায় পলায়ন করিল? আমার সংসার-সরোবরের রাজহংস কোথায় উড়িয়া গেল? আমার দশদিক শূন্য বোধ হইতেছে। কে আর আমাকে মা বলিয়া আমার তাপিত-প্রাণ শীতল করিবে? নিমাই নিদারুণ হইয়া কোনদেশে চলিয়া গেল, কেই বা আমার সোনার বাছাকে আমার ক্রোড়ে আনিয়া দিবে?" অনন্তর শচীমাতা বৈষ্ণবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ বাপ সকল, বৈষ্ণবগণই বিষ্ণুর দ্রব্যের অংশ পাইয়া থাকেন, অতএব নিমাইয়ের যাহা কিছু দ্রব্যাদি আছে, তাহা শাস্ত্রানুসারে তোমাদেরই। তোমরা সকলে মিলিয়া তাহা বিভাগ করিয়া লও। আমার আর জীবনে প্রয়োজন নাই। আমি এস্থান হইতে চলিয়া যাইব।" জননীর ক্রন্দন শুনিয়া ভক্তগণ ধরণীলুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

এদিকে নিমাই গৃহবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইতেছেন শ্রবণ করিয়া নবদ্বীপ-বাসিগণ দলে দলে প্রভুর বাটীতে আগমন করিতে লাগিল। নিমাই পণ্ডিতের শূন্যগৃহ এবং শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তাহারাও ক্রন্দন করিল। পাষণ্ড, পরনিন্দক ও নিমাইয়ের বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তিবর্গও পূর্ব্বকৃত অপরাধ স্মরণ করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইল।

মাতাকে বিলাপ করিতে দেখিয়া নিত্যানন্দের করুণ হৃদয় দ্রব হইয়া গেল। তিনি মাতাকে আশ্বাসদান করিয়া কহিলেন, "জননি! ক্ষান্ত হও,

আমি যেখানে পাই, তোমার পুত্রের অনুসন্ধানপূর্ব্বক তোমার নিকট আনিয়া দিব।" অতঃপর ভক্তগণকে একান্তে লইয়া গিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসিলেন। সকলেই কহিলেন, "প্রভু একান্তই জন্মের মত গৃহবাস ত্যাগ করিয়াছেন।" তখন নিত্যানন্দ স্থির করিলেন, "প্রভু কয়েকদিবস পূর্ব্বে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন বলিয়াছিলেন, সুতরাং জন কয়েক লোক আমার সহিত কাটোয়ায় পাঠাইয়া দেও। আমি সত্বর সংবাদ আনিয়া দিব।" তখন গদাধর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর; ও ব্রহ্মানন্দ এই কয়জন নিত্যানন্দের সহিত প্রস্থান করিলেন।

গৌরহরি সেই শীতকালে রাত্রিশেষে সন্তরণপূর্ব্বক গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া দ্রুতপদে কাটোয়ার অভিমুখে চলিলেন। কাটোয়ায় গঙ্গার উপকূলে প্রকাণ্ড এক বটবৃক্ষমূলে কেশব ভারতীর আশ্রম। প্রভু আশ্রমে উপবিষ্ট ভারতীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। নিমাইয়ের দেহের অদ্ভুত জ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিয়া ভারতী গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসিলেন। নিমাই করুণবচনে আত্মপরিচয় দান করিয়া কহিলেন, "আপনি কৃপাময় পতিত-পাবন, যাহাতে আমি শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান পাই তাহাই করুন, আপনি আমাকে সন্ন্যাস-মন্ত্র দিয়া ভবসাগর হইতে উদ্ধার করুন।" এই কথা বলিতে বলিতে নয়নজলে প্রভুর অঙ্গ ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

এদিকে নিত্যানন্দ সহ চারিজন ভক্ত গঙ্গা পার হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে কাটোয়ায় উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে বটবৃক্ষচ্ছায়ায় নিমাইকে দেখিয়া সকলে পুলকিতাঙ্গে দৌড়িয়া নিমাইয়ের চরণে পতিত হইলেন। নিমাই সজলনয়নে তাঁহাদিগকে কহিলেন, "তোমরা আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে।" অনন্তর নিমাই পুনরায় ভারতীকে করযোড়ে কহিলেন, "আমি আপনার পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আপনি আমাকে ভবনদী পার করিয়া যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের চরণ পাই তাহাই করুন।" এইরূপ বলিয়াই নিমাই হুহুঙ্কার ত্যাগ করিলেন এবং আবেশে মত্ত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ অমনি গান ধরিলেন। প্রভুর এই অদ্ভুত নৃত্য দেখিয়া লক্ষ লক্ষ লোক তথায় উপস্থিত হইল। তাঁহার অনুপম সুন্দররূপ, তাহার উপর ভুবনমোহন নৃত্য দেখিয়া সকলেই মোহিত হইল। তাঁহার ক্ষণে ক্ষণে কম্প, ক্ষণে ক্ষণে স্বেদনির্গম, ও ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতন দেখিয়া সকলেরই ত্রাস উৎপন্ন হইল। তাহার উপর কন্দর্পমূর্ত্তি এই যুবক নবীনবয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন শুনিয়া সকলেরই হৃদয় দুঃখতপ্ত হইল। যে সকল নারী যে কার্য্যে যাইতেছিলেন, তাঁহারা তাহা ভুলিয়া গৌরচন্দ্রের মুখারবিন্দ আকুলনয়নে দর্শন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "ইহার জননীর অদ্য কি কাল রজনী প্রভাত হইয়াছে। তিনি কেমন করিয়া এমন পুত্রশোক সহ্য করিবেন? ইঁহার ভার্য্যাই বা কি হতভাগিনী! এমন সুন্দর নিধিকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া গ্রহবৈগুণ্য-বশতঃ ইঁহা হইতে বিযুক্ত হইল। আমাদেরই মনে হইলে যখন বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে, না জানি ইঁহার জননী ও ভার্য্যা কি প্রকারে প্রাণ ধারণ করিবেন?" প্রভু বহুক্ষণ নৃত্য করিয়া উপবিষ্ট হইলে, কেশব ভারতী তাঁহার অপূর্ব্ব শক্তি দর্শন করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর তাঁহার বহুবিধ স্তবস্তুতি করিয়া কহিলেন, "আমি তোমার যে শক্তি অবলোকন করিলাম, তাহা ঈশ্বর ব্যতিরেকে মনুষ্যে সম্ভবে না। সুতরাং তুমি যে জগদ্‌গুরু তাহা আমি বুঝিলাম, তবে তুমি লোক শিক্ষার জন্য আমাকে গুরুরূপে গ্রহণ করিতেছ।" প্রভু মিনতি করিয়া বলিলেন, "আমার প্রতি মায়া প্রকাশ না করিয়া এরূপ দীক্ষা দিন, যাহাতে আমি কৃষ্ণদাস হইতে পারি।"

সন্ধ্যা সমাগত হইলে নিমাই, নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখরাদি সকলে একত্র হইলেন এবং সেই আশ্রমে সে রাত্রি যাপন করিলেন। প্রভাতে গাত্রো-খানপূর্ব্বক প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপনান্তে কেশব ভারতী গৌরচন্দ্রকে সম্বো-ধনপূর্ব্বক কহিলেন, "তোমাকে সন্ন্যাস-মন্ত্র দান করিতে আমার অন্তর

কম্পিত হইতেছে। তোমার এরূপ সুন্দর তনু, এই নবীন বয়স, তুমি জীবনে কখন দুঃখ-কষ্ট সহ্য কর নাই এবং তোমার সন্তান সন্ততিও অদ্যাবধি হয় নাই; সুতরাং আমি তোমাকে সন্ন্যাস-মন্ত্র দিতে পারিব না। পঞ্চাশের উপর বয়ঃক্রম হইলে, সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি, বাসনা ও তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়, তখনই সন্ন্যাসী হইবার উপযুক্ত সময়।" তখন নিমাই বিনীতভাবে করযোড়ে কহিলেন, "গোসাঞি! তোমা ব্যতিরেকে ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্ব আর কে জানে? সংসারে মনুষ্যজন্ম দুর্লভ এবং কৃষ্ণপ্রেম ও ভক্তজনসঙ্গ তাহা অপেক্ষাও দুর্লভ। মনুষ্যজীবন ক্ষণবিধ্বংসি, সুতরাং পঞ্চাশের পূর্ব্বেই যাহারা ক্ষীণায়ু হয়, তাহাদিগের ত কৃষ্ণপ্রেম লাভ আর হইতে পারে না। সুতরাং আমার প্রতি মায়া প্রকাশ না করিয়া যাহাতে আমি কৃষ্ণদাস হইতে পারি তাহারই উপায় করুন।" এইরূপ বলিতে বলিতে নিমাইয়ের আরক্ত নয়নদুটি জলপূর্ণ হইল। সুন্দর কাতর বদনমণ্ডল বহিয়া অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল ও সর্ব্বাঙ্গে জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইল। সিংহ পরাক্রমে হরি হরি রবে হুহুঙ্কার করিয়া ত্রিভঙ্গমূর্ত্তি-ধারণপূর্ব্বক "বংশী, বংশী," ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ন্যাসিবর ভগবানের এই অপরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং ভাবিলেন, "আমার ত এ ভাল কাজ হইতেছে না। যিনি জগন্নাথ, ও জগতের গুরু, তিনি জোড়হস্তে আমাকে গুরু বলিবেন, তাহা হইতে পারে না।" এই ভাবিয়া কেশব ভারতী উপায় স্থির করিলেন। কোন উপায়ে নিমাইকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়া নিজে অন্যত্র গমন করিবেন, তাহা হইলে আর তাঁহাকে মন্ত্র দিতে হইবে না। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া নিমাইকে কহিলেন, "তুমি পুনরায় বাটী গমন করিয়া জননী ও স্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া আইস। তাঁহারা তোমাকে ভাল মনে বিদায় দিলে আমি তোমাকে মন্ত্র দিতে পারি।"

ন্যাসিবরের আদেশমত গৌরাঙ্গ পুনরায় নবদ্বীপ চলিলেন। তখন কেশব ভারতী চিন্তা করিতেছেন, "আমি কি ভ্রান্তমতি, ব্রহ্মাণ্ডের গণ

যাঁহার লোমকূপে, আমি তাঁহার নিকট হইতে পলাইয়া কোন স্থানে যাইব?” এজন্য তিনি গৌরাঙ্গকে পুনরায় ডাকিলেন। ডাকিয়া কহিলেন, “বিশ্বম্ভর! তুমি কেন আমায় বিড়ম্বনা করিতেছ? যিনি জগতের গুরু, তাঁহার গুরু আবার কে হইতে পারে? এজন্য তোমাকে মন্ত্রদান করিবার সাহস আমার নাই।”

নিমাই তখন অত্যন্ত আর্ত্তি সহকারে সন্ন্যাসীর পদধারণপূর্ব্বক কহিলেন, “প্রণতজনকে এমন দুর্ব্বচন বলিবেন না, আমি মরিলেও আপনার পদকমল ছাড়িব না। তবে এক নিবেদন আছে তাহা শ্রবণ করুন, ‘আমি এক দিবস রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম যে, জনৈক ব্রাহ্মণ আসিয়া আমার কর্ণে মন্ত্র দিলেন।” এই বলিয়া প্রভু সেই মন্ত্র সন্ন্যাসীর কাণে কাণে বলিয়া নিজেই নিজের গুরু হইলেন। মন্ত্র শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, “আচ্ছা, আমি তোমাকে মন্ত্র দিব।” প্রভু সন্ন্যাসীর বাক্যে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, তাঁহার অরুণলোচন দিয়া অবিরতধারে অশ্রু পতিত হইতে লাগিল।

কাটোয়াবাসী যাবতীয় লোক সেই বটবৃক্ষ মূলে সমবেত হইয়াছে। কি বৃদ্ধ, কি অন্ধ, কি যুবা, কি পুরুষ, কি নারী, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি শিশু, কি কুলের যুবতী, কি পঙ্গু, কি আতুর, কি গর্ভবতী নারী সকলেই, গৌরাঙ্গকে সন্ন্যাসমন্ত্র দান করিবেন শুনিয়া, কেশব ভারতীকে গালি দিতে লাগিল। সকলেই একবাক্যে প্রভুর স্ত্রী ও মাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিল, “এমন রূপবান্ গুণবান্ পুত্র যাঁহার, সেই ধন্যা ও এমন পতি যাঁহার, সেও ধন্যা।” কিন্তু সকলেই আবার তাঁহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, “ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ইঁহার দুঃখিনী জননী ও হতভাগিনী স্ত্রী কি প্রকারে জীবন ধারণ করিবেন? তাঁহারা বোধ হয় সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া সুরধুনী জলে জীবন বিসর্জ্জন করিবেন।”

নিমাই এই সকল জল্পনা কর্ণগোচর করিয়া পুরুষগণকে পিতৃসম্বোধন

ও স্ত্রীগণকে মাতৃ-সম্বোধন পূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে কহিলেন, "তোমরা আমার মাতা পিতা, আমাকে প্রসন্ন হইয়া সকলে আশীর্ব্বাদ কর যেন আমি শ্রীকৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত হই। মা! তোমাদের যেমন পতিই একমাত্র পূজ্য, তোমাদের রূপ বল, যৌবন বল, লাবণ্য বল, পতি ভজন করিলে তাহা ধন্য হয়। সেইরূপ কৃষ্ণপদ বিনা আমার গতি নাই, কৃষ্ণ ভজন করিতে পারিলেই আমি ধন্য হই।" এই বলিয়া নিমাই রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সে দিবসও অতিক্রান্ত হইল। রাত্রিকাল সেই স্থানেই নানা কৃষ্ণালাপে অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে সন্ন্যাসমন্ত্র গ্রহন করিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, তাম্বুল, চন্দন, পুষ্প প্রভৃতি উপচয়ন আসিতে লাগিল। কে কোথা হইতে আনয়ন করিতেছে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। প্রভু চন্দ্রশেখরকে আদেশ দিলেন, "বিধি অনুসারে যত কার্য্য, তুমিই আমার হইয়া সম্পন্ন কর, আমি তোমাকে প্রতিনিধি করিলাম।"

চন্দ্রশেখর, নিত্যানন্দ প্রভৃতি শচীদেবীর নিকটে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে, নিমাইকে পুনরায় দেশে লইয়া যাইবেন। সেই উদ্দেশ্যে তাঁহারা নিমাইয়ের অনুসন্ধানে এখানে আসিয়াছেন। কিন্তু ব্যাপার অবলোকন করিয়া নিমাইকে কিছু বলিতে তাঁহাদের সাহস হইল না। চন্দ্রশেখর নিজজন বলিয়া শচীমাতা নিত্যানন্দের সঙ্গে তাঁহাকেই পাঠাইয়াছেন। গৌরচন্দ্র এক্ষণে সেই চন্দ্রশেখরকেই সন্ন্যাসমন্ত্র গ্রহণের সকল কার্য্য সম্পাদনার্থে প্রতিনিধি করিলেন। ইহাতে চন্দ্রশেখরের মনে যে কষ্ট হইল তাহা বর্ণনাতীত। কোথায় তিনি নিমাইকে মাতার নিকট ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন, তাহা না করিয়া তিনিই সেই শচীদেবীর স্নেহের পুত্তলীকে ভাসাইয়া দিতে উদ্যোগী হইলেন। বাটী প্রত্যাগত হইয়া তিনি কি বলিয়া শচীদেবীকে প্রবোধ দান করিবেন? কিন্তু তাহা বলিয়া চন্দ্রশেখর প্রতিনিধিত্ব গ্রহণে অস্বীকৃত হইতে পারিলেন না।

ক্রমে মুণ্ডনের সময় আসিল। কাটোয়া অধিবাসী নাপিত হরিদাসও উপস্থিত হইল। প্রভুর মস্তক মুণ্ডন করিতে হইবে শুনিয়া কাটোয়া অধিবাসী কি পুরুষ, কি নারী সকলেই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ আদি যত ভক্তগণ ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ী দিতে লাগিলেন। তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ চাঁচর চিকণ কেশ স্কন্ধ পর্য্যন্ত লম্বমান থাকিত, ত্রৈলোক্যসুন্দর সেই কেশ মুণ্ডন করিতে হইবে বলিয়া নাপিতও ক্রন্দন করিতে লাগিল।

যাঁহার শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে লোকের চিরসঞ্চিত পাপের ভরা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, পাপ দূরীভূত হইলে হৃদয় পবিত্র ও নির্ম্মল এবং ভক্তিরসাপ্লুত হয়; যাঁহার শ্রীমুখে মধুর হরিনাম উচ্চারিত হইলে শ্যামের বংশীধ্বনি অপেক্ষাও মধুর বলিয়া বোধ হয়; যাঁহার অপূর্ব্ব অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য দেখিলে লোকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বিবশীকৃত হইয়া উঠে; যাঁহার নয়ন দিয়া বারিধারা প্রবাহিত দেখিলে লোকের মনে ভক্তিগঙ্গা প্রবাহিত হয়, সেই গৌরাঙ্গ অন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছেন, ইহাতে জগৎ ক্রন্দন করিবে তাহার আর বিচিত্রতা কি?

প্রভু নাপিত হরিদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হরিদাস! আমি কৃষ্ণান্বেষণে বৃন্দাবনে গমন করিব, আমার কেশগুলি আমার কণ্টকস্বরূপ হইয়াছে, তুমি আমাকে মুক্ত করিয়া দেও।"

প্রভুর আকুঞ্চিত কৃষ্ণকেশরাজি দেখিয়াই হরিদাসের হৃদয় শীতল হইয়া গেল, সুতরাং সে কেশ মুণ্ডনে তাহার সাহস হইতেছে না, এজন্য সে প্রভুকে বলিল, "প্রভো! আমি এ কার্য্যে সমর্থ নই, কাটোয়ায় অনেক নাপিত আছে, আর এক জনকে ডাকিয়া লও। আর না হয়, তুমি সন্ন্যাসী হইবে হও, তোমার মস্তক মুণ্ডন করিয়া কাজ নাই।"

প্রভু। মুণ্ডন করাই সন্ন্যাস-ধর্ম্মের নিয়ম। হরিদাস! মুণ্ডন করিতে তোমার আপত্তি কি?

হরি। প্রভো, তোমার কেশ মুণ্ডন করিতে হইবে শ্রবণ করিয়া কাটোয়াবাসী যাবতীয় নর-নারী, যুবা-বৃদ্ধ, বালক-বালিকা আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন, আমি কি এতই নিষ্ঠুর যে, তোমার এই ত্রৈলোক্যসুন্দর কেশদাম আমি নষ্ট করিব ?

প্রভু। হরিদাস! তাহাতে কোন ক্ষতি নাই বরং ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে। সুতরাং আর বিলম্ব করিও না।

হরি। প্রভো! তোমার নিমিত্ত যখন আমার মন কাঁদিতেছিল, তখনই বুঝিয়াছি, তুমি মনুষ্য নও, তুমি জগতের কর্ত্তা। আমি অতি হীন জাতি, অতি নীচ, আমি তোমার মস্তক স্পর্শ করিব এমন ক্ষমতা আমার নাই। প্রভো! আমার বধের জন্যই কি তুমি এই উপায় অবলম্বন করিয়াছ ?

প্রভু ও হরিদাসে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান আবালবৃদ্ধ-বনিতা ক্রন্দন করিতেছেন। কেহ কেহ হরিদাসকে প্রশংসা করিতেছেন, কারণ তাঁহাদের ইচ্ছা, হরিদাস প্রভুবাক্য অবহেলা করে। কেহ বা হরিদাসকে ভয় দেখাইয়া মুণ্ডন বিষয়ে স্বীকার পাইতে নিষেধ করিতেছেন। কেহ বা বলিতেছেন, "হরিদাস মুণ্ডন করিলে উঁহাকে যথোচিত শাস্তি দিব এবং সন্ন্যাসী ঠাকুর যদি উঁহাকে মন্ত্র দেন উঁহাকেও ছাড়িব না। ফলতঃ এই লক্ষ লক্ষ জনের কাহারও ইচ্ছা নয় যে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নিমাই মস্তক মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

নিমাই সমবেত জনবর্গের এবংপ্রকার জল্পনা শ্রবণগোচর করিয়া কর-যোড়ে সকলকে কহিলেন, "বাপ সকল! কৃষ্ণ বিরহে আমার জীবন বহি-র্গমন করিবার উপক্রম করিতেছে। তোমরা প্রসন্ন হইয়া অনুমতি না দিলে আমার জীবন রক্ষা হইবে না। আমাকে জীবিত দেখিতে যদি তোমাদের ইচ্ছা থাকে, আর শুভকার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিও না। আমার জননী যেমন আমার জীবনরক্ষার্থে যত্নমানা হইয়া আমাকে সন্ন্যাসমন্ত্র গ্রহণে

অনুমতি দিয়াছেন, আপনারাও সকলে তদ্রূপ আমাকে অনুমতি দান করুন।” এই বলিয়া নিমাই হরিদাসকে পুনরায় কহিলেন, “হরিদাস! আমি বন্ধন অবস্থায় বড় কষ্ট পাইতেছি, আমাকে উদ্ধার করিয়া দেও, ইহাতে তোমার শুভ ভিন্ন অশুভ হইবে না।”

হরি। প্রভো! আমি ঠারে ঠোরে তোমাকে বলিলাম, তুমি শুনিতেছ না? আমি পারিব না। আমি হীন জাতি, আমাদের কার্য্যে সকলের পদস্পর্শ করিতে হয়। তুমি ভগবান্, তোমার মস্তকে হাত দিয়া আমি আবার কাহার পদস্পর্শ করিব?

সদয়হৃদয় প্রভু তখন হরিদাসকে কহিলেন, “তোমাকে আর ব্যবসায় বৃত্তি করিতে হইবে না। আমার আশীর্ব্বাদে তুমি সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইবে এবং অন্তে আমারই লোকে তোমার বসতি হইবে।”

মস্তক মুণ্ডিত হইলে ন্যাসিবর ভারতী শুভক্ষণে গৌরাঙ্গকর্ণে গৌরাঙ্গ-শিক্ষিত মন্ত্রদান করিলেন। মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া গৌরাঙ্গ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার অরুণ নয়ন দিয়া অবিরত ধারা প্রবাহিত হইল, কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গে তাঁহার হৃদয় উল্লসিত হইয়া উঠিল। অনন্তর নাম করণোদ্দেশে ভারতী গোসাঞি নিমাইকে কহিলেন, “তুমি জগৎশুদ্ধ লোককে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করাইয়াছ, এবং সংকীর্ত্তন দ্বারা তাহাদিগের চৈতন্যোদয় করাইয়াছ এজন্য তোমার নাম **কৃষ্ণ-চৈতন্য** হইল। নাম-করণ শ্রবণে বৈষ্ণবগণ উল্লাসে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল।

অনন্তর সে রাত্রি গৌরাঙ্গ তথায় অতিবাহিত করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

"বৃন্দাবন আর কত দূর।"

সে রাত্রি গৌরাঙ্গ গুরুদেব কেশব ভারতীর সহিত নৃত্য করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালেই নূতন সন্ন্যাসী দেখিবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছে। সকলেরই মুখে কেবল এই বাণী "হায়, হায়, এমন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর যুবক কাহার গৃহ অন্ধকার করিয়া আসিয়াছে?" গৌরাঙ্গ প্রাতঃক্রিয়াদি সমাধানান্তে গুরুদেবের নিকট হইতে দণ্ডকমণ্ডলু গ্রহণপূর্ব্বক সমবেত দর্শকমণ্ডলীর প্রতি কৃপা কটাক্ষ বিতরণ করিয়া কহিলেন, "পিতঃ, মাতঃ! আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যাঁহাব চরণ অন্বেষণে বহির্গত হইলাম, তাঁহাকেই যেন প্রাপ্ত হই। আর নিবেদন, আপনারা সকলে এক মনে সর্ব্বগুণাধার শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিবেন।" করুণ-কটাক্ষপাতেই প্রভু দর্শকগণের মন হরণ করিলেন। তখন সকলে সমস্বরে "হরিবোল" ধ্বনি করিতে লাগিল। অনন্তর গৌরচন্দ্র চন্দ্রশেখরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক নয়নবারি বিমোচন করিতে করিতে কহিলেন, "আচার্য্য! তুমি গৃহে গমন কর, সকল বৈষ্ণবকে কহিও, আমি বনগমন করিলাম। তুমি আর দুঃখ করিও না। তুমি যদি এতাদৃশ উতলা হইবে, তবে তুমি আমার জননীকে কেমন করিয়া প্রবোধ দান করিবে? শিশুকালে আমার পিতৃবিয়োগ হইলে, তুমিই আমার

াপতার কার্য্য করিয়াছিলে, এক্ষণে আমার ভববন্ধন মোচনের সাহায্য করিয়া নিঃস্বার্থ সুহৃদের কার্য্য করিলে। আমি তোমার হৃদয়মন্দিরে বন্দী রহিলাম জানিও।" এই বলিয়া গৌরচন্দ্র পশ্চিম অভিমুখে দ্রুতপদে গমন করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের আলিঙ্গনমুক্ত হইবামাত্র চন্দ্রশেখর সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া তিনি নবদ্বীপ প্রত্যাগমন করিলেন। চন্দ্রশেখর মুখে গৌরাঙ্গের বনগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ আর্ত্তনাদে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত শ্রবণমাত্র মূর্চ্ছাগত হইলেন। শচীদেবী শোকে দুঃখে একান্ত অভিভূতা হইয়া পুত্তলিকাবৎ একস্থানেই দণ্ডায়মান রহিলেন। ভক্তগণ ধীরবুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও গৌরাঙ্গ-শোকে ধৈর্য্য হারাইয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন।

কাটোয়ার ভারতীর আশ্রম হইতে গৌরচন্দ্র পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলে নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, গদাধর প্রভৃতি সকলে তাঁহার অনুসরণ করিলেন, তৎপশ্চাতে লক্ষ লক্ষ লোক গৃহত্যাগ করিয়া গৌরপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া প্রভু কহিলেন, "তোমরা সকলে গৃহগমন করিয়া কৃষ্ণনাম জপ কর, শ্রীকৃষ্ণই যেন তোমাদের প্রাণধন হন।" গৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদবাণী শ্রবণ করিয়া তাহারা আশ্বস্তমনে যে যাহার গৃহে গমন করিল।

অনন্তর গৌরাঙ্গ কাটোয়ার পশ্চিমপ্রান্তে যে বন ছিল তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, গদাধর প্রভৃতি পাঁচজন ভক্ত ও কাটোয়াবাসী অনেক লোক তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কিন্তু গৌরাঙ্গ অতি দ্রুত দৌড়িতেছেন, সুতরাং নিত্যানন্দ ব্যতিরেকে আর সকলেই মধ্যে মধ্যে প্রভুকে দেখিতে পাইতেছেন না। নিত্যানন্দ প্রভুর ন্যায় দৌড়িতে পারিতেন, সুতরাং তিনি প্রভুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় যাইতেছেন। ভক্তগণের সহিত যে সকল কাটোয়াবাসী প্রভুর অনুসরণ করিতেছিল, তাহারা

আর দৌড়িতে না পারিয়া একে একে বিরত হইল। ভক্তগণ এক্ষণে প্রভুকে না দেখিতে পাইয়া নিত্যানন্দের অনুসরণ করিতেছেন। প্রভুর বাহ্যজ্ঞান নাই, সুতরাং গমনেরও ঠিক নাই, কখনও পূর্ব্বে, কখনও পশ্চিমে, এইরূপে যখন যে দিকে ইচ্ছা গমন করিতেছেন। নিত্যানন্দের দৃষ্টি প্রভুর প্রতি বদ্ধ। প্রভু মাঝে মাঝে পদস্খলিত হইয়া পতিত হইতেছেন, নতুবা নিত্যানন্দও তাহার সঙ্গপ্রাপ্ত হইতেন না। এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিয়া গৌরাঙ্গ মূর্চ্ছিত হইয়া ধরণীতে পতিত হইলেন। নিত্যানন্দ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইলেন। সেই বনভূমির মধ্যে সন্ধ্যার প্রাক্কালে নিত্যানন্দ নিমাইয়ের মুখে চক্ষুতে দিবার নিমিত্ত এক বিন্দু জল প্রাপ্ত হইলেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রভুর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। কিন্তু চৈতন্যোদয় হইল না। তিনি উঠিয়া এদিক ওদিক তাকাইয়া পুনরায় বৃন্দাবন উদ্দেশে পশ্চিমদিকে গমন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার তমোজাল ধরিত্রীকে আবৃত করিলে প্রভু নিত্যানন্দ ও অপর ভক্ত কয়জন তাঁহার আর অনুসন্ধান পাইলেন না। সম্মুখে একখানি গ্রাম দেখিয়া তাঁহারা প্রতিগৃহে সন্ধান লইলেন কিন্তু কেহই প্রভুর সংবাদদানে সমর্থ হইল না। নিত্যানন্দ ব্যতিরেকে তখন সকলেই ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ সকলকে উৎসাহিত করিয়া কহিলেন, "প্রভু কি আমাদিগকে ফেলিয়া পলায়ন করিতে পারেন? অবশ্য তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া কোন না কোন স্থানে বিশ্রামলাভ করিতেছেন, কিন্তু তাহা বলিয়া এস্থান পরিত্যাগ করিতে পারি না।" তাহারাও সমস্ত রাত্রি অনশনে অনিদ্রায় চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রয়াস বিফল হইল। পরে ঊষাদেবীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা বহুদূরে কাতরনিনাদ শ্রবণ করিলেন। সেই রোদনধ্বনি শ্রবণে প্রভুর স্বর চিনিতে পারিয়া তাঁহারা সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা এক অশ্বত্থ বৃক্ষতলে দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদের হৃদয়ের ধন গৌরাঙ্গ করতলে কপোলবিন্যাসপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে "বাপ্

কৃষ্ণরে আমার! তুমি কি আমাকে দেখা দিবেনা?" বলিয়া করুণ রোদন করিতেছেন। ভক্তগণ প্রভুর দশা দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নিমাই উঠিলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এজন্য তিনি স্খলিতপদে অগ্রসর হইতেছেন। অদ্য তিন দিবস তিনি অনাহারে অনিদ্রায় অবিশ্রামে ঘুরিতেছেন। কিন্তু অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। এই কাটোয়ার পশ্চিম রাঢ় প্রদেশেই তিন দিবস পর্য্যটন করিতেছেন। তাঁহার অনুগামী ভক্তগণও অনাহারে তাঁহার অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। নিমাই সকলের প্রেমবন্ধন ছেদন করিয়া বৃন্দাবন গমনে উদ্যোগী হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মাতা কাতর নিনাদে "নিমাই রে! তুই কোথা গেলি, তুই ফিরে আয়, আমি আর তোর কীর্ত্তনে বাধা দিব না" বলিয়া ভূতলশায়িনী অবস্থায় ক্রন্দন করিতেছেন; তাঁহার স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া পূর্ণযৌবনে স্বামিবিযুক্তা হইয়া হাহাকার করিতেছেন; তাঁহার ভক্তবৃন্দ তাঁহার বিরহ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া 'প্রভু প্রভু' রবে ক্রন্দন করিতেছেন ও তাঁহাদের প্রাণহীন জীবন বিসর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইতেছেন; এই সকল আকর্ষণবলে আবদ্ধ নিমাই অগ্রসর হইতে পরাঙ্মুখ হইতেছেন। কিন্তু আবার তাঁহার বৃন্দাবন গমনলালসা অতি প্রবল; বৃন্দাবন গমনপূর্ব্বক কৃষ্ণভজন করিয়া ভব-সাগর উত্তীর্ণ হইবেন এই বলবতী-লালসাপ্ররোচিত হইয়া মাতা, স্ত্রী ও ভক্তগণের আকর্ষণ ছিন্ন করিতে সমর্থ হইতেছেন। তিনি মহাপুরুষ, অতিতেজস্বী, এজন্য সেই প্রবল আকর্ষণ ছিন্ন করিতে সমর্থ হইতেছেন। মনুষ্যের সাধ্য কি?

নিমাই অশ্বত্থ-বৃক্ষের নিম্নদেশ হইতে উত্থানপূর্ব্বক উত্তরপশ্চিমাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত, কোন দিকে যাইতেছেন তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই। তিনি, নিজের ভ্রম বশতই হউক, অথবা ভক্তগণের আকর্ষণ বলেই হউক, দিক পরিবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বাভিমুখ হইলেন।

নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, প্রভৃতি অনুসঙ্গিগণ ইহাতে পরম আপ্যায়িত হইলেন, তাঁহাদের মনে আশাবীজ অঙ্কুরিত হইল যে, প্রভুকে নবদ্বীপ লইয়া যাইতে পারিবেন তাহাতেও অকৃতকার্য্য হইলে শান্তিপুর অদ্বৈত আচার্য্যের বাড়ী যে লইয়া যাইতে পারিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

অদূরে কতিপয় রাখাল-বালক সেই মাঠে গরু চরাইতেছিল। প্রভুর অর্দ্ধনিমীলিত নয়ন ও স্খলিতপদে গমন দেখিয়া তাহারা আনন্দে হরিনাম করিয়া উঠিল। প্রভু তৎক্ষণাৎ নয়ন উন্মীলিত করিলেন এবং অদূরে রাখাল-বালকগণকে দেখিয়া তদভিমুখে গমন করিলেন। এই সময়ে প্রভু নিজ অনুচরগণকে একবার নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি রাখাল বালকগণের নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "বাপ সকল! আমাকে হরিনাম শুনাও। এমন মধুর নাম আমি অন্য তিন দিবস শুনি নাই, অতিতৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির অল্পমাত্র জলপানে যেমন পিপাসার নিবৃত্তি না হইয়া বরং বৃদ্ধি-প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তদ্রূপ হরিনামামৃত পানাসক্ত আমার তৃষ্ণা একবারমাত্র তোমাদের মুখে শুনিয়া প্রশমিত হয় নাই, অতএব হরিনাম শ্রবণ করাইয়া তোমরা আমার তাপিত প্রাণকে শীতল কর।" তাহারাও আনন্দে বিহ্বল হইয়া হরিবোল ধ্বনি সহকারে নৃত্য করিয়া গৌরাঙ্গ চরণে লুণ্ঠিত হইল। গৌরাঙ্গ হরিনামামৃত পান করিয়া জীবন শীতল করিলেন।

প্রভুর কি অপরূপ লীলা! তিন দিবস পূর্ব্বে প্রভু যে স্বর্গাদপি গরীয়সী নিজ জন্মভূমি ও তাঁহার যদৃচ্ছা লীলাস্থল ভক্তমন্দির পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার দুঃখমাত্রও হয় নাই। তাঁহার বৃদ্ধা জননী একমাত্রপুত্র বিরহে বক্ষে ও শিরে করাঘাত করিয়া যে 'হা নিমাই, হা নিমাই' বলিয়া রোদন করিতেছেন, অথবা তাঁহার লক্ষ্মীস্বরূপিণী বনিতা জগন্মনমোহন পতিবিরহে ধূলিধূসরিতাঙ্গে শিরঃশোভা কেশভূষণ ছিন্ন করিয়া যে 'হা নাথ, হা নাথ' বলিয়া, বর্ষণরহিত জলদদর্শনে চাতকিনীর ন্যায় উচ্চকণ্ঠে রোদন করিতেছেন, তাহাতেও তাঁহার দুঃখের উদ্রেক হইল না,

তিন দিবস ও তিন রাত্রি অনাহারে ও অনিদ্রায় সতত পর্য্যটন করিয়া কণ্টকে অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়াও কোনরূপ কষ্ট অনুভব করেন নাই, কিন্তু তিন দিবস হরিনাম শ্রবণ না করিয়া তিনি আপনাকে উপবাসী ও মৃতকল্প মনে করিতেছিলেন।

গৌরাঙ্গ মনে মনে জানিতেছেন তিনি বৃন্দাবন যাইতেছেন; সুতরাং রাখাল-বালকগণের মুখোচ্চারিত হরিনাম শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন, তিনি বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, আর এই রাখাল-বালকগণের বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী স্থানে বসতিনিবন্ধন তাহারা এমন মধুর হরিনাম করিতে শিক্ষা করিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বাপ সকল! তোমাদের হরিনামে আমার প্রাণ শীতল হইল, এক্ষণে তোমরা আমাকে বৃন্দাবন যাইবার পথ দর্শাইয়া দিয়া আমাকে কিনিয়া রাখ।"

নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক ইঙ্গিতদ্বারা শিক্ষিত রাখালবালকগণ প্রভুকে বৃন্দাবনের পথের পরিবর্ত্তে শান্তিপুরের পথ দেখাইয়া দিল। তখন প্রভু সেই দিকেই অগ্রসর হইলেন।

নিত্যানন্দ তখন মনে মনে ভাবিলেন, "প্রভু ত শান্তিপুরে চলিলেন; আমরা তাঁহাকে ভুলাইয়া শান্তিপুরে আনয়ন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছি। কিন্তু শান্তিপুরে উপস্থিত হইয়া যখন প্রভুর ভ্রম ঘুচিয়া যাইবে, তখন তাঁহার কোপের মুখে কে দাঁড়াইবে? কেই বা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া তথায় অবস্থিতি করাইবেন? প্রভু এক অদ্বৈত আচার্য্য ব্যতিরেকে আর কাহাকেও তাদৃশ মান্য করেন না। অদ্বৈত আচার্য্যের কথামতই তিনি শান্তিপুরে অবস্থিতি করিতে পারেন।" এই সকল আলোচনা করিয়া নিত্যানন্দ একজন ভক্তকে সত্বর অন্য পথ দিয়া নবদ্বীপ পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন, "তুমি ত্বরায় শান্তিপুর গিয়া অদ্বৈত আচার্য্যকে একখানি নৌকা লইয়া এপারে অপেক্ষা করিতে বলিবে, আর যদি তিনি শান্তিপুরে না আসিয়া থাকেন, তবে দৌড়িয়া তাঁহাকে নবদ্বীপ হইতে আনয়ন করিয়া

নৌকাসহ উপস্থিত থাকিতে বলিবে। আমিও ইত্যবসরে প্রভুকে লইয়া শান্তিপুরের আড়পারের ঘাটে পৌঁছিব। দেখিও, অদ্বৈত প্রভুকে না পাওয়া গেলে প্রভুকেও শান্তিপুরে অবস্থান করান বড় কঠিন হইবে।” নিত্যানন্দের বাক্যে ভক্ত তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন।

প্রভু অগ্রসর হইতেছেন। যদিও তাঁহার নেত্র অর্দ্ধ উন্মীলিত, পথের দিকে দৃষ্টি রক্ষা করিয়া গমন করিতেছেন, তথাপি তাঁহার সম্যক্ বাহ্যজ্ঞান নাই। বৃন্দাবন দেখিবেন ভাবিয়া তাঁহার অন্তর টল টল করিতেছে। কিন্তু তথাপি পশ্চাতে যে কেহ আসিতেছে ইহা তাঁহার অনুমান হইতেছে, কিন্তু কে তাঁহার অনুগমন করিতেছে, পশ্চাৎ ফিরিয়া তাহা দেখিবার প্রবৃত্তি তাঁহার মনে উদিত হইল না। কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৃন্দাবন কতদূর ?”

নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন, “বৃন্দাবন আর অধিক দূর নহে !” নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন এই ভাবিয়া যে, প্রভুর যখন অর্দ্ধ বাহ্যজ্ঞান হইয়াছে, তখন তাঁহার স্বর শুনিলে তিনি হয়ত তাঁহাকে নিত্যানন্দ বলিয়া জানিতে পারিবেন ও অন্যান্য কথা বার্ত্তা কহিবেন। কিন্তু প্রভু যখন তাহা করিলেন না, তখন নিত্যানন্দ অগ্রগামী ও সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, “প্রভো! আমি নিত্যানন্দ, আপনারই ভ্রাতা।”

প্রভু বদনকমল উত্তোলিত করিলেন। অর্দ্ধ নিমীলিত নয়নের উন্মেষ হইলে উভয় ভ্রাতার চারি চক্ষুর মিলন হইল। প্রভু একটু ঠাওরাইয়া দেখিয়া কহিলেন, “শ্রীপাদ না ?”

নিত্যানন্দ কহিলেন, “আমি সেই অধম নিত্যানন্দ।”

প্রভু কহিলেন, “তুমি কেমন করিয়া জানিলে যে, আমি বৃন্দাবন যাইতেছি ?”

নিত্যানন্দ কহিলেন, “আমি তোমার সঙ্গে বরাবরই আছি। তুমি রাখাল-বালকগণকে বৃন্দাবন যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিলে, তখনও আমি তোমার সঙ্গে ছিলাম।

প্রভু কহিলেন, "ভালই হইয়াছে, চল দুই ভাই বৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক মুকুন্দ ভজন করিয়া দিন অতিপাত করিব।"

এই অবধি নিত্যানন্দ পথপ্রদর্শক হইয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন, নিমাই তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। একটু অগ্রসর হইতে না হইতেই নিমাই পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, "শ্রীপাদ! বৃন্দাবন আর কত দূর?" নিত্যানন্দ প্রভুকে একটু ভৎ র্সনাসূচক বাক্যে বলিলেন, "আমি ত অগ্রে অগ্রে যাইতেছি, বৃন্দাবনে পৌছিলেই তোমাকে বলিব।"

নিমাই এবার বৃন্দাবনের কথা ছাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "শ্রীপাদ। কৃষ্ণ ত আমাকে দেখা দিবেন?"

নিত্যানন্দ বুঝিলেন ঘোর বিপদ্। কৃষ্ণ কথা উত্থাপিত করিয়া প্রভু যদি আবার বিভোর হয়েন? এজন্য তিনি পুনরায় ভৎ র্সনাসূচক বাক্যে বলিলেন, "প্রভো! ক্ষুৎপিপাসায় আতুর হইয়াছি, বৃন্দাবনে পৌছিয়া ক্ষুৎ-পিপাসার নিবৃত্তি করিয়া কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে যুক্তি করিব।"

নিত্যানন্দের ভৎ র্সনাবাক্য শ্রবণ করিয়া গৌরাঙ্গ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিলেন। কিন্তু অধিকক্ষণ আর থাকিতে না পারিয়া ভয়ে ভয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, "শ্রীপাদ! বৃন্দাবন আর কত দূর?" প্রভু ভাবিতেছেন, তাঁহারা বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, এজন্য ব্যগ্রভাবে "আর" শব্দের প্রয়োগ করিলেন।

প্রভুর ব্যগ্রভাবে নিত্যানন্দ চিন্তিত হইলেন। প্রথমতঃ নিত্যানন্দ প্রভুকে বৃন্দাবনভ্রম জন্মাইয়া শান্তিপুরে লইয়া যাইতেছেন। দ্বিতীয়তঃ প্রভুর ব্যগ্রতা-সহকারে যদি হঠাৎ বাহ্য হইয়া পড়ে এবং সূর্য্যের দিকে নিরীক্ষণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ভ্রম ঘুচিয়া যাইবে। তখন তাঁহাকে নিমাইয়ের নিকট অপদস্থ হইতে হইবে অথচ তাঁহাকে শান্তিপুরে লইয়া যাইতে পারিবেন না। তিনি জানিতে পারিলেই বৃন্দাবন অভিমুখে দৌড় দিবেন, তখন তাঁহার অনুগমন করাও দুরূহ হইবে। সুতরাং তিনি স্থির করিলেন, প্রভুর এই

ভ্রম সহায়ে তাঁহাকে শান্তিপুর লইয়া যাইবেন। এজন্য উত্তর দিলেন "বৃন্দাবন ত অতি নিকট।"

তাঁহারা এক্ষণে যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন সেখান হইতে গঙ্গার অপর পারস্থিত একটী বটবৃক্ষ দেখা যাইতেছিল, এবং গঙ্গার গর্ভের কিয়দংশও নয়নগোচর হইতেছিল। এজন্য নিত্যানন্দ তাঁহাকে উহাই দেখাইয়া কহিলেন, "প্রভো! ঐ দূরে একটী বটবৃক্ষ দেখিতেছ, উহার নিম্নে একটী নদী আছে। ঐ নদীটী যমুনা এবং ঐ বৃক্ষ বংশীবট। আমরা উহার তলায় গিয়া বিশ্রাম করিব।"

নিত্যানন্দের বাক্যে প্রভু চমৎকৃত হইলেন। নিত্যানন্দ রহস্য করিতে-ছেন কি না বুঝিবার জন্য তিনি তাঁহার বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন, "আমার ত বিশ্বাস হয় না। বৃন্দাবন এত শীঘ্র আসিলাম? আর আমার ভাগ্যে কি বৃন্দাবন দর্শন হইবে?"

নিতাই অবিচলিত ভাবে বলিলেন, "প্রভো চল, বংশীবটচ্ছায়ায় কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া যমুনায় অবগাহনপূর্ব্বক শরীর শীতল করিব।"

নিত্যানন্দের মুখবিনির্গত বাক্য শ্রবণ করিয়াই প্রভু কহিলেন, "তুমি তবে পশ্চাৎ আইস, আমি যমুনায় গিয়া অঙ্গমর্দ্দন করি।" ইহা বলিয়াই প্রভু ছুটিলেন। নিত্যানন্দও ছুটিতে বিলক্ষণ পারদর্শী। তিনিও প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, কিন্তু প্রভু বিশ্রাম না করিয়াই যমুনা জ্ঞানে সুর-নদীর মধ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন। নিত্যানন্দ কিংকর্ত্তব্য অবধারণে নিযুক্ত আছেন, অর্থাৎ নিমাই স্নান সম্পাদন করিয়া উঠিলে কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, অদ্বৈত প্রভু না আসিলে কি প্রকারেই বা তাঁহাকে অদ্বৈতের বাটী লইয়া যাইবেন এই সমস্ত ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যে দেখিলেন, অদ্বৈত প্রভু একখানি নৌকাসহ তীরে উপস্থিত হইলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

-(ঃ-*-ঃ)-

অদ্বৈতের বাটী সমারোহ।

প্রভু স্নান করিয়া তীরে উঠিলেন। তাঁহার নয়ন পূর্ব্বের ন্যায়ই মুদ্রিত, তবে যমুনাজলে অবগাহন জন্য তাহা হইতে প্রীতিধারা নির্গত হইতেছে। তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত হওয়ায় আকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তথাপি তাঁহার তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ, সুবলিত, প্রকাণ্ড দেহ, প্রশস্ত বক্ষঃস্থল, ও দেহের অমানুষিক জ্যোতিঃ দেখিয়াই অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। কিন্তু যে গৌরাঙ্গ তাম্বুল কর্পূর চর্ব্বণ করিতে করিতে সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিয়া নবদ্বীপে রাজবর্ত্মে বহির্গত হইলে, পাছে তাঁহার শ্রীপদে বেদনা লাগে, এই ভয়ে তথাকার জনসমূহ ও ভক্তবৃন্দ পথে পুষ্প বিছাইয়া দিত; যাঁহাকে হৃদয়ে স্থান দান করিয়াও তাহাদের ক্ষোভ মিটিত না, সেই গৌরাঙ্গ অদ্য কৌপীনধারী হইয়া বন্ধুর ভূমিখণ্ডের উপর ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন; স্নান করিয়াছেন কিন্তু গাত্রমার্জ্জন অভাবে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া জল পড়িতেছে, আর্দ্র কৌপীন পরিধান করিয়া আছেন, দ্বিতীয় বস্ত্র নাই যে উহা ত্যাগ করেন। অদ্বৈত আচার্য্য এই সকল দর্শন করিয়া দারুণ মানসিক কষ্টে ধৈর্য্য হারাইয়া ক্রন্দন করিলেন। প্রভু যমুনায় স্নান করিয়া আনন্দসাগরে ভাসিতেছেন। হঠাৎ অদ্বৈতের এই ক্রন্দননিনাদে তাঁহার রসভঙ্গ হইল। এবং তৎসঙ্গে

সঙ্গেই প্রভু বাহ্যজ্ঞান পাইলেন। তখন নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে অদ্বৈত আচার্য্য। তথাপি সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য নিত্যানন্দকে প্রভু জিজ্ঞাসিলেন, "শ্রীপাদ! ইনি অদ্বৈত না?" নিত্যানন্দ কহিলেন, "হুঁ, তিনিই।" নিত্যানন্দের আর প্রতারণা করিবার প্রয়োজন হইল না। নিমাই যাঁহাকে ভক্তি করেন, যাঁহার পদধূলিও সময়ে সময়ে লইয়া থাকেন, যাহাকে তিনি স্বয়ং মহাদেবাবতার বলিয়া জানিতেন এবং একমাত্র যাঁহাব বাক্য তিনি রক্ষা করিতেন, সেই অদ্বৈত সম্মুখে উপস্থিত। সুতরাং নিত্যানন্দের এখন সাহস বাড়িয়াছে।

প্রভু এখনও ভ্রমে পতিত রহিয়াছেন। তিনি অদ্বৈতকে দেখিয়া পরমানন্দে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বেশ হইয়াছে, আমরা তিন জনে সুখে মুকুন্দ ভজন করিব।" কিন্তু আবার সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ে সন্দেহের ছায়াপাত হইল, এজন্য জিজ্ঞাসিলেন, "আমি বৃন্দাবনে আসিয়াছি, তাহা তুমি কি প্রকারে জানিলে?"

অদ্বৈত নিমাইয়ের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অতি দুঃখে আর উত্তর দিতে পারিলেন না। কেবল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন নিমাই মহাসন্দিহানচিত্তে একবার নিতাইয়ের ও একবার অদ্বৈতের মুখ নিরীক্ষণ কবিতে করিতে বলিলেন, "আমি বৃন্দাবন যাইতে যাইতে কিয়দ্দূর আসিয়া, শ্রীপাদ! তোমাকে দেখিলাম; তৎপরে এক্ষণে আবার অদ্বৈতকে দেখিতেছি, ইহাব অর্থ কি?" নিমাইয়ের প্রশ্নের আর উত্তর দিবার প্রয়োজন হইল না, কারণ তিনি এক্ষণে সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান পাইলেন। তিনি যে বটবৃক্ষকে শ্যামবট ভাবিয়াছিলেন, এক্ষণে বুঝিলেন তাহা অদ্বৈতের বাটীর সম্মুখস্থ শান্তিপুরের বটবৃক্ষ, এবং যাহাকে যমুনা ভাবিয়া অবগাহন করিলেন, তাহা গঙ্গা।

তখন অনির্ব্বচনীয় দুঃখে ও শোকে একান্ত অধীর হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ কিয়ৎক্ষণ বাষ্পবারি বিগলিত করিয়া ক্রোধসহকারে নিত্যানন্দকে কহিলেন, "শ্রীপাদ! তুমি আমাকে প্রতারণা করিলে? তুমি যাহাকে বংশীবট বলিলে,

সে বংশীবট নহে, যাহাকে যমুনা বলিলে সে ত গঙ্গা। শ্রীপাদ! আমার এত ক্লেশস্বীকার সমস্ত অকারণ হইল? তুমি আমার জেষ্ঠ, এই কি, দাদা! তোমার কনিষ্ঠ প্রতি উপযুক্ত কার্য্য হইল? আমি যে শ্রীকৃষ্ণের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিলাম, সেই শ্রীকৃষ্ণই কি আমার প্রতি নির্দ্দয় হইলেন?"

নিত্যানন্দ লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। তখন পণ্ডিতা-গ্রগণ্য অদ্বৈত নিত্যানন্দের পক্ষ সমর্থন করিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ কি তোমাকে প্রতারণা করিতে পাবেন। প্রভো! তুমি বুঝিয়া দেখ ত শ্রীপাদ সত্য কথাই বলিয়াছেন, কারণ যমুনা গঙ্গাসহ প্রয়াগে সঙ্গত হইয়া পশ্চিম ধার দিয়া প্রবাহিতা হইতেছেন।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া অদ্বৈত প্রভুকে শুষ্ক কৌপীন পরিধান করিতে দিলেন এবং বলিলেন, "প্রভো! বহুদিন উপবাসী আছেন, ক্ষুৎপিপাসায় শরীর অবসন্ন হইয়াছে অতএব দাসের গৃহে ভিক্ষা করিয়া জীবন রক্ষা করুন, নৌকা প্রস্তুত।"

প্রভুর এখনও মনের আবেগ মিটে নাই, তিনি নিত্যানন্দের দিকে ভ্রুকুটীকুটিল দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ! এই জন্যই তুমি আমাকে ভুলাইয়া এই স্থানে আনয়ন করিয়াছ, তুমি আমাকে পুত্তলীবৎ সূত্র সংযোগে নাচাইতেছ?"

অদ্বৈত তখন প্রভুর হস্তধারণ-পূর্ব্বক কহিলেন, "প্রভো! তোমার অদর্শনে আমরা ম্রিয়মান হইয়াছিলাম, বোধ হয়, তোমার করুণাগুণেই আমাদের মৃত্যু হয় নাই। প্রভো! আমাদের প্রতি সদয় হইয়া নৌকা-রোহণ কর। দুটা অন্ন মুখে দিয়া জীবন ধারণ কর।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রভু অদ্বৈতের অনুরোধ রক্ষা করিতেন এবং এ ক্ষেত্রেও করিলেন। তিনি কোনরূপ বাক্যপ্রয়োগ না করিয়া নৌকা-রোহণ করিলেন। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত, প্রভুর দুই দিকে, প্রহরীরূপে উপবিষ্ট হইলেন। মুকুন্দ ও গোবিন্দ ইত্যবকাশে তথায় পৌছিয়া নৌকা-

রোহণ করিলেন। প্রভুকে শান্তিপুরে আনয়নে কৃতকার্য্য হইয়া নিত্যানন্দের আনন্দ আর হৃদয়ে ধরিতেছে না। এজন্য তিনি অদ্বৈতকে কহিলেন, "ওহে ঠাকুর! প্রভু লইলেন দণ্ড, আর আমরা পাইলাম দণ্ড; এই কয়দিন অনাহারে অনিদ্রায় দৌড়িয়া দৌড়িয়া আমাদের প্রাণসংশয় হইয়াছে; প্রভুরও তাহাই, তবে তিনি প্রেমামৃত পান করিয়াছিলেন। তাই বলিতেছি, তোমাদের বাটিতে লইয়া যাইতেছ, চারিটী পেট ভরিয়া অন্ন পাইব তঁ?" নিত্যানন্দ যথার্থই নিত্য আনন্দস্বরূপ ছিলেন।

নিত্যানন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া অদ্বৈত কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তুমি জননীর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা পালন করিয়াছ। তুমি অদ্য যে অসাধ্য সাধন করিয়াছ, তাহাতে আমি কেন, যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান থাকিবে তাবৎ সকলেই তোমাকে অন্নদান করিবে। ভূমণ্ডলের পশু পক্ষী পর্য্যন্ত এ কয়েক দিবস অন্নজল ত্যাগ করিয়াছিল, তুমি তাহাদিগকে অন্ন জল দান করিয়াছ।"

নৌকা তীরে পৌছিল। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে নিমাইয়ের আগমনবার্ত্তা শান্তিপুর ও নবদ্বীপে রাষ্ট্র হইয়াছে। তীরে পৌছিবামাত্র সমবেত বহুলোক একত্রে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। তাঁহারাও জনতার আশঙ্কা করিয়া সত্বর অদ্বৈতের বাটী প্রবিষ্ট হইলেন। পাছে জনতা অঙ্গনে প্রবিষ্ট হয় এই ভয়ে বহির্দ্বারে জন কয়েক দ্বারী নিযুক্ত হইল। ইতিমধ্যে নিত্যানন্দ সত্বর শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতে বলিলেন।

অদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণের আরতি করিয়া ভোগ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন ও শয়ন করাইয়া অদ্বৈত, গৌরাঙ্গ গোবিন্দ ও নিত্যানন্দকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। প্রভু দেখিলেন, পিঁড়ির সম্মুখে তিন খানি কদলীপত্রে নানাবিধ ব্যঞ্জনসহকারে ভোগ প্রস্তুত রহিয়াছে। প্রভু, মুকুন্দ ও হরিদাসকে ডাকিলেন, তাঁহারা কহিলেন, "প্রভো, ক্ষমা দিন, আমরা পিঁড়ায় বসিয়া ভোজন দর্শন করিব।" প্রভুর জাতি বিচার ছিল না, কিন্তু মুকুন্দ

বৈশ্য ও হরিদাস প্রকৃতপক্ষে যবন; সুতরাং তাঁহারা একত্র ভোজন করিতে অসম্মত হইলেন।

প্রভু তখন পিঁড়ি তুলিয়া আর একখানি কদলীপত্র চাহিলেন। অদ্বৈত বুঝিলেন, শ্রীকৃষ্ণের আসনে প্রভু বসিবেন না বলিয়া পিঁড়ি তুলিতেছেন। তখন অদ্বৈত তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক পিঁড়িতে বসাইলেন ও কহিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ আর তুমি একই কথা।" প্রভু পিঁড়িতে উপবেশন করিয়া কহিলেন, "এত অন্ন উঠাইয়া লও, এত অন্ন আমি খাইতে পারিব না।" অদ্বৈত বলিলেন, "তুমি খাও, যাহা না পার পাতে থাকিবে।" তখন প্রভু কহিলেন, "এত ব্যঞ্জনাদি সন্ন্যাসীর খাইতে নাই, খাইলে ইন্দ্রিয় দমন হইতে পারে না।" অদ্বৈত কহিলেন, "ওঃ, তুমি ত বড় সন্ন্যাসী! প্রভো, নীলাচলে তোমাকে যে পর্ব্বতপ্রমাণ ভোগ দেয়, তাহা তুমি কি প্রকারে খাও, তখন তোমার সন্ন্যাসীগিরি থাকে কোথায়? প্রভো, ও সকল বাহিরের লোকের সঙ্গে করিও, আমাদের কেন দুঃখ দেও?" এই বলিয়া অদ্বৈত এক খানি ছোঁরা বাহির করিয়া বলিলেন, "প্রভো, তুমি যদি না খাও, অদ্য তোমার সমক্ষে আমি আত্মহত্যা করিব।" অদ্বৈতের চক্ষু দিয়া দর দর ধারে অশ্রু নিপতিত হইতেছে; অদ্বৈত পুনরায় কহিলেন, "প্রভো, অদ্য চারি দিন অন্ন জল মুখে দাও নাই, এ সকল যদি আমাদিগকে দেখিতে হইল, তবে আমাদের আর জীবনে প্রয়োজন কি? এরূপ কষ্ট দিবে ত বল, এই ছুরিকাঘাতেই প্রাণ বিসর্জ্জন করি।"

অদ্বৈতের অন্তর বুঝিয়া প্রভুর ভয় হইল। তখন তিনি আর বাঙ্-নিষ্পত্তি না করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। এক ব্যঞ্জন একটু খাইয়া যেমন অপর ব্যঞ্জনে হস্ত দিতেছেন, তখনই অদ্বৈত বলিতেছেন, "ওটা কি ভাল হয় নাই? যদি ভাল হইয়া থাকে, আমার মাথা খাও, আর একটু খাও।" নিমাই তাহাই করিতেছেন। এইরূপে তাঁহাকে উদরপূর্ণ করিয়া ভোজন করাইলেন। নিত্যানন্দ নৌকা হইতেই অদ্বৈতের সঙ্গে কলহ

অভিলাষী হইয়াছিলেন, তখন অদ্বৈত কলহ করেন নাই। এক্ষণে নিত্যানন্দ যখন দেখিলেন, উদরে আর স্থান নাই, তখন বলিতে লাগিলেন, "আমি নৌকায় আসিতে আসিতে তোমাকে বলিয়াছিলাম, চারি দিন উপবাসী, অন্ত উদরপূর্ণ করিয়া অন্ন দিতে হইবে। তাহা না করিয়া এই কয়টী অন্নে কি আমার পেট ভরে?" অদ্বৈত কহিলেন, "তুমি ত সন্ন্যাসী, ফল মূল খাইয়াই জীবন ধারণ করিবার কথা; না হয় মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া যাহা পাও, তাহাই খাইবার কথা, তোমাকে এত অন্ন দিবে কে? আর তোমার খাইয়া কাজ নাই, আমার অত অন্নও নাই, তুমি উঠ।" নিত্যানন্দ তৎক্ষণাৎ ক্রোধ ভান করিয়া পাতে হাত থাবড়াইয়া কহিলেন, "না দিবি ত আর কি? এই উঠিলাম।" এই বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

অনন্তর উভয় প্রভু আচমন করিলে উত্তম শয্যায় উভয়কে শয়ন করিতে দিয়া গৌরাঙ্গের পদসেবা করিবার জন্য অদ্বৈত উপবিষ্ট হইলে গৌর কহিলেন, "এখন নিজে দুটী খাও ও মুকুন্দ হরিদাসকে দুটি করিয়া খাওয়াও।" অদ্বৈত সেই কার্য্যেই গমন করিলেন।

প্রভু একটু শয়ন করিলেন। অন্ত অদ্বৈতের কি আনন্দ! জগন্নাথ তাঁহার বাটী অতিথি, তিনি মনের আনন্দে তাঁহাকে আহার করাইয়াছেন। এখন আবার নিজের গণ ডাকিয়া কীর্ত্তন শ্রবণ করাইতে লাগিলেন। অদ্বৈতের আদেশমত তাহারা বিদ্যাপতির পদ গাইতে লাগিল।

"কি কহিব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥"

অদ্বৈতের গণ গাইতেছে আর অদ্বৈত স্বয়ং নৃত্য করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে প্রভুর চরণধূলি গ্রহণ করিতেছেন। প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অবধি আর কাহাকেও প্রণাম করিতে পারেন না, কিন্তু অন্যে স্বচ্ছন্দে প্রভুকে প্রণাম করিতে পারে। অদ্বৈত পূর্ব্বে প্রভুর চরণধূলি লইলে প্রভুও অদ্বৈতের চরণধূলি লইতেন, এজন্য অদ্বৈত

স্বচ্ছন্দে প্রীতি সহকারে প্রভুর চরণধূলি লইতে পারিতেন না। অন্ত যেন সেই অভাবের ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য বারংবার চরণধূলি লইতে ও চবণ স্পর্শ করিতে লাগিলেন। প্রভু কাজেই উঠিয়া উঠিয়া আলিঙ্গন কবিতেছেন। কিন্তু প্রভুর যেন শান্তি নাই। তিনি পূর্ব্বে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বৃন্দাবনে গিয়া কৃষ্ণভজন কবিবেন, এক্ষণে কিন্তু তাঁহার হৃদয় গোপীবিরহে আকুল হইতেছে। মুকুন্দ প্রভুর মুখ দেখিয়া মনোভাব বুঝিতে পারিয়া গাহিলেন ঃ—

"আহা প্রাণপ্রিয়া সখি কি না হৈল মোরে।
কানু প্রেম বিষে মোর তনু মন জরে॥"

এই গীত শুনিবামাত্র প্রভু অচেতন হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। সকলে তাঁহার চৈতন্যসম্পাদনে যত্ন করিতে লাগিলেন, বিশেষ তিন চাবি দিবস জলবিন্দু না খাইয়া তাঁহাব শবীব দুর্ব্বল হইয়াছে। ক্ষণকাল পরে হরিবোল দিয়া প্রভু উঠিয়া বসিলেন এবং পরক্ষণেই সকলেব সহিত নৃত্যে যোগদান কবিলেন। প্রভুকে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া নৃত্য করিতে দেখিয়া নিত্যানন্দ, পাছে প্রভু পতিত হন, এই ভয়ে তাঁহাব পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহিলেন। কিন্তু প্রভুর শ্রমজনক কার্য্য এক্ষণে করা অকর্ত্তব্য বোধে তাহারা সকলে বাদ্য বন্ধ করিল, প্রভুও বাহ্যজ্ঞান পাইলেন।

তখন অদ্বৈত, নিমাই ও নিত্যানন্দকে উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন কবাইয়া আপনি অন্যস্থানে গিয়া শয়ন করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত শয়ন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভো, তুমি কি এই চাবি দিবসে সকলকেই ভুলিয়া গিয়াছ? তোমার জন্য তোমার ভক্ত ও নিজজন সকলে প্রাণে মরিতেছেন, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? মাতা জীবিতা আছেন কি না বলিতে পারি না। শ্রীবাস, মুরারি প্রভৃতি কি অবস্থাপন্ন হইয়াছে, তাহাও জানিনা। আমরা যাহা হউক অদ্য মুখে অন্ন জল দিয়াছি; তাঁহারা হয়ত তোমার বিরহে এখনও উপবাসী পড়িয়া আছেন। সুতরাং যদি অনুমতি

কর, তবে কল্য প্রত্যূষে আমি নবদ্বীপ গমন করিয়া সকলকে সংবাদ দিয়া আনয়ন করি ; তাহা হইলে তাহারা মৃত শরীরে প্রাণ পাইবে।"

নিত্যানন্দের বাক্যে নিমাইয়ের নবদ্বীপ মনে পড়িল। শ্রীরাম, মুরারি প্রভৃতি ভক্তগণকেও স্মরণ করিয়া বলিলেন, "আমি যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি, তাহা তাঁহারা কি প্রকারে অবগত হইলেন ?"

নিত্যানন্দ কহিলেন, "সন্ন্যাস গ্রহণের পরদিবস গুরুদেবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক তুমি চন্দ্রশেখর আচার্য্যকে আলিঙ্গন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের সংবাদ সকলকে জ্ঞাপন করিতে বলিয়া দিয়াছিলে। তিনি কি নবদ্বীপে গিয়া তাহা না বলিয়াছেন ?"

নিমাই শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "তবে তাঁহাদিগকে আনয়ন করা কর্ত্তব্য। আমি তাঁহাদিগকে দর্শন না দিয়া চলিয়া গেলে বাস্তবিকই তাঁহারা প্রাণে মরিবেন।"

সকলকে আনয়ন করিবার অনুমতি পাইয়া নিত্যানন্দ বড়ই আনন্দিত হইলেন, এজন্য পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, "সকলকেই তবে আনয়ন করিব !" নিমাই উত্তর করিলেন, "যাঁহারা যাঁহারা আসিতে চান তাঁহাদের সকলকেই আনয়ন করিবে।" তখন নিত্যানন্দ ভাবিতেছেন, "তবে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকেও জননীর সহিত আনিবার বাধা থাকিবে না।" ইতিমধ্যে নিমাই পুনরায় কহিলেন, "শ্রীপাদ ! সকলকে আনয়ন করিও ; একজন ব্যতিরেকে।" নিত্যানন্দ বুঝিলেন, সন্ন্যাস গ্রহণের পর স্ত্রীর মুখদর্শন করিতে নাই, সুতরাং এই একজন বিষ্ণুপ্রিয়া ভিন্ন আর কেহই নহে।

নিত্যা। প্রভো, একজন ব্যতিরেকে, আমাকে বোধ হয় সকলকেই আনিতে হইবে, কারণ সংবাদ পাইলে সমগ্র নবদ্বীপের লোক ভাঙ্গিবে।

প্রভু। বেশ তা। আমি সকলের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিব।

প্রত্যূষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নিত্যানন্দ নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন, প্রভুও

গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলেন। প্রাতঃকালে স্নান না করিলে নিমাইয়ের সে দিবস আর স্নান হইত না। নিমাইয়ের আগমন-বার্ত্তা পূর্ব্বদিবসই চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়াছে, এজন্য অতি প্রাতঃকাল হইতেই অদ্বৈতের বাটীর সম্মুখে লোকসমাগম হইয়াছে। ক্রমে জনতা এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে, লোকগণের কেহ কেহ প্রভুর দর্শন না পাইয়া, উচ্চৈঃস্বরে "প্রভো প্রভো" করিয়া চীৎকার করিতেছে, কেহ বা "দ্বারী, দ্বার ছাড়িয়া দে" এই প্রকার অনুনয় করিতেছে। অদ্বৈত, বাটীর বহির্দ্বার ভগ্ন হইবার উপক্রম দেখিয়া, ও লোকগণের কাতর নিনাদে দুঃখিত হইয়া প্রভুকে লইয়া ছাদের উপর উঠিলেন।

ছাদের উপর নিমাই দণ্ডায়মান হইলেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ পুনর্ব্বার নিমাইয়ের দর্শন পাইয়া আপনাদিগকে পবিত্র মনে করিতে লাগিল। দর্শন মাত্রেই সকলে হরিবোলধ্বনি সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিল। তাঁহার ভুবন-মোহন রূপ যাঁহারা দেখিয়াছিল, তাঁহারা এক্ষণে তাঁহাকে কৌপীনধারী ও মুণ্ডিতমস্তক অবলোকন করিয়া বিষাদে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

নিমাইয়ের সন্ন্যাসিবেশ দেখিয়া সম্প্রতি অদ্বৈতের মনে একটি সন্দেহ উৎপন্ন হইল। এজন্য তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো! সন্ন্যাসীরা ত সোঽহংবাদী হয়, অর্থাৎ ভগবানের সহিত তাঁহারা আপনাদিগের অভেদ কল্পনা করেন, তুমি কিন্তু জীবকে ভক্তিশিক্ষা দিয়া দ্বৈতভাব অবলম্বন করাইতেছ। তাহা হইলে তুমি কেমন করিয়া সন্ন্যাসিগণের ন্যায় অদ্বৈতবাদী হইলে?"

নিমাই উত্তর করিলেন, "আমিও অদ্বৈতবাদী এবং অদ্বৈতের ভজনা করিয়া থাকি। সন্ন্যাসিদিগের নিরাকার অদ্বৈত আমার জন্য শ্রীঅদ্বৈত রূপ ধারণ করিয়াছেন।" ইহাতে অদ্বৈত কহিলেন, "প্রভো, সরস্বতী যাঁহার পত্নী, তাঁহার সহিত বাক্‌যুদ্ধে সমর্থ হওয়াই অসম্ভব।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

নিমাইয়ের মাতৃসম্ভাষণ।

অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া নিত্যানন্দ নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে নানাপ্রকার চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে উত্থিত হইল। চন্দ্রশেখর আচার্য্য যে প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের সংবাদ দিয়াছেন, তাহা অদ্বৈত প্রভুর নৌকাসহ আগমনেই জানা গিয়াছে। প্রভুর দেশত্যাগী হওয়ার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শচীমাতা কি এখনও বাঁচিয়া আছেন? আর বিষ্ণুপ্রিয়া—পতিময়জীবিতা হয়ত শ্বশ্রূঠাকুরাণীর স্বর্গারোহণে রক্ষকবিহীনা হইয়া পিত্রালয়ে গমন করিয়াছেন। এইরূপ চিন্তা-স্রোতে নিত্যানন্দের অন্তঃকরণ ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি গমন করিতে করিতে ধরণীবিলুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন। আবার ভাবিতেছেন, "প্রভু শান্তিপুরে অপেক্ষা করিতেছেন, এ সংবাদ সত্বর প্রচার করা আবশ্যক।" এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে নিত্যানন্দ নিমাইয়ের বাটিতে আসিয়া উপনীত হইলেন। আঙ্গিনায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে ভর্তৃবিরহিতা পত্নীর ন্যায় শোভাহীনা দেখিয়া নিতাইয়ের নয়ন দিয়া ধারা প্রবাহিত হইল। অতঃপর তিনি মা, মা, করিয়া শচীদেবীকে আহ্বান করিলে শচীদেবী "কে ও" বলিয়া দ্বার উদ্ঘাটিত করিলেন। এদিকে অন্য প্রকোষ্ঠ হইতে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও দ্বার উদ্ঘাটিত করিলেন।

নিত্যানন্দ-প্রমুখাৎ অদ্বৈত-ভবনে সন্ন্যাসি-বেশধারী নিমাইয়ের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শচীদেবী হত-চৈতন্য হইয়া ধরণী-লুণ্ঠিত হইলেন। শ্রীবাসপত্নী মালিনী ও আরও দুই এক জন প্রবীণা রমণী শচীদেবীর, ও অর্দ্ধবয়স্কা কয়েকজন রমণী বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণার্থে তাঁহাদেরই গৃহে অবস্থান করিতেছেন। অনেক যত্নে শচীদেবীর চৈতন্য সম্পাদিত হইলে বৎসহারা গাভীর ন্যায় উন্মত্তা শচীদেবী মালিনীকে কহিলেন, "নিমাই অদ্বৈতের বাটী আসিয়া আমাকে লইতে পাঠাইয়াছে, চল যাই।" আবার পরক্ষণেই কহিলেন, "না, নিমাইয়ের কাঙ্গালবেশ আর দেখিতে যাইব না, আমি বরং গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করি।" এই বলিয়াই "আমার নিমাই রে" ব'লিয়া দৌড়িলেন। শ্রীবাস প্রভৃতি সকলে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বসাইয়া কহিলেন, "একটু অপেক্ষা করুন, দোলা আসিলে, দোলায় করিয়া যাইবেন। আমরাও যাইব, এবং সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া নবদ্বীপে আনিব।"

শান্তিপুরে যাইবার জন্য সমগ্র নবদ্বীপের অধিকাংশ লোকই উদ্যোগী হইল। যাহারা গৌরাঙ্গের ভক্ত, তাহাদের ত কথাই নাই, যাহারা উদাসীন, অর্থাৎ না ভক্ত না শত্রু, তাহারাও এক্ষণে নিমাইয়ের এতাদৃশ কার্য্যে দুঃখাভিসন্তপ্ত হইয়া গৌরাঙ্গ দেখিবার মানসে তাঁহার বাটীতে সমবেত হইল। শত্রুপক্ষীয়েরাও এক্ষণে নিমাইকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইল। তাহারা যখন দেখিল, বিদ্যাবিনয়াদিগুণসম্পন্ন নিমাইয়ের কোন অভাবই ছিল না, ধন বল, রূপ বল, পদ বল, মর্য্যাদা বল, সম্ভ্রম বল নিমাই সর্ব্বগুণবিভূষিত হইয়াও যখন চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া সর্ব্বগুণ-সম্পন্না পরমরূপবতী লক্ষ্মী-স্বরূপিণী ভার্য্যাকে ও কিঞ্চিন্ন্যূন অশীতিবর্ষ-বয়স্কা পুত্রমাত্রাশ্রয়া জননীকে অক্লেশে পরিত্যাগ করিয়া এবং স্বীয় জন্মভূমিকেও পরিহার করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তখন তাহারা নিমাইকে মহাপুরুষ বলিয়া জানিতে পারিল। এবং পূর্ব্বকৃত নিমাই-দূষণরূপ অপরাধের জন্য আপনা-

দিগকে শত ধিক্কার দিতে লাগিল। এক্ষণে নিমাইয়ের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাহারাও তাঁহার দর্শনে লালসান্বিত হইয়া তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়াছে।

এক্ষণে নিমাইয়ের বাটীর প্রাঙ্গন হইতে রাস্তার বহুদূর পর্য্যন্ত লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। দোলা আনিয়া আঙ্গিনায় রক্ষিত হইয়াছে। মালিনী শচীদেবীকে আনিয়া দোলার নিকট দাঁড়াইলেন। এমন সময়ে ভূষণ-শিঞ্জনে সকলের দৃষ্টি প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে আকৃষ্ট হইল। সকলে দেখিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী জনৈক সমবয়স্কা বালিকা সমভিব্যাহারে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহার অঞ্চল ধারণ করিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন। সকলেই প্রভুদর্শনে গমন করিতেছে, নবদ্বীপের কত বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তিও গৌরদর্শনে উদ্যোগী হইয়াছেন, তখন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নিজ স্বামীর নিকট শ্বশ্রূঠাকুরাণী-সমভিব্যাহারে গমন করিবেন, ইহাতে আর কি বাধা হইতে পারে? সরলা কামিনী পতিদর্শন করিয়া হৃদয় জুড়াইবেন, তাই পুলকিতান্তঃকরণে ভূষণালঙ্কৃত হইয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীর অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারই পতি, তিনি পতিসকাশে গমন করিবেন, ইহাতে তাঁহার যত অধিকার, এত অধিকার আর কাহার আছে? ইহাতে তাঁহার লজ্জা নাই, তাই সহস্র সহস্র লোকের সম্মুখে বালা অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া জননীর নিকট আসিলেন। কিন্তু নিত্যানন্দের কি মনস্তাপ। পতি-প্রণয়িনী পতি পার্শ্বে গমন করিবেন, ইহাও তাঁহাকে নিষেধ করিতে হইবে।

নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বহুতর দ্রব্য ত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান জননী, জন্মভূমি ও স্ত্রী। জননী ত্যাগ করিলেও তিনি আজীবন তাঁহাকে দেখিতে পারেন। জন্মভূমিতে একবার মাত্র তিনি আগমন করিতে পারেন, কিন্তু স্ত্রীর মুখদর্শন একবারে নিষিদ্ধ। সুতরাং নিত্যানন্দ হৃদয়কে বজ্রসারসম কঠিন করিয়া নিমাইয়ের আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। এই যে নিমাইয়ের ঘরণী বহুলোক-সমাকীর্ণ আঙ্গিনায় শ্বশ্রূ-

ঠাকুরাণীর অঞ্চল ধরিয়া দণ্ডায়মানা, ইহাও নিমাইয়ের লীলা। তিনি সমবেত জনবৃন্দকে দেখাইলেন, এই সহায়-হীনা ঈষদূন অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা জননী ও তাদৃশ নিঃসহায়া পতিমাত্রজীবিতা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া রমণীকে লোক উদ্ধারকল্পেই ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাদের শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া জগজ্জনের হৃদয় আকৃষ্ট হইবে ও কারুণ্যরসে সিক্ত হইবে।

শচীদেবী বধূমাতাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন ও তাঁহার হৃদয়গত অভিপ্রায় বুঝিলেন। এদিকে নিত্যানন্দ মুখে নিমাইয়ের অভিপ্রায়ও অবগত হইলেন। দুঃখে, শোকে, বিষাদে, হৃদয়-বিকারে অভিভূত হইয়া শচীদেবী কহিলেন, "আমিও যাইব না।" বিষ্ণুপ্রিয়া একটু চিন্তা করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে যে পথ দিয়া ভূষণ-শিঞ্জিত করিয়া আগমন করিয়াছিলেন, সঙ্গি-সমভিব্যাহারে সেই পথ অবলম্বনপূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার গতায়াতরূপ বিদ্যুৎস্ফূরণ ও ভূষণ-শিঞ্জিতরূপ অশনি-নাদের পরক্ষণেই সমবেত ব্যক্তিবর্গের নয়নরূপ মেঘ হইতে অশ্রু বারিধারা প্রবাহিত হইল। নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট নিজ অবতারের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া কহিয়াছিলেন যে, তাঁহার নিজজনের নয়নজলদ্বারা কলু-ষিত-জীবগণের কলুষ ধৌত করিবেন। বোধ হয় বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর প্রিয়কার্য্যসাধনোদ্দেশে জীবগণকে প্রথম দর্শন দিয়া তাহাদের অন্তরের কালিমা ধৌত করিলেন।

নিত্যানন্দের নিষেধবাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া প্রথমতঃ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, "ভাবিয়াছিলেন, আমার পতি, আমি দেখিতে পাইব না, আর জগৎশুদ্ধ লোক দেখিবে, ইহা কি অন্যায়!" কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার স্মরণ হইল, "স্বামী সন্ন্যাসী হইয়াছেন, অর্থাৎ আমাকেই ত্যাগ করিয়াছেন। আমাকে ত্যাগ করিয়া তিনি দুঃখিত, এবং তাঁহাকে দুঃখিত দেখিয়া জগৎ কাঁদিবে। এ দুঃখে তাঁহারই গৌরব। আরও বিশেষ গৌরবের কারণ যে, তাঁহার এই নিজজনকে জগতের লোক দর্শনপ্রাপ্তিকামনা করে।"

অতঃপর মালিনীসমভিব্যাহারে শচী বধূমাতার নিকট গমন করিয়া বলিলেন, "বৌমা! তোমার গমন নিষেধ জানিলে আমি কখনই নিমাইকে দেখিতে যাইতাম না।" বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহাকে নানারূপ প্রবোধ দান করিয়া গমনে মত করাইলেন।

এদিকে শচীমাতা যাইবেন না শ্রবণ করিয়া লোকগণের এতাদৃশী মর্ম্মব্যথা উৎপাদিত হইয়াছে যে, তাহারাও সকলে গমনে অস্বীকার করিল। কিন্তু পরে যখন শুনিল, শচীমাতা গমন করিবেন, তখন সকলে পুনরায় গমনোদ্যত হইল।

শচীদেবী দোলা আরোহণ করিলে, অগ্রে বাহকগণ দোলা লইয়া চলিল, পশ্চাতে নবদ্বীপবাসিগণ হরিধ্বনি করিতে করিতে চলিল। নিমাই সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবেন বলিয়া নবদ্বীপের অধিবাসিগণকে আকর্ষণ করিতেছেন, এজন্য তথাকার আবালবৃদ্ধবনিতা নিমাইদর্শনে চলিয়াছেন।

অদ্বৈতের গৃহের ছাদের উপর নিমাই উপবিষ্ট আছেন এবং অদ্বৈত তাহার নিকট দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময়ে উচ্চ হরিধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অদ্বৈত কহিলেন, "এই যে নবদ্বীপবাসিগণ আসিতেছেন।" নিমাই শ্রবণমাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নীচে আসিলেন। ইতিমধ্যে শচীদেবীর দোলা অদ্বৈতের বহিঃপ্রাঙ্গনমধ্যে আনীত হইয়াছে। সন্ন্যাসীদের কাহাকেও প্রণাম করিতে নাই, কিন্তু নিমাই তাহা মানিলেন না। তিনি মাতার নিকট আগমনপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া স্তব পাঠপূর্ব্বক পুনরায় প্রণাম করিলেন। মাতাও অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন।

শচীদেবী নিমাইয়ের প্রভাব দেখিয়াছিলেন, এবং তাহার সন্ন্যাস গ্রহণের বিষয়ও শ্রবণ করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে কহিলেন, "বাবা! তুমি

আমাকে বারংবার প্রণাম করিতেছ, ইহাতে যদি আমার কোন অপরাধ হইত, তাহা হইলে তুমি কখনই এরূপ করিতে না। তুমি বাবা, ভগবান্‌ই হও, আর যাই হও, তুমি আমার নিকট সেই দুগ্ধপোষ্য বালক।” এই বলিয়া শচীদেবী নিমাইয়ের বদন চুম্বন করিলেন। তিনি নিমাইকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছেন, বিশেষ তাঁহার একপুত্র বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। এজন্য নিমাইয়ের উপর শচীর স্নেহাধিক্য প্রবল। নিমাই গৃহত্যাগ করিয়াছে শুনিয়া তিনি শোকে দুঃখে উপবাসী ছিলেন। সেই স্নেহের পুত্তলী নিমাই পুনরায় অদ্বৈতভবনে আগমন করিয়াছে। তিনি তাঁহাকে দর্শনার্থেই আগমন করিয়াছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলেই প্রবল হৃদয়বেগে শচী হতজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পতিত হইতেন। কিন্তু তাঁহার স্নেহ-উৎস একবারে প্লাবিত হইতে পারিল না। ভক্তিরূপ বাধে তাহা আবদ্ধ হইল। নিমাই যে ভগবান্, তাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তৎপরে নিমাই সন্ন্যাসী হইয়াছেন তাহাও শুনিয়াছেন, এজন্য নিমাই ভক্তিভাজন হইয়াছেন। এই ভক্তিরূপ বাঁধে তাহার স্নেহ-উৎস আবদ্ধ হওয়ায় শচীর জ্ঞানরাশি বিলোড়িত হয় নাই।

নিমাই শচীকে দোলা হইতে নামাইলেন, কিন্তু তিনি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। অদ্বৈতের বাহির আঙ্গিনায় বসিয়া পড়িলেন। সেই জনসমুদ্র-পরিবেষ্টিত আঙ্গিনায় উপবিষ্ট শচীদেবী নিমাইয়ের মুখপানে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন, “নিমাই; শৈশবে তুমি পিতৃহীন হইয়াছিলে। পাছে বড় হইলে তুমি আক্ষেপ কর, এজন্য তোমাকে বিদ্যাশিক্ষা দিলাম, ভাগবত পড়াইলাম। তোমাকে আমি বড় মানুষের ঘরে পরমা সুন্দরী কন্যার সহিত বিবাহ দিলাম। তোমার এক দাদা সন্ন্যাসী হইয়া আমার হৃদয়ে দারুণ শেল হানিয়া গিয়াছে, তুমি জানিয়া শুনিয়াও বিবাহ করিয়া পরিশেষে এই করিলে? তুমি সেই যুবতী ভার্য্যার দশা এক-

বারও ভাবিলে না? কে তাহাকে খাওয়াইবে, কে তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, একবারও তাহা ভাবিলে না? এই বৃদ্ধা মায়ের গলায় তাহাকে বাঁধিয়া দিলে? ইহাতে কি তুমি ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে পারিবে? তোমার দাদা ত বরং ছিল ভাল, তাহার ধর্ম্মজ্ঞান ছিল, সে বিবাহের নাম শ্রবণ করিয়াই সন্ন্যাসী হইয়াছিল। কিন্তু তোমার এ কি ব্যবহার! তুমি বিবাহ করিলে কেন? যদি সন্ন্যাসগ্রহণ করিবে মনে ছিল, তবে একজন সরলা পবিত্রহৃদয়া কামিনীর পরকাল নষ্ট করিলে কেন? আমাকে ত তুমি অকুলসমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়াছ, কিন্তু তাহাও ধরি না; কিন্তু পরের কন্যার অপরাধ কি? কি অপরাধে তুমি তাহাকে ত্যাগ করিলে বল দেখি? আমিই বা তাহাকে কি বলিয়া বুঝাইব? আর কোন কথাই কি তাহার হৃদয়ে স্থান পায়? সে অনাহারে ধরাশয্যাগতা আছে, দেখিয়া এস।"

নিমাই ভগবান্ হইলেও মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সুতরাং মনুষ্যের আচার ব্যবহার তাঁহাকে সমস্তই করিতে হইতেছে। তিনি মাতার ভর্ৎসনাবাক্য যতই শ্রবণ করিতেছেন, ততই তাঁহার মস্তক অবনত হইতেছে। লোক সকল চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া মাতা ও পুত্রের কথোপকথন শুনিতেছে। মাতাকে দুঃখ-কষ্ট দিয়াছেন এই লজ্জায় তাঁহার বদনমণ্ডলের প্রসন্নতা তিরোহিত হইল। শচী তাহা লক্ষ্য করিলেন। পুত্রের অপ্রসন্ন মুখকমল নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তখন ভাবিলেন, যদিও নিমাই বুদ্ধিবিপর্য্যয়বশতঃ এক কার্য্য করিয়াছে, তাহার কি আর সংশোধন নাই? তাই পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "নিমাই! তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, তাহাতে আর আমার বাটি যাইবে না, আমার ঘরে শয়ন করিবে না, আমাকে মা বলিয়াও আর ডাকিবে না; অথচ তুমি আমার একমাত্র পুত্র, আমার জীবনের জীবন, আমার অন্ধের যষ্টি। নিমাই! ইহা কি তোমার উপযুক্ত কার্য্য হইল?

এখনও আমার কথা শুন। তোমার বৃদ্ধা মাতাকে পরিত্যাগ করিও না? কেনই বা আমাকে পরিত্যাগ করিবে? তুমি গৃহে থাকিয়া শ্রীবাস, অদ্বৈত, মুকুন্দ প্রভৃতির সহিত কীর্ত্তন করিও, আমি তাহাতে বাদী হইব না। তুমি সন্ন্যাসী হইয়াছ, তাহাতে ক্ষতি নাই; আমি ভাল ব্রাহ্মণ আনাইয়া তোমাকে পুনরায় যজ্ঞোপবীত ধারণ করাইব। বাবা নিমাই! তোমার এ বেশ আর আমি দেখিতে পারিতেছি না। তোমার যে অঙ্গে ভক্তগণ সর্ব্বদা চন্দন লেপন করিত, তাহা এক্ষণে ভস্মে মর্দ্দিত হইবে। সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক তুমি রাজ রাজেশ্বর বেশে ভ্রমণ করিতে, আজি তুমি কৌপীনধারী হইয়া, আমাকে কেন, পৃথিবীর যাবতীয় পশু পক্ষীকেও কাঁদাইতেছ। আমি তোমাকে নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি সহকারে অন্ন রাধিয়া দিয়াও সুখী হইতে পারিতাম না, এক্ষণে তোমাকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে, ইহা কি কম দুঃখের বিষয়? বাবা, তোমা বিহনে আজ নদিয়া অাঁধার হইয়াছে। বধূমাতা ক্রন্দনপরা ও ধরাশায়িনী হইয়াছেন, আমি তাঁহাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিব? তোমার আর সন্ন্যাসে কাজ নাই, তুমি বাড়ীর ধন, বাড়ী চল।"

ভক্তগণ শচীমাতার এই কাতর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। সকলেই প্রভুর প্রতি দোষারোপ ও শচী-মাতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন, "প্রভুর ভক্তগণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া অৰ্দ্ধমৃত হইয়াছেন, বৃদ্ধা জননী তাঁহার সম্মুখে কত রোদন করিতেছেন, প্রভুর যুবতী ভার্য্যা কাঁদিয়া কাঁদিয়া কণ্ঠাগতপ্রাণা হইয়াছেন, সুতরাং সকলের জীবন সংশয় করিয়া প্রভুর এ কি কার্য্য হইতেছে?"

স্নেহময়ী জননীর স্নেহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিমাইয়ের হৃদয়ে দুঃখ-তরঙ্গ উত্থিত হইল। বাষ্পগদগদকণ্ঠে তিনি জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা! তুমি দয়া ও ভক্তিস্বরূপিণী। তুমি জীবকে কৃষ্ণভক্তি

দিতে সমর্থ, তোমার নাম যে গ্রহণ করে সেও পবিত্র হয়, তুমি জগৎ পবিত্র কর। মা! আমার এই দেহ তোমার, তোমা হইতেই ইহার উৎপত্তি, সুতরাং ইহার উপর আমার কোন অধিকার নাই। তোমাকে দুঃখার্ণবে ভাসাইয়া আমি বৃন্দাবনে গমন করিতেছিলাম। বিঘ্নপাত বশতঃ তাহাতে কৃতকার্য্য হইলাম না। আমি জানিয়া বা না জানিয়া যদিও সন্ন্যাস করিয়া থাকি, তাহা বলিয়া তোমার প্রতি উদাস হইতে পারি না। তুমি এক্ষণে বিশ্রাম কর। আমার যাহা করিলে ভাল হয়, তাহা আমা অপেক্ষা তুমিই ভাল বুঝ। তুমিই বিচার করিয়া আমাকে যাহা করিতে বলিবে আমি তাহাই করিব। স্বেচ্ছায় কিছু করিব না। তুমি গৃহবাসী হইতে বলিলে গৃহবাসী হইব, নতুবা আর যাহা বলিবে তাহাই করিব। আমি সর্ব্বলোক-সমক্ষে এই প্রতিশ্রুত হইলাম।"

অদ্বৈতপত্নী সীতাদেবী শচীদেবীর হস্তধারণপূর্ব্বক অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। শচী গৃহাভ্যন্তরে গমন করিয়াই কহিলেন, "আমি রন্ধন করিব, করিয়া নিমাইকে খাওয়াইব।" নিমাই যাহা যাহা ভালবাসেন তাহা তিনি জানিতেন, এজন্য তিনি রন্ধন করিবার জন্য স্নান করিয়া আসিলেন। এই অবধি নিমাই যে কয়েকদিবস অদ্বৈতগৃহে ছিলেন, শচীদেবী তাঁহাকে রন্ধন করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। নিমাই শাক, থোড়, কলা, মোচা প্রভৃতি ভাল বাসিতেন, সুতরাং তাহা চাহিতে তাঁহাকে আর বড় বেশী লজ্জা পাইতে হয় নাই। বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট জনকয়েক সমবয়স্কা আত্মীয়কন্যা বাস করেন, সুতরাং তাঁহার জন্য শচীদেবীকে চিন্তিতা হইতে হয় নাই।

শচী গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে নিমাই ভক্তগণের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন। তাহাদিগের ম্লানবদন, ক্রন্দনে আরক্তনয়ন, অনশনে শুষ্কদেহ অবলোকন করিয়া প্রভু কাতর হইলেন। তখন তাহাদিগের প্রত্যেককে আলিঙ্গন করিয়া তাহাদিগের দুঃখ হরণ করিলেন। অনন্তর সকলে মিলিত হইয়া গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন, তথায় নানাপ্রকার জলক্রীড়া,

যথা সন্তরণ, জলযুদ্ধ, কয়া কয়া প্রভৃতিতে আনন্দে লিপ্ত থাকিয়া গৃহে আগমন করিলেন।

এদিকে অদ্বৈত সকলের আহারাদি ও বাসার সংস্থান করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার ভাণ্ডার অক্ষয় ও অব্যয়। তাঁহার সম্পত্তি বিলক্ষণ ছিল। তিনি বৈষ্ণবগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। সুতরাং প্রভু দর্শনার্থ আগত যত লোকই তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন, অদ্বৈত পরমযত্নে তাঁহাদেরই আতিথ্যের ভার লইলেন।

প্রভু যখন এইরূপ অদ্বৈতমন্দিরে মহাসমারোহে ভক্তগণ সম্মিলনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া তখন নিজের অর্থাৎ প্রভুর বাটীতেই দুই তিনটি সহচরীসমভিব্যাহারে অতিকষ্টে পতিবিরহে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। শ্বশ্রূঠাকুরাণী নিমাইদর্শনে শান্তিপুর গমন করিলে, পতিসোহাগিনী কয়েক দিবস শূন্যগৃহে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় কখন দুঃখে, কখন ক্রোধে, কখন বা আনন্দে অভিভূত হইত। কিন্তু এই সমস্ত রিপুগণের উদয়মাত্রেই তিনি তাহাদিগকে হৃদয় হইতে বিদূরিত করিতেন। নিজের স্বামীর কষ্টের সহিত স্বীয় দুঃখ-কষ্টের তুলনা করিয়া তাঁহার চিত্তবৃত্তি প্রফুল্ল হইত। তিনি ভাবিতেন, "আমি ত গৃহে আছি, তিনি বৃক্ষতলে বাস করিতেছেন। রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড় সমস্তই তাঁহার মাথার উপর দিয়া যাইবে, কিন্তু আমি গৃহভ্যন্তরে আশ্রয়ে বাস করিব। আমি বসন পরিধান করিব, তিনি কৌপীনদ্বারা লজ্জা নিবারণ করিবেন। তিনি যখন জীবের জন্য এত কষ্ট সহ্য করিতেছেন, আর আমি আমার নিজের প্রাণপতি আমা হইতে কিছু দূরে অবস্থান করিবেন, ইহা সহ্য করিতে পারিব না?" আবার ভাবিতেছেন, "তিনি আমাকে যে কার্য্য করিতে বলিয়াছেন আমাকে তাহাই করিতে হইবে। তাঁহার জননীকে আমার হস্তে দিয়া গিয়াছেন, প্রাণপণ যত্নে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে হইবে এবং যাহাতে তিনি উতলা না হন, তাহারই প্রয়াস পাইতে হইবে।

তিনি জীবের উপকারার্থে যাহা করিতেছেন, আমি তাঁহারই প্রণয়িণী ভার্য্যা হইয়া তাহার বিপরীত আচরণ করিব ?" এতাদৃশ অনুধ্যান করিয়া তিনি হৃদয়বেগ প্রশান্ত করিতেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

-০:-:০-

নীলাচল যাত্রা।

প্রভু এক্ষণে সন্ন্যাসী হইয়াছেন। তিনি নবদ্বীপে যেরূপ কীর্ত্তনানন্দে প্রমত্ত ছিলেন এখানেও সেইরূপ রহিলেন, তবে এখানে আর তাঁহার তাদৃশ ভাবোদয় নাই। সন্ন্যাসের নিয়ম তিনি আর প্রতিপালন করিতেছেন না। কারণ সন্ন্যাসের দুঃখ কষ্ট দেখিলে তাঁহার জননী ও ভক্তগণ আন্তরিক দুঃখ পাইবেন। এজন্য তিনি তাদৃশ দুঃখ-কষ্ট ভোগ জননী ও ভক্তগণকে দেখাইতে ইচ্ছা করিলেন না। তবে সন্ন্যাসের চিহ্নস্বরূপ তিনি কৌপীন ও বহির্ব্বাস পরিধান করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণকথায় ও সংকীর্ত্তনে দিনযামিনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। শচীদেবী প্রভুর জন্য নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করেন, তিনিও জননী সমক্ষে ভোজন করিয়া তাঁহার পরিতোষ উৎপাদন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে অদ্বৈতভবন মহোৎসবময় হইল এবং প্রভুর কৃপায় শান্তিপুর ভক্তিতরঙ্গে প্লাবিত হইতে লাগিল!

একদিবস প্রভু ভক্তগণকে ডাকিয়া কহিলেন, "জননীকে ও তোমাদিগকে দুঃখ দিয়া, তোমাদিগকে না জানাইয়া আমি বৃন্দাবন গমনে অকৃতকার্য্য হইলাম। প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এই শান্তিপুরে আগমন-পূর্ব্বক দেখিলাম, আমার বিরহে তোমরা জীবন্মৃত হইয়াছ। এদিকে

জননীর যে কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা তোমরাই স্বচক্ষে দেখিয়াছ, আমি আর কি, বর্ণনা করিব? আমিও আবার সহস্র সহস্র লোক সমক্ষে মস্তক মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি। আমি যদি এক্ষণে সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় পট্টবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক তোমাদের সমাজে প্রবেশ করি, তাহা হইলে লোকে আমাকে কি বলিবে? আমি যদি তোমাদেরই একজন হই, তখন তোমরাই বা আমার নিন্দা কিরূপে সহ্য করিবে। তোমাদের ফেলিয়া গেলে তোমরা কষ্ট পাইবে, আর জননীর ত কথাই নাই, তিনি প্রাণে বাচিবেন কি না সন্দেহ। জননীর প্রথম অবস্থা দেখিয়া আমার তাহাই ধারণা হইয়াছিল। তখন আমি নিজের অবিমৃষ্যকারিতা ও সন্ন্যাস ধর্ম্মকে সহস্র ধিক্কার দিয়াছি। সন্ন্যাস ধর্ম্মে আমার ভক্তি নাই, তাহা তোমরা সকলেই অবগত আছ। যদি জীব উদ্ধারকল্পে না হইত, আমি কখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতাম না। গৃহে থাকিয়া কৃষ্ণপ্রেম উপার্জ্জন করাই সার ধর্ম্ম। আমি জননীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি যে, তাঁহার আদেশ ব্যতিরেকে আমি স্বয়ং আর কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব না। এক্ষণে তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই আমার প্রতিপাল্য। তিনি নদিয়ায় গিয়া সংসারী হইতে অনুমতি করেন, আমি তাহাই করিব। অথবা অন্য প্রকার যাহা আদেশ করিবেন তাহাই করিব। আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি দেখিয়া, আমার যে জননীর চরণ প্রাসাদে আমি ভক্তি পাইব, সেই জননীই আমাকে ভক্তি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, নতুবা আমি স্বয়ং তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিতাম। এতদ্ব্যতিরেকে তিনি যাহা বলিবেন, পাছে তাহা আমার অপ্রিয় হয়, এই ভয়ে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে সমর্থা হইবেন না। তজ্জন্য তোমাদের নিকট অনুরোধ, তোমরা আমার প্রতিজ্ঞার কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিও যে, আমি তাহার আজ্ঞাধীন। আমার প্রতিজ্ঞা আমি রক্ষা করিব। তিনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব।

আমি সংসারী হইলে ভাল হয়, এরূপ যদি তাঁহার অভিপ্রেত হয়, তিনি আদেশ করিলে আমি তাহাই করিব।"

প্রভুর বাক্য শুনিয়া ভক্তগণের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাঁহারা ভাবিলেন, "প্রভু যখন মাতার উপর নির্ভর করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই কখন শচীমাতা নিজের একমাত্র পুত্রকে বলিতে পারিবেন না 'তুমি জাতিভ্রষ্ট হইয়াছ, আর আমাদের সহিত থাকিতে পারিবে না।' তিনি বলিবেন 'লোক হাসে, হাসুক, ভক্তগণ ত হাসিবে না। লোকে না হয় আমাকে একঘরে করিবে, আমার পুত্রের সহিত না খায়, নাই খাইবে, তবু ত আমি দিনান্তরে আমার অঞ্চলের নিধির মুখ-কমল দেখিয়া হৃদয় জুড়াইব।' তাহা হইলে আমাদেরও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। আবার নবদ্বীপে সুখের পাথারে সন্তরণ দিব। আবার রাসলীলায় নৃত্য করিব, আবার কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইব।" এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত সমভিব্যাহারে শচীদেবীর নিকট গমন করিলেন। ভাবিলেন, "নিত্যানন্দ তাঁহার জেষ্ঠপুত্র এবং অদ্বৈত ও তাঁহাদের পরম আত্মীয় অথচ জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্ ও দূরদর্শী, তাঁহাদের কথা শচীমাতা নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন।"

ভক্তগণ মহানন্দে শচীদেবীকে বেষ্টন করিলেন। নিত্যানন্দ অগ্রেই শচীদেবীকে কহিলেন, "মা! শ্রীকৃষ্ণ যেমন যশোদার দুঃখ দেখিতে পারিতেন না, আমাদের প্রভুও তেমনি তোমার দুঃখ দর্শনে অসমর্থ। প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দুঃখ-শোকতাপে তোমার যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া প্রভু প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তোমার আদেশ আর তিনি লঙ্ঘন করিবেন না। তুমি সংসারী হইতে বলিলে সংসারী হইবেন। এক্ষণে তুমি বলিলেই হয়। প্রভু নবদ্বীপে থাকেন, ইহাই ভক্তগণের একান্ত অভিলাষ।"

নিত্যানন্দ ক্ষান্ত হইলে অদ্বৈত তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "ঠাকুরাণি! প্রভু আপনাকে না জানাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার বিরহে

আপনার যে এরূপ অবস্থা, তাহা অগ্রে তিনি বুঝিতে পারেন নাই। সম্প্রতি আপনার অবস্থা দর্শনে তিনি বড় দুঃখিত হইয়াছেন এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আর মাতৃ-আদেশ লঙ্ঘন করিবেন না। আপনি এক্ষণে তাঁহার প্রতি যে আদেশ করিবেন, তিনি অক্লেশে তাহাই করিতে প্রস্তুত, এমন কি আপনার আদেশানুসারে তিনি সংসারী হইতেও রাজী আছেন। তিনি স্বয়ং আসিয়া আপনার আদেশ গ্রহণ করিতেন, কিন্তু পাছে আপনি অকুতোভয়ে আপনার অভিলাষ ব্যক্ত করিতে না পারেন, এজন্য তিনি আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন।"

অদ্বৈতের বাক্য শ্রবণ করিয়া জগন্মাতা নীরব হইলেন, এবং অবনত-মস্তকে কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিলেন। ভক্তগণ ভাবিতেছেন, "শচীমাতা ভাবিতেছেন কি? 'নদেরচাঁদ, নদে চল,' এই দুটী কথা বলিতে ভাবনা কিসে?"

শচীদেবী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমি একথায় কি উত্তর দিব? পুত্র সামর্থ্য সত্ত্বেও ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষতল আশ্রয় করিবে, ইহা মায়ে কখন দেখিতে পারে না। তিনি বাড়ী গেলে আমার মঙ্গল, বিষ্ণুপ্রিয়ার মঙ্গল ও ভক্তগণের মঙ্গল, তাহাও আমি বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে, সকলে উপহাস করিবে। অপরের কথা কি, তোমাদেরই মধ্যে কেহ হয়ত মনে করিতে পার, প্রভু একবারে বড় হইবেন বলিয়া কাহারও উপরোধ না মানিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, ব্যাপার বড় শক্ত, তখন জননীর ওজর ধরিয়া আবার গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। আমি মা হইয়া পুত্রের তজ্জন্য অবনতি সহ্য করিতে পারিব না। আমার মৃত্যু হয় তাহা বরং ভাল, তথাপি আমি পুত্রের ধর্ম্মনষ্ট করিতে পারিব না। বিশ্বরূপ যখন সন্ন্যাস করিয়াছিল, আমার স্বামী তাহা শুনিয়া দেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 'বিশ্বরূপের যেন ধর্ম্মনষ্ট না হয়'।" নিমাই

সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে শচীদেবীও কহিলেন, “আমি তাহার ধর্ম্মনষ্ট করিতে পারিব না।” পিতা মাতা এরূপ পুণ্যবান্ ও পুণ্যবতী না হইলে, তাহাদের গৃহে কি ভগবানের জন্ম হয়? বাস্তবিক নিজেদের সুকৃতিফলেই নিতাই ও নিমাই তাঁহাদিগের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নিমাই জানিতেন, এতাদৃশী পুণ্যবতীমাতা সামান্য সংসার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমার ধর্ম্মনষ্ট করিবেন না। এবং এই জন্যই সম্পূর্ণ বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া তিনি ভক্তগণকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

শচীদেবী নিমাইয়ের ধর্ম্মনষ্ট করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহাকে নীলাচলে থাকিবার আদেশ করিলেন। ইহার কারণ নীলাচল জগন্নাথদেবের আবাস স্থান, সেখানে সর্ব্বদা নবদ্বীপের লোক যাতায়াত করে। শচীদেবীও তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট পুত্রের সংবাদ পাইবেন অথবা তিনি স্বয়ং গঙ্গাস্নানে আসিলে তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন।

শচীদেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ স্তম্ভিত ও দুঃখে ম্রিয়মান হইলেন। শচীকে পুনরায় বুঝাইয়া অদ্বৈত কহিলেন, “ঠাকুরাণি! করেন কি? আপনিই আমাদের প্রভুকে বিদায় করিয়া দিলেন? হায়, হায়! আপনারই জন্য তবে আমরাও তাঁহাকে হারাইলাম।” প্রকৃতপক্ষে ভক্তগণের ইহাতে যে কষ্ট হইল তাহা অনির্ব্বচনীয়। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন নদিয়াবাসের আদেশ হইলে তাঁহারা শচী ও নিমাইকে অগ্রে লইয়া মহা-সমারোহে কীর্ত্তন করিতে করিতে নবদ্বীপ যাত্রা করিবেন। কিন্তু সে আশা অফলবতী হইলে তাঁহারা মর্ম্মাহত হইলেন বটে, কিন্তু শচীদেবীর প্রগাঢ় তনয়-বাৎসল্য সত্ত্বেও ধর্ম্মভীরুতা দেখিয়া অবষ্টব্ধদেহ হইলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, “এরূপ না হইলে উনি ভগবান-জননী হইবেন কেন?”

ভক্তগণ প্রভুকে জননীর আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। প্রভুও সন্তুষ্টচিত্তে কহিলেন, “ভালই হইয়াছে। নীলাচল-চন্দ্রকে দেখিবার বড় সাধ ছিল, জননী-আদেশে সে বাসনা পূর্ণ হইবে।” প্রভু কবে যাইবেন তাহার

কিছুই স্থির হইল না। রাত্রিতে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। নিমাই কীর্ত্তনা-মোদে মাতিয়া সময়ে সময়ে ভাবে বিভোর হইয়া ভূ-পতিত হইতেন। শচীদেবীর ইহাতে বড় ভয় করে, নিমাই পড়িয়া হাড় গোড় ভাঙ্গিবে। এই ভাবনায় তিনি কীর্ত্তন শেষ না হইলে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। নিমাই নাচিতেছেন, অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি সকলে নাচিতেছেন, কিন্তু নিত্যানন্দ নাচিতে পারিতেছেন না। নিমাই পতনোন্মুখ হইলে নিত্যানন্দ তাঁহাকে ধরেন। নিত্যানন্দ সেই জন্যই ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু তথাপি শচীদেবী সুস্থির থাকিতে পারেন না। নিমাই পড় পড় হইলে তিনি অমনি "ও নিতাই ধর, নিমাই পড়লো" বলিয়া চীৎকার করিতেন। কখন কখন বা নিতাই সামলাইতে না পারিলে নিমাই পড়িয়া যাইতেন। তখন শচীদেবী আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "বাছার হাড়গুলা বুঝি ভেঙ্গে গেল।" কখন বা নিমাইয়ের পতন দেখিবেন না বলিয়া তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতেন ও পতনশব্দ কর্ণকুহরে যাহাতে প্রবিষ্ট না হইতে পারে, এজন্য কর্ণে অঙ্গুলি দিতেন ও মধুসূদনের নাম গ্রহণ করিতেন। নিমাই একবার পড়িল, দুইবার পড়িল, মায়ের প্রাণ আর থাকিতে পারি-তেছে না, অমনি 'নিতাই নিতাই' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। নিতাই গোলমালে শুনিতে পাইল না। তখন আর আর সকলের নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিতেন, "ওরে তোরা কীর্ত্তনে ক্ষমা দে, আর যে সহ্য করিতে পারি না।" এইরূপ যতক্ষণ কীর্ত্তন হইত, শচীদেবী কখন উঠি-তেছেন কখন বা বসিতেছেন, কিছুতেই শান্তি পাইতেন না। সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহ কি অদ্ভুত! শচীদেবী একবারও মনে ভাবিতেছেন না, আর কয়েকদিবস পরে নিমাই তাঁহার চক্ষুর অন্তরালে গিয়া নাচিবে, তখন ধরাশায়ী হইলে কে আর তাঁহাকে ধরিবে এবং কেই বা তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবে? তথাপি শচীদেবী, যত দিন নিমাই অদ্বৈতভবনে ছিলেন, ততদিন স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতেন।

একদিবস স্নানান্তে শচীনন্দন নিমাই কহিলেন, "আমি নীলাচলে চলিলাম। অমনি ভক্তগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল, শচী আলুথালুবেশে তথায় উপস্থিত হইলেন, ভাবিলেন, "আমার প্রাণের গোপাল বুঝি আমাকে না বলিয়াই চলিয়া যায়।" ভক্তগণ ক্রন্দন আরম্ভ করিলে নিমাই সকলকে প্রবোধদান করিতে লাগিলেন। তখন হরিদাস ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "প্রভু! আমার উপায় কি করিয়া যাও? আমি ত তোমার অদর্শন সহ্য করিতে পারিব না, আবার নীলাচলে যাইবারও আমার অধিকার নাই।" হরিদাস স্বভাবতঃ অতি দীন, সুতবাং তাহার দৈন্য দেখিলে প্রভু বড় কষ্ট পাইতেন, এজন্য কহিলেন, "হরিদাস! তুমি ক্ষান্ত হও, তোমার জন্য আমি জগন্নাথ-দেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তোমাকে লইয়া যাইব।"

নিমাই গমনে কৃতসঙ্কল্প হইলে ভক্তগণের নানা জনে নানা আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সকলেই হিন্দু মুসলমানের সমরের কথা উল্লেখ করিয়া কহিলেন, "প্রভো! হিন্দু মুসলমানে সমর যতদিন চলিবে ততদিন শ্রীক্ষেত্রে যাতায়াত নিষেধ। সুতবাং আপাততঃ আপনি ক্ষান্ত হউন, পথ পরিষ্কার হইলে গমন করিবেন।" হরিদাসও এই যুদ্ধভয়ে নিমাইয়ের সঙ্গে যাইবার সাহস পান নাই, কারণ হিন্দুরাজ্যে মুসলমান গমন করিলেই তাহাকে গুপ্তচর বোধে দণ্ড-প্রদান করা হইত। প্রভু সে ভয়ে নিরস্ত হইবার নহেন। তিনি কহিলেন, "আমি নীলাচলচন্দ্রকে দর্শন করিতে যাইব, কে আমাকে রোধ করিবে?"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নিমাই অদ্বৈতানুরোধ কখন উপেক্ষা করিতেন না। ভক্তগণ ব্যর্থমনোরথ হইলে অদ্বৈত করযোড়ে আর দুই চারি দিবস থাকিবার প্রার্থনা করিলেন। নিমাই তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। এই প্রকারে সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিমাই দশ দিবস তদীয় আলয়ে কীর্ত্তনামোদে যাপন করিলেন।

একাদশ দিবস প্রাতঃকালে প্রভু স্নান সমাপনান্তে নীলাচলে গমনোদ্যোগী হইলেন। তিনি শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণকে কহিলেন, "তোমরা সকলে আমার পরম বন্ধু। তোমরা এক্ষণে প্রসন্নবদনে যে যাহার গৃহে গমন কর ও আমার উপদেশ মত দিবানিশি কৃষ্ণভজন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন করিবে। আমি তোমাদিগের ঋণ এজন্মে পরিশোধ করিতে পারিব না। আমি নীলাচলে চলিলাম, দেখি প্রভু প্রসন্নবদনে দর্শন দেন কি না।" এই সময়ে হরিদাস দন্তে তৃণ করিয়া অতি আর্ত্তনাদে ক্রন্দন করিতে করিতে শ্রীচরণ সন্নিধানে উপনীত হইলেন। হরিদাসের কাতর ক্রন্দনে সকলে ব্যথিতহৃদয় হইলেন। তখন নিমাই কাতরহৃদয়ে সজলনয়নে কহিলেন, "আমার এমন ভাগ্য কতদিনে হইবে যে, জগন্নাথের পদাম্বুজে পড়িয়া এইরূপ ক্রন্দন করিতে পাইব ও তাঁহার শ্রীমুখ দর্শন করিয়া চক্ষু সার্থক করিব।" শচীদেবী পুত্রের গলা ধরিয়া বদন চুম্বন করিবার চেষ্টা পাইলেন কিন্তু পারিলেন না, তিনি হতজ্ঞান হইয়া ধরাশায়ী হইলেন।

ভক্তগণ সকলে ক্রন্দন করিতেছেন, কেহ তাঁহার পদযুগল ধারণপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতেছেন, কেহ ধরণী লুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন। প্রভু একান্তই তাঁহাদিগকে পরিহার করিবেন জানিয়া ভক্তগণের পক্ষ হইয়া শ্রীবাস তাঁহাকে কহিলেন, "ঠাকুর তুমি স্বতন্ত্র, আমরা তোমার অধীন. আমরা দীন, দুরাচার, পাপী, তাহাতে আবার ভক্তিহীন। তুমি স্বয়ং আমাদিগের মধ্যে উপস্থিত হইয়া, তোমার মধুর কীর্ত্তন ও লীলারসে আমাদিগকে মোহিত করিয়া এক্ষণে সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক নিজদাস ত্যাগ করিতেছ। তোমাকে বিদায় দিয়া আমাদিগকে গৃহে গমন করিবার আদেশ দিলে, ইহা শুনিয়াও যখন আমাদের প্রাণ বহির্গত হইল না, তখন বুঝিলাম যে পাপিষ্ঠের প্রাণ শীঘ্র যায় না। প্রভো, নদিয়া মাঝে তুমি যে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছ, তাহা তোমারই স্বহস্তে কর্ত্তন করা আর উপযুক্ত হয় না। যাহারা তোমার সঙ্গে যাইতে চাহে তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লও,

তাহা না করিলে প্রজ্বলিত অগ্নি মধ্যে পতিত হইয়া দেহ বিসর্জ্জন করিব। যদি আমাদিগের প্রতি একান্তই নির্দ্দয় হইয়া থাক, তবে যাঁহার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ও যাঁহাকে দাসীরূপে পদসেবার অধিকারিণী করিয়াছ, সেই শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার কি দোষ পাইয়া তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিতেছ? তোমার বিরহে তাঁহাদিগের যে অবস্থা হইবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। শচীদেবীর অবস্থা ত প্রত্যক্ষই দেখিতে পাইতেছ, তুমি গমনোন্মুখ হইয়াছ, তাহাতেই উনি সংজ্ঞাহারা হইয়াছেন, তোমার অদর্শন হইলে উনিও যে প্রাণত্যাগ করিবেন তাহা নিঃসন্দেহ। আর বিষ্ণুপ্রিয়া নদিয়ায় নিজগৃহে বসিয়া কাঁদিতেছেন, তথাপি এখনও আশা আছে, জননী গিয়াছেন, ভক্তগণ ও নদিয়াবাসী সকলে গিয়াছেন, তাঁহার প্রাণনাথকে ফিরাইয়া আনিবেন। তিনি যখন শুনিবেন তাহার প্রাণনাথ নিদ্দয় হইয়া চলিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহার রোদনে পৃথিবীর পশু পক্ষীও রোদন করিবে। তুমি জীবপ্রতি করুণা বিতরণার্থে গমন করিতেছ, কিন্তু নিজজনকে কি অপরাধে দুঃখ দিতেছ? তোমার বিরহে নবদ্বীপের বাজার বন্ধ, প্রতি বৈষ্ণব গৃহ শূন্যময়, জগতের একপ্রান্তবাসিজনগণকে কাঁদাইয়া অপর প্রান্তে উদিত হইলে কি ফলোদয় হইবে? সুতরাং তুমি যেখানকার চন্দ্র সেই খানেই চল। নদীয়ার চন্দ্র নীলাচলে উদয় হইবে, ইহা আমাদিগের প্রাণে কি প্রকারে সহ্য হইবে। তোমার দেহ প্রেমের তরু, ভক্তজন-নয়নের অমিয়-দৃষ্টিপাতে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তোমার রক্তপাদাম্বুজ বিষ্ণুপ্রিয়াসেবিত, তুমি শচীর দুলাল; ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইলে তুমি কাহার নিকট অন্ন চাহিবে? বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া তোমার কনকসুন্দর বপু কালিমা প্রাপ্ত হইবে, ইহা অপেক্ষা আমাদের মরণই শ্রেয়ঃ।"

শ্রীবাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রভু করুণ অন্তঃকরণে তাঁহাদিগকে কহিলেন, "আমি কোনও কালে তোমাদের উপর নিষ্ঠুর হইব না। আমি নীলাচলেই সর্ব্বদা বাস করিব। সর্ব্বদা যাতায়াতে তোমাদিগের সহিত

দেখা সাক্ষাৎ হইবে। আমি তোমাদিগের সহিত বা কি সংকীর্ত্তন করিয়াছি, এবার কীর্ত্তন সমুদ্রে পৃথিবী প্লাবিত করিব, কাহারও দুঃখ রাখিব না। বিষ্ণুপ্রিয়া বল বা শচীমাতাই বল, যে কৃষ্ণ ভজিবে আমি সর্ব্বদা তাহার ক্রোড়ে বিরাজ করিব। ভক্তগণ তাঁহাকে সত্য করাইলে তিনি শপথ করিয়া বলিলেন, "আমি সর্ব্বদা নীলাচলে থাকিব।"

তখন শচীমাতা ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "বাবা! তুমি নিদারুণ হইয়া কোথায় যাইবে? আমি তোমার অদর্শনে প্রাণধারণ করিতে পারিব না। সকলে নীলাচলে গমন করিয়া কতবার তোমার মুখকমল দর্শন করিবে, কিন্তু এ অভাগিনীর ভাগ্যে আর তোমার মুখকমল সন্দর্শন ঘটিবে না। তুমি সকলকে প্রবোধদান করিলে, কিন্তু আমাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিবে? আমার সংসারে তুমি বই আর দ্বিতীয় কেহ নাই, আর শেলরূপে বিষ্ণুপ্রিয়া আমার হৃদয়ে বিদ্ধ আছে।"

মাতার শোকপূর্ণ বাক্যে তনয়ের চক্ষু আর্দ্র হইল। তিনি সকরুণ দৃষ্টিতে জননীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "পূর্ব্বজ্ঞান ভুলিয়া গিয়া তুমি মিছা শোকে জর্জ্জরিত হইতেছ। শোকরূপ পিশাচকে হৃদয়মধ্যে দমন করিয়া ও দ্বেষহিংসা বিবর্জ্জিত হইয়া গৃহে বাস কর।" মাতাকে এইরূপ প্রবোধদান করিয়া নিমাই মাতৃচরণে প্রণামপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অমনি হরিবোল ও ক্রন্দন শব্দে জগৎ প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

প্রভু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পশ্চাতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন অদ্বৈত আচার্য্য আসিতেছেন। অদ্বৈতকে দেখিয়া প্রভু দণ্ডায়মান হইলেন। অদ্বৈত অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "প্রভু, তুমি বিদেশে যাইতেছ, ইহাই দুঃখের কথা, তাহার উপর আর এক শোক আসিয়া আমাকে বিহ্বল করিতেছে। প্রভু ইহার সঠিক কারণ বলিয়া আমার চিত্তের প্রসাদন কর। তোমার নিজজন সকলেই তোমার বিরহে কাতর হইয়া

ক্রন্দন করিতেছে, আর আমার অন্তঃকরণ এমনিই কঠিন যে, আমার কাষ্ঠ চক্ষুতে জল নাই। ইহাতে আমার দৃঢ় ধারণা যে, ত্রিজগতে বুঝি আমার ন্যায় কঠিন লোক আর নাই।”

প্রভু একটু হাস্য করিয়া বলিলেন,“অদ্বৈত, ইহাতে তোমার কোন দোষ নাই। আমার প্রতি তোমার যে প্রেম, তাহা আমি বহির্ব্বাসে বন্ধন করিয়া আনিয়াছি, সুতরাং তোমার মনে আমার বিচ্ছেদ হেতু দুঃখ উপস্থিত হয় নাই। ইহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর,” এই বলিয়া গৌরচন্দ্র অদ্বৈতকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “আমি বুঝিলাম, আমার প্রস্থানকালে ভক্তগণ সকলেই অধীর হইবে, সুতরাং তাহাদের সান্ত্বনা দিবার জন্য ও রক্ষণাবেক্ষণ জন্য একজন দৃঢ় ও তেজস্বী লোকের প্রয়োজন। আরও দেখিলাম, আমার বিচ্ছেদে তোমা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখিত হইবার আর কেহ নাই। তুমি অধীর হইলে আমার কার্য্যসিদ্ধি হওয়া দুরূহ। সুতরাং তোমার প্রেম আমি এই বহির্ব্বাসে বান্ধিয়া আনিয়াছি। সকলে শান্ত হইলে আবার খুলিয়া দিতাম। এজন্য তুমি যখন বড় দুঃখিত, তবে তুমি যত পার ক্রন্দন কর” এই বলিয়া প্রেমগ্রন্থি খুলিয়া দিলেন, আর অদ্বৈত অমনি “হা গৌরাঙ্গ” বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহার নয়ন দিয়া ধারা বহির্গত হইল। অতঃপর গৌরাঙ্গ অদ্বৈতকে শান্ত করিয়া কহিলেন, “তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল ত? কিন্তু তুমি ওরূপ বিহ্বল হইলে আমি পথ চলিতে সমর্থ হইব না। সুতরাং ধৈর্য্যধারণ করিয়া দুর্ব্বলকে সান্ত্বনা কর গিয়া।”

অদ্বৈতকে সান্ত্বনা করিয়া গৌরাঙ্গ দ্রুতপদে চলিলেন। প্রভুসঙ্গে পাঁচজন মাত্র সঙ্গী চলিলেন। নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর, গোবিন্দ ও জগদানন্দ। ইঁহারা যাইতেছেন আর কাতারে কাতারে নবদ্বীপ ও শান্তিপুর-বাসিগণ দেখিতেছে। ক্রমে তাঁহারা চক্ষুর্বিষয় অতিক্রান্ত হইলে শচীদেবী ধরণীলুণ্ঠিতা হইলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

-:-*-:-

প্রভু নীলাচল পথে।

গৌরাঙ্গ দক্ষিণাভিমুখে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া শান্তিপুর ও নবদ্বীপ-বাসী ভক্তগণের চক্ষুর অন্তরালে উপস্থিত হইলে নীলাচলযাত্রী অনুচর-গণকে পরীক্ষা করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে কি পথের সম্বল আনিয়াছ বল।" সকলে একবাক্যে তখন কহিলেন, "প্রভু! তোমার আজ্ঞা ব্যতিরেকে কাহার সাধ্য কোন বস্তু লইয়া আসিবে? আমাদের কৌপীন, বহির্ব্বাস ও ছেঁড়া কাঁথা ব্যতিরেকে কেহই কোন সম্বল আনি নাই।"

প্রভু তখন সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা যে কেহই কিছু আন নাই, ইহাতে আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম। শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে আহার দিবেন সে অরণ্যে থাকিলেও আহার প্রাপ্ত হয়। তিনি না দিলে রাজপুত্র হইলেও আহারাভাবে কষ্ট পান। সুতরাং আমরা কেন আমাদের আহারের জন্য ভাবিতে যাইব?" এইরূপে গমন করিতে করিতে প্রভু নীলাচল-চন্দ্রকে স্মরণ করিয়া প্রেমে বিভোর হইলেন। কখন বা সিংহ বিক্রমে দ্রুত গমন করিতেছেন, কখন হুহুঙ্কার শব্দে হরিনাম করিতেছেন, আর কখন বা মন্থর গতিতে গমন করিতেছেন; কখন হাস্য, কখন নৃত্য, কখন বা ক্রন্দন করিতে করিতে চলিতেছেন।

প্রভু এইভাবে গমন করিতেছেন। তাঁহার রঙ্গ দেখিয়া রাস্তায় লোক দাঁড়াইয়াছে। তাহারা প্রভুকে চিনে না, তাহাদের কেহ বা নদিয়ার অবতারের কথা শুনিয়াছে, কেহ বা শুনে নাই। প্রভুকে দর্শন করিয়া তাহাদের বোধ হইল যেন এই কসিতকনককান্তি, অরুণায়িত-লোচন, ধারাবিগলিতনয়ন এই নবীন সন্ন্যাসী দেশ আলোকিত করিয়া ও হরিনামে জগৎপ্রকম্পিত করিয়া গমন করিতেছেন। তাঁহার সোণার অঙ্গ বস্ত্রাবৃত না হইয়া কৌপীনপরিহিত ও ধূলিধূসরিত, গাত্রে দুকূলের পরিবর্ত্তে ছিন্ন কন্থা ও রক্তজবাবিনিন্দিত চরণযুগল উপানংশূন্য; এরূপ জ্যোতিঃপুঞ্জবিশিষ্টদেহ অপরিণতবয়স্ক মুণ্ডিতমস্তক যুবককে এতাদৃশ কঠিন ব্রতপালন করিতে দেখিয়া সকলেই ক্লেশ পাইলেন। প্রভু শান্তিপুর হইতে বহির্গত হইয়াই সন্ন্যাসধর্ম্মের যাবতীয় কঠিন নিয়ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। বৃক্ষমূলে ও বাহু-উপাধানে শয়ন, মৃত্তিকা শয্যা, রসাস্বাদনবর্জ্জনাভিপ্রায়ে উপকরণবিরহিতান্ন নাসারন্ধ্রে ভোজন ইত্যাদি কঠোর নিয়ম পালন করিতে দেখিয়া ভক্তগণ দুঃখ পাইতে লাগিলেন। কিন্তু ইহার উপায়ান্তর নাই, প্রভু এক্ষণে স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিতে লাগিলেন, সুতরাং নিষেধ মানিবেন কেন? নিষেধ করিতে কাহারও সাহস হইল না। এই প্রকারে ক্রমে প্রভু গণসহ আঠিসারা নামক গ্রামে উপনীত হইয়া অনন্তরাম সাধুর আশ্রমে ভিক্ষা করিলেন। অনন্তরাম প্রভুকে দর্শনমাত্র আত্মসমর্পণ করিলেন। তথায় রাত্রি যাপন করিয়া প্রভু প্রাতে বহির্গত হইলেন এবং গঙ্গার উপকূল দিয়া ছত্রভোগে পৌঁছিলেন। এই ছত্রভোগ পীঠস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। তথায় জলময় শিবলিঙ্গ, ও অম্বুলিঙ্গ নামে গঙ্গার ঘাট আছে। কথিত আছে স্বীয় বংশোদ্ধার সাধনার্থ ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে মর্ত্ত্যে আনয়ন করিলে শিব তাঁহার বিরহে অধীর হইয়া তদনুসন্ধানার্থ বহির্গমনপূর্ব্বক এই ছত্রভোগে আসিয়া সাক্ষাৎ করেন। শিব গঙ্গাদেবীকে দর্শনমাত্র তাহাতে ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক

জলময় মূর্ত্তিতে গঙ্গাসহ মিলিত হন। প্রভু গণসহ এই অম্বুলিঙ্গ ঘাটে মহানন্দে স্নান করিলেন। স্নানান্তে গৌরচন্দ্র তীরে উত্থিত হইলে তাঁহার নয়ন দিয়া প্রেমধারা নির্গত হইতে লাগিল। গোবিন্দ প্রভুকে দুই তিনবার কৌপীনত্যাগ করাইলেন কিন্তু তথাপি প্রভুর নয়নধারায় উহা ভিজিয়া যাইতে লাগিল। গঙ্গা এই ছত্রভোগ হইতে শতমুখী হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছেন। প্রভুরও এইস্থানে শতধারে নয়ন বিগলিত হইল, যথা চৈতন্য ভাগবতে

"পৃথিবীতে বহে এক শতমুখী ধার।
প্রভুর নয়নে বহে শতমুখী আর॥"

প্রভুর এইরূপ প্রেমধারা বিগলিত হইতে দেখিয়া সমবেত সহস্রাধিক লোক হরিবোল দিতেছে, এমন সময়ে রামচন্দ্র খাঁ সেই স্থানে উপনীত হইলেন। ইনি অতি ভাগ্যবান্ পুরুষ বলিয়াই প্রভুর সঙ্গে দেখা হইল। ইনি নবাবের অধিকারভুক্ত দক্ষিণ গ্রামসমূহের অধিকারী। এই ছত্রভোগের দক্ষিণে উড়িষ্যাদেশ। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র ক্ষত্রিয় ও এতাদৃশ বলশালী যে, মুসলমানেরা তাঁহার সহিত পারিয়া উঠিত না। এই সময়ে মুসলমানদের সহিত প্রতাপরুদ্রের বিবাদ চলিতেছিল, সুতরাং উড়িষ্যার লোক গৌড়ে এবং গৌড়ের লোক উড়িষ্যায় যাতায়াত করিতে পারিত না।

রামচন্দ্র খাঁ মুসলমান নবাবের অধীন কর্ম্মচারী। ইনি নবাবের নামে গৌড়ের দক্ষিণাংশ শাসন করিতেন। তিনি দোলায় চড়িয়া আগমন করিতে করিতে মহাতেজস্বী এই নবীনসন্ন্যাসী গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিয়া তাঁহার সম্ভ্রমের জন্য দোলা হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহার পদবন্দনা করিলেন। গৌরচন্দ্রের ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি হরিনামে বিভোর হইয়া মধুর নৃত্য করিতেছেন। প্রভুর চরণস্পর্শে রামচন্দ্রের হৃদয় হইতে দম্ভ দূরীভূত হইয়া ভক্তির উদ্রেক হইল। প্রভুকে সংজ্ঞাশূন্য দেখিয়া ও "হা জগন্নাথ,

হা জগন্নাথ” শব্দে ক্রন্দন করিতে শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্রের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

কতকক্ষণ পরে প্রভু একটু প্রশান্ত হইলে রামচন্দ্র খানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে?” তিনি উত্তর করিলেন, “আমি আপনার দাসানুদাস, নাম রামচন্দ্র খান।” তখন তত্রত্য লোকজন তাঁহার পরিচয় দান করিয়া কহিল, “ইনি এই দক্ষিণ রাজ্যের অধিকারী।” প্রভু কহিলেন, “ভালই হইয়াছে, তুমি যদি এদিককার অধিকারী হও, তুমি আমাকে নীলাচলে যাইবার উপায় করিয়া দিতে পার।” নীলাচলচন্দ্রের নামোচ্চারণমাত্রই তাঁহার নয়ন দিয়া অজস্র আনন্দধারা প্রবাহিত হইল ও তিনি স্বয়ং ভূমিতে লুণ্ঠিত হইলেন।

তখন রামচন্দ্র করযোড়ে প্রভুকে কহিলেন, “প্রভো! বড় বিষম সময় পড়িয়াছে। এ দেশ ও দেশ গতায়াত নাই। রাজারা স্থানে স্থানে ত্রিশূল পুতিয়াছেন। পথিক দেখিলে তাহাকে গোয়েন্দা বলিয়া প্রাণদণ্ড করেন। আমি এ দেশের অধিকারী, কোন লোককে এ পথ দিয়া যাইতে দিবার অনুমতি নাই। নবাবের আদেশ অপ্রতিপালনে আমারই প্রাণদণ্ড হইবার সম্ভাবনা। তা যাহা হউক, আমার তাতে যাহা ঘটে—ঘটিবে, তথাপি আমি যে প্রকারে পারি প্রভুকে কল্য প্রাতে উড়িষ্যায় প্রেরণ করিব।” অনন্তর প্রভুকে ভিক্ষার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া এক ব্রাহ্মণবাড়ী তাঁহাদের আহারের উদ্যোগ করিয়া দিলেন। গৌরচন্দ্র সমস্ত রাত্রি তথায় কীর্ত্তনানন্দে অতিবাহিত করিলেন। অতি প্রত্যূষে রামচন্দ্র আগমনপূর্ব্বক প্রভুকে নৌকারোহণ করিবার অনুনয় করিলেন। রামচন্দ্র প্রভুর নৌকা আহরণের জন্য সমস্ত রাত্রি ব্যস্ত ছিলেন; এজন্য তাঁহার কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ হয় নাই। তবে প্রভু তাঁহার প্রতি যে শুভদৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতেই তিনি ভগবানের চরণ-কমলের মধুপানে অধিকারী হইয়াছেন।

নীলাচলচন্দ্রের অনুগ্রহে প্রভুর সর্ব্বত্র আনন্দ। নৌকারোহণ করিয়া প্রভু আনন্দে বিভোর হইলেন এবং মধুর ভাবভঙ্গী-সহ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। মুকুন্দ ও ভক্তগণে গান ধরিল। প্রভুর নৃত্যে নৌকা টলমল করিতে লাগিল। নাবিকগণ নিষেধ করিয়া বলিল, "গোসাঁই! চুপ করিয়া বসুন। নৌকা ডুবিলে কোথায় যাইবেন? এখানে ডাঙ্গায় বাঘ ও জলে কুম্ভীর।" ভক্তগণ ভীত হইয়া চুপ করিল। তখন নিমাই কহিলেন, "তোমরা ভয় পাইলে? দেখিতেছ না শ্রীকৃষ্ণের চক্র আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে?" ভক্তগণ তখন প্রভুর অসীম ক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়া পুনরায় গান আরম্ভ করিল। প্রভুও নৃত্য করিতে করিতে উড়িষ্যার ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রভু গণসহ প্রয়াগঘাটে অবতরণপূর্ব্বক নীলাচলচন্দ্রের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। এই ঘাটে যুধিষ্ঠিরস্থাপিত এক মহেশ্বর আছেন। গণসহ প্রভু সেই ঘাটে স্নান করিয়া ভক্তগণকে তথায় অবস্থিতি করিতে বলিলেন ও স্বয়ং ভিক্ষার্থে গমন করিলেন। ভক্তগণ ইহাতে অতীব দুঃখিত হইলেও উপায়ান্তর না পাইয়া স্থির হইলেন।

প্রভু ভিক্ষা করিতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অবয়ব, নবীন বয়স, তাহার উপর তাঁহার সন্ন্যাসীবেশ দেখিয়া গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা গৃহ হইতে বহির্গত হইল। পাছে স্ত্রীলোক দর্শন হয় এই ভয়ে প্রভু 'হরে কৃষ্ণ' বলিয়া অবনত মস্তকে আঁচল পাতিয়া দণ্ডায়মান আছেন। প্রভু যে বাটীর দ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন, তাহারা যথাসর্ব্বস্ব প্রভুকে দান করিবার উদ্যোগী হইল। অন্যান্য গৃহস্থেরা তাহা শুনিবে কেন? তাহারাও, প্রভু আমাদের দ্বারে আগমন করিবেন ভাবিয়া, যাহার গৃহে যে উৎকৃষ্ট দ্রব্য ছিল, তাহাই লইয়া প্রস্তুত হইল। দুই এক বাড়ী ভিক্ষা করিয়া প্রভুর অঞ্চল পূর্ণ হইল। তিনি আর অধিক ভিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক নহেন। এজন্য লোকের মনোদুঃখের আর সীমা রহিল না।

অন্নপূর্ণারূপে জগতের অন্নদাত্রী লক্ষ্মী যাঁহার পদাশ্রয়ার্থিনী সেই নারায়ণ-রূপী গৌরচন্দ্র অদ্য ভিক্ষার্থে বহির্গত, সুতরাং ভিক্ষাদানে অফলপ্রযত্ন লোকগণ যে দুঃখিত হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? গৌরচন্দ্র কিন্তু ভিক্ষাগ্রহণে অসমর্থ হইয়া লোকদুঃখোৎপাদন হেতু বড়ই দুঃখিত হইলেন, সুতরাং এই অবধি তিনি ভিক্ষার্থে বহির্গমন বন্ধ করিলেন।

ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি দর্শন করিয়া ভক্তগণ হাস্য করিয়া কহিলেন, "প্রভো! আপনি বিলক্ষণ পোষণক্ষম তাহা বুঝিলাম।" অনন্তর জগদানন্দ রন্ধন করিলে সকলে আহারাদি করিয়া সেই উড্র নামক দেশে সে রাত্রি অতি-বাহিত করিলেন। প্রত্যূষে পুনরায় সকলে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে নদী পার হইবার সময় পাটনী প্রভুর গতিরোধ করিল। পাটনীরা ছোটলোক হইলেও তখনকার কালে প্রভূত ক্ষমতাশালী ছিল। জমীদারের নিকট হইতে ঘাট জমা লইয়া তাহারা যাত্রিগণের নিকট অর্থ লইয়া পার করিত। সুবিধা পাইলে কখন কখন তাহারা বিদেশী পথিকের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইতেও ছাড়িত না। বিনা কড়িতে কখনই তাহারা পার করে না। সন্ন্যাসী কিম্বা অসম্বল পথিকেরা অর্থদানে অসমর্থ হইলে তাহাদের বস্ত্রাদি যাহা কিছু থাকিত তাহাই লইয়া পার করিয়া দিত। এতাদৃশ পাটনী সমক্ষে নিঃসম্বল গণসহ প্রভুরা ছয়জন উপনীত হইলেন। ইহাদের নিকট এক কপর্দ্দকও নাই। করঙ্গ ও ছিন্নকন্থাসম্বল গণসহ প্রভুকে দেখিয়া পাটনী দান চাহিল। প্রভু কহিলেন, "আমাদের নিকট এক কপর্দ্দকও নাই, পার কর, তোমা-দের পুণ্য হইবে।" সন্ন্যাসীরা পূর্ব্বে এইরূপ পুণ্যের লোভ দেখাইয়া পার হইত। কিন্তু এক্ষণে আর তাহারা পুণ্যের লোভে ভুলে না। তাহারা সন্ন্যাসিগণকে উৎপীড়ন করিয়াও এইরূপে অর্থ লইয়াছে। সুতরাং অগ্রে অর্থ না দিলে তাহারা আর কাহাকেও পার করিত না। ঘাটের ঠিক উপরে একস্থান বেড়া বাঁধা বেষ্টিত। বেড়ার বহির্ভাগে দান দিলে উহার

মধ্যবর্ত্তী স্থানে যাইতে পারা যায় এবং তথা হইতে নৌকারোহণ করিতে হয়। প্রভু যখন কহিলেন, "এক কপর্দ্দকও নাই" তখন পাটনী কহিল, "তবে বেড়ার ভিতর আসিও না।" পাটনী এই কথা বলিয়া প্রভুর দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তাঁহার অঙ্গের অভূতপূর্ব্ব তেজ নিরীক্ষণ করিয়া পাটনী ভীত হইল। তখন প্রভু ও তাঁহার গণকে বিনাদানে পার করিবার অভিলাষী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর! তোমার লোক কয়টী," তখন প্রভু উত্তর করিলেন, "জগতে কেহই আমার নহে এবং আমিও কাহার নহি। আমি একেশ্বর, আমার আর দ্বিতীয় কেহ নাই।" প্রভুবাক্যে পাটনী প্রভুকে বেড়ার মধ্যবর্ত্তী হইবার আদেশ দিল কিন্তু নিত্যানন্দ ও আর আর ভক্তগণকে বাহিরেই থাকিবার আদেশ দিল। প্রভু তখন ঘাটের ধারে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং তথায় উপবেশন-পূর্ব্বক জগন্নাথ দেবের নাম গ্রহণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

ভক্তগণ প্রথমতঃ প্রভুর এই কাণ্ড দেখিয়া হাস্য করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার চিন্তারাশি তাঁহাদিগকে অভিভূত করিল। প্রভু একটী কথা বলিলেই পাটনী তাহাদিগকে পার করিয়া দিত। কিন্তু তাহা যখন তিনি বলিলেন না, তখন নিশ্চয়ই তিনি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। তাঁহারা প্রভুকে সর্ব্বদা ঘিরিয়া থাকেন। তাঁহাকে শয়ন করিতে কহেন, তাঁহাকে আহার করিতে অনুরোধ করেন, ফলতঃ তাঁহারা সর্ব্ববিষয়েই প্রভুর অন্তরায়। এই সম্বন্ধে প্রভু মাঝে মাঝে বিরক্তিও প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং প্রভু যদি একাকী পার হয়েন, তবে কোন দিক দিয়া কোন দিকে চলিয়া যাইবেন, তাঁহার আর অনুসন্ধান পাওয়া যাইবে না।" এতাদৃশী চিন্তামালা তাঁহাদের মনকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। তাঁহারা ভুবন অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

এদিকে পাটনী প্রভুকে জগন্নাথের নাম করিয়া ক্রন্দন করিতে দেখিল। তাঁহার কমলনয়নে জলধারা দেখিয়া তাহার হৃদয় দ্রব হইয়া গেল। সে

প্রভুর এরূপ ক্রন্দনের কারণ কি জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া নিত্যানন্দ প্রভৃতির নিকট উপনীত হইল, ও এতাদৃশ অজস্র নয়নজল বিগলিত করিয়া ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসিল। নিত্যানন্দ কহিলেন, "নবদ্বীপে স্বয়ং ভগবান অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনিই এই মহাপ্রভু, এক্ষণে জীবোদ্ধারেব জন্য সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক নীলাচলে গমন করিতেছেন। আমরা উঁহার রক্ষাণাবেক্ষণার্থে উঁহার অনুসরণ করিতেছি।" নিত্যানন্দ এইরূপ পরিচয় দিয়া স্বয়ং ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পাটনীও সেই ক্রন্দন শুনিয়া আর অশ্রুসংবরণ করিতে সমর্থ হইল না। পাটনী ক্রন্দন করিতে করিতে নিত্যানন্দ ও সঙ্গিগণকে বেড়ার ভিতর লইয়া গেল এবং গৌরাঙ্গের চরণ তলে নিপতিত হইয়া কহিল, "অদ্য আমার কি পুণ্যোদয় যে, আপনার সর্ব্বদেব-পূজিতচরণ দর্শন পাইলাম।" প্রভুর ইচ্ছায় পাটনীর সকল বন্ধন মোচন হইল, তখন সকলকে যত্নপূর্ব্বক পার করিয়া দিল।

পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াই প্রভু পুনরায় বিভোর হইলেন। এইরূপ অবস্থায় কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন পথের পার্শ্বে এক রজক কাপড় কাচিতেছে। রজককে দর্শন করিয়াই প্রভুর চৈতন্যোদয় হইল। তখন তিনি রজকের দিকে অগ্রসর হইলেন। ভক্তগণও সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছেন। রজক চক্ষুর অপাঙ্গে সন্ন্যাসীদিগকে অগ্রসর হইতে দেখিয়াও নিজের কার্য্য করিতে লাগিল। কিন্তু রজক মনে মনে ভাবিতেছে, "আমি গরিব মানুষ, আমার নিকট এতগুলি সন্ন্যাসী ভিক্ষা করিতে আসিতেছে, ইহাদের আশাও কম নহে।" গৌরাঙ্গ রজকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "রজক! ভাই, একবার হরি বল।" রজক পূর্ব্বেই সন্ন্যাসীদিগকে দেখিয়াছে এবং ভিক্ষা চাহিতেছেন অনুমান করিয়া মিনতি সহকারে কহিল, "ঠাকুর! আমি অতি গরিব, আমি আপনাদিগকে ভিক্ষা দিতে পারিব না।" প্রভু কহিলেন, "রজক! আমরা ভিক্ষাপ্রার্থী নই, আমরা হরিনামের কাঙ্গালী। লোকমুখে হরিনাম শুনিলেই তৃপ্তি লাভ

করি, সুতরাং তুমি একবার মুখে হরি বল।" রজক মহা সমস্যায় পতিত হইল। ইঁহারা ভিক্ষা চাহিতেছেন না, কেবল হরিবোল বলিতে বলিতেছেন, ইহার কারণ কি? হরিবোল বলিলেই পরে ভিক্ষার জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন।" সুতরাং রজক পূর্ব্ববৎ কার্য্য করিতে করিতে কহিল, "ঠাকুর বলিয়াছি ত, আমি গরিব, তাহার উপর ছা পোষা, সুতরাং আমাকে পরিশ্রম করিতে দেও, না খাটিলে সকলেই অন্নাভাবে মারা পড়িবে।" প্রভুও শুনিবার পাত্র নহেন। তিনি কহিলেন, "রজক! হরি বলিতে কাজের ক্ষতি হয় না, অথচ কোন ব্যয় নাই, আমাদিগকে ভিক্ষাও দিতে হইবে না, শুদ্ধ মুখে হরিনাম, তবে কেন বলিবে না? একবার হরি বল, আমি শুনিয়া প্রস্থান করি।" প্রভুর যতই আগ্রহ দেখিতেছে, রজক ততই সন্দিহান চিত্ত হইতেছে, সুতরাং সে হরিনাম না করাই ভাল এইরূপ সাব্যস্ত করিয়া বলিল, "ঠাকুর! তোমরা ঘুরে বেড়াও, কাজ কর্ম্ম নাই, ইহা তোমাদের শোভা পায়, আমি এখন কাপড় কাচিব, না ওই নাম লইব?"

প্রভু কহিলেন, "দুই কাজ যদি এক সঙ্গে না করিতে পার, তবে কাপড় দাও আমি কাচিয়া দিতেছি, তুমি হরি বল।"

রজক এতক্ষণ মস্তক হেঁট করিয়া কাপড় কাচিতেছিল। প্রভু কাপড় কাচিতে চাহিলে সে প্রভুর মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল, তাঁহার সেই রক্তোৎপলসদৃশ নয়নযুগল দিয়া ধারা প্রবাহিত হইতেছে, আর রজককে কহিতেছেন, "হরি বল"।

রজক মুগ্ধ হইয়া কহিল, "তুমি যখন একান্তই ছাড়িবে না, তখন কি বলিতে হইবে, বল ঠাকুর।"

প্রভু কহিলেন "রজক! হরিবোল বল।"

রজক কহিল, "হরিবোল।" প্রভু পুনরায় বলিতে বলিলেন। রজক পুনরায় হরিবোল বলিল। বলিতে বলিতে রজক ভাবে বিভোর হইল এবং নিজে নিজেই হরিবোল বলিতে লাগিল। ক্রমে রজক বাহ্য হারাইয়া

দুইবাহু উত্তোলিত করিয়া "হরিবোল হরিবোল" বলিয়া নাচিতে লাগিল। ভক্তগণ বিস্ময়াভিভূত হইয়া প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু প্রভু আর তথায় থাকা অনাবশ্যক বিবেচনায় চলিয়া গেলেন। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া প্রভু গণসহ এক বৃক্ষনিম্নে উপবেশন করিয়া রজকের কার্য্য দেখিতে লাগিলেন।

রজক পূর্ব্ববৎ দুইবাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেছে। মুখে হরিবোল, কিন্তু বাহ্য জ্ঞান নাই। রজকের স্ত্রী এমন সময় রজকের জন্য আহারীয় লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। স্বামীকে জ্ঞানশূন্য অবস্থায় এইরূপ নৃত্য করিতে দেখিয়া কহিল, "ও আবার কি রঙ্গ, তুমি নাচিতে শিখিলে কবে?" রজককে উত্তর দিতে না শুনিয়া রজকপত্নী ভীতা হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে গ্রাম অভিমুখে দৌড়িল। রজকপত্নীর কাতর ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া গ্রামের লোক দৌড়িয়া আসিল। কেহ ভাবিল রজককে ভূতে পাইয়াছে। কিন্তু দিনের বেলা ভূতের ভয়ে কেহ অভিভূত হয় না। কেহ তাহাকে ধরিল। রজক অর্দ্ধবাহ্য প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিল। অমনি সেও হরি-বোল রবে নৃত্য করিতে লাগিল। দুইজনে তখন হাত ধরাধরি করিয়া মধুর ভঙ্গী সহ নৃত্য করিতে লাগিল। এই আনন্দহিল্লোল ক্রমে সকলকেই ধরিল, রজকপত্নীও উন্মত্তা হইল।

প্রভু পুনরায় নীলাচলে চলিলেন। প্রেমানন্দে প্রভুর পথজ্ঞান নাই। অহর্নিশ প্রেমরসে বিহ্বল। এই প্রকারে কতদিনে গণসহ প্রভু সুবর্ণরেখায় উপনীত হইলেন। সুবর্ণরেখার নির্ম্মল জলে সকলে স্নান করিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু হঠাৎ থামিয়া ভক্তগণকে কহিলেন, "আমি কাহারও সঙ্গে যাইব না। সুতরাং তোমরা হয় অগ্রে যাও, না হয় আমিই অগ্রে যাই।" প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবার যো নাই, সুতরাং ভক্তগণ পশ্চাতে থাকিতেই স্বীকৃত হইলেন। ভাবিলেন প্রভু পশ্চাতে থাকিলে যদি কোন দিকদিয়া পলায়ন করেন তবে অনুপায়

হইব। বরং অগ্রগামী হইলে আমরা অলক্ষিত ভাবে থাকিয়াও তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থ হইব।

ভক্তগণ এই কথা বলিবামাত্র প্রভু একদৌড়ে জলেশ্বরে উপনীত হইলেন। জলেশ্বরে শিব প্রধান ঠাকুর। সন্ধ্যার সময় তথাকার শৈবগণ ঠাকুরের আরত্রিক করিতেছে ও বাদ্যরোলে সে স্থান যেন কম্পিত হইতেছে। প্রভু তথায় শিবের বৈভব দর্শনে মহানন্দে ঢাকের বাদ্যসহ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুর ভাবতরঙ্গে মোহিত হইয়া তাহাদের জ্ঞান হইল স্বয়ং শিব যেন তথায় নৃত্য করিতেছেন। এমন সময়ে ভক্তগণ উপনীত হইয়া প্রভুর নৃত্য দর্শনে গীত আরম্ভ করিলেন। তখন প্রভুর নৃত্য আরও মনোহর হইল। তাঁহার নয়ন দিয়া শতধারে সুরধুনী প্রবাহিত হইতে লাগিল। কতক্ষণে প্রভু শান্ত হইলেন। ভক্তগণকে দেখিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিলেন। পূর্ব্বের বিরোধ মিটিয়া গেল।

প্রত্যুষে তথা হইতে যাত্রা করিয়া প্রভু রেমুণায় উপনীত হইলেন। এখানে দ্বিভুজ গোপীনাথ ঠাকুর দর্শন করিয়া মহানন্দে নৃত্য করিলেন। প্রভুর নিজমূর্ত্তি মুরলীধর গোপীনাথের সমক্ষে যখন নৃত্য করেন, তখন তাঁহার অনুপম রূপসাগরে ভাবতরঙ্গ দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ বিস্মিত হইল। যখন প্রভু গোপীনাথকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন তখন তাঁহার মস্তকশোভিত চূড়া খসিয়া প্রভুর মস্তকে নিপতিত হইল। প্রভু তখন আরও উল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিলেন। অবিরাম নৃত্য করিয়া দিবা অতিবাহিত হইল, তখন ভক্তগণ অনেক যত্নে প্রভুকে বিশ্রাম করাইলেন। প্রভু ভক্তগণের নিকট উপবিষ্ট হইয়া এই গোপীনাথ কি প্রকারে "ক্ষীরচোরা" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাই কীর্ত্তন করিলেন।

নিমাই ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ঈশ্বরপুরীর গুরু মাধবেন্দ্র পুরী। এই মাধবেন্দ্র পরম কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। তিনি একদা রেমু-

পায় গোপীনাথ দর্শন করিতে আগমন করিয়াছিলেন। গোপীনাথকে প্রতিদিন দ্বাদশখানি ক্ষীরভোগ দেওয়া হয়। এই ক্ষীরভোগ ভুবনবিখ্যাত। মাধবেন্দ্র পুরীর ইচ্ছা হইল, ঠাকুরের প্রসাদ আস্বাদন করিয়া ঐ ভোগ কি প্রকারে প্রস্তুত জানিতে পারিলে তিনিও নিজ ঠাকুরকে ঐরূপ ক্ষীরভোগ প্রস্তুত করিয়া দিবেন। কিন্তু পরক্ষণেই এতাদৃশ অভিলাষ মনে উদিত হওয়ায় মাধবেন্দ্র লজ্জিত হইলেন, এবং মন্দিরের অনতিদূরে বাজারে অবস্থানপূর্ব্বক কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে রাত্রি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। গোপীনাথ ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য একখানি ক্ষীরভোগ লুকাইয়া রাখিলেন। পূজারী নিদ্রিত হইলে স্বপ্নে তাহাকে এই বিষয় জানাইয়া সেই ক্ষীরভোগটী বাজারে মাধবেন্দ্র পুরীকে দিবার আদেশ করেন। পূজারি মাধবেন্দ্র পুরীকে ঠাকুরের বিবরণ জ্ঞাপন করিয়া ক্ষীরদান করিল। এই অবধি গোপীনাথ ক্ষীরচোরা আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। ভক্তগণ সহ নিমাই সে রাত্রি গোপীনাথের প্রসাদ পাইয়া তথায় অবস্থান করিলেন। পরদিবস প্রাতে জাজপুরে আগমন করিলেন। বহুদেবগণের আবাসভূমি এই জাজপুরে বৈতরণী নদী প্রবাহিত। বহুতর ব্রাহ্মণ দেবালয় লইয়া স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করেন। এই স্থানের প্রধান দেবতা আদিবরাহ। প্রভু ভক্তগণ সহ দশাশ্বমেধঘাটে স্নান করিয়া আদিবরাহ মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। সেখানে বহু নৃত্য করিয়া প্রভু বিরজা দেবীদর্শনে চলিলেন। ভক্তগণ ভক্তিভাবে সেই দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিতেছেন, ইত্যবসরে নিমাই অদৃশ্য হইলেন। ভক্তগণ আর অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে পাইলেন না। তখন সকলে কোন এক নিরূপিত স্থানে মিশিবেন, এই স্থির করিয়া প্রভু-অন্বেষণার্থ বহির্গত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত পরিশ্রম বিফল হইল। তখন নিত্যানন্দ পরামর্শ দিলেন, "প্রভু ভক্তবৎসল, কখনই আমাদিগকে ফেলিয়া পলায়ন করিবেন না। আইস আমরা ভিক্ষা করিয়া এই স্থানেই বিশ্রাম করি।"

নিত্যানন্দের পরামর্শ সকলের শিরোধার্য্য হইল। প্রভু সঙ্গবিহীন হইয়া ঠাকুর দর্শনপূর্ব্বক পরদিবস প্রাতে গণসহ মিশিলেন।

তথা হইতে প্রভু রাজা প্রতাপরুদ্রের আবাসস্থান উড়িষ্যা রাজধানী কটকনগরে উপনীত হইলেন। কটকের নিম্নে প্রবহমানা মহানদীতে স্নান করিয়া সাক্ষীগোপাল মূর্ত্তি দর্শনান্তে সকলে ভুবনেশ্বরে আসিলেন। তথাকার শিবমূর্ত্তি অতি মনোহর। প্রভু তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিয়া অপার আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। শিব এই ভুবনেশ্বরে গুপ্ত কাশীবাস করিয়াছিলেন। এই থানে স্বয়ং মহাদেব সকল তীর্থ হইতে বিন্দু বিন্দু জল আনিয়া বিন্দুসরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরদিবস প্রাতে বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়া গৌরাঙ্গ ভক্তগণ সহ কমলপুরে আসিলেন। কমলপুরের ভাগীনদীতে স্নান করিয়া কপোতেশ্বর শিবদর্শনে গমন করিলেন। নিত্যানন্দ ভাগীনদীর ঘাটে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দের হৃদয়দেবতা গৌরাঙ্গ, তাঁহার অন্য দেবদেবী দর্শনে বড় স্পৃহা ছিল না। তিনি গৌরাঙ্গের অনুরোধেই ঠাকুর দর্শন করিতেন। জগদানন্দ গৌরাঙ্গের দণ্ড কমণ্ডলু বহন করিতেন। কপোতেশ্বর দর্শনে যাইবার সময় তিনি প্রভুর দণ্ড নিত্যানন্দের নিকট রাখিয়া গেলেন।

সকলে প্রস্থান করিলে নিত্যানন্দ একাকী সেই ভাগীনদীতীরে বসিয়া রহিলেন। জগদানন্দ যে প্রভুর দণ্ডটী দিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাহার সঙ্গী। তখন তিনি মনুষ্যবোধে দণ্ডটীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমার ন্যায় আমারও একগাছি দণ্ড ছিল। আমি তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিয়াছি। এক্ষণে তোমাকেও তাহার দশা প্রাপ্ত করাইতে পারিলে আমার মনোদুঃখ দূরীভূত হয়। দণ্ড! তোমার বড় স্পর্দ্ধা! আমি যাহাকে হৃদয়ে বহন করিয়া থাকি, তাঁহারই হস্তে বা স্কন্ধে তুমি আরোহণ করিয়া বেড়াও। আমার যে ঠাকুর বংশী হস্তে লইয়া ত্রিজগৎ মোহিত করিতেন, তুমি এক্ষণে বংশীর পরিবর্ত্তে দণ্ডরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে পর্য্যটক বৃক্ষতলবাসী ও

কাঙ্গাল করিয়াছ? এজন্য তোমার উপর আমার বিষম আক্রোশ। এতাবৎ কখন তোমাকে একাকী পাই নাই। অদ্য তুমি আমার হস্তগত হইয়াছ, দেখি, তোমাকে কে রক্ষা করে?" এই বলিয়া দণ্ডখানি ভাঙ্গিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। প্রকৃত পক্ষে নিমাইয়ের দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ ভক্তগণপক্ষে বড় দুঃখজনক হইয়াছিল। কিন্তু প্রভুকে বলিতে কেহ সাহস পাইতেন না। নিতাই দণ্ডখানি অদ্য একাকী পাইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, প্রভু দণ্ড ভাঙ্গার জন্য ভর্ৎসনা করিলে তিনি প্রভুর সহিত ঝগড়া করিবেন। ভাগীনদীতে প্রভুর ভগ্ন দণ্ড ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া এই নদী দণ্ডভাঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

---:*:---

প্রভুর নীলাচলচন্দ্র-দর্শন।

কপোতেশ্বর দর্শন করিয়া প্রভু ভাগীনদী তীরে নিত্যানন্দের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় নীলাচল অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অন্ত-র্যামী প্রভু দণ্ড ভগ্ন হইয়াছে জানিতে পারিয়াও তাহার কোন সন্ধান লই-লেন না। তিনি আপন মনেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়াই নীলাচল-চন্দ্রের মন্দিরচূড়া অবলোকন করিয়াই প্রভু আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত হুহুঙ্কার ছাড়িতে লাগিলেন। তাহাব সর্ব্ব শরীর কম্পমান হইল। তখন তিনি মন্দিরের চূড়ার দিকে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠ করিতে করিতে গমন করিলেন।

"প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্তারবিন্দো।
মামালোক্য স্মিত সবদনো বালগোপালমূর্ত্তিঃ॥"

অর্থাৎ—"নিবাস করেন প্রভু প্রাসাদাগ্র মূলে।
হাসেন আমারে দেখি শ্রীবালগোপালে॥"

শ্লোক পাঠ করিতে করিতে যতই অগ্রসর হইতেছেন ততই তিনি বিকল দেহে ভূমিপতিত হইতেছেন। সে দিবসের ক্রন্দন ও আর্ত্তি অনন্ত-দেব সহস্রমুখেও বর্ণন করিতে অসমর্থ। তিনি চূড়ার উপর নবীননীরদ শ্যামমূর্ত্তি শিখিপুচ্ছচূড়াশিরা, কুসুমস্রক্‌সজ্জিতকলেবর, মুরলীধর বালককে

দেখিয়া ভক্তগণের হস্তধারণপূর্ব্বক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ সহকারে দেখাইতেছেন। ভক্তগণ না দেখিয়াও দেখিয়াছি বলিয়া প্রভুর উদ্বেগ শান্তির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভুর উদ্বেগ যাইবার নহে। আনন্দ তরঙ্গে উৎসাহিত হইয়া উত্থান করিবামাত্র আবার সেই হসিত বালকমূর্ত্তি নেত্রগোচর হইতেছে, আবার হতজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পতিত হইতেছেন। এই প্রকারে ভক্তগণপরিবৃত গৌরচন্দ্র প্রেমের আবেগে চারিদণ্ডের পথ তিনপ্রহরে অগ্রসর হইলেন। সুকৃতি নরগণ তাঁহাকে পথে গমন করিতে দেখিয়াই সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার ঈষৎকম্পিত হিঙ্গুলরঞ্জিত অধরদ্বয়, কারুণ্য-রস-সরোবরসদৃশ আরক্তপদ্মনেত্র ও মেঘাপগমে প্রকাশিত-চন্দ্ররশ্মিবৎ, নয়নজলবিধৌত, ধূলিধূসরিত, কনকসুন্দর অঙ্গের আভা নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভিত হইল।

এই প্রকারে গৌরসুন্দর আঠারনালায় উপনীত হইয়া ভক্তগণসহ উপবেশনপূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে কহিলেন, "তোমরা আমার পরমবন্ধু, কারণ তোমাদের হইতেই আমার জগন্নাথ দর্শন হইল। কিন্তু এক্ষণে আর আমি একত্র যাইব না, হয় তোমরা অগ্রগামী হও, আর না হয় আমাকে বল, আমিই অগ্রগামী হই।" মুকুন্দ পূর্ব্বেও একবার পরামর্শ করিয়া প্রভুকে অগ্রগামী হইতে বলিয়াছিলেন, এবারেও তিনি তাঁহাকে অগ্রগামী হইতে বলিলেন। তখন প্রভু দণ্ডের অনুসন্ধান করিয়া বলিলেন, "তবে আমার দণ্ডখানা দাও।" ভক্তগণকে উত্তরদান করিতে না শুনিয়া নিমাই সকলের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "কই দণ্ড তো কাহারও কাছে দেখিতেছি না।" জগদানন্দের নিকট দণ্ড থাকিত, এজন্য জগদানন্দ উত্তর করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি কহিলেন, "আমি যখন কপোতেশ্বর দর্শনে গমন করি, তখন শ্রীপাদের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলাম। উনি তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া নিত্যানন্দ মস্তক অবনত করিলেন। নিতাইয়ের ইচ্ছা ছিল দণ্ডের জন্য

নিমাইয়ের সহিত ঝগড়া করিবেন, কিন্তু সম্মুখে তাহা পারিয়া উঠিলেন না।

নিমাই জিজ্ঞাসিলেন, "শ্রীপাদ! দণ্ড ভাঙ্গিলে কেন? কাহারও সহিত মারামারি করিতে গিয়াছিলে নাকি?" নিতাই বলিলেন, "তুমি মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইতেছিলে, আমি তোমাকে ধরিতে গেলে দুইজনের ভরে দণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

জগদানন্দ অমনি কহিলেন, "শ্রীপাদ! উচিত কথা বলুন। ইচ্ছা সহকারে ভাঙ্গিয়া আর লুকাইলে কি হইবে? এই বলিয়া জগদানন্দ প্রভুকে কহিলেন, "শ্রীপাদ কি মনে করিয়া আপনার দণ্ড তিনখণ্ড করিয়া ভাগীনদীতে ভাসাইয়া দিয়াছেন।"

প্রভু শুনিয়া একটু কোপ কবিলেন। নিতাইয়ের ঝগড়া করিবার ইচ্ছা দণ্ডভাঙ্গা হইতেই হইয়াছিল, কারণ তিনি প্রভুর দণ্ডধারণ সহ্য করিতে পারিতেন না। এজন্য কহিলেন, "হা, আমি ইচ্ছা সহকারেই ভাঙ্গিযাছি। একখণ্ড বংশ বই ত নয়? তজ্জন্য যাহা দণ্ড হয়, লইতে স্বীকৃত আছি।"

প্রভু ক্রোধ করিয়া কহিলেন, "সন্ন্যাসীর দণ্ডে সকল দেবতার বাস, সেই দণ্ড তোমার নিকট তাচ্ছিল্যের পদার্থ হইল?"

নিত্যানন্দ প্রেমভক্তি ভজন করিতেন, সুতরাং সন্ন্যাসের বিধিনিয়ম তাঁহার ভাল লাগিত না। কিন্তু তাহা বলিয়া নিত্যানন্দ এ ক্ষেত্রে আর ঝগড়া করিলেন না। তিনি উত্তর করিলেন, "তা বেশ, তোমার বাঁশে সমস্ত দেবতার বাস, তুমি তাঁই ঘাড়ে করিয়া বেড়াইবে, কিন্তু আমরা তাহা সহ্য করি কি করিয়া?"

দণ্ড সন্ন্যাসীর অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ। একখানি কোন ক্রমে নষ্ট হইলে গুরুর নিকট হইতে আর একখানি আনিতে হয়। নিমাইয়ের প্রথমতঃ সন্ন্যাস ধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল না; তাহার উপর তিনিই পরমযোগী,

তাঁহার আবার দণ্ডের প্রয়োজন কি? তিনিও এজন্য ক্রোধ করেন নাই। তবে ক্রোধ ভান করিয়া একাকী লীলাচল দর্শনাভিপ্রায়ে ভক্তগণের অগ্রগামী হইলেন।

প্রভু এই কোপের ভান করিয়া তথা হইতে উত্থান করিয়া তীরবৎ বেগে দৌড়িলেন। ভক্তগণ তাঁহার সহিত গমন করিবার চেষ্টাও করিলেন না। প্রভুর নিষেধ তাঁহারা লঙ্ঘন করিতে পারেন না। তাঁহারা অনুগমন করিলেও তাঁহার সহিত দৌড়িয়া পারিবেন না। তাহারা সঙ্গে থাকিলে প্রভুর শ্রীমুখ দর্শন করিবার সুবিধা হইত, তিনি একাকী গমন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই, সুতরাং তিনি কি কাণ্ড করিবেন, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া প্রভুর অনুসন্ধানে গমন করিলেন। তাঁহাদের চিত্ত-চাঞ্চল্য এত প্রবল হইয়াছে যে, সিংহদ্বারে গমন করিয়া জগন্নাথ দেবকে প্রণাম করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

এদিকে প্রভু আঠারনালা হইতে মত্তগজগমনে একবারে পুরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মন্দিরের দ্বার-রক্ষকগণ তাঁহাকে নিবারণ করিবার সময় পান নাই। প্রভু প্রবিষ্ট হইলে তাহাদের জ্ঞানোদয় হইল। তখন তাঁহাকে শাস্তিদানের জন্য "মার মার" শব্দে সকলে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল। প্রভু ইত্যবসরে জগন্নাথ দেবের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার দর্শনলাভে পরম পরিতোষ লাভ করিয়া ঠাকুরকে ক্রোড়ে ধারণ করিবার বাসনা করিলেন। অমনি নিমেষমধ্যে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিতে গেলেন, কিন্তু স্পর্শমাত্রই অচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার নয়ন দিয়া শতধারে জল বহির্গত হইতে লাগিল। জগন্নাথের পাণ্ডাগণ গৌরাঙ্গের পশ্চাৎ গমন করিয়াও তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিল না। ঠাকুর-স্পর্শহেতু তাহারা মহাক্রোধে গৌরাঙ্গকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম এই সময়ে মন্দিরমধ্যে ছিলেন। অন্যান্য দিবস তিনি এরূপ সময়ে মন্দিরমধ্যে থাকেন না। কিন্তু অদ্য কেন আছেন, তাহা বলা যায় না। সার্ব্বভৌমের বাটী নদিয়া, তিনি মিথিলায় ন্যায় পাঠ করিয়া, বারাণসীধামে বেদপাঠ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় অসাধারণ পণ্ডিত তখন আর ছিল না। তিনিই প্রথম নবদ্বীপে ন্যায়-শাস্ত্র পড়াইবার টোল খোলেন। ইঁহার যশ শ্রবণ করিয়া উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র ইঁহাকে পুরীতে স্থাপিত করেন। প্রতাপরুদ্র কি ধর্ম্ম, কি ন্যায়, সকল বিষয়েই সার্ব্বভৌমের মতানুসারে চলিতেন। সুতরাং জগন্নাথ-দেবের পূজাবিধি প্রভৃতি সকল কার্য্য সার্ব্বভৌমের আদেশ মতই সাধিত হইত। সার্ব্বভৌম অগাধ পণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং ছাত্র-গণকে কি ন্যায়, কি বেদ সকল বিষয়েরই শিক্ষা প্রদান করিতেন।

জগন্নাথ-দেবের পাণ্ডাগণ গৌরাঙ্গকে প্রহারোদ্যত হইল দেখিয়া তিনি নিষেধপূর্ব্বক কহিলেন, "তোমরা কাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছ? ইনি একজন মহাপুরুষ, তাহা কি দেখিতেছ না?" পাণ্ডারা ক্রোধে উন্মত্ত, সুতরাং সার্ব্বভৌমের বাক্যেও তাহারা ক্ষান্ত হইল না। তখন সার্ব্বভৌম কাজেই আত্মশরীর দ্বারা গৌরাঙ্গকে আবরণ করিলেন, নতুবা ক্রোধোন্মত্ত পাণ্ডাদের হস্ত হইতে কখন গৌরাঙ্গকে রক্ষা করিতে পারি-তেন না।

এদিকে ভোগের সময় হইল। ভোগের দ্রব্যাদি জগন্নাথ-দেবের সম্মুখে ধারণ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করা হয়। সেখানে তখন কাহারও থাকিবার অধিকার নাই। কিন্তু ভোগের স্থানে নিমাই অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। সুতরাং ভোগ দিবার অসুবিধা-বশতঃ পাণ্ডাগণ বড় বিরক্ত হইয়া উঠিল। সার্ব্বভৌমও মহা-বিপদগ্রস্ত হইলেন। তখন চিন্তা করিয়া কতিপয় শিষ্য-পাণ্ডাদ্বারা প্রভুকে নিজ বাটী লইয়া গেলেন। নিজ বাটীতে প্রভুকে পবিত্র স্থানে পবিত্র শয়নে শয়ন করাইয়া নিজে তাঁহার

শীর্ষদেশে উপবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে কি না, পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আয়তলোচন অর্দ্ধ-নিমীলিত ও স্থির; হৃদয়ে স্পন্দন নাই; কিন্তু তাঁহার পুলকিত কনকসুন্দরবপু অবলোকনে তাঁহাকে জীবিত বলিয়া স্থির করিলেন, কিন্তু বুঝিলেন, তিনি প্রেমাবেশে বিভোর। তিনি আরও দেখিলেন, যে সন্ন্যাসীটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; অপরাপর সন্ন্যাসীর ন্যায় অপরিষ্কার ও ঘৃণার্হ নহেন। সন্ন্যাসীর আকার প্রকার দেখিয়া তাঁহার মনে গৌরাঙ্গের প্রতি ভক্তির উদ্রেক হইল। তাঁহার নির্ম্মল বদনমণ্ডল অবলোকন করিলে বোধ হইত যে, পাপরূপ পিশাচ কখন ইঁহার হৃদয় অধিকার করে নাই, বরং তাহা করুণা, সরলতা ও মমতাপূর্ণ; সুতরাং সার্ব্বভৌমের মন যে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, পুস্তকে কৃষ্ণপ্রেমকথা পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম কি, তাহা জানিতেন না, এবং মনুষ্য-দেহেও কখন কৃষ্ণপ্রেম দেখেন নাই। সুতরাং তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কলিকালে কাহারও কৃষ্ণপ্রেম হয় না। তিনি এক্ষণে এই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সন্ন্যাসীকে হতচৈতন্য অবলোকন করিয়া ইঁহাকে কৃষ্ণপ্রেমমুগ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিলেন, সুতরাং ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং নিজকে ভাগ্যবান মনে করিলেন।

নিত্যানন্দ ও তাঁহার সঙ্গিগণ সিংহদ্বারে আসিয়া লোকমুখে প্রভুর বৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইলেন। তাঁহাকে যে অজ্ঞানাবস্থায় সার্ব্বভৌমের বাটী লইয়া যাওয়া হইয়াছে, তাহা শ্রবণপূর্ব্বক কি প্রকারে তাঁহারা সার্ব্বভৌমের বাটী গমন করিবেন ইহাই ভাবিতেছেন, এমন সময়ে গোপীনাথকে দেখিতে পাইলেন। গোপীনাথ আচার্য্য সার্ব্বভৌমের ভগ্নীপতি। তিনিও পরমপণ্ডিত ও গৌরভক্ত। পরস্পরে স্নেহ আলিঙ্গনাদির পর গোপীনাথ নিমাইয়ের সন্ন্যাসধর্ম্মগ্রহণ, নীলাচলে আগমন, ও সার্ব্বভৌমের বাটীতে অবস্থান শ্রবণ করিয়া দুঃখ এবং সুখ উভয়বিধ ভাবই

প্রাপ্ত হইলেন। নবদ্বীপচন্দ্র মস্তক মুণ্ডিত করিয়া কাঙ্গালবেশ ধারণ করিয়াছেন, এই তাঁহার দুঃখ এবং বহুদিবস পরে আবার তাঁহার দর্শন-লাভে জন্ম চরিতার্থ করিতে পারিবেন, এই তাঁহার সুখ। সুতরাং গোপীনাথ তৎক্ষণাৎ নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে লইয়া সার্ব্বভৌমের বাটী উপস্থিত হইলেন। ভক্তগণ দ্বারে দণ্ডায়মান রহিলেন, তিনি অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াই দেখিলেন, কনকগৌরকান্তি, মুণ্ডিতমস্তক গৌরচন্দ্র ধূলি-ধূসরিতাঙ্গে শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার পূর্ব্বেকার অবস্থার সহিত এক্ষণকার এই শোচনীয় অবস্থার তুলনা করিয়া গোপীনাথের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভৃতি বহির্দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন, প্রভুদর্শনতৃষ্ণা তিনি আর চরিতার্থ করিতে পারিলেন না। তিনি সার্ব্বভৌমকে জানাইলেন যে, সন্ন্যাসীর গণ পঞ্চজন বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহারা অভ্যন্তরে আগমন করিতে চাহেন। সার্ব্বভৌম শুনিয়া বড়ই সুখী হইলেন। তিনি এই নবীন সন্ন্যাসীকে লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং তিনি সত্বর তাঁহাদিগকে আনয়ন করিতে কহিলেন।

নিত্যানন্দ প্রভৃতি নিমাই সন্নিধানে আগমন করিয়াই হরিধ্বনিপূর্ব্বক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। সার্ব্বভৌমও নিস্তার পাইলেন। ভক্তগণ উপবিষ্ট হইলে সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসিলেন, "এরূপ অজ্ঞানাবস্থা ইঁহার কতক্ষণ থাকে ?" ভক্তগণ কহিলেন, "এরূপ ঘোর অচেতন অবস্থা হইলে অনেকক্ষণ মূর্চ্ছিত থাকেন।" তখন সার্ব্বভৌম তাঁহাদের জগন্নাথ দর্শন হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসিলেন। নিতাইয়ের ও ভক্তগণের নিকট গৌরচন্দ্রই সর্ব্বস্বধন। সেই গৌরচন্দ্রের অনুসন্ধান না পাইয়া তাঁহাদের আর ঠাকুর দর্শনে ইচ্ছা হয় নাই। সার্ব্বভৌম আপন পুত্রকে সঙ্গে দিয়া তাঁহাদিগকে ঠাকুর দর্শনে প্রেরণ করিলেন।

নিমাইয়ের নিকট প্রত্যাগত হইয়া ভক্তগণ দেখিলেন, তিনি তখনও হতচৈতন্য। এজন্য তাঁহারা তাঁহার কর্ণমূলে উচ্চরবে হরিনাম শুনাইতে

লাগিলেন। হরিনাম শ্রবণে তিনিও হরিবোল ধ্বনি করিয়া উঠিয়া বসিলেন। সার্ব্বভৌম তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক পদধূলি গ্রহণ করিলেন। নিমাই "কৃষ্ণে মতিরস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইহাতে সার্ব্বভৌম বুঝিলেন, নিমাই কৃষ্ণভক্ত। তদনন্তর সার্ব্বভৌম, প্রভু ও তাঁহার গণকে সমুদ্রস্নান করিয়া তাঁহার বাটী ভিক্ষা করিবার জন্য অনুনয় করিলেন। প্রভুও সার্ব্বভৌমের ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন।

সন্ন্যাসিগণের ভোজন সম্পন্ন হইলে সার্ব্বভৌম ও গোপীনাথ তাঁহাদের অনুমতি লইয়া অভ্যন্তরে ভোজনে গমন করিলেন। গোপীনাথের নিকট প্রভুর পরিচয় পাইয়া সার্ব্বভৌম বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসী ও তাঁহার গণ শুধু গৌড়ীয় নহেন, তাঁহারা সকলেই নদিয়াবাসী ও গৌরচন্দ্র তাঁহার আত্মীয়।

সার্ব্বভৌম আহারান্তে নিমাই সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক পুনরায় প্রণাম করিয়া কহিলেন, "প্রভো, আপনার মহিমা শ্রবণ করিলাম। আপনি আমার আত্মীয়। আপনার পিতা ও মাতামহের সহিত আমাদের ঘনিষ্টতা ছিল। সুতরাং আপনি আমার পূজনীয় এবং আমাকে আপনার দাস বলিয়া জানিবেন।"

গৌরচন্দ্র ইহাতে কর্ণে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন, "আপনি বলেন কি? আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, জগৎগুরু, সকলের শীর্ষস্থানীয়। আমি বরং বালক, অজ্ঞ, জ্ঞান সহকারেই হউক অথবা অজ্ঞানতা প্রযুক্তই হউক, সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার আশ্রয়ে আসিয়াছি, আমাকে পুত্রজ্ঞানে ভালমন্দ উপদেশ দান করিবেন। অদ্যই ত আমার জীবন শেষ হইত, যাহা হউক কৃষ্ণের অনুগ্রহে আপনি তথায় উপস্থিত ছিলেন বলিয়া রক্ষা পাইয়াছি। আপনি এখানে আছেন তাহা জানিতাম, এবং সেই জন্যই আমি এখানে জগন্নাথ দর্শন করিতে আসিয়াছি। যাহাতে আমার ভাল হয় তাহা করিবেন। আমাকে উপদেশ দানে ভবকূপে পতন হইতে রক্ষা করিবেন।

নিমাইয়ের এইরূপ আত্মসমর্পণে সার্ব্বভৌম আনন্দিত ও মায়াকূপে পতিত হইলেন। তিনি প্রথমে যখন নিমাইকে স্বগৃহে আনয়ন করিয়াছিলেন তখন নিমাইয়ের প্রতি তাঁহার মহাপুরুষ-জ্ঞান হইয়াছিল। তাঁহার অঙ্গের দিব্যজ্যোতিঃ দেখিয়াই সেই জ্ঞান প্রতিপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরে তাঁহার পরিচয় পাইয়া তিনি বুঝিলেন, নিমাই সামান্য একজন ব্রাহ্মণকুমার মাত্র। তাঁহার অঙ্গের সে জ্যোতিঃ আর এক্ষণে নাই, তিনি এক্ষণে সামান্য মানব। তখন তিনি ভাবিলেন, সন্ন্যাসগ্রহণে মনুষ্যের মনে দম্ভের সৃষ্টি হয়, কারণ গুরুজনও তাঁহাকে প্রণাম করিতে বাধ্য হয়, এবং সন্ন্যাসধর্ম্মানুসারে তিনিও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদের অধিকারী হয়েন। ক্রমে সার্ব্বভৌমের নিমাইয়ের প্রতি যে ভক্তি হইয়াছিল, তাহা হইতে তৎপ্রতি বাৎসল্যরূপ ভালবাসার উদয় হইল।

অনন্তর সার্ব্বভৌম নিমাইকে উপদেশ দিলেন, "তুমি আর মন্দিরের মধ্যে গিয়া দর্শন করিও না। গোপীনাথের সহিত অথবা আমার সহিত গিয়া দর্শন করিও।" তিনি অতঃপর নিমাই ও ভক্তগণের আবাসস্থান নিজ মাসীর বাড়ী স্থির করিয়া দিলেন। প্রভু ও ভক্তগণ তথায় গমন করিলেন। কখন বা গোবিন্দ, জগদানন্দ প্রভৃতি ভিক্ষা করেন ও কখন সার্ব্বভৌম প্রসাদ পাঠাইয়া দেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

০ঃ*ঃ০·

সার্ব্বভৌমের উদ্ধার।

যে দিবস প্রভু সার্ব্বভৌমের মাসীর বাড়ী আগমন করিলেন, তাহার পরদিবস প্রাতে গোপীনাথ তাঁহাদিগকে শ্রীজগন্নাথ দেবের শয্যোত্থান দর্শন করাইলেন। তথা হইতে সকলে পুনরায় সার্ব্বভৌমের বাটী গমন করিলেন। তখন সার্ব্বভৌম নিমাইকে উপদেশ দান করিয়া কহিলেন, "তোমার যখন সকলই ভাল, তোমার ভালই হইবে। তোমার যেরূপ ভক্তির উদয় হইয়াছে তাহা দেখিলে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের কৃপা না হইলে ঈদৃশী ভক্তি হইতে পারে না। দুঃখ এই যে, তুমি এমন সুবোধ হইয়া, কি কারণে সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে? সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেই দণ্ডধারী হইয়া আপনাকে মহাজ্ঞানবান বলিয়া জ্ঞান হয়, গুরুজনদিগেরও প্রণাম গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে হয়, সুতরাং ইহা দ্বারা দম্ভ আপনিই আসিয়া পড়ে। শিখাসূত্র বিসর্জ্জন দিয়া লভ্য এই হয় যে, মহাভাগ ব্যক্তিগণেরও প্রণাম গ্রহণ করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন আরও অপকার আছে। ঈশ্বর ভজনই জীবের স্বভাবধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী আপনাকে নারায়ণ বলিয়া জ্ঞান করেন। যে ঈশ্বর আমাদিগকে গর্ভবাস কালে রক্ষা করিয়াছেন, যাঁহার গুণে আমরা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধি ও জ্ঞান শিক্ষা পাইয়া থাকি, যিনি সৃষ্টিস্থিতি-

প্রলয় করিয়া থাকেন, সেই নারায়ণরূপে আপনাকে জ্ঞান করা কি অপধর্ম্ম নয়? সর্ব্ববেদে শ্রীকৃষ্ণকেই জগতের পিতা বলিয়া থাকে, সুপুত্র যেমন পিতাকে ভক্তি করে, তাদৃশ ভক্তি সহকারে যে সেই কৃষ্ণভজন করে, তাহাকেই সন্ন্যাসী বলা যায়। বিষ্ণুর ক্রিয়া না করিয়া সহস্রেক জাতির অন্ন ভক্ষণ করিলেই যে সন্ন্যাসী হওয়া যায়, তাহা নহে। অতএব যিনি জগৎপিতা, ইহকালে ও পরকালে যিনি রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাকে যে না ভজন করে, সে ব্যক্তি সকলের ত্যাজ্য। শঙ্করের অভিপ্রায় ঈদৃশ, সুতরাং ইহা না বুঝিয়া শুদ্ধ মস্তকমুণ্ডনে কি ফলোদয় হইবে? বিশেষতঃ তোমার বয়ঃক্রম অল্প, এ বয়সে সন্ন্যাস শাস্ত্রসিদ্ধ নহে। সংসারসুখ আস্বাদনপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণ শিথিলতা প্রাপ্ত হইলে সন্ন্যাস কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন তোমার শরীরে যে ভক্তির উদয় হইয়াছে, তাহা যোগেন্দ্রাদি দেবগণেরও দুর্লভ। অতএব তুমি কি হেতু সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছ, বুঝিতে পারিলাম না।”

সার্ব্বভৌমের সদর্থযুক্ত বচন শ্রবণ করিয়া গৌরচন্দ্র পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। অতঃপর তিনি বিনয়মধুরবাক্যে সার্ব্বভৌমকে কহিলেন, “আমি কৃষ্ণবিরহে বিক্ষিপ্তমতি হইয়া শিখাসূত্র বিসর্জ্জন দিয়া বহির্গত হইয়াছি, সুতরাং আমাকে সন্ন্যাসী বলিয়া জ্ঞান করিবেন না। কৃপা করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার শ্রীকৃষ্ণে মতি হয়।” কিয়ৎক্ষণ এইরূপ আলাপের পর প্রভু তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সার্ব্বভৌম গোপীনাথ ও মুকুন্দ তথায় রহিলেন। সার্ব্বভৌম অবসর বুঝিয়া গোপীনাথের নিকট অবগত হইলেন যে, প্রভুর নাম কৃষ্ণচৈতন্য, ইনি ভারতী সম্প্রদায় ভুক্ত, ইঁহার গুরু কেশব ভারতী। গোপীনাথের মুখে এই কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম দুঃখিত হইয়া কহিলেন, “ভারতী বড় নীচ সম্প্রদায়, পুরী, গিরী, তীর্থ, সরস্বতী প্রভৃতি সম্প্রদায় থাকিতে কেন গৌর একটা নিকৃষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেন?”

গোপীনাথ কহিলেন, "প্রভুর কোন প্রকারে সংসারত্যাগ উদ্দেশ্য, সুতরাং কোন্ সম্প্রদায় ভাল, কোন্‌টী বা মন্দ, এ সকল অসার বিষয়ের বিবেচনার অবকাশ পান নাই। বিশেষ সম্প্রদায় বাছিতে মনে দম্ভের উদয় হয়। দম্ভ হেতুই লোকে ভাল মন্দ অন্বেষণ করে।

সার্ব্বভৌম কহিলেন, "জগতে সকলেই ভাল দ্রব্যের প্রয়াসী। তোমাদের প্রভু যে দম্ভ প্রকাশ পাইবে বলিয়া ভাল অনুসন্ধান করেন নাই, ইহা বালকের কথা। যাহা হউক আমি ভাল ভিক্ষুক আনাইয়া পুনরায় তাঁহার সংস্কার করাইব।"

এইরূপ কথোপকথন গোপীনাথ ও সার্ব্বভৌম উভয়েরই অপ্রীতিকর হইয়া উঠিতেছে। সার্ব্বভৌম দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, তাঁহার নিকট প্রভু সম্বন্ধে গোপীনাথের দম্ভসূচক বাক্য বিষতুল্য বোধ হইতেছে। আবার সার্ব্বভৌমের প্রভু-গৌরবের প্রতি অবজ্ঞাসূচক বাক্যও গোপীনাথের ভাল লাগিতেছে না। সার্ব্বভৌম গোপীনাথকে কষ্ট দিবার সহজ উপায় পাইলেন। যে গৌরচন্দ্রকে গোপীনাথ অবতার বলিয়া মান্য করেন, তাঁহারই সম্বন্ধে অবজ্ঞাসূচক কোন বাক্য গোপীনাথের যত মর্ম্মপীড়াদায়ক হইবে এত আর কিছুতেই হইবে না, ইহা অবগত হইয়া সার্ব্বভৌম পুনরায় কহিলেন, "গৌর সরল ও মধুর প্রকৃতিবিশিষ্ট হইলেও ইঁহার অবস্থা অতি শোচনীয়। এই নবীন বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রিয়দমন করিবেন কি প্রকারে? যাহাতে ইহার মঙ্গল হয়, তাহাই করিব, ইঁহাকে অদ্বৈত মার্গে প্রবেশ করাইব।"

সার্ব্বভৌমের কথায় গোপীনাথ একবারে ক্রোধান্ধ হইলেন, সুতরাং তিনি নিমাই সম্বন্ধে আর কিছু গোপন রাখিতে পারিলেন না। বলিলেন, "তুমি যাঁহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছ, ভাল করিবে বলিয়া যাঁহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইতেছ, তিনি তোমার সাহায্যের অপেক্ষা রাখেন না। তিনি স্বয়ং ভগবান।" এই কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম ক্রুদ্ধ হইলেন,

কিন্তু তিনি সে ক্রোধ দমন করিলেন, কারণ তাঁহার শিষ্যগণ গোপীনাথের বাক্য শ্রবণ মাত্র "প্রমাণ কি, প্রমাণ কি?" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

গোপীনাথ শিষ্যগণের কথার উত্তর না দিয়া সার্ব্বভৌমকেই কহিলেন, "তুমি জান না বলিয়াই আমি তোমাকে প্রভুর মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিলাম। এ বিষয় লইয়া তোমার সহিত তর্ক করিতে আমি ইচ্ছা করি না। তাঁহার সহিত আর দিন কয়েক ব্যবহার হইলেই নিজে বুঝিবে, আমি সত্য বলিয়াছিলাম কি না।" ইহাতেও আবার সার্ব্বভৌমের শিষ্যগণ প্রমাণ চাহিলেন। গোপীনাথ শিষ্যগণের সহিত বাদানুবাদ অযুক্তিকর বিবেচনায় সার্ব্বভৌমকে প্রশ্নের উত্তর দিয়া কহিলেন, "ইহাতে প্রমাণ আবশ্যক করে না, তাঁহাতে ভগবানের লক্ষণ দৃষ্ট হয় বলিয়াই তাঁহাকে ভগবান বলা যায়।"

তখন শিষ্যগণ পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, "কি অনুমানে সন্ন্যাসীকে ভগবান বলা যাইতে পারে?"

গোপীনাথ পূর্ব্ববৎ সার্ব্বভৌমের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "অনুমানে কখন ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায় না। ঈশ্বর-কৃপাই ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবার একমাত্র সহায়।" এবার সার্ব্বভৌম আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন, "তুমি বুঝিয়াছ, তাহার কারণ তোমাতে ঈশ্বর-কৃপা আছে। কিন্তু তাহারই বা প্রমাণ কি?"

গোপীনাথ কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন, "আমার আছে, তাহা আমি বলিতেছি না। তবে এই বলিতেছি যে, তুমি যখন স্বচক্ষে প্রভুকে দেখিয়া চিনিতে পারিলে না, তখন নিশ্চয় তোমাতে ঈশ্বর-কৃপা নাই।"

গোপীনাথ সার্ব্বভৌমের ভগ্নীপতি। তিনি তাঁহার বাটিতে আগমন করিয়াছেন। তাঁহাকে কাঁদ কাঁদ দেখিয়া সার্ব্বভৌম কহিলেন, "গোপীনাথ! ও সব কথা এখন থাক্। তুমি তোমার ভগবানকে গণসহ আমার হইয়া নিমন্ত্রণ কর। আমাকে শিক্ষা দিতে হয়, পরে দিও।"

সার্ব্বভৌমের এই পরিহাসজনক বাক্য শ্রবণ গোচর করিয়া গোপীনাথ মর্ম্মাহত হইয়া প্রভুর বাসায় আগমন করিলেন। অনন্তর সার্ব্বভৌম প্রদত্ত মহাপ্রসাদ দ্বারা প্রভুকে ও ভক্তগণকে ভোজন করাইলেন। ভোজনান্তে গোপীনাথ সার্ব্বভৌম সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা নিবেদন করিয়া বলিলেন, "আপনার নামটী ভাল, কিন্তু আপনি ইতর সম্প্রদায়ে মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং সার্ব্বভৌম ভাল সম্প্রদায় আনাইয়া আপনার পুনঃ সংস্কার করাইবেন। আপনি নবীন বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং ইন্দ্রিয়দমনে অসমর্থ হইবেন। অধিকন্তু তিনি আপনাকে বেদ পাঠ করাইয়া অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইবেন।"

গোপীনাথ এরূপ ভাবে কথাগুলি বলিলেন, যেন প্রভুর ক্রোধের উদ্রেক হয়। কিন্তু প্রভু তাহাতে বিচলিত না হইয়া সার্ব্বভৌমের সুখ্যাতি করিয়া কহিলেন, "আমার প্রতি তাঁহার বাৎসল্য ভাব ও বিস্তর স্নেহ ও অনুগ্রহ আছে, তাই আমার মঙ্গল কামনায় ওরূপ কথা বলিয়াছেন, ইহাতে আমি বড়ই সুখী হইলাম।"

ভক্তগণ প্রভুর বাক্যে বিস্মিত হইলেন। মুকুন্দ থাকিতে না পারিয়া কহিলেন,"প্রভো! সার্ব্বভৌমের অনুগ্রহ আপনার নিকট ভাল বোধ হইতে পারে, কিন্তু কথাগুলি আমাদের হৃদয়ে যন্ত্রণাদায়ক হইয়াছে। গোপীনাথ ত বিশেষতঃ দুঃখিত হইয়াছেন, কারণ সার্ব্বভৌম তাঁহার কুটুম্ব। তাঁহার ব্যঙ্গোক্তিবশতঃ ঘৃণায় গোপীনাথ অদ্য উপবাসী আছেন।"

প্রভু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন,"আমার মঙ্গলের জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় যেরূপ ভাল বুঝেন তাহাই বলিয়াছেন, তুমি তাহাতে দুঃখিত হও কেন?"

গোপীনাথ কহিলেন, "তিনি আমার কুটুম্ব। তিনি আমার সাক্ষাতে আপনার অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা আমি কি প্রকারে সহ্য করি?"

প্রভু বুঝিলেন, নৈয়ায়িক সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করাই গোপীনাথের প্রার্থনা। এ প্রার্থনা পূর্ণ না করিলে তিনি অনশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। প্রভু করেন কি? ভক্তের হৃদয়ে কষ্ট দেওয়া তাঁহার অভ্যাস নহে। তিনি গোপীনাথকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'গোপীনাথ! বাঞ্ছাকল্পতরু জগন্নাথ তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। তাঁহার উপরই এ কার্য্যের দায়িত্ব নির্ভর করিয়া তুমি প্রসাদ গ্রহণ কর।"

ভক্তগণ প্রভুর ক্ষমতা জানেন। প্রভুবাক্য যে অখণ্ডনীয় তাহাও বিলক্ষণ জানেন। তাঁহারা বুঝিলেন, সার্ব্বভৌমের সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে, তখন তাঁহারা আনন্দে হরিধ্বনি করিলেন এবং গোপীনাথও প্রভুকে প্রণাম করিয়া প্রসাদ গ্রহণার্থ গমন করিলেন।

এদিকে গোপীনাথ ও মুকুন্দ সার্ব্বভৌমের নিকট হইতে চলিয়া আসিলে তাঁহার মন বিচলিত হইল। তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তিনি যেখানে থাকেন, তাঁহার সমকক্ষ আর কেহই থাকে না, কারণ তিনি ভারতবিখ্যাত, তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা। এই উড়িষ্যা দেশে এতাবৎ তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না, তিনিই প্রধান বলিয়া পূজিত ছিলেন। আর এখন কি না একদল লোকে তাঁহা অপেক্ষাও আর এক জনকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে, তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করে? ইহা সার্ব্বভৌমের অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি নিমাইয়ের উপর এজন্য ক্রোধ করিলেন না, তবে যাহাতে তাঁহার এ প্রতিপত্তি না থাকে, তদ্বিষয়ে যত্নবান হইলেন। তিনি ভাবিলেন, "সামান্য মনুষ্যকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করিলে তাহার মন কতদিন স্থির থাকিতে পারে? সে নিজেও আপনাকে ভগবান্ ভাবিয়া অচিরে ভ্রমকূপে নিপতিত হয়। ইহাতে উভয়েরই অনিষ্টসাধন হইয়া থাকে, যাহাকে ভগবান্ বলা যায়, সে ত দম্ভে নষ্ট হয়; আর যাহারা ভগবান্ বলিয়া পূজা করে, তাহাদেরও সর্ব্বনাশ হয়।" এই ভাবিয়া তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, "নিমাই যাহাতে নিজকে ভগবান না ভাবে তাহাই করিবেন এবং লোকেও যাহাতে

তাঁহাকে আর ভগবান না বলে, তাহারও উপায় করিবেন। এইরূপ কার্য্যে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল এবং ইহা করাও তাঁহার কর্ত্তব্য, কারণ তাঁহারা সকলেই তাঁহার আশ্রিত।"

সার্ব্বভৌম নিজ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান, সর্ব্বোচ্চ পদমর্য্যাদা ও তীব্র শাসন দ্বারা নিমাইয়ের ভগবত্তা উড়াইয়া দিবেন স্থির করিলেন। নিমাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা উভয়ে নিভৃতে উপবিষ্ট হইলেন। পরে সার্ব্বভৌম কহিলেন, "স্বামিন্! তুমি আমার একগ্রামবাসী বন্ধুতনয়, সুতরাং তোমাকে গুটীকতক কথা বলিব, অপরাধ লইও না। তুমি অল্প-বয়সে সন্ন্যাসী হইয়া ভাল কার্য্য কর নাই, তোমার ভক্তিও প্রগাঢ়, দেব-দুর্লভ; তুমি যদি প্রেমভক্তিমার্গ অবলম্বন করিবে, তবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে কেন? নর্ত্তন, গায়ন সন্ন্যাসীর দূষনীয় কার্য্য। কিন্তু যেরূপ দেখি-তেছি নর্ত্তন গায়নই তেমোর ভজনসাধন। সুতরাং জ্ঞানার্জ্জন না করিয়া নাচিয়া গাহিয়া কি প্রকারে ইন্দ্রিয় বশীভূত করিবে?"

প্রতিবাদিত হইলে লোক ক্রুদ্ধ হয়। নিমাই যদি সার্ব্বভৌমের বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন, "তোমার ভুল হইয়াছে, আমাকে তুমি চিনিতে পার নাই, আমার আশ্রয় গ্রহণ কর, অমূল্যধন দান করিব," তাহা হইলে সার্ব্বভৌম ক্রুদ্ধ হইতেন, সন্দেহ নাই। নিমাই তাহা না করিয়া একবারে সার্ব্বভৌমের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বলিলেন, "আমি অজ্ঞ বালক, আমার যাহাতে ভাল হয়, আপনি তাহাই করুন।" সুতরাং তিনি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "তুমি যেমন সন্ন্যাসধর্ম্ম লইয়াছ, আমি তোমাকে জ্ঞানমার্গে প্রবেশ করাইয়া যাহাতে উৎকৃষ্ট সন্ন্যাসী হইতে পার, তাহাই করিব। তোমাকে প্রত্যহ বেদ শ্রবণ করাইব; তাহা হইলে তোমার ইন্দ্রিয় দমনের শক্তি বৃদ্ধি হইবে।" প্রভুও তাহাতে সম্মত হইলেন।

পরদিবস সার্ব্বভৌমের সহিত প্রভুর শ্রীমন্দিরে সাক্ষাৎ হইল। তথা

হইতে একত্রে আগমন করিয়া সার্ব্বভৌমের বাটী নিভৃত স্থানে উপবিষ্ট হইয়া বেদপাঠ শ্রবণ করিলেন। সার্ব্বভৌমের আশা ফলবতী হইল। তিনি নিমাইয়ের গুরু হইলেন। তিনি যতদূর সাধ্য পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া বেদপাঠ করিলেন। ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার অগাধ বিদ্যাবলে নিমাইকে চমকিত করিবেন। কিন্তু নিমাই কোন ভাবের প্রকাশ করিলেন না। তখন সার্ব্বভৌম ভাবিলেন নিমাই তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া হতস্তব্ধ হইয়াছে, সুতরাং দুই এক দিন না গেলে তাহার মনোগত ভাব বুঝা যাইবে না।

দ্বিতীয় দিবস আবার সার্ব্বভৌম ব্যাখ্যা করিতে বসিলেন, নিমাই শ্রবণ করিলেন। নিমাইয়ের মনোভাব অনবগত হইয়া সার্ব্বভৌম দুঃখে পাঠ বন্ধ করিলেন। এইরূপে সাত দিবস গত হইল। সার্ব্বভৌম পূর্ব্ববৎ নিমাইয়ের উদাসীন ভাবে বিরক্ত হইলেন। সন্ন্যাসী, ভাল কি মন্দ, কিছুই স্বীকার করিল না। সুতরাং তিনি ভাবিলেন, "এ লোকটী কি পাগল না মূর্খ? হয় যাহা ব্যাখ্যা করিতেছি, তাহার বিন্দু বিসর্গও বুঝে না, নতুবা আমার ব্যাখ্যা উহার ভাল লাগিতেছে না।" এইরূপ নানাপ্রকার সংশয় তাঁহার মনকে আলোড়িত করিল। অনন্তর তিনি সন্ন্যাসীর নিকট ইহার তথ্য লইবেন স্থির করিলেন।

প্রভু এদিকে সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যারূপ বিষাক্ত-বাণাহত হইয়া অস্থির হইয়াছেন। তাঁহার হৃদয় কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধ, তাঁহার নিকট মায়াবাদ বা নাস্তিকতা ভাল লাগিবে কেন?

অষ্টম দিবসে বেদপাঠের অগ্রেই সার্ব্বভৌম প্রভুকে জিজ্ঞাসিলেন, "স্বামিন্! আমি অদ্য সাত দিবস বেদপাঠ করিলাম, কিন্তু তুমি হাঁ কি না কিছুই ত বলিলে না। আমি তোমার জন্যই ব্যাখ্যা করিতেছি, কিন্তু তুমি তৎসম্বন্ধে একটী কথাও বল নাই।"

নিমাই। আমাকে শুনিবার আদেশ দিয়াছেন, আমি তাই শুনিতেছি।

আমি অজ্ঞ, আপনি ভুবন-বিজয়ী পণ্ডিত, আপনার ব্যাখ্যা কি আমার বুঝিবার ক্ষমতা আছে?

সার্ব্ব। ক্ষমতা নাই, জিজ্ঞাসা করিলে ত হয়? তুমি বুঝিতেছ কি না, তাহা আমি কিরূপে বুঝিব?

নিমাই। বেদসূত্রগুলি বেশ পরিষ্কার, উহা বুঝিতেছি। কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিতেছি না।

সার্ব্বভৌম ক্রুদ্ধ হইলেন, বলিলেন, "তুমি বেদসূত্র বুঝিতেছ, তাহা বেশ পরিষ্কার, আর আমার ব্যাখ্যা বুঝিতেছ না। তবে কি আমি ভুল বলিতেছি, না তোমার মনোগত হইতেছে না?"

নিমাই। আপনার ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্যের অনুযায়ী। শঙ্করাচার্য্য কোন উদ্দেশ্য সাধন জন্য বেদের মনঃকল্পিত অর্থ করেন। তিনি যে মায়াবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহা শ্রবণে আমার মন বিকল হইতেছে। তবে আপনার আদেশমতই এই কয় দিন শুনিতেছিলাম।

নিমাইয়ের এতাদৃশ বাক্যে সার্ব্বভৌম ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন রোষ-কষায়িতলোচনে নিমাইয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "আমি বেদ শিক্ষা দিতে দিতে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলাম, অদ্য আমার ব্যাখ্যা ভুল হইল? আচ্ছা তুমিই ব্যাখ্যা কর, না হয় এই বৃদ্ধবয়সে তোমার নিকট হইতে কিছু শিক্ষা প্রাপ্ত হই।"

সার্ব্বভৌম কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রভু তখন বেদব্যাখা ধরিলেন। তিনি এক এক শ্লোকের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম যতই শুনিতেছেন ততই বিস্মিত হইতেছেন। তখন বুঝিলেন, সন্ন্যাসী পণ্ডিত। ক্রমে সার্ব্বভৌমের প্রভুর উপর শ্রদ্ধা আসিল এবং অবশেষে স্বীকার পাইলেন, এরূপ ব্যাখ্যা সামান্য পুরুষসাধ্য নহে। বেদের ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইলে প্রভু কহিলেন, "পরমযোগী মুনি ঋষিগণও ভগবদ্ভক্তি কামনা করিয়া থাকেন।" এই বলিয়া তিনি ভাগবতের একটী শ্লোক পাঠ করিলেন।

সার্ব্বভৌম বিনয়সহকারে ঐ শ্লোকটীর অর্থ করিবার জন্ম অনুনয় করিলেন। কিন্তু নিমাই তাঁহাকে অগ্রে শ্লোকটীর অর্থ করিতে কহিলেন এবং তিনি নিজে পশ্চাৎ ব্যাখ্যা করিবেন প্রতিশ্রুত হইলেন। তখন ভট্টাচার্য্যের মুখ প্রফুল্ল হইল। শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া পাণ্ডিত্য দর্শাইতে পারিলে তাঁহার মর্য্যাদা কথঞ্চিৎ রক্ষিত হইতে পারে। সুতরাং তিনি অনেক পরিশ্রমে শ্লোকটীর নয়প্রকার অর্থ করিলেন। নিমাই তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "তুমি যাহা ব্যাখ্যা করিলে তাহা ঠিক হইয়াছে। কিন্তু আমার ব্যাখ্যা শুন।" এই বলিয়া গৌরহরি শ্লোকের যেরূপ ব্যাখ্যা করিলেন তাহা কেহ কোনকালে কখন শুনে নাই। সার্ব্বভৌম নিমাইমুখে শ্লোকব্যাখা শ্রবণ করিয়া বিস্ময় সহকারে ভাবিলেন, "ইনি নিশ্চয়ই ঈশ্বর হইবেন, নতুবা এরূপ অর্থ কখন মনুষ্য-বুদ্ধির গোচর নহে। ব্যাখ্যা সমাপনপূর্ব্বক নিমাই হুহুঙ্কার শব্দপূর্ব্বক ষড়্ভুজা মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং সার্ব্বভৌমের প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "তোমার বিচারে আমার সন্ন্যাসের অধিকার নাই? আমাকে কি সন্ন্যাসী বলিয়া তোমার চিত্তে অনুমান হয়? আমি কেবল তোমার জন্যই এখানে উদয় হইয়াছি। তুমি কত জন্ম আমার প্রেমে জীবনত্যাগ করিয়াছ, এজন্য আমি তোমাকে দর্শন দিলাম। তুমি জন্ম জন্ম আমার দাস, এই হেতু আমি তোমার নিকট প্রকাশ হইলাম। তোমার কোন চিন্তা নাই। আমি দুষ্টের দলন করিয়া শিষ্টের পালন করিব। তুমি নির্ভয়ে আমার স্তবপাঠ কর।" কোটীসূর্য্যসমপ্রভা ষড়্ভুজা মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া সার্ব্বভৌম মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া করুণাময় গৌরচন্দ্র তাঁহার গাত্রে হস্ত পর্শন করিলেন। সার্ব্বভৌমের মূর্চ্ছা অপগত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার আনন্দজড়ীভূত জিহ্বাদ্বারা বাক্য স্ফূরণ হইল না। তখন করুণানিদান গৌরচন্দ্র তদীয় বক্ষের উপর নিজ পাদপদ্ম অর্পণ করিলেন। সার্ব্বভৌম সেই দেববাঞ্ছিত পাদপদ্ম দৃঢ় ধারণ-

পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, "প্রভো কৃষ্ণচৈতন্য! আমার প্রাণনাথ, অধমের প্রতি একবার প্রসন্নভাবে দৃষ্টিপাত কর। পাপপঙ্কে নিমগ্ন আমি তোমার অচিন্ত্য মর্ম্ম না বুঝিয়াই তোমাকে ধর্ম্ম-শিক্ষাদানে অভিলাষী হইয়াছিলাম। হে সর্ব্বশক্তিমন্! মহাবিষ্ণু মহেশ্বরাদি দেবগণ যখন তোমার মায়ায় মোহিত হইতেছেন, তখন আমি যে মোহিত হইব, তাহার আর কথা কি? তুমি যে অনুগ্রহে আমার হৃদয়ে চরণপদ্ম ধারণ করিয়াছ, সেই অনুগ্রহে আমাকে প্রেমভক্তি দান করিয়া উদ্ধার কর।"

"পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
মুই পতিতেরে প্রভু করহ উদ্ধার॥
বন্দী করিয়াছ মোরে অশেষ বন্ধনে।
বিস্তাধনে কুলে তোমা জানিব কেমনে॥
এবে এই কৃপা কর সর্ব্বজীব-নাথ।
অহর্নিশ চিত্ত মোর রহুক তোমাত॥" চৈতন্যভাগবত।

সার্ব্বভৌম এইরূপে স্তুতি করিলে গৌরসুন্দর মধুর হাস্য করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "সার্ব্বভৌম! তুমি আমার পার্ষদ, তুমি আমার বহু আরাধনা করিয়াছ। আমি এখানে আগমন পূর্ব্বক তোমাকে আমার ঐশ্বর্য্য দেখাইলাম। তোমার মুখে ভক্তির মহিমা শ্রবণ করিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি যে শত শ্লোক রচনা করিয়া আমার স্তব করিয়াছ, তাহা যে পাঠ অথবা শ্রবণ করিবে তাহার আমার প্রতি ভক্তি হইবে। তোমার ঐ শত শ্লোক সার্ব্বভৌম-শতক নামে জগতে কীর্ত্তিত হইবে। যতদিন আমি পৃথিবীতে থাকিব, ততদিন আমার প্রকাশ বিবরণ কাহাকেও বলিও না। আমার দ্বিতীয় দেহ নিত্যানন্দ; তাঁহাকেও ভক্তিসহকারে পূজা করিও," এই বলিয়া গৌরচন্দ্র স্বীয় ঐশ্বর্য্য সংবরণ করিলেন।

প্রভু প্রস্থান করিলে সে রাত্রি আর সার্ব্বভৌমের আহার হইল না। তিনি দ্বিধাযুক্তচিত্তে শয্যাদেশে শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন. "জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র নিমাইয়ের এরূপ ঐশ্বর্য্য! নিমাই কি ভগবান্? না না তাহা কখনই হইতে পারে না। বোধ হয়, কোন ইন্দ্রজাল বিদ্যাদ্বারা সন্ন্যাসী ঐ মূর্ত্তি আমাকে দেখাইয়াছিল, অথবা আমার চিত্তবৈকল্য হেতু চক্ষুভ্রম উৎপাদিত হইয়াছিল, সেজন্য আমি সন্ন্যাসীকে ঐরূপ দেখিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি যে বেদের অর্থ বিবৃত করিয়াছিলেন তাহা ত ইন্দ্রজাল নহে। কি ক্ষমতা দ্বারা সন্ন্যাসী বেদার্থদ্বারা আমাকেও বিস্ময়ান্বিত করিয়াছিল! অসীম শক্তিসম্পন্ন না হইলে এরূপ বেদব্যাখ্যা করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। তাহা হইলে সন্ন্যাসীর অমানুষিক শক্তি আছে সন্দেহ নাই। যিনি অমানুষিক শক্তিদ্বারা বেদব্যাখ্যা করিতে পারেন, তিনি যে সেই শক্তির পরিচালনা দ্বারা ষড়ভুজমূর্ত্তি ধারণ করিবেন, তাহারই বা বিচিত্রতা কি? কি জন্যই বা তিনি ষড়ভুজ হইলেন? অন্য কোন মূর্ত্তি ধারণ করিলেই ত পারিতেন! ষড়ভুজদ্বারা প্রভু হয় ত আমাকে তিন মূর্ত্তি দেখাইলেন। তাঁহার দুই হস্ত নবদূর্ব্বাদলশ্যামবর্ণ, দুই হস্ত কৃষ্ণবর্ণ ও অপর দুই হস্ত গৌরবর্ণ। একদেহে ত্রিযুগ্ম হস্তদ্বারা এই বুঝাইতেছে যে, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর, ইঁহারা একই দেবের ভিন্ন মূর্ত্তি বিশেষ, অর্থাৎ যিনিই রাম, তিনিই কৃষ্ণ ও তিনিই গৌরাঙ্গ। ইন্দ্রজালে কি কখন এতাদৃশ জ্ঞানগর্ভ উপদেশদায়ক মূর্ত্তি প্রকাশিত হইবে? এইরূপ সমস্ত রাত্রি আলোচনা দ্বারা কোনরূপ স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে অসমর্থ হইয়া রাত্রিশেষে সার্ব্বভৌম নিদ্রিত হইয়াছেন।

সার্ব্বভৌমের নিকট হইতে প্রভু বাসায় আসিয়া রজনী যাপন করিলেন। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি জগন্নাথ দেবের শয্যোত্থান দর্শন করিতে চলিলেন। ভক্তগণসহ প্রভু জগন্নাথের শয্যোত্থান,

মুখধাবন, স্নান, বস্ত্রপরিধান, বাল্যভোগ, হরিবল্লভভোগ, ধূপপূজা প্রভৃতি দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে দুইজন পাণ্ডা আগমন পূর্ব্বক প্রভুর গলদেশে মালা ও প্রসাদ অন্ন দান করিল। ভক্তগণ নিরীক্ষণ করিয়া, কেনই বা প্রভুকে পাণ্ডারা মাল্য ও প্রসাদ অন্ন দান করিল, ইহার কারণ নির্ণয়ে অসমর্থতা প্রযুক্ত বিস্মিত হইল। প্রভু এই প্রসাদ-অন্নপ্রাপ্তিমাত্র তীরবৎ বেগে দৌড়িলেন। ভক্তগণ প্রভুর সঙ্গে দৌড়িতে পারিল না বটে, কিন্তু তাঁহাকে নিজ বাটীর রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে দেখিলেন। প্রভু সার্ব্বভৌমের বাটী আগমনপূর্ব্বক প্রকোষ্ঠ মধ্যে উপনীত হইয়া "সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য" বলিয়া ডাকিলেন। প্রভুর ডাক শুনিয়া সার্ব্বভৌম "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" বলিয়া শয্যাত্যাগ করিলেন। কৃষ্ণনাম গ্রহণ পূর্ব্বক ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই প্রথম শয্যাত্যাগ করিলেন। অনন্তর গৌরাঙ্গকে প্রণাম করিলে গৌরাঙ্গ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ে উপবিষ্ট হইলে গৌরাঙ্গ জগন্নাথ দেবের প্রসাদ-অন্ন ভট্টাচার্য্যের হস্তে দিয়া মধুর হাস্য করিতে করিতে ভক্ষণ করিতে বলিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় শৌচে যান নাই, বসন পরিত্যাগ করেন নাই, মুখধাবন বা স্নান করেন নাই, এ অবস্থায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে কখন আহার করিতে পারে না। বিশেষতঃ অন্ন প্রাণ থাকিতে খাইতে পারেন না। এক্ষণে জগন্নাথের প্রসাদান্ন গৌরাঙ্গ মধুর হাস্য সহ তাঁহার হস্তে প্রদান করিলে তিনি আর দ্বিধাচিত্ত হইলেন না। তিনি নিমাইয়ের জগন্মোহন হাস্যে মোহিত হইয়া তাঁহারই আদেশানুসারে তাহা তৎক্ষণাৎ মুখমধ্যে প্রক্ষেপ করিলেন। প্রসাদান্ন মুখে নিক্ষেপমাত্র সার্ব্বভৌমের হৃদয়মধ্যে আনন্দতড়িৎ প্রবাহিত হইল। তাহার বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া তিনি ভূপতিত হইয়া গড়াগড়ী দিতে লাগিলেন। আনন্দ-তড়িৎপ্রবাহে সার্ব্বভৌমের সমস্ত কলুষ ভাসাইয়া লইয়া গেল, তখন তাঁহার হৃদয় নির্ম্মল হইল। প্রভু তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন

এবং তৎপরে উভয়ে উভয়ের হস্ত ধারণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। বহুদিবস আবদ্ধ জন্তু বন্ধনমুক্ত হইলে আনন্দে চারি পা তুলিয়া নৃত্য করিয়া থাকে। সার্ব্বভৌমেরও ভববন্ধন মোচন হইল, এজন্য তাঁহার এত নৃত্য, এত আনন্দ।

ইতিমধ্যে প্রভুর গণ তথায় উপস্থিত হইল। ভট্টাচার্য্যকে নৃত্য করিতে দেখিয়া গোপীনাথের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ও কি ভট্টাচার্য্য, কি কর? তোমার নৃত্য করিতে লজ্জা করিতেছে না? এ নৃত্য দেখিলে তোমার ছাত্রেরা কি বলিবে? তুমি যে প্রমাণ চাহিয়াছিলে, আরও প্রমাণ চাই?"

ভট্টাচার্য্য লজ্জিত হইলেন না। তিনি প্রেমভক্তিরূপ মদিরাপানে মত্ত। তাঁহার হৃদয় গৌরগত হইয়াছে। সে হৃদয়ে গোপীনাথের তীব্র শ্লেষ প্রবেশ করিল না। তিনি পূর্ব্ববৎ নাচিতে লাগিলেন। সকলে তাঁহাকে ধরিয়া শান্ত করিলে, গৌরাঙ্গ গণসহ বাসায় প্রত্যাগত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সার্ব্বভৌম গৌরাঙ্গের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার ভগবত্তা সম্বন্ধে তিনি যে সন্দেহ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, কহিলেন, "প্রভো! তুমি যে স্পর্শমণি, তাহা আমি জানিব কি প্রকারে? এক্ষণে আমার দেহলৌহ সংস্পর্শে তোমার আকর্ষণ বুঝিতে পারিলাম।" সার্ব্বভৌম এক্ষণে দীন হইতেও দীন, কাঙ্গালের কাঙ্গাল, অহমিকাশূন্য। অনন্তর তিনি গোপীনাথের দিকে দীনভাবে তাকাইয়া বলিলেন, "গোপীনাথ! তুমি আমাকে অমূল্য সম্পত্তি দান করিয়াছ। তুমি আমার পরম আত্মীয়, আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তুমি প্রভুকে বলিয়া কহিয়া আমার উদ্ধার সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছ।"

অনন্তর ভট্টাচার্য্য তথা হইতে জগদানন্দ ও দামোদরকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। তৎপরে উত্তম প্রসাদ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা প্রভুর জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

সার্ব্বভৌমের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি প্রভুর রূপগুণ বর্ণনা করিয়া একখানি পুস্তক রচনা করেন, তাহার গুটিকতক শ্লোক পাঠক-বর্গের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

উজ্জ্বল বরং গৌর বর দেহং বিলসিত নিরবধি ভাব বিদেহং।
ত্রিভুবন পাবন কৃপয়া লেশং তংপ্রণমামি চ শ্রীশচী তনয়ং॥
অরুণাম্বর ধর চারু কপোলং ইন্দু বিনিন্দিত নখচয় রুচিরং।
জল্পিত নিজগুণ নাম বিনোদং তংপ্রণমামি চ শ্রীশচী তনয়ং॥
বিগলিত নয়ন কমল জলধারং ভূষণ নবরস ভাব বিকারং।
গতি অতি মন্থর নৃত্যবিলাসং তংপ্রণমামি চ শ্রীশচী তনয়ং॥
চঞ্চল চারু চরণ গতি রুচিরং মঞ্জীর রঞ্জিত পদযুগ মধুরং।
চন্দ্র বিনিন্দিত শীতল বদনং তংপ্রণমামি চ শ্রীশচী তনয়ং॥
নিন্দিত অরুণ কমলদল নয়নং আজানু লম্বিত শ্রীভুজ যুগলং।
কলেবর কৈশোর নর্ত্তক বেশং তংপ্রণমামি চ শ্রীশচী তনয়ং॥
নবগৌর বরং নবপুষ্পশরং নবভাবধরং নবোল্লাস্য পরং।
নবহাস্যকরং নবহেমবরং প্রণমামি শচী সুত গৌরবরং॥
নবপ্রেম যুতং নবনীতশুচং নববেশ কৃতং নবপ্রেম রসং।
নবধাবিলাসং সদা প্রেমময়ং প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥
হরিভক্তিপরং হরিনামধরং করজপ্য করং হরিনাম পরং।
নয়নে সততং প্রেম সংবিশতং প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

দক্ষিণ দেশে যাত্রা।

মাঘমাসীয় শুক্লপক্ষে নিমাই সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ফাল্গুনমাসে নীলাচলে আগমন করেন। ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা। প্রভু দোলযাত্রা দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে বহুবিধ নৃত্যগীত করিলেন। চৈত্রমাসে সার্ব্ব-ভৌমকে উদ্ধার করিয়া বৈশাখের প্রথমেই দক্ষিণদেশ ভ্রমণের অভিলাষ করিলেন। তিনি স্বীয় শ্রীকরে ভক্তজনকে ধারণ করিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া কহিলেন, "তোমারা সকলে আমার প্রাণের অধিক, প্রাণ বরং পরিত্যাগ করা যায় তবু তোমাদিগকে ছাড়িতে পারি না। তোমরাই আমার প্রকৃত বন্ধু, তোমরাই আমাকে এখানে আনয়ন করিয়া জগন্নাথ দর্শন করাইলে, এক্ষণে তোমাদের নিকট আর এক ভিক্ষা এই যে, তোমরা প্রসন্নমনে আমাকে দক্ষিণ গমনে অনুমতি দেও। আমার দাদা বিশ্বরূপ বহুদিবস হইল দক্ষিণ দেশে গমন করেন, সেই অবধি আর তাঁহার উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। আমি এতদিন জননী ও তোমাদের অনুরাগে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার অনুসন্ধান লই নাই। এক্ষণে আমি একাকী তাঁহার অনু-সন্ধানে দক্ষিণে গমন করিব। আমি যাবৎ না সেতুবন্ধ হইতে প্রত্যা-গমন করি তাবৎ তোমরা সকলে নীলাচলেই অবস্থান করিও।"

বিশ্বরূপ পুনার নিকট পাণ্ডুপুরে প্রায় অষ্টাদশবর্ষ হইল অপ্রকট হয়েন। এই সংবাদ শচী ব্যতিরেকে সকলেই জানেন। কিন্তু তথাপি

নিমাই বিশ্বরূপের অনুসন্ধানচ্ছলে দক্ষিণ উদ্ধারকল্পে যাত্রা করিবার মনন করিলেন।

নিমাইয়েব ঈদৃশ প্রস্তাবে সকলেরই মনে দুঃখের উদয় হইল। সকলেবই বদন শুষ্কতা প্রাপ্ত হইল। নিত্যানন্দ কহিলেন, "তুমি চলিতে চলিতে হোঁচোট খাইয়া পড়, কখন বা জ্ঞানশূন্য হইয়া পড, এ অবস্থায় তুমি একাকী গমন করিবে, ইহা কি প্রকাবে আমবা সহ্য কবিব? বরং তুমি আমাদেব মধ্য হইতে একজনকে সঙ্গে লও। আমি দক্ষিণের তীর্থ স্থান সমুদায় অবগত আছি, সুতবাং আমাকেই আদেশ কব, আমি তোমাব সঙ্গে যাইব।"

প্রভু কহিলেন, "হাঁ, তুমি গেলেই ভাল হয়, তুমি আমাকে হাতেব পুতুল কবিয়া যেমন নাচাইবে আমি তেমনি নাচিব। আমি সন্ন্যাস গ্রহণান্তব বৃন্দাবন চলিলাম, আর তুমি কি না আমাকে অদ্বৈত গৃহে আনয়ন কবিলে। আবাব নীলাচল পথে আগমন কালে আমার দণ্ডটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলে। সুতবাং তোমবা সঙ্গে গমন কবিলে তোমাদেরই অনুবাগে আমার সকল কার্য্য পণ্ড হইবে। জগদানন্দ চর্ব্ব্য চূষ্য উপাদানে ভোজন করাইতে চান, তাঁহাব কথা না শুনিলে তিনি ক্রোধে তিন দিন আমাব সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করেন। মুকুন্দ আমার সন্ন্যাসগ্রহণে বড দুঃখী। তিনি যদিও কিছু বলেন না, কিন্তু তাঁহার দুঃখ দেখিলে আমাব হৃদয় ফাটিয়া যায়। সুতবাং তোমবা সকলে নীলাচলে থাক, আমি দিন কয়েক তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসি।"

প্রভু কাহাকেও সঙ্গী লইবেন না বলিয়া সকলেই দুঃখিত হইলেন। তখন নিত্যানন্দ প্রভুকে কহিলেন, "আমার আর এক নিবেদন আছে শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় কর। তোমার সহিত কৌপীন বহির্ব্বাস আর জলপাত্র ত যাইবে। ইহা না লইয়া তুমি কেমন করিয়া গমন করিবে? এই সামান্য দ্রব্য লইতে হইলেও তোমার একজন লোক সমভিব্যাহারে

লওয়া উচিত; কারণ তোমার হস্ত ত নামগ্রহণে আবদ্ধ থাকিবে, তখন কে তোমারি এই দ্রব্য বহন করিবে? সুতরাং আমার নিবেদন এই, কৃষ্ণদাস নামে সবল ব্রাহ্মণটীকে সমভিব্যাহারে লও। সে তোমার দ্রব্য সকল বহন করিবে মাত্র, তোমার সহিত কোন কথা কহিবে না।" প্রভু তাহাতে সম্মত হইলেন।

অনন্তর প্রভু সার্ব্বভৌমের নিকট বিদায় গ্রহণার্থ গমন করিলেন। সার্ব্বভৌম, নিমাই ও নিতাইকে বন্দনা করিয়া আসন দান করিলেন। দক্ষিণে যাইবার কথা উত্থাপন করিলে সার্ব্বভৌম প্রভুকে মিনতিপূর্ব্বক কাতরবচনে কহিলেন, "প্রভো! বহুজন্মের পুণ্যফলে তোমার সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু নিদারুণ বিধি আমাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিলেন। শিরে বজ্রপতন অথবা প্রাণাধিক পুত্রের মরণ বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু তোমার বিচ্ছেদ সহ্য করা দুরূহ হইবে। তুমি স্বয়ং ভগবান্, তোমার ইচ্ছা কে রোধ করিতে পারে? যদি প্রভু একান্তই গমন করিবে, তবে আর কয়েক দিবস অপেক্ষা কর, তাহা হইলে ভাল করিয়া তোমার চরণ সেবা করিয়া লইব।"

সার্ব্বভৌমের কাতরোক্তি শুনিয়া প্রভুর দয়া হইল। তিনি বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য! তুমি কাতর হইও না, আমি শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সত্বর ফিরিয়া আসিব। তুমি যখন কাতর হইয়া অনুরোধ করিলে, আমি আর পাঁচ দিবস তোমার বাসায় থাকিব।" এই পঞ্চ দিবস সার্ব্বভৌম প্রভুকে বাটীতে রন্ধন করিয়া ভিক্ষা দিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌমের স্ত্রী রন্ধন করেন ও সার্ব্বভৌম স্বয়ং পরিবেশন করেন।

ষষ্ঠ দিবস প্রাতঃকালে প্রভু দক্ষিণ গমনোদ্যোগী হইলেন। ভক্তগণ দুঃখাভিভূত হইলেও উপায়ান্তর নাই। সকলে একত্র হইয়া শ্রীমন্দিরে গমন করিলে, প্রভু জগন্নাথ দেবের নিকট দক্ষিণ গমনের আদেশ প্রার্থনা করিলেন। পাণ্ডারা তখন প্রভুকে আজ্ঞামালা দান করিলে সকলে

মন্দির প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সমুদ্রতীরবর্ত্তী পথ অবলম্বন করিলেন। একটু গমন করিয়া সার্ব্বভৌম প্রভুকে বলিলেন, "বিদ্যানগরের অধিকারী শ্রীরামানন্দ রায় জাতিতে কায়স্থ ও বিষয়ী হইলেও তাঁহার ন্যায় রসজ্ঞ ও ভক্ত আর নাই। আমি অগ্রে তাঁহাকে চিনি নাই, আপনার কৃপাবলে তাঁহাকে চিনিয়াছি। আপনি তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া দর্শন দিবেন।" প্রভু বলিলেন "তাহাই হইবে।" অনন্তর প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রস্থানকালে তাঁহাকে গৃহে গমনে আদেশ দিলেন। প্রভুও চলিয়া গেলেন, সার্ব্বভৌম "হা প্রভো" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। ভক্তগণ সেবা শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। প্রভু আলালনাথে উপনীত হইলেন।

প্রভু আলালনাথকে প্রণাম করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভুর অপরূপ রূপ ও অদ্ভুত নৃত্য দর্শনার্থ আলালনাথে লোকারণ্য হইল। প্রভুর সহিত নিত্যানন্দ গোপীনাথ প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই লোকসমুদ্র দর্শনে প্রভুর ভিক্ষা হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া, মন্দিরমধ্যে প্রভুকে লইয়া দ্বাররুদ্ধ করিলেন। গোপীনাথ যে প্রসাদান্ন আনিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা নিমাই ও নিতাইকে ভোজন করাইলেন। কিন্তু জনতা হেতু তাঁহারা দ্বার উদ্ঘাটন করিতে সাহসী হইলেন না। বহুতর লোক "প্রভো, দর্শন দেও" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। প্রভু থাকিতে পারিলেন না। দ্বার উদ্ঘাটন করিলে সহস্র সহস্র লোক "জয় কৃষ্ণচৈতন্য! জয় সচল জগন্নাথ!" রবে নৃত্য করিতে লাগিল।

সমস্ত রাত্রি এইরূপে অতিবাহিত হইল। প্রভাতে সকলে স্নান সমাপন করিলে প্রভু সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ ও সকলকে আলিঙ্গন করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ভৃত্য জলপাত্র, কৌপীন ও বহির্ব্বাস লইয়া চলিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রামানন্দ রায়।

গৌরভক্তগণ গৌরাঙ্গের আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইয়া আলালনাথের নিকট হতচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিলেন। গৌর জীবোদ্ধারের নিমিত্ত তাঁহা-দিগের প্রেমফাঁস বিচ্ছিন্ন করিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া সেই সুমনোহরতনু গৌরাঙ্গসুন্দর জপমালাধৃতহস্তে ঊর্দ্ধ-বাহু হইয়া সুমধুর কণ্ঠে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পরিধান কৌপীন ও বহির্ব্বাস। নয়ন দিয়া অজস্রধারা বিগলিত হইতেছে আর মধুর স্বরে উচ্চকণ্ঠে গাইতেছেন।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং।

প্রভু এই প্রকারে কীর্ত্তন করিতে করিতে গমন করিতেছিলেন। তিনি হঠাৎ গমনে বিরত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং পরে উপবেশন করিলেন। যেমন বনভূমি মধ্যে সুগন্ধি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে চতুর্দ্দিক্

হইতে মধুমক্ষিগণ গুণ গুণ রবে মধুসংগ্রহার্থে সেই স্থানে উপনীত হয়, তেমনি গৌরাঙ্গদেব তথায় উপবেশন করিলে লোকসমূহ হরিনাম করিতে করিতে তৎসকাশে উপনীত হইল। প্রভুও তাহাদের আগমনে তাহাদের সহিত হরিনামে যোগদানপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভুর তরঙ্গে প্রেমতরঙ্গ উত্থিত হইল। প্রভু কাহাকেও বা আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গিত ব্যক্তি মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া পতিত হইল। প্রভু পুনরায় চলিলেন। পথের লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। প্রভু তাহাদিগকে "হরিবোল" বলিয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক হরিনাম জপ করিবার আদেশ দিলেন। তাহারা হরিবোল বলিতে বলিতে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল। তাহারা আর হরিনাম ভুলিতে পারিল না। তাহাদের মুখে হরিবোল শব্দ শ্রবণ করিয়া গ্রামের অন্যান্য লোকও হরিনাম করিতে লাগিল। এই প্রকারে প্রভু যে হরিনাম তরঙ্গ উঠাইলেন, তাহাতে গ্রাম গ্রাম বৈষ্ণব হইল।

প্রভু এইরূপে হরিনাম বিতরণ করিতে করিতে গমন করিতেছেন। যখন গ্রামের ভিতর দিয়া গমন করিতেছেন, লোকজন তাঁহার অদ্ভুত নৃত্য ও প্রেমভক্তি দেখিয়া বৈষ্ণব হইতেছে। আবার কখন বা নিবিড় বনভূমির ভিতর দিয়া চলিলেন। প্রভুর সঙ্গী কৃষ্ণদাস অগ্র হইতেই আহারীয় সংগ্রহ করিয়াছিল। কয়েক দিবস পরে তাহাও ফুরাইয়া গেল। প্রভু তখন উপবাসী রহিলেন। বনমধ্যে রাত্রিকালে প্রভু ও কৃষ্ণদাস বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বন্যজীবজন্তুগণ নিকটে আগমনপূর্ব্বক প্রভুকে দেখিয়া চলিয়া যায়। এইরূপ গমন করিতে করিতে কখন বা প্রভু গ্রামে উপনীত হইলেন, দেখিলেন, বহুসংখ্যক লোক অগ্র হইতেই প্রভুর অপেক্ষায় রহিয়াছে, কখন বা পল্লীমধ্যে রাখালগণ প্রভুকে দেখিতে পাইল। তখন একজন আর জনকে কহিল, "দেখ ভাই, এই লোকটী হরি বলিলে ক্ষেপিয়া উঠে, এই বলিয়া তাহারা হরিবোল বলিল। প্রভুকে দণ্ডায়মান

হইতে দেখিয়া তাহারা আরও উচ্চৈঃস্বরে হরিবোল দিতে লাগিল। প্রভু সেই থানে বসিয়া গাত্রে ধূলা মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। ইহাতে রাখালগণের উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। তাহারা নাচিতে নাচিতে হরিনাম করিতে লাগিল। প্রভু যখন দেখিলেন, রাখালগণ হরিনামে মত্ত হইয়াছে, তিনি উঠিয়া প্রস্থান করিলেন, কিন্তু রাখালগণ আর হরিনাম জন্মাবচ্ছিন্নেও ভুলিল না।

তথা হইতে প্রভু কূর্ম্মস্থানে আগমন করিয়া কূর্ম্মদর্শনপূর্ব্বক বহু নৃত্য-গীত করিলেন। পরদিবস প্রত্যুষে তথা হইতে যাত্রা করিলেন। প্রভুর প্রেমে বিহ্বল বহুলোক তাঁহার সঙ্গে গমন করিতেছে দেখিয়া প্রভু তাহাদিগকে প্রবোধদানপূর্ব্বক হরিনাম ভজনের আদেশ দিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করাইলেন। প্রভু ক্রোশাধিক পথ অতিক্রম করিলে বাসুদেব নামক জনৈক কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত পরম ভক্ত ব্রাহ্মণ সেই কূর্ম্মস্থানে উপনীত হইলেন। ভগবানে দত্তচিত্ত ব্রাহ্মণ এতাদৃশ দারুণ কষ্টদায়ক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াও আপনাকে অসুখী মনে করিতেন না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত হইয়াছে। দুর্গন্ধে তাঁহার নিকট কেহ আগমন করিতে পারে না। তথাপি তাঁহার ক্ষতস্থানে যে সকল কীড়া হইয়াছে, তাহাদিগকেই তিনি সঙ্গী ভাবিতেন। তাঁহার দেহ জগতের ত্যাজ্য হইলেও এই কীড়াগুলির আহারীয় হইয়াছে, ইহাতেই তিনি আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিতেন। কীড়াগুলির কোনটী স্থানভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইলে তিনি তাহাকে যত্নপূর্ব্বক উঠাইয়া ক্ষতস্থানে বসাইয়া দিতেন। এই পরম ভক্ত বাসুদেব যখন শ্রবণ করিলেন যে, ভগবান সন্ন্যাসিবেশ ধারণপূর্ব্বক নগরে নগরে হরিনাম বিতরণপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতেছেন, তখন তিনি তাঁহাকে দর্শনপ্রয়াসী হইয়া কূর্ম্মস্থানে আগমন করিলেন। তিনি এক প্রকার চলৎশক্তি রহিত হইয়াছিলেন, তথাপি ভগবানের নামে বলপ্রাপ্ত হইয়া কখন ধীরে, কখন দ্রুত, কখন জানু সাহায্যে আগমন করি-

লেন। কূর্ম্মস্থানে পৌঁছিয়াই শ্রবণ করিলেন, ভগবান্ তাঁহার আগমনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রস্থান করিয়াছেন। নৈরাশ্যের ছায়া তাঁহার হৃদয়ে পতিত হইলে "হা ভগবান! আমি তোমার দর্শন পাইলাম না" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন।

প্রভু অগ্রসর হইতেছিলেন, ভক্তের কাতর নিনাদে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার গতিভঙ্গ হইল। তিনি ক্ষণকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া কি যেন শুনিতে লাগিলেন। তৎপরে "এই যে আমি আসিতেছি" বলিয়া প্রভু পুনরায় দ্রুতপদে কূর্ম্মস্থানে গেলেন। ধরাশয্যাগর্ত্ত বাসুদেবকে বাহু প্রসারিত করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। অমনি তাহার কুষ্ঠব্যাধি অন্তর্হিত হইয়া চৈতন্যোদয় হইল। ব্রাহ্মণ বাসুদেব নিজ কান্তিপুষ্টদেহ অবলোকন করিয়া দুঃখে ক্রন্দন করিয়া কহিলেন, "দয়াময়! তোমার নিকট ভাল মন্দ, সুগন্ধ পূতিগন্ধ, ধনী নির্ধনী, সকলই সমান, নতুবা আমার দুর্গন্ধবিশিষ্ট, ক্লেদযুক্ত, মনুষ্যমাত্রেরই হেয়, ও অস্পৃশ্য ক্ষতপূর্ণ দেহ কি প্রকারে আলিঙ্গন করিলে! কিন্তু হে ভগবন্! আমার কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্য করিয়া কেন আমার সর্ব্বনাশ করিলে? আমি সকলেরই অস্পৃশ্য ছিলাম সুতরাং অভিমানবিবর্জ্জিত হইয়া তোমার দর্শন পাইলাম। এক্ষণে আমার দেহ সুন্দর করিয়া দিলে, সুতরাং দৈন্যশূন্য ও অভিমানপূর্ণ হইয়া আবার তোমাকে হারাইব।"

বাসুদেবের দীনতা দেখিয়া প্রভুর হৃদয় দ্রব হইয়া গেল। নয়নকমল দিয়া ধারা প্রবাহিত হইল। তিনি কহিলেন, "বাসুদেব! তোমার ন্যায় জীব, যদি অভিমানে মত্ত হয়, তবে লোকে আর কৃষ্ণভজন করিবে কেন? তোমার মনে কোনরূপ দ্বিধা করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি শ্রীকৃষ্ণভজন ও ভক্তিধর্ম্ম শিক্ষা দ্বারা জীবোদ্ধার সাধন কর।" এইরূপ উপদেশ দিয়া প্রভু অন্তর্হিত হইলেন।

অতঃপর প্রভু প্রহ্লাদস্থাপিত নৃসিংহস্থানে আগমন পূর্ব্বক অনির্ব্বচনীয়

প্রেম প্রকাশ করিলেন। তথায় এক রাত্রি বাস করিয়া প্রভাতে যাত্রা করিলেন। সত্বরই তিনি গোদাবরীতীরস্থ বনভূমিতে আগমন করিলেন। বনভূমিপ্রিয় প্রভুর নিকট তীরবর্ত্তী কাননভূমি বৃন্দাবন ও গোদাবরী যমুনা বলিয়া জ্ঞান হইল। অনন্তর গোদাবরী পার হইয়া ঘাটে স্নান করিলেন এবং জপমালা গ্রহণপূর্ব্বক তীর্থমালার অনতিদূরে উপবেশন করিয়া জপ করিতে লাগিলেন। প্রভুর জপে আকৃষ্ট হইয়া রামানন্দ রায় গোদাবরী-স্নানে অভিলাষী হইলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে এই রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপরোধ করিয়াছিলেন। রামানন্দ রায় উড়িষ্যাধিপতি প্রতাপরুদ্রের রাজ্যান্তর্গত বিদ্যানগরীর অধিকারী। তাঁহাকে সমুদায় বিষয়কার্য্য করিতে হইলেও তিনি তাহাতে অনাকৃষ্ট থাকিয়া ভগবানের প্রতি দত্তচিত্ত হইয়াছিলেন। রামানন্দ যানারোহণে যাতায়াত করেন, বহুভৃত্য তাঁহার সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত, দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করেন। এই প্রকারে যাবতীয় বিষয়ভোগরত হইলেও তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমানন্দে নিমগ্ন।

রামানন্দ গোদাবরীস্নানে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ, অশ্ব, গজ, সৈন্য, বাদ্যকর প্রভৃতি আগমন করিয়াছে। প্রভুর লীলা মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। একদা প্রভু জনৈক ভক্তের নিকট মুখশুদ্ধি প্রার্থনা করিলে তিনি বস্ত্রের প্রান্তভাগে নিবদ্ধ একখণ্ড হরিতকী প্রদান করিলেন, ইহাতে প্রভু তাহাকে সঞ্চয়ী বলিয়া নিজ সঙ্গী করেন নাই; আর অদ্য সেই প্রভু অশ্বগজসৈন্যাদি সমভিব্যাহারে স্নানার্থে আগত ঘোর বিষয়ী রামানন্দকে আলিঙ্গনজন্য অস্থির হইয়াছেন।

রামানন্দ গোদাবরী ঘাটে স্নান, তর্পণ, পূজাদি সমাপনপূর্ব্বক জপ-মালাধারী জনৈক সন্ন্যাসীকে তীরে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন। বহু সন্ন্যাসিদর্শনে অনাকৃষ্টমন রামানন্দ প্রভুকে দর্শন মাত্রেই বিচলিত হইলেন। তাঁহার সুন্দর প্রশান্ত বদনমণ্ডল, আপিঙ্গল-

জটাকলাপ-শোভিতমস্তক, করধৃত-অপূর্ব্বজপমালা, অঙ্গনিঃসৃত অমানুষিক দিব্যপ্রভা দর্শনে তিনি বুঝিলেন যে সন্ন্যাসী সামান্য লোক নহেন, অধিকন্তু তাঁহার হৃদয় তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতেছে বুঝিতে পারিলেন।

প্রভু উপবিষ্ট আছেন। রামানন্দ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে প্রভু উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "কৃষ্ণ বল।" তৎপরে জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কি রামানন্দ?" রামানন্দ উত্তর করিলেন, "হা প্রভো, আমিই সেই পাপাধম শূদ্রজাতীয় রামানন্দ।" প্রভু অমনি দুইবাহু প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং উভয়েই উভয়ের বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া ভূপতিত হইলেন। রামানন্দের সহিত আগত লোকসমূহ তাহাদের প্রভু ও সন্ন্যাসীর ব্যবহারে বড়ই বিস্ময়াবিষ্ট হইল এবং পরস্পরে কহিতে লাগিল, "এই ব্রহ্মতেজ সমম্বিত সন্ন্যাসী শূদ্রকে কি নিমিত্ত আলিঙ্গন করিলেন? এবং আমাদের প্রভুই বা মহাপণ্ডিত ও বিজ্ঞ হইয়া সন্ন্যাসিস্পর্শে মত্ত হইলেন কেন?"

প্রভু ও রামানন্দ উভয়ে সুস্থ হইয়া উপবিষ্ট হইলে প্রভু হাস্য করিয়া কহিলেন, "সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তোমার গুণের পরিচয় দিয়া আমাকে তোমার সহিত দর্শন করিবার মিনতি করিয়াছিলেন, সেই জন্যই আমি এখানে আগমন করিয়াছি, যাহা হউক আমি বড় ভাগ্যবান্ যে, অনায়াসে তোমার দর্শন পাইলাম।" প্রভুর বাক্যে রামানন্দ উত্তর করিলেন, "সার্ব্বভৌম এ দাসকে ভৃত্যজ্ঞান করিয়া থাকেন, এজন্য পরোক্ষেও তিনি আমার মঙ্গল সাধনে যত্নবান্। তাঁহারই কৃপায় আমি অদ্য তোমাকে দর্শন করিয়া জীবন চরিতার্থ করিলাম। সার্ব্বভৌমের প্রতি তোমার অসীম করুণা এবং তাঁহারই প্রেমাধীন হইয়া তুমি অদ্য আমার অস্পৃশ্যদেহ স্পর্শ করিলে। কোথায় তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ, কোথায় আমি শূদ্রাধম। তুমি পতিতপাবন, এজন্যই তুমি আমার নিস্তারহেতু এখানে আগমন করিয়াছ। এই দেখ, প্রভো! আমার সহিত ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন আগমন করিয়াছে,

তোমার দর্শনে তাহাদের মন দ্রবীভূত হইয়াছে, সকলেই 'হরে কৃষ্ণ' নাম গ্রহণ করিতেছে। প্রভো! তোমাতে সকলই ঈশ্বর লক্ষণ, এতাদৃশ অপ্রাকৃত গুণ কখন মনুষ্যে সম্ভব হয় না।"

প্রভু কহিলেন, "আমাকে কেন ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিতেছ? তুমি পরমভক্ত, তোমার সঙ্গী যে 'হরে কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করিবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? সার্ব্বভৌমের তাৎপর্য্য আমি এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম। আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, আমার কঠিন মন দ্রব করিবার নিমিত্ত তোমার আশ্রয়ে পাঠাইয়াছেন।"

এইরূপে উভয়ে উভয়ের স্তুতি করিতেছেন, ইত্যবসরে একজন ব্রাহ্মণ করযোড়ে প্রভুকে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিল। প্রভু তাহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া রামানন্দ রায়কে কহিলেন, "তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিবার আমার বড় ইচ্ছা, এজন্য পুনর্ব্বার দর্শনকামনা করি।" রামানন্দ কহিলেন, "স্বামিন্! আমি অতি পামর ও পাপিষ্ঠ, তুমি আমার উদ্ধার সাধনার্থে যখন আগমন করিয়াছ, তখন দিন কয়েক থাকিয়া আমার কলুষিত মনকে পরিমার্জ্জিত করিয়া দেও।" অতঃপর প্রভু ব্রাহ্মণ-বাটী গমন করিলেন, রামানন্দ তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন।

গৃহে গমন করিয়াও রামানন্দ শান্তি পাইলেন না, প্রভুকে দেখিবার লালসা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইল; এজন্য সন্ধ্যা সমাগত হইলেই তিনি সামান্য পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক একজন ভৃত্য সমভিব্যাহারে ব্রাহ্মণ-বাটী প্রভুর নিকট গমন করিলেন। সেখানে সমস্ত রাত্রি কৃষ্ণ কথায় অতিবাহিত করিয়া বাটী আইসেন। এই প্রকারে কয়েক দিবস কাটিয়া গেল। রামরায় প্রভুর সহিত কৃষ্ণ কথায় প্রেমে উন্মত্ত হইতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে প্রভুকে কৃষ্ণভক্ত সন্ন্যাসী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ক্রমেই তাঁহার ধারণা হইল, ইনি সামান্য সান্ন্যাসী নহেন। তখন তিনি প্রভুকে জানাইলেন, "প্রভো! তুমি যদি আমার উপর কৃপা করিয়া দর্শন দিয়াছ

তখন নিবেদন, আর দিন কয়েক এখানে থাকিয়া আমার সমল মনকে নির্ম্মল করিয়া দেও।" প্রভুও উত্তরে কহিলেন, "কয়েক দিবস কেন, আমি যাবৎ প্রাণ ধারণ করিব তাবৎ তোমার সান্নিধ্য ত্যাগ করিতে সমর্থ হইব না।"

রামরায় এই প্রকারে সমস্ত রাত্রি প্রভুর সহিত কৃষ্ণ কথায় নিমগ্ন থাকেন ও দিনে রাধা কৃষ্ণের ধ্যান করিয়া থাকেন। একদিবস দিবাভাগে ধ্যানে বসিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়চক্ষু উন্মীলিত হইলে তিনি যে বৃন্দাবন ও বৃন্দাবনের পরিকর সহ রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখিতেছিলেন, তাহা সহসা অন্তর্হিত হইল। কাতরহৃদয়ে তিনি সেই বৃন্দাবন মাঝে রাধাকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে করিতে রাধাকৃষ্ণ দেখিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ এখন আর বিভিন্ন ভাবে অবস্থিত নহেন। তিনি দেখিলেন, কৃষ্ণ রাধার অঙ্গে প্রবিষ্ট হইতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন, কৃষ্ণ সম্যক অন্তর্হিত হইয়া গৌরবর্ণ এক সন্ন্যাসী হইলেন। তখন তাঁহার দিব্য জ্ঞান হইল যে, এ সন্ন্যাসীটী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রাধার অঙ্গদ্বারা আবৃত। তিনি তখন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া চিনিলেন যে, ইঁহারই সহিত তিনি প্রতিদিন কৃষ্ণ কথায় সমস্ত রাত্রি যাপন করেন।

তিনি পুনঃ পুনঃ রাধাকৃষ্ণের ধ্যান করিয়াও যখন গৌরমূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিলেন, তখন তিনি ভাবিলেন—

"অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়।
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়॥"

রাম রায় বুঝিলেন গৌরচন্দ্র মুখে কিছু ব্যক্ত না করিয়া তাঁহার হৃদয়ে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। তিনি তখন আনন্দে নিমগ্ন হইলেন।

রামরায় গৌরাঙ্গের আশ্রয় গ্রহণার্থে বিব্রত হইলেন। সন্ধ্যা সমাগত হইলেই তিনি দৌড়িয়া গিয়া গৌরচন্দ্রের চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, "প্রভো! সেবককে আর কেন পরীক্ষা করিতেছ? আমি

তোমাকে চিনিয়াছি। তুমিই আমার শ্যামসুন্দর মদনমোহন, রাধার অঙ্গদ্বারা আত্মগোপন করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছ।”

তথন প্রভু হাস্য করিয়া রামরায়কে স্বরূপ দেখাইলেন।

“তবে প্রভু হাসি তারে দেখাল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ॥” চৈতন্য চরিতামৃত।

রামানন্দ রূপ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। প্রভু তাঁহার গাত্র পরামর্শনদ্বারা চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। অনন্তর প্রভু স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া রাম রায়ের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। প্রভু গমনকালে রাম রায়কে বিষয় বৈভবাদি পরিহারপূর্ব্বক নীলাচল গমন করিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু রাম রায় প্রেমোন্মত্ত, তদ্দর্শনে প্রভু তাঁহাকে তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তথায় অপেক্ষা করিতে বলিয়া বহিক্রান্ত হইলেন, রামরায়ও মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া ধরণীতে পতিত হইলেন। বিদ্যানগরীতে প্রভুর দশ দিবস বাস হেতু তত্রত্য অধিবাসিগণ প্রেমতরঙ্গে নিমগ্ন হইল।
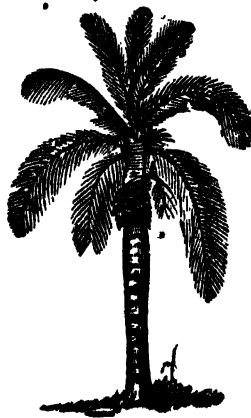
ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দক্ষিণ-ভ্রমণ।

প্রভু বিদ্যানগর হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমতঃ গৌতমী গঙ্গায় গিয়া স্নান করিলেন। অনন্তর মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে গিয়া মহেশ দেখিলেন, ও তথাকার সকল লোককে কৃষ্ণনাম লওয়াইলেন। অনন্তর রামদাস মহাদেব ও নৃসিংহ দর্শন ও প্রণাম করিয়া সিদ্ধবটে পৌছিলেন। তথাকার রঘুনাথ ও সীতামূর্ত্তি অবলোকন করিয়া প্রণাম করিলেন। এই স্থানে এক ব্রাহ্মণ প্রভুকে ভিক্ষার্থে নিমন্ত্রণ করিল। ব্রাহ্মণের মুখে সর্ব্বদাই রামনাম উচ্চারিত হয় দেখিয়া প্রভু তাঁহাকে কৃপা করিলেন ও স্কন্দক্ষেত্রে স্কন্দ ও ত্রিমটে ত্রিবিক্রম দর্শন করিয়া পুনরায় সিদ্ধবটে আগমন করিলেন।

যে ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে রামনামে বিভোর থাকিতেন, তাঁহাকে এক্ষণে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে শ্রবণ করিয়া প্রভু কারণ জিজ্ঞাসিলেন। বিপ্র কহিল, "প্রভো! অগ্রে রামনাম লইতাম এবং তাহাতেই অপার আনন্দ অনুভব করিতাম, কিন্তু তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার মুখে কৃষ্ণনাম বহির্গত হইতেছে," এই বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রভুর চরণে পতিত হইল। তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া প্রভু একটী গ্রামে আগমন করিলেন। এই গ্রামে তার্কিক মায়াবাদী ব্রাহ্মণের বাস। তাহারা দলে দলে আগমন

করিয়া প্রভুর সহিত তর্ক আরম্ভ করিল। তাহাদিগকে তর্কে পরাজিত করিয়া প্রভু সকলকে কৃষ্ণনামে উন্মত্ত করিলেন। তখন বৌদ্ধাচার্য্য নামক জনৈক মহাপণ্ডিত প্রভুর সহিত তর্ক করিতে লাগিলেন। প্রভুর নিকট পরাজিত হইয়া বৌদ্ধাচার্য্য বড়ই লজ্জিত হইলেন। তখন জন কয়েক বৌদ্ধ পরামর্শ করিয়া অপবিত্র অন্ন থালাতে করিয়া প্রভুর সমক্ষে মহাপ্রসাদ বলিয়া লইয়া চলিল। ইতিমধ্যে প্রকাণ্ড এক পক্ষী চঞ্চুপুটে অন্নসহ থালী লইয়া উড়িল। অকস্মাৎ থালী আচার্য্যের মস্তকে পড়িলে আহত আচার্য্য ধরণী লুণ্ঠিত হইলেন। আচার্য্যকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া শিষ্যগণ প্রভুর চরণে শরণ লইল এবং ক্রন্দন করিয়া প্রভুকে কহিল, "তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, আমাদিগের গুরুর প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার প্রাণদান কর।" প্রভু তাহাদিগকে গুরুর কর্ণে কৃষ্ণনাম করিবার উপদেশ দিলেন। সকল শিষ্য তখন একত্রে কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে করিতে গুরুর কর্ণে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করাইল। আচার্য্যও হরি হরি বলিয়া চৈতন্যপ্রাপ্ত হইলেন। প্রভুও সে স্থান হইতে বহির্গত হইয়া ত্রিপদীতে শ্রীরামমূর্ত্তি ও তৎপরে পানানরসিংহ দেখিয়া বিষ্ণুকাঞ্চী আগমনপূর্ব্বক লক্ষ্মী নারায়ণ দর্শন করিলেন। এইরূপে শ্বেত-বরাহ পিতাম্বর-শিব দর্শন করিয়া কাবেরীর তীরে উপনীত হইলেন। কাবেরীতে স্নান করিয়া প্রভু রঙ্গনাথ দর্শন করিলেন। তথায় ভট্টনামক বিপ্রকে কৃপা করিয়া পদ্মকোটে অষ্টভুজা ভগবতীর আরাধনা করিলেন। তৎপরে রঙ্গধামে নরসিংহদেব দর্শন করিয়া রাসভপর্ব্বতে পরমানন্দ পুরীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অতঃপর রামনাথে রামের চরণ ও রামেশ্বরে শিব দর্শন করিয়া মাঘীপূর্ণিমার দিবস তাম্রপর্ণী নদীতে স্নান করিয়া কন্যাকুমারী গমন করিলেন। কন্যাকুমারীতে তিনি সমুদ্রস্নান করিয়া ও ত্রিবাঙ্কুরের রাজাকে উদ্ধার করিয়া রামগিরি পর্ব্বত, মৎস্যতীর্থ, নাগপঞ্চপদী, চিতোল প্রভৃতি স্থান দর্শনানন্তর তুঙ্গভদ্রা নদীতে স্নান

করিলেন। তথা হইতে এক দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া নীলগিরি পর্ব্বতের নিকট কাণ্ডারী নামক স্থানে বহুসন্ন্যাসিসমাগমে প্রীতিলাভ করিয়া গুর্জ্জরী নগরে অগস্ত্যকুণ্ডে স্নান করিলেন। এই স্থানে সহস্র সহস্র লোককে প্রেমদান পূর্ব্বক বিজাপুর পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া সহ্য ও মলয়াচল দর্শন করতঃ পুনা নগরে উপস্থিত হইলেন। তখনকার পুনাও নবদ্বীপের ন্যায় চতুষ্পাঠী ও পণ্ডিতমণ্ডলীপরিপূর্ণ। প্রভু অচ্ছোদ সরোবরের ধারে উপবেশনপূর্ব্বক কৃষ্ণবিরহে ক্রন্দন করিতেছিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সে স্থান জনাকীর্ণ হইল। শ্রীকৃষ্ণ জলাশয়ের মধ্যে আছেন বলিবামাত্র প্রভু তন্মধ্যে ঝম্পপ্রদান করিলেন। উপস্থিত জনবর্গ হাহাকার করিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া তাঁহার জীবনরক্ষা করিল।

পুনা হইতে প্রভু ভলেশ্বর, দেবলেশ্বর, ও খাণ্ডবদেবকে দর্শন করিয়া চোরানন্দী বনমধ্যে নরোজি ডাকাইৎকে কৃপা করিয়া খাণ্ডলা তীর্থ এবং তথা হইতে নাসিক নগরে উপনীত হইয়া পঞ্চবটী দর্শন পূর্ব্বক সুরাট নগরে গমন করিলেন। সুরাটে অষ্টভুজা দেবীর নিকট বলিদান প্রথা নিবারণ করিয়া তাপ্তি ও নর্ম্মদায় স্নান করণান্তর বরোচ নগরের যজ্ঞকুণ্ড দর্শন পূর্ব্বক বরোদায় উপস্থিত হইলেন। বরোদার রাজাকে কৃতার্থ করিয়া মহানদী ও শুভ্রামতী পার হইয়া কুলীন গ্রামস্থ রামানন্দ বসু ও গোবিন্দ নামক দুই ভক্ত সমভিব্যাহারে সোমনাথ দর্শন করিলেন। তথা হইতে প্রভাস দর্শনানন্তর দ্বারকায় পৌঁছিলেন। এই তীর্থ স্থানে এবং প্রভাসে প্রভু পূর্ব্বচিহ্ন সকল স্মরণ করিয়াই যেন নবদ্বীপের ন্যায় তথায়ও প্রেমের বন্যা উঠাইলেন। একপক্ষ দ্বারকায় অবস্থান পূর্ব্বক নৃত্যগীতাদি বহুতর রঙ্গ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাগমনের বাসনা জ্ঞাপন করিলেন।

দ্বারকা হইতে প্রভু পুনঃ বরোদায় আগমন করিলেন, তথা হইতে নর্ম্মদা নদীতে স্নান করিয়া রামানন্দ ব[illegible] [illegible]গোবিন্দ সমভিব্যাহারে নর্ম্মদার উপকূল দিয়া কুক্ষি ও মন্দুরা ভ্রমণ [illegible] দণ্ডঘরে আদি নারায়ণ নামক

কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোককে আরোগ্য করেন। দেওঘর হইতে শিবানী নগর অতিক্রম করিয়া চণ্ডীনগরে চণ্ডীদেবীর আরাধনা করিলেন। অতঃপর রায়পুর দিয়া বিষ্ণানগরে রামানন্দ রায়ের সহিত মিলিত হইলেন। প্রভু রামানন্দ রায়কে নীলাচলে গমনের অনুরোধ করিলে রামানন্দ তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, "প্রভো, আমি রাজার নিকট বিদায় লইয়াছি, এক্ষণে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিন-দশেকের মধ্যেই তোমার সহিত নীলাচলে মিলিব।" তখন প্রভু নীলাচল অভিমুখে গমন করিলেন। গমন কালে সম্বলপুর, ভ্রমরা, দাসপাল প্রভৃতি নগর উদ্ধার করিয়া রসাল কুণ্ডে উপনীত হইলেন। এই স্থানে কোন মেড়ুয়া ব্রাহ্মণপুত্র প্রভুস্পর্শে পরম-ভক্ত হইয়াছিলেন, এজন্য তাহার পিতা প্রভুকে প্রহারোদ্যত হয়। পরে পুত্রের অনুরোধে প্রভু তাহাকেও উদ্ধার করিয়া ঋষিকুল্যা নামক স্থান দিয়া আলালনাথে উপনীত হইয়া ভৃত্যদ্বারা নীলাচলে সংবাদ পাঠাইলেন।

প্রভু যখন এই আলালনাথে নীলাচলের ভক্ত নিত্যানন্দ, সার্ব্বভৌম, মুকুন্দ, গোপীনাথ প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ ভ্রমণের জন্য যাত্রা করেন, তখন তাঁহারা অচেতনাবস্থায় সমস্ত দিন তথায় পড়িয়া থাকেন। পরদিবস প্রভাতে প্রভুর আজ্ঞাক্রমে তাঁহারা বলশূন্য, উৎসাহশূন্য, ও হৃদয়শূন্য হইয়া নীলাচলে প্রস্থান করিয়াছিলেন। দশমী দিবসে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া শূন্যগৃহে প্রত্যাগত হইলে লোকে যেরূপ নিরানন্দ হয়, নিত্যানন্দ প্রভৃতিও তদ্রূপ নিরানন্দে নীলাচলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে তাঁহাদের কেবল প্রভুর চিন্তা। ঘোলপানে যেমন দুগ্ধের লালসা নিবৃত্তি হয় না, তদ্রূপ নীলাচলচন্দ্রকে দেখিয়াও তাঁহাদের প্রভুদর্শন লিপ্সার নিবৃত্তি হইল না। প্রভুর বিরহে তাঁহাদের আর গৌরব নাই, আদর নাই, সুখ নাই, তেজ নাই। ভর্তৃ-বিরহিত অঙ্গনার যেমন কোন বিষয়ে রুচি থাকে না, কেবল জীবন রক্ষার্থে চারিটী অন্ন গ্রহণ করেন,

তাঁহাদেরও তাদৃশ আর কীর্ত্তনামোদ প্রভৃতি কোন বিষয়ে রুচি নাই, কেবল জীবন ধারণের জন্য আহার করিয়া সকলে একত্র উপবেশনপূর্ব্বক প্রভুর কথাই বলেন এবং গলা ধরাধরি করিয়া ক্রন্দন করেন।

সার্ব্বভৌম অল্পদিন মাত্র প্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বিরহে একান্ত অধীর হইয়া নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ সহ প্রভুর কথা বার্ত্তায় মনকে সান্ত্বনা দান করেন। কথায় বলে, দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা কেহ বুঝিতে পারেন না। প্রভুও যতদিন নীলাচলে ছিলেন ততদিন তাঁহার গৌরব তাদৃশ প্রকাশ পায় নাই, কেহ বা পাগল, কেহ বা উন্মত্ত বলিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি নীলাচল হইতে প্রস্থান করিলে তাঁহার মহিমাসূর্য্য চতুর্দ্দিকে কিরণ বিস্তার করিতে লাগিল। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসিবেশ ধারণপূর্ব্বক নীলাচলে আগমন করিয়া সার্ব্বভৌমকে কৃপা করিয়া পুনঃ অদর্শন হইয়াছেন, এই কথা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইল। বহুতর লোক তখন প্রভুর দর্শনাভিলাষী হইয়া সার্ব্বভৌমের শরণ লইল।

রাজা প্রতাপরুদ্রও এই সংবাদ শ্রবণে সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া সার্ব্বভৌমকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মুসলমানগণসহ অনবরত সমর-নিযুক্ত রাজা প্রতাপরুদ্র কি নিমিত্ত পণ্ডিত প্রবরকে অসময়ে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। এজন্য ভয়ব্যাকুলচিত্তে সার্ব্বভৌম রাজদ্বারে উপনীত হইলেন। রাজা বিনয় সম্ভাষণ ও প্রণাম পুরঃসর পণ্ডিত প্রবরকে বসিবার আসন দিলেন। সার্ব্বভৌম উপবেশন করিলে রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "শুনিলাম এক মহাপুরুষ নীলাচলে আগমন করিয়াছেন, তিনি বড় প্রতাপান্বিত ও কৃপালু। তাঁহাকে অনেকে নাকি সচল জগন্নাথ বলিয়া থাকে এবং তিনি নাকি তোমার প্রতি বড় কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন? এমন মহাপুরুষ যদি আসিয়াছিলেন, তুমি আমাকে দেখাইলে না কেন?"

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "মহারাজ! যাহা শুনিয়াছেন, তাহা সবই সত্য। গৌড় দেশ হইতে গৌরাঙ্গ নামে এক মহাপুরুষ আসিয়াছিলেন। তিনি সম্প্রতি দক্ষিণ ভ্রমণার্থে গমন করিয়াছেন। আমাকে কাঙ্গাল দেখিয়া তিনি আমার কলুষিত মনকে শুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার সহিত তাঁহার দর্শন অঘটনীয়। কারণ তিনি সন্ন্যাসী; নির্জ্জনে বসিয়া জপ করেন। আর তাঁহারা কখন রাজদর্শন করেন না। রাজ-দর্শন তাঁহাদের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ।

রাজা। যদি জানিতে পারিলে যে, তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তবে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে কেন?

ভট্টা। তীর্থ পবিত্র করা তাঁহার এক লীলা, তীর্থ পবিত্রীকরণচ্ছলেই তিনি সংসারিক লোকসমূহ নিস্তার করেন। তাঁহাকে নীলাচলে রাখিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলাম। তাঁহার চরণে ধরিয়া কত অনুনয় করিয়াছি, কিন্তু তিনি আমার কথা রাখিবেন কেন? তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। সর্ব্বজীব-রক্ষা-সাধনই তাঁহার কার্য্য।

রাজা। তুমি যখন তাঁহাকে ঈশ্বর বলিতেছ, তখন আমারও সেই বিশ্বাস। তিনি পুনরায় আগমন করিলে আমাকে দর্শন করাইও। তোমরা সকলে উদ্ধার হইলে, আর আমি রাজা বলিয়া উদ্ধার হইব না?

ভট্টা। তিনি কৃপাময় আপনাকে দর্শন দিলেও দিতে পারেন। তিনি আগমন করিলে আমি তাঁহার নিকট আপনার কথা নিবেদন করিব। তিনি শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবেন। তাঁহার অবস্থানের জন্য একটী নির্জ্জন প্রশস্ত স্থান আবশ্যক। শ্রীমন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলেই ভাল হয়।

রাজা। তপন মিশ্রের বাটীতে প্রভুর স্থান নির্ণয় করিয়া দেও।

রাজা সার্ব্বভৌমকে বিদায় দিয়া প্রভু-দর্শন-লালসায় উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলেন। সার্ব্বভৌম তপন মিশ্রকে রাজসংবাদ জ্ঞাপন করিলে তিনি

কহিলেন, "আমি পরম ভাগ্যবান্, আমার বাটীতে প্রভুর অবস্থান হইবে, ইহা অপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে?" এইরূপে পুরবাসী সকলেই তখন প্রভুদর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণদাস আসিয়া প্রভুর আলালনাথে প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ দিল।

প্রভু যখন শান্তিপুর হইতে নীলাচলে যাত্রা করেন, তখন পঞ্চজন ব্যতিরেকে অপরাপর ভক্তগণকে আসিতে দেন নাই। কিন্তু তিনি নীলাচলে আগমন করিলে গদাধর, মুরারি, নরহরি, খঞ্জ ভগবান্ প্রভৃতি গৌরশূন্য দেশে আর বাস করিতে অসমর্থ হইয়া নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন শুনিলেন যে প্রভু দক্ষিণ ভ্রমণে গমন করিয়াছেন, তখন হতাশ্বাস হইয়া তাঁহারা মৃতবৎ নীলাচলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এক্ষণে কৃষ্ণদাসের মুখে প্রভুর আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং সকলে একত্র হইয়া নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর প্রত্যুগমন করিলেন। সার্ব্বভৌম প্রভুর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া খোল, করতাল, নিশান,পতাকাসহ প্রভুকে মহাসমারোহে আনয়ন করিতে চলিলেন। পুরীময় রাষ্ট্র হইল সার্ব্বভৌমের নবীন সন্ন্যাসী আগমন করিতেছেন।

দুই বৎসর পরে আবার প্রভু নিত্যানন্দ প্রভৃতি সঙ্গিগণকে পাইয়া প্রফুল্লবদন হইলেন। প্রভু নিত্যানন্দ প্রভৃতি গৌড়ীয় দলবল সহ আগমন করিতেছেন, সমুদ্রধারে সার্ব্বভৌম খোল করতাল বাদ্যসহ প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। সার্ব্বভৌম তাঁহাকে প্রণাম করিলে প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। তথা হইতে সকলে মিলিয়া জগন্নাথ দর্শনে গমন করিলেন। সে দিবস সার্ব্বভৌম প্রভুকে নিজভবনে লইয়া গিয়া চর্ব্ব্য, চূষ্য, প্রভৃতি বিবিধ উপকরণে ভোজন করাইলেন। ভোজনান্তে তাঁহার গাত্র চন্দন চর্চ্চিত করিয়া উত্তম বিছানায় শয়ন করাইলেন। প্রভু নিদ্রার পর গাত্রোত্থান করিয়া ভক্তগণ সহ সমস্ত রাত্রি দক্ষিণভ্রমণ কাহিনী বর্ণন করিলেন।

পরদিবস প্রাতে সার্ব্বভৌম প্রভুকে জগন্নাথ দর্শন করাইয়া উড়িষ্যা-ধিপতির গুরুঠাকুর কাশীমিশ্রের ভবনে লইয়া কহিলেন, "মহারাজ প্রতাপরুদ্র স্বয়ং তোমার জন্য এই বাসা স্থির করিয়া দিয়াছেন।" সার্ব্বভৌম রাজার পক্ষ হইয়া প্রভুর নিকট তাঁহার ভক্তির নিদর্শন দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তথায় গমন করিলেই কাশীমিশ্র তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করাইলেন। কাশী মিশ্রও চিরদিনের জন্য প্রভুর দাস হইলেন।

প্রভু প্রত্যাগমন করিয়াছেন শুনিয়া নীলাচলবাসী ভক্ত ও জগন্নাথের সেবকগণ প্রভুর সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় সার্ব্বভৌমকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সার্ব্বভৌমও কাশীমিশ্রের বাটীতে তাহাদিগের সহিত প্রভুর মিলন করিয়া দিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহারা আসিয়া প্রণাম করিলে গৌরসুন্দর হাহাকার করিয়া উঠিলেন এবং তিনি প্রত্যেক জনকে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। সার্ব্বভৌম তখন সকলের পরিচয় দিয়া দিলেন। ইতি মধ্যে মহারাজের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও চন্দনেশ্বর, মুরারি, হংসেশ্বর প্রভৃতি চারিপুত্র সহ রামানন্দ রায়ের পিতা ভবানন্দ রায় উপনীত হইলেন। প্রভু সকলকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অতঃপর ভবানন্দ রায় কনিষ্ঠ পুত্র বাণীনাথকে প্রভুর সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

প্রভুর জননী শচীদেবী ও নবদ্বীপবাসিগণ প্রভুর দক্ষিণ-গমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রভুর জন্য একান্ত উৎকণ্ঠিত আছেন বুঝিতে পারিয়া নিত্যানন্দ-প্রভৃতি ভক্তগণ পরামর্শ করিয়া প্রভুর নীলাচলে পুনরাগমন সংবাদ পাঠাইবার নিমিত্ত প্রভুর অনুমতি চাহিলেন। তাঁহারা ইচ্ছামত কার্য্য করিতে আদিষ্ট হইয়া কৃষ্ণদাসকেই নবদ্বীপে প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণদাস নবদ্বীপ পৌঁছিয়া শচীমাতার চরণে প্রণামপূর্ব্বক প্রভু-দত্ত মহাপ্রসাদ দান করিলেন। এই সময়ে দক্ষিণ হইতে পরমানন্দ পুরী

নামক জনৈক সন্ন্যাসী গঙ্গাতীরে আগমনপূর্ব্বক শচীদেবীর ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রভুর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ নীলাচল গমনে অভিলাষী হইয়া প্রভুর জনৈক ভক্ত ব্রাহ্মণ কমলাকান্ত সমভিব্যাহারে নীলাচল প্রস্থান করিলেন। এদিকে অদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীবাস, বাসুদেব দত্ত, মুরারিগুপ্ত, শ্রীরাম, শ্রীধর, দামোদর প্রভৃতি প্রভুর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শচীমাতার আজ্ঞানুসারে নীলাচল গমন করিতে উদ্যত হইলেন।

পুরুষোত্তম আচার্য্য নামে প্রভুর আর একটী ভক্ত ছিলেন। তিনি নবদ্বীপে প্রভুর প্রকাশের পর তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি ভক্তগণ সহ কীর্ত্তনানন্দে মিলিত না হইয়া একাকী নির্জ্জনে প্রভুর সেবা করিতেন। প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে তিনিও উন্মত্তবৎ হইয়া বারাণসীধামে চৈতনানন্দ গুরুর নিকট সন্ন্যাসমন্ত্র গ্রহণ করিলেন। বেদান্ত পাঠ করিবার জন্য গুরুর আদেশ প্রাপ্ত হইয়াও তিনি শ্রীকৃষ্ণ চরিতামৃতে নিমগ্ন হইলেন। তিনি এই অবধি স্বরূপ নাম প্রাপ্ত হইয়া মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ বলিয়া পরিচিত হইলেন। স্বরূপ গুরুর আজ্ঞা গ্রহণান্তর নীলাচলে আগমন করিলেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য হইলেও স্বরূপের মুখে কথা নাই, কৃষ্ণরসতত্ত্ববিৎ, প্রেমের আধার, সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব সম, শাস্ত্রে বৃহস্পতিতুল্য, এই স্বরূপ দামোদর কাশীমিশ্রের বাটীতে আসিয়া প্রভুপদে প্রণাম করিলেন। তিনি এই অবধি দাসরূপে প্রভুর সেবা করিতেন, স্ত্রীর ন্যায় তাঁহার সুখ দুঃখের ভাগী হইতেন ও মাতার ন্যায় প্রভুকে পালন করিতেন।

দামোদর (স্বরূপ) গৌরাঙ্গকে প্রণাম করিলে তিনিও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া উভয়েই প্রেমাবেশে অচেতন হইয়া পড়িলেন। ক্ষণ পরে চৈতন্যোদয় হইলে প্রভু তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি আসিবে, তাহা আমি স্বপ্নে জানিতে পারিয়াছিলাম। তোমার অবিদ্যমানে আমি অন্ধবৎ

ছিলাম, এক্ষণে যেন চক্ষুষ্মান্ হইলাম।" স্বরূপ কহিলেন,"প্রভো! তোমার চরণে আমার প্রেমলেশ নাই, নতুবা আমি তোমাকে ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিব কেন? আমি তোমাকে ছাড়িলেও দয়াল তুমি আমাকে ছাড়িতে পার নাই, কৃপাপাশে বন্ধন করিয়া তোমার নিকটে আনিলে।" অনন্তর স্বরূপ, নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, সার্ব্বভৌম প্রভৃতির যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও বন্দনা করিয়া পরমানন্দ পুরীর চরণ বন্দনা করিলেন।

এই পুরী গোঁসাই নবদ্বীপ হইতে গৌরাঙ্গ দর্শনে অভিলাষী হইয়া কমলাকান্ত নামক ভক্তকে সঙ্গে করিয়া আসিয়াছিলেন। নীলাচলে উপনীত হইয়া প্রভুর দর্শনলাভে আগ্রহাতিশয্য বশতঃ তিনি জগন্নাথ-দেবকে প্রণাম করিতে ভুলিয়া যান। ভ্রমণ করিতে করিতে দেবমন্দির দৃষ্টিপথে পতিত হইলে গৌরাঙ্গসন্ধানে নিবিষ্টচিত্ততা হেতু শ্রীজগন্নাথ দেবকে প্রণাম করেন নাই বলিয়া তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হইলেন এবং শ্রীমন্দিরাভিমুখে ফিরিয়া করযোড়ে কহিলেন, "প্রভো! তুমি অন্তর্যামী, তুমি আমার মন জানিতে পারিয়াছ। আমি গৌরাঙ্গদর্শনে উৎকণ্ঠা বশতঃ তোমাকে প্রণাম করিতে ভুলিয়া গিয়াছি, এজন্য আমাকে ক্ষমা করিও।"

মন্দিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, পুরী গোঁসাই অনুতাপ করিতে করিতে বহুলোক-বেষ্টিত জনৈক গৌরবর্ণ দীর্ঘাকায় যুবককে নিরীক্ষণ করিলেন। একটু অগ্রসর হইয়া বুঝিতে পারিলেন, মধ্যস্থলের গৌরবর্ণ পুরুষটী একটী সন্ন্যাসী, নবীন বয়সে এরূপ অপরূপ শ্রী কখন মনুষ্যের হইতে পারে না, সুতরাং তাঁহাকেই গৌরাঙ্গ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইল। তিনি অগ্রগামী হইয়া গৌরাঙ্গের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। কমলা-কান্ত তাঁহার পরিচয় দিয়া কহিলেন, "ইনি পরমানন্দ পুরী।" প্রভু তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলে পুরীগোঁসাই তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। গৌরাঙ্গ তাঁহাকে জগন্নাথদেবের আশ্রমে অবস্থান

করিবার অনুনয় করিলেন, কিন্তু পুরীগোঁসাই কহিলেন, "আমি তোমার নিকট থাকিব বলিয়া আসিয়াছি। আমি তোমার অনুসন্ধানে নবদ্বীপ গমন করিয়াছিলাম। শচী জননীর নিকট ভিক্ষা পাইলাম। তথায় শুনিলাম তুমি নীলাচলে আসিয়াছ, এজন্য আমি অধীর হইয়া তোমার নিকট আগমন করিলাম।" প্রভু তাঁহার নিজবাসায় একখানি ঘর, ও সেবার জন্য একজন কিঙ্কর নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

পরমানন্দ গোঁসাইর পর গোবিন্দ ও ব্রহ্মানন্দ ভারতী আগমন করিলেন। গোবিন্দ ঈশ্বরপুরীর সেবক। ঈশ্বরপুরী দেহত্যাগ করিবার সময় নিজ সেবকদ্বয় কাশীশ্বর ও গোবিন্দকে গৌরাঙ্গের সেবক হইবার অনুমতি দান করিয়াছিলেন। কাশীশ্বর তীর্থ-পর্য্যটনে গমন করিয়াছেন, গোবিন্দ প্রভুর শরণাগত হইলেন। গুরুবাক্য অলঙ্ঘনীয় জ্ঞানে গোবিন্দকে প্রভু গ্রহণ করিলেন।

ব্রহ্মানন্দ ভারতী পরম সাধু ও পণ্ডিত বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। তিনি নির্ব্বিকার ঈশ্বরের ধ্যান করিয়া থাকেন। প্রভুর মহিমা শ্রবণ করিয়া তিনি গৌরাঙ্গকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে আগমন করিয়াছেন। গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-মন্ত্রদাতা কেশব ভারতী ও ব্রহ্মানন্দ ভারতী একগুরুর শিষ্য। মুকুন্দ প্রভুর দ্বার রক্ষা করিতেছেন। এমন সময়ে ব্রহ্মানন্দ ভারতী আসিয়া প্রভুদর্শন-কামনা প্রকাশ করিলেন। মুকুন্দ প্রভুকে সংবাদ দিলে প্রভু স্বয়ং গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। শিষ্যগণ-পরিবেষ্টিত গৌরাঙ্গ দেখিলেন, ভারতী গোঁসাই চর্ম্মাম্বর-পরিহিত, ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া ভারতী গোঁসাইকে যেন দেখিতে পান নাই, এইরূপ ভাণ করিয়া মুকুন্দকে কহিলেন, "ভারতী গোঁসাই কোথায়?" মুকুন্দ কহিলেন, "ওই তোমার অগ্রে দাঁড়াইয়া।" ইহাতে প্রভু কহিলেন, "মুকুন্দ! তুমি কি অজ্ঞান? ভারতী গোঁসাই কেন চর্ম্মাম্বর পরিধান করিবেন?" ভারতী গোঁসাই প্রভুর মহিমা শ্রবণ করিয়া

তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়াছেন। তাহাতে চর্ম্মাম্বর পরিধান দম্ভের লক্ষণ বুঝিতে পারিয়াও প্রভুর মধুর ভৎসনায় লজ্জিত হইয়া মনে মনে বলিতেছেন, "প্রভো, ক্ষমা কর, আমি এক্ষণেই চর্ম্মাম্বর ত্যাগ করিতেছি।" অন্তর্যামী প্রভু তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া গদাধরকে ইঙ্গিত করিবামাত্র গদাধর কৌপীন ও বহির্ব্বাস আনিয়া দিলেন। ভারতী গোঁসাই চর্ম্মাম্বর ত্যাগ করিলে গৌরাঙ্গ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তিনিও ভীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ব্রহ্মানন্দ অতঃপর প্রভুকে ভগবান্ বলিয়া জানিতে পারিয়া কহিলেন, "প্রভো, আপনি জীবশিক্ষার্থে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তজ্জন্য গুরুজনকে প্রণাম করিয়া জীবশিক্ষা দিতেছেন, কিন্তু আমার নিবেদন, আমাকে ওরূপ আর করিবেন না, আমি তাহাতে বড় ভয় পাই।" তখন সকলে পরস্পর প্রণাম আলিঙ্গনাদি করিলেন।

সকলের এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে দামোদর পণ্ডিত আসিয়া গললগ্নীকৃতবাসে ব্রহ্মানন্দকে ভিক্ষার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভুও তাঁহাকে একটী বাসা স্থির করিয়া দিলেন এবং তাঁহার সেবার জন্য একজন ভৃত্য দিলেন।

রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুদর্শনার্থ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌমকে বিশেষ করিয়া অনুনয় করিয়াছেন যে, তুমি প্রভুকে বলিয়া আমাকে দর্শন দেওয়াইবে। ভট্টাচার্য্য প্রভুর অসম্মতিও জানাইয়াছেন, তথাপি প্রতাপরুদ্র তাহা বুঝেন না। তিনি বলেন, "প্রভুর অবতার পাপী-উদ্ধারার্থে। তিনি কি উড়িষ্যাধিপতি ব্যতিরেকে জগৎশুদ্ধ সকলকেই উদ্ধার করিবেন? আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত, আমি তাঁহার শরণাগত হইতেছি, কিন্তু তথাপি কি আমার উদ্ধার নাই?" ভট্টাচার্য্য রাজার আর্ত্তি দেখিয়া প্রভুকে বলিবেন মনে করেন, কিন্তু সাহস হয় না। অদ্য তিনি করযোড়ে প্রভুর নিকট বলিলেন, "প্রভো, আমার

একটী নিবেদন আছে, যদি অভয়দান করেন, তবে বলি।" প্রভু বলিলেন, "যোগ্য হয় করিব, আর যদি অযোগ্য হয়, করিব না।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন,"প্রভো! রাজা প্রতাপরুদ্র তোমার সহিত মিলিবার জন্য বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। এজন্য তিনি আমাকে বিস্তর সাধ্য সাধনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে একবার দর্শন দেও। তুমি জগৎ উদ্ধার করিলে, তাঁহার প্রতি এত নির্দ্দয় হওয়া তোমার অযোগ্য।"

প্রভু কর্ণে হস্ত দিয়া কহিলেন,"সার্ব্বভৌম! তুমি কেন এরূপ অযোগ্য বচন বলিতেছ। সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজদর্শন ও স্ত্রীদর্শন বিষভক্ষণের তুল্য।"

সার্ব্বভৌম তথাপি কহিলেন, "রাজা জগন্নাথের সেবক ও ভক্তোত্তম, সুতরাং তাঁহাকে দর্শন দেওয়া দোষযোগ্য নহে।"

প্রভু কহিলেন, "তথাপি রাজা ও নারী এ উভয়ই ভিক্ষুকের পক্ষে কালসর্পাকার। বিষয়ী ব্যক্তি বা স্ত্রীর মূর্ত্তি পর্য্যন্ত ভিক্ষুককে দর্শন করিতে নাই। সুতরাং তুমি কি আমাকে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পরামর্শ দেও?"

সার্ব্বভৌম পুনরায় কি বলিবেন মনে মনে আন্দোলন করিতেছেন, ইতিমধ্যে প্রভু পুনরায় বলিলেন, "দেখ সার্ব্বভৌম, তুমি পণ্ডিত ও মাননীয় ব্যক্তি। তোমার অনুরোধ বার বার লঙ্ঘন করা উচিত নয়। তুমি ওরূপ জেদ করিলে আমাকে শ্রীক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে হইবে।" ভট্টাচার্য্য তখন করযোড়ে দোষ স্বীকার করিলেন এবং আর তাঁহাকে এ বিষয় লইয়া বিরক্ত করিবেন না, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইলেন।

অনন্তর সার্ব্বভৌম রাজাকে পত্র দিলেন যে, প্রভুর অনুমতি হইল না। কিন্তু প্রভুর সম্প্রতি অনুমতি না হইলেও তিনি আশা শূন্য হন নাই, যেহেতু তিনি ভক্তবৎসল। আপনার যদি তাঁহার প্রতি একান্ত ভক্তি থাকে, তবে ইহা নিশ্চিত জানিবেন যে, প্রভু নিরাশ করিবেন না।

রাজা আবার সার্ব্বভৌমকে প্রত্যুত্তরে লিখিলেন, প্রভু-দর্শনের লালসা তাঁহার একান্ত বলবতী হইয়াছে। রাজ্যভোগ এক্ষণে তাঁহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইতেছে। তিনি ভক্তগণকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের চেষ্টা ব্যতিরেকে তাঁহার ভাগ্যে প্রভু-দর্শন অসম্ভব। তাঁহাদের চেষ্টাও যদি অফলবতী হয়, তাহা হইলে তিনি কর্ণে কুণ্ডল ধারণপূর্ব্বক যোগিবেশে গৃহ পরিত্যাগ করিবেন।

সার্ব্বভৌম রাজার পত্রপাঠ করিয়া বড়ই চিন্তিত হইলেন। প্রভুর নিকট এ কথা উত্থাপন করিবেন না প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তখন ভক্তগণ দ্বারা বলাইবেন, এইরূপ অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগকে লইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। রাজার অবস্থা তাঁহাদিগের নিকট যথাযথ ব্যক্ত করিয়া ও তাঁহার পত্র দেখাইয়া নিত্যানন্দকে কহিলেন, "আপনি ভিন্ন প্রভুর মন কোমল করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই।" কিন্তু নিত্যানন্দের সাহস হইতেছে না দেখিয়া কহিলেন, "চল, তবে আমরা সকলে যাই। প্রভুর নিকট রাজার চরিত্র বর্ণনা করি গিয়া, তাঁহাকে কৃপা করিবার কথা কিছু বলা হইবে না।" এইরূপে নিত্যানন্দপুরঃসর ভক্তগণ নিমাইকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন।

তাঁহাদের কোন অভিপ্রায় আছে বুঝিতে পারিয়া নিমাই মুখ উত্তোলিত করিলে নিতাই বলিলেন, "তোমাকে বলিবার কথা নহে, কিন্তু না বলিলেও চলে না, এজন্য তোমাকে জানাইতেছি যে, রাজা তোমার চরণ-কমল দর্শনার্থ বড় ব্যাকুল হইয়াছেন। রাজা আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের বড় শ্রদ্ধা হইয়াছে। তিনি জানাইয়াছেন যে, তোমার চরণ দর্শনে বঞ্চিত হইলে রাজ্যশাসনভার পরিত্যাগপূর্ব্বক কুণ্ডলধারী হইয়া সন্ন্যাসী হইবেন। তাহার পক্ষে তোমার চরণ-কমল দর্শনই একমাত্র অভীষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।"

তখন প্রভু কর্কশস্বরে ও ব্যঙ্গভাবে নিত্যানন্দকে কহিলেন, "আমাকে

কটকে লইয়া যাওয়াই কি তোমাদের অভিপ্রায়? তাহাতে কি তোমাদের ভাল হইবে, মনে করিতেছ? লোকে আমাকে কি বলিবে? এই দামোদর পর্য্যন্তও আমাকে নিন্দা করিবেন। আচ্ছা, তোমরা দামোদরকেই মত করাও, দামোদর অনুমতি করিলে আমার কোন আপত্তি থাকিবে না।” ইহা শুনিয়া নিত্যানন্দ কহিলেন, “তোমাকে রাজদর্শন করিতে বলে এমন সাধ্য কাহারও নাই। তবে রাজা যখন তোমার দর্শনে বঞ্চিত হইলে প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তখন তোমার কৃপাচিহ্ন স্বরূপ তোমার একখানা বহির্ব্বাস তাঁহাকে প্রেরণ করা উচিত।”

দামোদর কহিলেন, “প্রভো, তুমি ভগবান্, আমি ক্ষুদ্রজীব হইয়া তোমাকে বিধি দিব কি প্রকারে, তবে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই বুঝিতে পারি, রাজার যদি তোমার প্রতি অকপট ভক্তি থাকে, তবে তিনি নিশ্চয়ই তোমার কৃপা-ভাজন হইবেন।

প্রভু কহিলেন, “তোমরা যদি বহির্ব্বাস পাঠাইতে চাও আমার তাহাতে আপত্তি নাই।”

বহির্ব্বাস প্রেরিত হইলে রাজা বড় কৃতার্থ হইলেন। ইতিমধ্যে রামানন্দ রায় কটকে পৌছিয়া রাজার নিকট চির অবসর প্রার্থনা করিলেন। রাজা কারণ জিজ্ঞাসিলে কহিলেন, তিনি আর বিষয় সংস্রবে না থাকিয়া প্রভুর চরণসেবা-নিযুক্ত হইবেন। রাজার নিকট রামানন্দ রায়কে প্রভুর কথা উত্থাপিত করিতে শুনিয়া প্রভুর ভগবত্তা সম্বন্ধে তাঁহার আর কোন দ্বিধা রহিল না। তিনি সহস্রমুখে প্রভুর গুণানুকীর্ত্তন করিলে রাজা তাঁহার শরণাগত হইলেন। রামানন্দ রায়কে কহিলেন, “তুমি প্রভুর প্রিয় পাত্র, প্রভুর সহিত যাহাতে আমার দর্শন হয়, তদ্বিষয়ে একটু যত্ন করিবে। রামানন্দ রায় স্বীকার করিলেন, বলিলেন, “ভক্তবৎসল প্রভু, প্রেমভক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইলে অবশ্যই আপনাকে দর্শন দিবেন।”

রামানন্দ স্নান যাত্রার কয়েকদিবস পূর্ব্বে কার্য্য স্থান হইতে রাজার

নিকট আসিয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। রাজা রামরায়ের ধর্ম্মানুরাগে প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "তুমি এখন হইতে বেতনের দ্বিগুণ অর্থ প্রাপ্ত হইবে এবং কার্য্য হইতে অবসর লইয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রভুর চরণসেবা করিও।" অনন্তর রাজা রামরায়ের সহিত নীলাচলে আগমন করিলেন। রাজা প্রতি বৎসরই স্নান যাত্রার দুই তিন দিবস পূর্ব্বে নীলাচলে আগমন করিয়া থাকেন। পুরীতে আগমন করিয়াই রাজা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকিতে বলিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনে গমন করিলেন। রামানন্দ রায় পুরী আসিয়াই রাজার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক প্রভুসকাশে গমন করিলেন। তিনি প্রভুর নিকট আসিয়াই তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন প্রভু ও রামানন্দ উভয়ে গলাধরাধরি করিয়া রোদন করিলেন। ভক্তগণ রামানন্দ-সহ প্রভুর আত্মীয়তা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন, অনেক কথাবার্ত্তার পর রামানন্দ অন্নদাতা প্রতাপরুদ্রের কথা উত্থাপন করিয়া কহিলেন, "প্রভো! তুমি আমার নিকট হইতে নীলাচলে আগমন করিলে আমি রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া কার্য্যে অবসর চাহিলাম, কারণ জিজ্ঞাসিলে কহিলাম, 'যাবৎ জীবন থাকিবে, আমি প্রভুর চরণ সেবা করিয়াই অতিবাহিত করিব।' আমি এই কথা বলিবামাত্র রাজা চঞ্চলচিত্তে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 'তুমিই ধন্য, কারণ তুমি প্রভুর প্রেম প্রাপ্ত হইয়াছ, আমি ছার, তাহা পাইবার যোগ্য নই। তোমার বেতনের দ্বিগুণ তুমি প্রাপ্ত হইবে, সুতরাং তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহার ভজনা কর। তাঁহাকে যে ভজনা করে তাহারই জীবন সার্থক। তিনিই ব্রজেন্দ্রনন্দন, পরম কৃপালু, অবশ্য কোন না কোন জন্মে আমাকে দর্শন দিবেন। তাঁহাতে তোমার যে প্রেম আর্ত্তি দেখিলাম, তাহার কণামাত্রও আমাদের হৃদয়ে নাই'।" প্রভু শুনিয়া বলিলেন, "তুমি প্রধান কৃষ্ণভক্ত। যে তোমাকে প্রীতি করে, সেই ভাগ্যবান্; রাজার যখন তোমার প্রতি এরূপ প্রীতি, তিনি অবশ্যই কৃষ্ণের কৃপাভাজন হইবেন।"

রামানন্দ জগন্নাথ দেবকে দর্শন না করিয়াই প্রভুর নিকট আসিয়াছেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, "না, আমার শ্রীমুখ দর্শন হয় নাই।" তাহাতে প্রভু কহিলেন, "ঈশ্বর দর্শন না করিয়া তুমি এখানে আসিলে কেন?" রামানন্দ কহিলেন, "প্রভো! চরণ রথ ও হৃদয় সারথী। হৃদয় যে দিকে ধাবিত হয়, চরণ সেই দিকেই গমন করে।" প্রভু তখন জগন্নাথ, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতির দর্শনার্থ রামরায়কে বিদায় দিলেন। রামরায়, প্রভু, নিত্যানন্দ ও মুকুন্দ প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

রাজা জগন্নাথ দর্শন করিয়া চন্দ্রাতপের নিম্নে সার্ব্বভৌমের অপেক্ষা করিতেছেন, ইত্যবসরে সার্ব্বভৌম আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে রাজা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রভু দর্শনার্থে লইয়া যাইবার অনুমতি করিলেন। সার্ব্বভৌম ইত্যগ্রে পত্র দ্বারা রাজাকে প্রভুর দর্শন লাভে আশাদান করিয়াছিলেন। রাজাকর্ত্তৃক এইরূপ ভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া ভট্টাচার্য্য মলিনবদনে কহিলেন, "প্রভুর এখনও অনুমতি হয় নাই।" ইহাতে রাজা আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "কত নীচজনকে প্রভু উদ্ধার করিলেন, আর আমাকে তিনি চরণে ঠেলিলেন, সুতরাং আমার রাজত্বে ধিক্!" অতঃপর তিনি আবার সার্ব্বভৌমকে কহিলেন, "ভট্টাচার্য্য! তিনি ত ভগবান্, পতিত উদ্ধারার্থে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু আমি এখন বুঝিতেছি, তিনি প্রতাপরুদ্র ব্যতিরেকে সকলকে উদ্ধার করিবেন, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তিনি আমাকে দর্শন না দিলে এ জীবন আমি রাখিব না।" ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "যাঁহার এরূপ সঙ্কল্প, তাঁহার কি প্রভুদর্শন অসম্ভব হইতে পারে? তুমি অবশ্যই দর্শন পাইবে, তবে দুইদিন অপেক্ষা করিতে হইবে।"

রামানন্দ রায় জগন্নাথ দর্শন করিয়া রাজার নিকট আগমন করিলে

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "আমার জন্য প্রভুকে বলিয়াছিলে?" রামরায় কহিলেন, "বলিয়াছি, তিনি অনেকটা রাজি বটে, তবে এখনও একটু অপেক্ষা করিতে হইবে।"

রামানন্দ প্রায় সমস্ত দিন প্রভুর নিকট থাকেন। দিনান্তরে একবার রাজার নিকট গমন করেন। রাজা তাঁহার দর্শন পাইলেই জিজ্ঞাসা করেন, "কত দেরী?"

রামানন্দ রাজার আর্ত্তি দেখিয়া দুঃখিত হইয়া প্রভুকে দর্শন দিবার জন্য ধরিলেন। কহিলেন, "প্রভো! রাজসাক্ষাৎ আমার দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। দেখা হইলেই তোমার দর্শন জন্য যেরূপ আর্ত্তি প্রকাশ করেন, তাহাতে বোধ হয়, তিনি ক্ষিপ্ত হইয়াছেন। দর্শন না পাইলে বোধ হয়, তিনি আর বাঁচিবেন না।"

প্রভু কাতরভাবে কহিলেন, "রামানন্দ! রাজার কথা বলিয়া, আমাকে দুঃখ দেওয়া মাত্র। আমার দর্শন দিবার কোন আপত্তি নাই, তবে নিয়মবিরোধী কার্য্য কি প্রকারে করি?"

রামা। প্রভো! লক্ষ লক্ষ অধম পামরকে উদ্ধার করিলে, আর রাজা ত তোমার ভক্ত, তাঁহাকে দুঃখ দেওয়া উচিত হয় না। তিনি কায় মন তোমাতেই সমর্পণ করিয়াছেন।

প্রভু তখন কহিলেন, "রামানন্দ! এক কার্য্য কর। শাস্ত্রে বলে, 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।' রাজার পুত্রের সহিত মিলিত হইলে তাঁহারই সহিত মিলন হইল। তুমি রাজাকে বলিয়া তাঁহার পুত্রকে লইয়া আইস।"

রামানন্দ আনন্দিত হইয়া রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "আপনার উপর প্রভুর কৃপার সূত্রপাত হইয়াছে।" এই বলিয়া তিনি রাজপুত্রকে সাজাইতে লাগিলেন। শ্যামবর্ণ রাজকুমারকে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় দেখিতে হয়, এইরূপভাবে সজ্জীকৃত করিয়া প্রভুকে মোহিত করিবার

উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট লইয়া গেলেন। রাজকুমারকে দর্শন করিয়া প্রভুর শ্যামসুন্দরের স্মৃতি উদিত হইল। প্রভু রাজকুমারকে ভাগ্যবান্ বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গনমাত্র রাজকুমার প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভু তাহাকে শান্ত করিয়া প্রত্যহ তাঁহার নিকট আগমন করিবার আদেশ দিয়া বিদায় করিলেন। পুলকিতাঙ্গ প্রেমোন্মত্ত রাজকুমারকে অবলোকন করিয়া রাজাও আলিঙ্গন করিলেন। রাজাও তৎক্ষণাৎ পুত্রের আনন্দের অংশ প্রাপ্ত হইলেন এবং প্রভুর প্রতি তাঁহার অনুরাগ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

-ঃ-*-ঃ-

নবদ্বীপের ভক্তগণের পুরী আগমন।

প্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে নীলাচলে আগমন-বার্ত্তা লইয়া কৃষ্ণদাস নবদ্বীপ গমন করিয়াছে। শচীর সম্মুখে কৃষ্ণদাস প্রভুদত্ত মহাপ্রসাদ স্থাপন করিল। শচী দুই বৎসর কাল পুত্রবিরহানলে দগ্ধ হইতেছিলেন, এক্ষণে পুত্রের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইলেন। তাঁহার আনন্দ এই যে, তাঁহার পুত্র জীবিত আছেন এবং সেই পুত্র স্নেহময়ী মাতাকে স্মরণ করিয়া জগন্নাথদেবের প্রসাদ পাঠাইয়াছেন। যিনি স্বয়ং জগন্নাথ, তিনিই স্বহস্তে জগন্নাথদেবের প্রসাদ পাঠাইয়াছেন—ইহা কি দুর্লভ বস্তু! বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও বুঝিতে পারিলেন যে, স্বামিসংবাদ শ্রবণে তাঁহার হৃদয় আনন্দপূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার আনন্দ এই যে, তাঁহারই গৌরচন্দ্র যদিও এক্ষণে তাঁহার নিকটে নাই, তথাপি তিনি যাহাদের নিকটে আছেন, তাহাদিগকে সুখী করিতেছেন ও কত লোক তাঁহার দর্শনে উদ্ধারলাভ করিতেছে।

মুহূর্ত্তমধ্যে প্রভুর আগমনসংবাদ নবদ্বীপের সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল। প্রভুর বাটী অমনি লোকে লোকারণ্য হইল। সকলেরই হৃদয়ে প্রভুদর্শনেচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। প্রভু এখান হইতে বিংশতি দিনের পথ নীলাচলে অবস্থিতি করিতেছেন। এই প্রখর জ্যৈষ্ঠকিরণে দূরদেশে

গমন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে; কিন্তু প্রভুর প্রতি লোকের প্রেম ঈদৃশ প্রগাঢ় যে, সে প্রেমাকৃষ্ট হইলে প্রখর সূর্য্যকিরণ ত তুচ্ছ পদার্থ, জ্বলন্ত অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করিতেও লোকে কুণ্ঠিত হয় না। তখন সকলে পরামর্শ করিয়া অদ্বৈত আচার্য্যের শরণ লইলেন। অদ্বৈত সেই সকল ভক্ত সঙ্গে পুনরায় শচী দেবীর নিকট আগমন করিলেন। তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণানন্তর শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বহস্ত প্রস্তুত উপহারাদি গ্রহণ করিয়া, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রসহ "জয় জগন্নাথদেবের জয়, জয় নবদ্বীপ চন্দ্রের জয়" বলিয়া সকলে বহির্গত হইলেন।

নবদ্বীপের ভক্তগণ আগমন করিতেছেন, এই সংবাদ নীলাচলে সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল। রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর নবদ্বীপের ভক্তদর্শনার্থে গোপীনাথ সহ অট্টালিকার উপরিভাগে আরোহণ করিলেন। দেখিলেন প্রায় দুই শত ভক্ত পদে নূপুর পরিধানপূর্ব্বক খোল করতাল বাদ্যসহ কীর্ত্তন করিতে করিতে আগমন করিতেছেন। শ্রীমন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলে ভক্তগণ জগন্নাথ দেবের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া কাশীমিশ্রের ভবনে চলিলেন। যাহারা কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত তাহাদের লজ্জা সরম থাকে না, সুতরাং ভক্তগণ সেই নূপুর-শিঞ্জিতপদে নাচিতে নাচিতে গভীর গর্জ্জন ও হরিধ্বনি সহ কৃষ্ণমঙ্গল গীত গাইতে গাইতে চলিয়াছেন। সেই বাদ্য-ধ্বনিতে ও কীর্ত্তনশব্দে নীলাচল টলমল। আবালবৃদ্ধবনিতা ভক্ত অভক্ত সকলেই এই কীর্ত্তনরঙ্গ দেখিতে চলিলেন। রাজা সৌধশিখর হইতে এই দুইশত ভদ্রলোকের একত্র নৃত্য দর্শন, সমস্বরে একত্র কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া অমৃতসলিলে নিমগ্ন হইলেন।

রাজা এইরূপে দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করিতেছেন, ইত্যবসরে স্বরূপ ও গোবিন্দ প্রভুদত্ত মাল্যহস্তে অগ্রসর হইয়া ভক্তগণ সকাশে পৌঁছিলেন। স্বরূপ অদ্বৈতাচার্য্যের গলায় মালা দিলেন, তৎপরে গোবিন্দ আর একগাছি মালা তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলেন। তদনন্তর

হরিধ্বনি সহকারে সকলে অগ্রসর হইলেন। ক্ষণপরেই রাজা বাণীনাথকে বহুলোকদ্বারা মহাপ্রসাদ লইয়া যাইতে দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল কেন?" ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম রাজার নিকটেই ছিলেন, তিনি তাঁহার প্রশ্নের উত্তরদান করিয়া কহিলেন, "ক্লান্ত ও শ্রান্ত ভক্তগণের জন্য বোধ হয় বাণীনাথ ভবানন্দ ও রামানন্দের আজ্ঞাক্রমে লইয়া যাইতেছে।" রাজা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে কি, এখানে উপবাস, প্রথম দিনের ব্যবস্থা না?" সার্ব্বভৌম রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন, "সাধারণ লোকের পক্ষে সেই নিয়মই বটে, কিন্তু যাহারা ভগবানের জন, ভগবান্ যাহাদিগকে আহার দিতেছেন, তাহারা কেন উপবাস করিবে?"

রাজা ভক্তগণের পরিচয় চাহিলে গোপীনাথ সকলের পরিচয় দান করিলেন। আর কহিলেন, "ভগবানের দুই স্কন্ধ, এক স্কন্ধ নিত্যানন্দ, যিনি প্রভুর সহিত এখানে আছেন এবং দ্বিতীয় স্কন্ধ অদ্বৈতাচার্য্য। এই অদ্বৈতাচার্য্যের গলদেশে গোবিন্দ ও স্বরূপ মাল্যদান করিলেন।" ভক্তগণ ক্রমে রাজার দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে তিনি সৌধশিখর হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পরীক্ষা মহাপাত্র ও কাশীমিশ্রকে ডাকাইলেন। ইঁহারা দুই জনেই শ্রীমন্দিরের কর্ত্তা। ইঁহারা উপস্থিত হইলে রাজা আদেশ দিলেন, "গৌড়দেশ হইতে মহাপ্রভুর ভক্তগণ আগমন করিয়াছেন, উঁহাদের বাসা করিয়া দিতে হইবে, এবং জগন্নাথ দর্শনের যেন কোনরূপ ক্লেশ না হয়। প্রভু স্বয়ং সন্ন্যাসী, তাঁহার কিছুরই প্রয়োজন নাই, কিন্তু তোমরা যাইয়া তাঁহার মন বুঝিয়া আজ্ঞাপালন করিবে। তিনি নিজে কোনরূপ আদেশ করিবেন না।" অনন্তর রাজা, প্রভু ও ভক্তের মিলন দর্শনার্থ, সার্ব্বভৌম ও গোপীনাথকে বিদায় দিলেন ও কহিলেন, "আমার ভাগ্যে নাই, তাহা বলিয়া তোমাদের বঞ্চিত করিব কেন?"

গোপীনাথ ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তখন বৈষ্ণব-সম্মিলন-দর্শনে চলিলেন। ভক্তগণ উপস্থিত জানিয়া গৌরসুন্দর নিজগণ সহ আগমন পূর্ব্বক

নবদ্বীপের ভক্তগণ সহ মিলিত হইলেন। অদ্বৈত প্রভুর চরণ বন্দনা করিলে প্রভু তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন। তৎপরে শ্রীবাসাদি সকলে চরণ বন্দনা করিলে প্রভু প্রত্যেককে আলিঙ্গন করিয়া গৃহা-ভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। গৃহাভ্যন্তরে প্রভু প্রত্যেককে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। যাহার সঙ্গে প্রভুর পরিচয় নাই, যাহাকে তিনি কখন দেখেন নাই, তাহাকে চিরপরিচিতের ন্যায় নাম গ্রহণপূর্ব্বক সম্ভাষণ করিলেন। প্রভু সকলকে আলিঙ্গন করিলে তাহাদের পথকষ্ট দূরীভূত হইল।

ইতিমধ্যে কাশীমিশ্র ও তুলসী পড়িছা আগমনপূর্ব্বক করযোড়ে প্রভুকে নিবেদন করিলেন, "মহারাজের আজ্ঞাক্রমে সকল বৈষ্ণবের স্থান নির্দ্ধারিত করিয়াছি, আজ্ঞা পাইলে তাঁহাদিগকে লইয়া বাসায় দিই।" প্রভু গোপীনাথকে সঙ্গে দিয়া ভক্তগণকে বাসায় পাঠাইলেন এবং বলিয়া দিলেন, "সমুদ্র-স্নানান্তে চূড়াদর্শন করিয়া এখানে আসিয়া মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিও।"

ভক্তগণ চলিয়া গেলে প্রভু, কাশীমিশ্রের ফুলবাগানে যে একখানি কুটীর আছে, তাহাই ভিক্ষা করিলে কাশীমিশ্র কহিলেন, "প্রভো, আমরাই আপনার, আপনার যাহা ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারেন।" অনন্তর তিনি হরিদাসকে আনয়নার্থ গমন করিলেন। এই হরিদাস মুসলমান ছিলেন বলিয়া প্রভুর মন্দিরে গমন করেন নাই। প্রভু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে হরিদাস ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। প্রভু আলিঙ্গন করিতে গেলে হরিদাস পশ্চাৎপদ হইয়া কহিলেন, "প্রভো, এ অধম পামরকে স্পর্শ করিবেন না, আমি আপনার স্পর্শযোগ্য নহি।" প্রভু তখন কহিলেন, "যে ব্যক্তি প্রত্যহ লক্ষ নাম জপ করে, সে কখন অস্পৃশ্য হয় না। আমি নিজে পবিত্র হইবার জন্য তোমাকে স্পর্শ করিতেছি," এই বলিয়া প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ফুলবাগানে সেই কুঁড়ের

মধ্যে বাসা দিলেন, কহিলেন, "এই তোমার ঘর, এখানে বাস করিয়া নাম কীর্ত্তন কর। আমি প্রত্যহ তোমার সহিত মিলিব, আর তোমার জন্য মহাপ্রসাদ পাঠাইব।"

প্রভুর বাসায় বহুবিধ প্রসাদ আসিয়াছে। ভক্তগণ যে যাহার বাসায় দ্রব্যাদি রাখিয়া সমুদ্রস্নান ও চূড়াদর্শনপূর্ব্বক প্রভুর নিকট আগমন করিলেন। প্রভুর আনন্দের আর সীমা নাই। নদীয়ার ভক্তগণ অধিকাংশই তাঁহার ক্রীড়াসহচর। তাঁহারা সকলেই অদ্য প্রভুর অতিথি।' প্রভু স্বহস্তে পাতা পাতিতেছেন, পরিবেশন করিতেছেন, ভক্তগণকে হাত ধরিয়া ধরিয়া আহারে বসাইতেছেন, কিন্তু কেহ আহার করিতেছেন না। তখন নিত্যানন্দ কহিলেন, "প্রভো! ভক্তগণ সকলে হাত তুলিয়া বসিয়া আছেন, আপনি না বসিলে কেহ আহার করিবেন না।" তখন কাজেই প্রভু নিত্যানন্দকে লইয়া বসিলেন। স্বরূপ, জগদানন্দ ও দামোদর পরিবেশন করিলেন। প্রভু ইত্যগ্রেই গোবিন্দকে দিয়া হরিদাসের জন্য প্রসাদ পাঠাইয়াছেন। সকলের আহার হইলে ভক্তগণ যে যাহার বাসায় গিয়া শয়ন করিলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে রামানন্দ প্রভুর নিকট আগমন করিলেন। তিনি ভক্তগণের পরিচিত নন বলিয়া অগ্রে আইসেন নাই। তাঁহার সহিত প্রভুর আত্মীয়তা দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইলেন। ভক্তগণও এই সময়ে খোল, করতাল, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রাদি সহ প্রভুর নিকট আসিয়াছেন। প্রভু সকলকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরে ধূপ আরতি দর্শন করিলেন। প্রভু ভক্তগণকে চারি সম্প্রদায়ে বিভাগ করিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে দুইটী খোল ও আটটী করতাল। এক সম্প্রদায়ের কর্ত্তা নিত্যানন্দ, দ্বিতীয়ের অদ্বৈত, তৃতীয়ের শ্রীবাস ও চতুর্থের বক্রেশ্বর। তুলসী পড়িছা জগন্নাথের আজ্ঞাস্বরূপ মালা চন্দন দিয়া গেলে প্রভু মন্দিরের চারি ধারে চারি সম্প্রদায় স্থাপিত করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

এই প্রকার কীর্ত্তন নীলাচলে এই নূতন। খোল করতালের বাদ্য ও গায়কগণের গগনভেদী স্বরে নীলাচল কম্পিত হইয়া উঠিল। দলে দলে নীলাচলবাসিগণ কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে আসিল। নবদ্বীপের ভক্তগণ দুই বৎসর পরে প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের যে শক্তি এতাবৎ অন্তর্হিত হইয়াছিল, অদ্য তাহা প্রভুর সহযোগে পূর্ণ মাত্রায় বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাতে আবার স্বয়ং প্রভু খঞ্জনাকৃতি ধারণ করিয়া চারি সম্প্রদায়ে নৃত্য করিতেছেন। সে অদ্ভুত, সে মধুর নৃত্য দেখিয়া নীলাচলবাসিগণ মোহিত হইয়া যাইতেছে। যাহাতে এই নৃত্য সকলে দেখিতে পায়, এজন্য মন্দিরের সেবকগণ বহির্ভাগ প্রদীপ দ্বারা আলোকিত করিয়া দিয়াছে। এই দীপালোকে নিমাইয়ের অঙ্গ-জ্যোতিঃ যেন বিদ্যুদগ্নির ন্যায় নর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। নিমাই যেন সুবর্ণপুত্তলীর ন্যায়, তিনি বিবশীভূত হইয়া নৃত্য করিতেছেন। পাছে তিনি পতিত হন এই ভয়ে নিত্যানন্দ তাঁহার পশ্চাতে বাহু প্রসারিয়া ঘুরিতেছেন, তিনি আর নৃত্য করিবার অবসর পাইতেছেন না। যখন শান্তিপুর হইতে নিমাই নীলাচল যাত্রা করেন, শচীমাতা নিত্যানন্দের হস্তে ধরিয়া নয়নজল বিগলিত করিতে করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন, "বাবা নিতাই! দেখিও যেন তোমার ছোট ভাই পড়িয়া গিয়া প্রাণে মারা না যায়।" নিত্যানন্দ সেই অনুরোধ যথাসাধ্য রক্ষা করিতেছেন।

রাজা প্রতাপরুদ্র এই অদ্ভুত কীর্ত্তন শুনিবার ও নৃত্য দেখিবার জন্য সৌধশিখরে উঠিয়াছেন। তিনি প্রভুর সহিত মিলিবার জন্য একে ক্ষিপ্তবৎ হইয়াছেন, তাহার উপর প্রভুর এই অদ্ভুত নৃত্য দেখিয়া ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া একবারে মত্ততা প্রাপ্ত হইলেন।

সকলে পরিশ্রান্ত হইলে কীর্ত্তন বন্ধ হইল, তখন সকলে জগন্নাথদেবের পুষ্পাঞ্জলি দর্শন করিয়া বাসায় আগমন করিলেন। ইতিমধ্যে মহারাজের

আদেশক্রমে তুলসী পড়িছা ভারে ভারে মহাপ্রসাদ দিয়া গিয়াছিল। সকলে ভোজন সম্পন্ন করিয়া যে যাহার বাসায় গমন করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে নবদ্বীপ ও নীলাচলের ভক্তগণ লইয়া প্রভু শ্রীমন্দির মার্জ্জনা করিতে গমন করিলেন। পূর্ব্ব হইতে তুলসী পড়িছাকে বলিয়া বহুতর ঘট ও সম্মার্জ্জনী মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে। প্রভু মন্দিরে গমনপূর্ব্বক প্রত্যেক ভক্তকে মাল্য চন্দনে ভূষিত করিলেন। তৎপরে সকলে মিলিয়া মন্দির সম্মার্জ্জন ও ধৌত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঈদৃশ কার্য্য, ভক্তির উদ্রেক হয় বলিয়াই, প্রভুর সম্মত ছিল। মহারাজ প্রতাপরুদ্র শ্রীজগন্নাথের নীলাচল হইতে সুন্দরাচল গমনকালে স্বর্ণসম্মার্জ্জনী দ্বারা পথ পরিষ্কার করিতেন। প্রভু মন্দির পরিষ্কার আরম্ভ করিলে ভক্তগণ ভক্তিরসে প্লাবিত হইলেন। সর্ব্বাপেক্ষা প্রভু অধিক উৎসাহে কার্য্য করিয়া সকলকে কার্য্যে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। মন্দির সম্মার্জ্জিত হইলে সকলে ঘট লইয়া জল আনয়নপূর্ব্বক মন্দির, ভোগগৃহ প্রভৃতি সর্ব্বস্থান ধৌত করিলেন। কেহ বা জল আনয়ন করিয়া প্রভুর পদধৌত করিয়া সেই জল পান করিলেন। সময়ে সময়ে উৎসাহবর্দ্ধক উচ্চ হরিধ্বনি করিতেছেন। এইরূপে মন্দির ধৌত হইলে সকলে আপন আপন বসনদ্বারা জল মুছিয়া ফেলিলেন। মন্দির ধৌত হইলে প্রভু উদ্দাম নৃত্য করিলেন। তৎপরে সকলে একত্র হইয়া সরোবরে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক জলক্রীড়া করিলেন। স্নানান্তে সকলে উপবনে প্রবেশ করিলেন। মহারাজের আদেশানুসারে তথায় পাঁচশত লোকের উপযোগী প্রসাদান্ন রক্ষিত হইয়াছে। বনভোজন প্রভুর বড় ভাল লাগিত, তাই অন্য সকল বর্ণের লোক একত্র হইয়া বনভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। মধ্যস্থানে প্রভু, দক্ষিণে সার্ব্বভৌম, তাহার পর পুরী, ভারতী এবং তৎপরে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ বসিয়াছেন। ইঁহাদের দুইজনের কোন্দল দেখিতে সকলেই ভাল বাসিত, এজন্য সকলে যুক্তি করিয়া

উঁহাদের দুইজনকে একসঙ্গে বসাইতেন। সার্ব্বভৌম শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ, তাই অদ্য গৌরচন্দ্র শূদ্রস্পৃষ্ট মহাপ্রসাদ তাঁহাকে ভোজন করাইবেন বলিয়া নিজের নিকটেই বসাইয়াছেন। প্রভু হরিদাসকেও ডাকিয়াছিলেন, কিন্তু হরিদাস নিজেই ভক্তগণের পংক্তিতে উপবেশন করিতে চাহিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ যেমন পুলিন ভোজন করিতেন, প্রভুও অদ্য উপবন ভোজন করিতে বসিয়া সেই ভাবে বিভোর হইলেন। স্বরূপ, জগদানন্দ প্রভৃতি সাতজন পরিবেশন করিতেছেন। প্রভুকে উত্তম প্রসাদ দিতে আসিলেই তিনি তাহা না লইয়া ভক্তগণকে দিবার আদেশ করিতেছেন। সুতরাং ভয়ে ভয়ে কেহ প্রভুকে ভাল দ্রব্য দিতে পারিতেছেন না। কিন্তু প্রভুর প্রতি জগদানন্দের প্রেম অকপট, সে প্রেমের নিকট প্রভু পরাস্ত হন। জগদানন্দ পরিবেশন করিতে করিতে পংক্তির মধ্য দিয়া গমন করিতেছেন, আর কোন ভাল দ্রব্য যেন অজ্ঞাতসারে প্রভুর পাতে দিয়া যাইতেছেন, প্রভুও একটু কোপ প্রদর্শন করিয়া সেই উত্তম দ্রব্য পাতের একধারে ফেলিয়া রাখিতেছেন। জগদানন্দও চতুর, পরক্ষণেই আবার প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক প্রভুর অনতিদূরে দণ্ডায়মান হইয়া কাহার কি প্রয়োজন দেখিবার ভাণ করিয়া আড়নয়নে দেখিতেছেন, তাঁহার দত্ত দ্রব্য প্রভু গ্রহণ করিয়াছেন কি না। জগদানন্দের ভাব দেখিয়া প্রভুর মুখ শুকাইয়া গেল। তাঁহার প্রদত্ত দ্রব্য ভোজন না করিলে জগদানন্দের যখন অভিমান হইবে, তাহা ভঙ্গ করিবার ক্ষমতা প্রভুর হইবে না। জগদানন্দ অনশনে ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া পড়িয়া থাকিবে। কাজেই প্রভু জগদানন্দের ভয়ে সেই উত্তম দ্রব্য ভক্ষণ করিলেন। কিন্তু ইহা ভক্ষণ করিয়া প্রভুর নিস্তার নাই। তিনি একরূপ মনে ভাবেন, তাঁহার ভক্তেরা আর একরূপ মনে করেন। জগদানন্দ এই পাঁচ শত লোকের মহাপ্রসাদ হইতে উত্তম উত্তম বস্তু প্রভুর জন্য সরাইয়া রাখিয়াছেন। প্রভু একটী খাইলে জগদানন্দ অন্য

একটী দ্রব্য আনিয়া ঐরূপ অজ্ঞাতসারেই যেন প্রভুর পাতে ফেলিয়া যাইতেছেন।

এদিকে স্বরূপ দামোদর প্রভুর মর্ম্মী ভক্ত ও শেষ কালের প্রতি মুহূর্ত্তের সুখদুঃখের ভাগী। প্রভু গৃহমধ্যে অনিদ্রায় নাম জপ করিতেছেন, রাত্রি অধিক হইয়াছে, প্রভু নিদ্রিত না হইলে অসুস্থ হইবেন, এজন্য স্বরূপ প্রভুকে শয়ন করিতে বলিতেছেন। প্রভু মিনতি করিয়া বলিলেন, "স্বরূপ, আমার নিদ্রা আসিতেছে না, আর একটু জপ করিতে দাও।" স্বরূপ তখন আপনার ও ভক্তগণের দোহাই দিয়া বলিতেছেন "প্রভো তুমি শয়ন না করিলেও পার, তুমি ভগবান্, কিন্তু আমাদের ত রক্তমাংসের শরীর?" কাজেই প্রভু স্বরূপের নিকট পরাস্ত হন। সেই স্বরূপ প্রভুকে ভোজন করাইবেন বলিয়া উত্তম দ্রব্য বাছিয়া লইয়া প্রভুর অগ্রে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "প্রভো! বলিতে সাহস হয় না, কিন্তু না বলিয়াই বা কি করি? এই অমৃতকেলি জগন্নাথ দেব সেবা করিয়াছেন, আপনিও একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।" প্রভু স্বরূপের মুখের দিকে চাহিলেন, বুঝিলেন, না লইলে স্বরূপ দুঃখ পাইবে, সুতরাং হাসিয়া বলিলেন, "দাও, কিন্তু বেশী না।" প্রভু একটী খাইলেন দেখিয়া স্বরূপ পুনরায় আর একটী আনিলেন। এইরূপে স্বরূপ ও জগদানন্দ প্রভুকে যত্ন সহকারে খাওয়াইতেছেন দেখিয়া সার্ব্বভৌম প্রভৃতি মুগ্ধ হইলেন। সকলের আহার সম্পন্ন হইল। গগনভেদী হরিনাম গ্রহণপূর্ব্বক সকলে উত্থিত হইলে প্রভু ভক্তগণের গলায় মাল্য ও চন্দন দান করিলেন। অতঃপর পরিবেশনকারী সাত জন ও হরিদাস ভোজন করিলেন।

এই বন ভোজনের পরদিবস জগন্নাথ দেবের নেত্রোৎসব। স্নানান্তে জগন্নাথ দেব পঞ্চদশ দিবস গোপনে লক্ষ্মীদেবীর সহিত বিহার করেন,

এজন্য ঐ পঞ্চদশ দিবস কেহই তাঁহার দর্শন পায় না। এই পঞ্চদশ দিবস পরে তিনি সকলের নেত্রগোচর হন। এজন্য প্রভু জগন্নাথ দর্শনে গমন করিলেন। প্রভু আনন্দে বিহ্বল হইয়া দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—:-*-:—

পুরীতে রথযাত্রা ও প্রতাপরুদ্রের উদ্ধার।

জগন্নাথ দেবের নেত্রোৎসব হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তিনি লক্ষ্মী দেবীর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক রথারোহণে নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া সুন্দরাচলে গমন করিবেন। তথায় সপ্তদিবস শ্রীরাধিকার সহিত বিহার করিয়া পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাগমন করিবেন। রথযাত্রার দিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া নিমাই ভক্তগণসহ স্নান সমাপন করিলেন। তৎপরে সকলে একত্র হইয়া পাণ্ডুবিজয় দর্শনে গমন করিলেন। এবার গৌরাঙ্গের প্রীতির জন্য রাজাজ্ঞায় রথখানি বিবিধ প্রকারে সজ্জীকৃত করা হইয়াছে, দূর হইতে দর্শন করিলে যেন একখানি সুবর্ণমুণ্ডিত রথ বলিয়া প্রতীতি জন্মে। শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত বিবিধ বর্ণের পতাকা প্রতি চূড়াগ্রে উড্ডীন হইতেছে। প্রতি চূড়ায় এক একটী ঘণ্টা নিবদ্ধ হইয়াছে। রথ বেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকে বাদ্যধ্বনি হইতেছে। মহা বলিষ্ঠ সেবকগণ জগন্নাথ দেবের শ্রীপদ ও কোটীদেশ ধারণ করতঃ তাঁহাকে রথারোহণ করাইল। শ্বেতবালুকাপূর্ণ পথের উপর দিয়া রথ চলিল। এই পথের উভয় পার্শ্বে পুষ্পোদ্যান। বেল, মল্লিকা প্রভৃতি পুষ্পগন্ধে সে পথ সর্ব্বদাই আমোদিত। উড়িষ্যাধিপতি প্রতাপরুদ্র স্বয়ং সুবর্ণময় সম্মার্জ্জনী হস্তে লইয়া পথ পরিষ্কার করিতেছেন ও চন্দন জলের ছড়া দিতেছেন। মহাপ্রভু রাজাকে এতাদৃশ

তুচ্ছ সেবানিরত দেখিয়া তৎপ্রতি কৃপার্ত্ত হইলেন। গৌড়ীয়গণ ইত্যবসরে নীলাচলবাসিদিগের নিকট হইতে রথরজ্জু গ্রহণপূর্ব্বক টানিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু নিজভক্তগণকে মাল্য চন্দনদানে উৎসাহিত করিয়া চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া কীর্ত্তনানন্দে প্রবৃত্ত হইবেন স্থির করিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনটী সম্প্রদায় পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। এই সপ্ত সম্প্রদায়ের চারি সম্প্রদায়কে প্রভু রথাগ্রে কীর্ত্তন করিবার আদেশ দিলেন, দুই সম্প্রদায়কে রথের দক্ষিণে ও বামে এবং অপরটীকে পশ্চাতে কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। এই প্রকারে বিয়াল্লিশ জনের উচ্চ গীত সহ চতুর্দ্দশ মাদল বাজিয়া উঠিল। তখন প্রত্যেক সম্প্রদায়ে একজন নৃত্য আরম্ভ করিল। প্রভুর শক্তিদ্বারা শক্তিসম্পন্ন ভক্তগণ প্রতি সম্প্রদায়েই প্রভুকে দেখিতেছেন। প্রভুর এই অদ্ভুত ক্ষমতাবলে রথাগ্রে প্রস্থিত প্রথম সম্প্রদায় হইতে রথপশ্চাৎগামী সম্প্রদায় বহুদূরে অবস্থিত হইলেও প্রভু যেন প্রতি সম্প্রদায়ে বিরাজ করিতেছেন। ভক্তগণও নিজ নিজ সম্প্রদায়ে প্রভুর অবস্থান জ্ঞানে দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া নৃত্য গীত করিতে লাগিলেন।

রাজা প্রতাপরুদ্রের ব্যয়ে এই রথ পরিচালিত। তিনি তথায় উপস্থিত। কিন্তু প্রভুর এমনি মোহিনীশক্তি যে এই সমবেত লক্ষ লক্ষ লোকের দৃষ্টি তাঁহারই দিকে। রথের কর্ত্তা রাজা বাহাদুরকে কেহ দেখিতেছে না। কিন্তু ইহাতে রাজার ঈর্ষা নাই। তিনিও নিজে একাগ্র চিত্তে প্রভুকে দেখিতেছেন। প্রভু আবালবৃদ্ধবনিতার একমাত্র লক্ষ্য। রাজা ইতঃপূর্ব্বে প্রভুকে দেখিলেও তাহাতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তি হয় নাই। এক্ষণে সম্মুখে তাঁহার সেই কমনীয় কান্তি ও মধুর প্রেম অবলোকন করিয়া রাজা একবারে আত্মহারা হইলেন। তাঁহাকে নীচ-সেবানিরত দেখিয়া প্রভুর কৃপাদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইয়াছে। বিবাহ রাত্রে বরপরিচর্য্যার্থে রমণীমণ্ডলী মধ্যে দণ্ডায়মান হরের কৃপায় সেই রমণীগণ তাঁহার মদনমোহন বেশ নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে প্রভুর

কৃপায় রাজা লক্ষ লক্ষ জনমণ্ডলী মধ্যে প্রভুরও মদনমোহন রূপ নিরীক্ষণ করিতেছেন, তাঁহার বোধ হইল যেন জগন্নাথদেব রথবেগ সংযত করিয়া প্রভুর কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছেন ; ক্রমে রাজা দেখিতে পাইলেন, রথোপরি জগন্নাথের স্থানে স্বয়ং প্রভু উপবিষ্ট আছেন।

প্রভু অতঃপর স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া জগন্নাথদেবের মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিলেন। তখন বোধ হইল যেন তাঁহার সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি চক্ষুতেই প্রকটিত হইল। তাঁহার নয়ন বাহিয়া ধারা প্রবাহিত হইল, প্রভু উদ্দাম নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণ ভয় পাইয়া তাঁহাকে পতন হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি প্রভু পতিত হইতেছেন। পতিত হইলেই সকলে দেখিতেছেন, তাঁহার নিশ্বাসবায়ু প্রবাহিত হইতেছে না। বক্ষঃস্থলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন নাই, কিন্তু প্রভুর অলৌকিক দেহজ্যোতিঃ বিলুপ্ত হয় নাই। এই প্রকারে প্রভু পুনরায় উঠিয়া নৃত্য করিতেছেন ও পতিত হইতেছেন। একবার উত্থিত হইয়া প্রভু অগ্রগামী রথসম্মুখে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রথের চক্র প্রভুর বক্ষঃস্থলে উঠিবার উপক্রম করিল, অমনি একজন ভক্ত তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া চক্রপথ-বহির্ভাগে স্থাপিত করিলেন।

প্রভু এবার দ্বিতীয় মণ্ডলীতে নৃত্য করিতেছেন। শ্রীবাস, কাশীশ্বর, গোবিন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। তাহার পরেই রাজা সৈন্য সহ মণ্ডলী করিয়া লোকসমাগম নিবারণ করিতেছেন। প্রভু বার বার পতিত হইলেও বহুলোক তাঁহার নৃত্য দেখিবার জন্য ব্যগ্র। রাজা দণ্ডায়মান আছেন, তাহা কাহারও জ্ঞান নাই। এ বাজারে রাজা প্রজা একদর। প্রভু অদ্ভুত নৃত্য করিতেছেন, কিন্তু রাজার সম্মুখে স্থূলকায় শ্রীবাস দণ্ডায়মান, এজন্য তিনি সম্যক্ দেখিতে পাইতেছেন না। রাজার অমাত্য হরিচন্দন শ্রীবাসকে ঠেলিয়া দিতেছেন। কিন্তু শ্রীবাস প্রেমে বিভোর, তাঁহার বাহ্য জ্ঞান নাই। রাজাও দেখিতে না পাইয়া বামে

দক্ষিণে সরিয়া দেখিতেছেন, কিন্তু তথাপি বিফলপ্রযত্ন হইতেছেন। অমাত্যবরের ইহা সহ্য হইল না। তিনি শ্রীবাসকে বলপূর্ব্বক সরাইতে গেলেন। শ্রীবাস অমনি কুপিত হইয়া হরিচন্দনের গালে সজোরে এক চপেটাঘাত করিলেন।

হরিচন্দন রাজ-অমাত্য। বিদেশী ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক এইরূপে অপমানিত হইয়া তিনি ক্রোধসহকারে শ্রীবাসকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। রাজা গৌরাঙ্গ-প্রেমে বিভোর, সুতরাং তাঁহার পার্ষদগণ এক্ষণে রাজার নিকট বড় প্রিয়, এজন্য তিনি প্রহারোদ্যত হরিচন্দনের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "তুমি কাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছ, উনি যে প্রভুর গণ। তুমি বড় ভাগ্যবান্, তাই উঁহার শ্রীহস্তের প্রসাদ পাইয়াছ। আমি পাইলে আমিই আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিতাম।" হরিচন্দন কাজেই ক্ষান্ত হইলেন।

প্রভু নৃত্য করিতেছেন। তিনি এমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন যে, তাঁহার নয়নবিগলিত অশ্রুধারা মৃত্তিকায় পতিত না হইয়া চতুর্দ্দিকে ভক্ত ও দর্শক মণ্ডলীকে অভিষিক্ত করিতেছে। এইরূপ নৃত্য করিতে করিতে প্রভু এবার রাজার সন্নিকটে ঘোর মূর্চ্ছাভিভূত হইয়া পতিত হইলেন। প্রভুর প্রতি রাজার এক্ষণে প্রগাঢ় আসক্তি জন্মিয়াছে। তিনি সার্ব্বভৌম ও রামানন্দের নিকট শ্রবণ করিয়াই প্রভুর ভগবত্তায় বিশ্বাস করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ ভগবান্ বলিয়া জানিয়াছেন, সুতরাং প্রভুর এতাদৃশ দারুণ পতনে যে রাজা মনঃকষ্ট পাইবেন, তাহার আর বিচিত্রতা কি? প্রভু পতিত হইবামাত্র রাজা তাঁহাকে ধরিলেন। প্রভু যখন ভক্তিভাবে উদ্দাম নৃত্য করিতেন, তখন স্বরূপ ও নিত্যানন্দ ব্যতিরেকে কেহই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সাহসী হইতেন না। রাজা প্রভুর পতনে মনে ব্যথা পাইয়া তাঁহাকে ধরিলেন। ঘোর মূর্চ্ছাপন্ন হইলেও বিষয়ীস্পর্শে প্রভুর চৈতন্য হইল। চক্ষুরুন্মীলন করিয়াই বলিলেন,

"এ কি হইল? আমাকে কোন বিষয়ী লোক স্পর্শ করিয়াছে।" এই বলিয়া প্রভু অন্যত্র গমন করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

রাজা নিজজনগণ মধ্যে প্রভু কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াও তাহাতে অপমান জ্ঞান করিলেন না। বরং তিনি দারুণ দুঃখানলে দহ্যমান হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম সন্নিধানে রোদন করিয়া কহিলেন, "ভট্টাচার্য্য! আমার ভাগ্যে যখন প্রভুকৃপা পাইলাম না, তখন আর আমার বাঁচিয়া থাকার ফল কি?" সার্ব্বভৌম তখন রাজাকে প্রবোধদান করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আপনার প্রভুর প্রতি যে ভক্তি, তাহাতে মলিনতা কি কপটতা নাই, থাকিলে আপনি প্রভু কর্ত্তৃক এই অপমান সহ্য করিতে পারিতেন না। আপনি প্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত হইয়াছেন বলিয়াই আপনার অপমান বোধ নাই। ইহা প্রভুর পরীক্ষা মাত্র। সুতরাং প্রভুকে আপনি আর ছাড়িবেন না। আবার তাঁহার চরণে শরণ লউন। আপনি জগজ্জনকে দেখান যে, আপনি রাজা হইলেও তাঁহার দাস ও ভক্ত; তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রভু আপনার নিকট ঋণী হইবেন।" সার্ব্বভৌম-বাক্যে আশ্বস্ত রাজা পুনরায় প্রভুর নৃত্য দেখিতে মনোযোগী হইলেন। প্রভুর আর এক্ষণে উদ্দাম নৃত্য নাই, তিনি গোপীভাবে মধুর নৃত্য করিতেছেন। এ নৃত্য দেখিতে সকলেরই নয়নে জল আইসে। প্রভু নিজকে রাধা ভাবিতেছেন ও ভক্তগণকে গোপী ভাবিতেছেন। রাধাভাবে তিনি একদৃষ্টিতে রথোপরি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন। নয়নে নয়ন মিলিত হইলেই যেন সলজ্জভাবে বদন অবনত করিতেছেন। কখন বা শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছেন, এই ভাবে স্মেরানন হইয়া নাচিতে নাচিতে পশ্চাৎ যাইতেছেন। আবার নাচিতে নাচিতে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের গলদেশে মালতীমালা পরাইবার বাসনা হইল। হস্তে যে জপমালা ছিল তাহাই মালতীমালা-জ্ঞানে অঙ্গুলীতে ধারণপূর্ব্বক ঘুরাইতে ঘুরাইতে শ্রীকৃষ্ণের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। অমনি মালাছড়াটী রথস্থ শ্রীকৃষ্ণের

গলদেশ বেষ্টন করিয়া পড়িল। অমনি লক্ষ লক্ষ লোকের কণ্ঠ বিনিঃসৃত আনন্দসূচক হরিধ্বনি দ্বারা গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। জগন্নাথের পাণ্ডারা আবার সেই মাল্য উন্মোচনপূর্ব্বক প্রভুর হস্তে দিল। প্রভু এইরূপে বার বার মালাছড়াটীকে অঙ্গুলীদ্বারা ঘুরাইয়া শ্রীকৃষ্ণের গলদেশে বেষ্টন করিয়া প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আবার কখন বা ভক্তগণ নিকটবর্ত্তী হইলে তাহাদিগকে ধরিয়া আলিঙ্গন ও মুখচুম্বন করিতেছেন! স্বরূপ প্রভুর নিকটবর্ত্তী হইলেন, প্রভু অমনি তাঁহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন ও মুখচুম্বন করিলেন। সকলে দেখিল স্বরূপ প্রভুর সহিত মিলাইয়া এক হইল। আবার ক্ষণপরে স্বরূপ পৃথক হইয়া উভয়ে উভয়ের হস্ত ধারণপূর্ব্বক নৃত্য করিতেছেন। এইরূপ নানা ভাবে নৃত্য করিয়া প্রভু লক্ষ লক্ষ লোককে মোহিত করিলেন। মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা হইতেছে, আবার উঠিয়া নৃত্য করিতেছেন। মধুর নৃত্যকালে পতনে তত ভয়ের কারণ নাই। প্রভু পুনরায় রাজার সম্মুখে মূর্চ্ছিত ও পতিত হইলেন। রাজাও তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদসেবায় নিযুক্ত হইলেন। এবার আর বিষয়ীস্পর্শে তাঁহার বাহ্য জ্ঞান হইল না। প্রভু ক্ষণপরেই উত্থিত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ক্রমে রথ বলগণ্ডী নামক স্থানে উপনীত হইল। এই স্থানে রাজা, রাণী, পাত্র, মিত্র, বিদেশী প্রভৃতি যাহার যেরূপ ইচ্ছা প্রভুকে ভোগ দিয়া থাকেন। এই স্থানে ভয়ানক জনতা দেখিয়া ভক্তগণ প্রভুকে নৃত্য হইতে ক্ষান্ত করাইয়া উপবনে লইয়া গেলেন। প্রভু এই উপবনের সুন্দর একটী গৃহের পিঁড়ায় গিয়া উপবিষ্ট হইয়া বাহ্য জ্ঞান হারাইলেন। কিন্তু পদদ্বয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছেন।

এই সময়ে অবসর বুঝিয়া সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ কর্ত্তৃক শিক্ষিত রাজা প্রভুমিলনে গমন করিলেন। তিনি রাজবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈষ্ণব-বেশ ধারণ করিলেন এবং কৌপীন ও বহির্ব্বাসের পরিবর্ত্তে ধুতি ও চাদর পরিধান করিলেন। এরূপ বেশে তিনি উপবন মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে

তাঁহার প্রভূত-বলশালী-দেহ কম্পিত ও প্রতিপদে তাঁহার পদস্খলন হইতে লাগিল। তাঁহার বাহ্য জ্ঞান নাই বলিলে হয়। রাজা একটু অগ্রসর হইয়াই ভক্তগণকে দেখিয়া চেতনা পাইলেন। তিনি করযোড়ে সঙ্কেত-দ্বারা প্রভু-সহ মিলিবার অনুমতি চাহিলেন। ভক্তগণ রাজার দীনতা ও আকিঞ্চন দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

রাজা অগ্রসর হইয়া প্রভুর চরণকমল নিরীক্ষণ করিতেছেন। পাছে তিনি প্রভুর নিকট অপরাধী হন, এই ভয় মনে উদিত হইল। তখন তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, "যদি প্রভু মারেন তবে ত তাঁহার চরণ ধরিয়াই মরিতে পাইব। ভগবানের পাদস্পর্শে সকল দোষ ক্ষয় হইবে।" এই স্থির করিয়া রাজা প্রভুর পদতলে বসিয়া চরণসেবা করিতে লাগিলেন এবং সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ কর্তৃক শিক্ষিত শ্লোক পাঠ করিলেন। (শ্লোকটী গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উক্তি।)

শ্লোকটী শুনিবামাত্র প্রভুর মুখকমল প্রফুল্ল হইল। রাজাও আশাপ্রাপ্ত হইয়া দ্বিতীয় শ্লোক পড়িলেন। ইহা শুনিয়া প্রভু হর্ষপ্রকাশ করিয়া নিমীলিত নয়নেই কহিলেন, "বল বল, তার পর গোপীগণ কি বলিলেন, বল।" রাজা প্রভুকে তাঁহার সহিত এই প্রথম বাক্যালাপ করিতে শুনিয়া আনন্দে রুদ্ধ-কণ্ঠ হইলেন। তথাপি অতি কষ্টে তিনি তৃতীয় শ্লোক পাঠ করিলেন। প্রভু আরও বলিতে কহিলেন। এইরূপে ষষ্ঠ শ্লোক পাঠ করিবামাত্র প্রভু "যথেষ্ট দান করিয়াছ" বলিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন। অমনি দুইজনে তথায় ঢলিয়া পড়িলেন। প্রভুর গাত্র হইতে শক্তি বহির্গমনপূর্ব্বক রাজার প্রতি ধমনী মধ্যে চালিত হইয়া কলুষ নাশ করিল। প্রভু ক্ষণপরেই চেতনা প্রাপ্ত হইয়া রাজাকে ফেলিয়া পুনরায় জগন্নাথ দর্শনে গমন করি-লেন। রাজা তদ্বৎ পতিত রহিলেন। অনন্তর গোপীনাথ কর্তৃক প্রবোধিত রাজা প্রভুকে ভক্তগণ সহ পুনঃ উপবনে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং তৎপরে ভক্তগণকেও প্রণাম করিলেন।

অতঃপর রাজা উপবন হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক প্রভু ও ভক্তগণের নিমিত্ত বিবিধ উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী সমন্বিত ভোগ পাঠাইয়া দিলেন। প্রভুও ভক্তগণ তদ্দ্বারা পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিয়াও দেখিলেন যথেষ্ট দ্রব্যাদি উদ্বৃত্ত হইয়াছে, তখন কাঙ্গালি ডাকিয়া কাঙ্গালি ভোজন করাইলেন। সহস্রেক কাঙ্গালি পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিতেছেন, এমন সময়ে প্রভু যতই হরিবোল বলিতে লাগিলেন, ততই সেই সহস্রেক কাঙ্গালিকণ্ঠনিঃসৃত হরিধ্বনিতে উপবন কম্পিত হইতে লাগিল।

প্রভুর কৃপাভাজন হইয়া রাজা মহানন্দে স্নান ভোজনাদি করিবার জন্য গৃহে গমন করিয়াছেন। ইতিমধ্যে অপরাহ্ণে সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে, রথ চলিতেছে না। স্বত্বাধিকারীর কোন গুরুতর অপরাধ না হইলে রথ কখন অচলের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকে না। রাজা এই সংবাদ শ্রবণ করিয়াই রথ-সন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট বলবান্ পাইক বাছিয়া রথ চালনে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু রথ অচলের ন্যায় অটল রহিল। যে পথ দিয়া রথ এতাবৎ সরলভাবে নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছে, সেই রথ অকস্মাৎ কেন অচল হইল স্থির করিতে না পারিয়া ভাবনাকুল চিত্তে বড় বড় হস্তী আনাইয়া রথে জুড়িয়া দিলেন। কিন্তু রথ পূর্ব্ববৎ অচল রহিল। তখন মাহুতগণের অঙ্কুশাঘাতে হস্তীগণ চীৎকার করিতে করিতে যথা সাধ্য চেষ্টা করিল, কিন্তু সে চেষ্টাও বিফল দেখিয়া রাজা পথিপার্শ্বে গণসহ দণ্ডায়মান প্রভুর দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন। প্রভু তৎক্ষণাৎ নয়নভঙ্গী দ্বারা রাজাকে আশ্বাসদান করিয়া গণসহ অগ্রবর্ত্তী হইলেন। রথের রজ্জু ভক্তগণের হস্তে দান করিয়া স্বয়ং প্রভু রথের পশ্চাদ্ভাগে স্বীয় মস্তকারোপণপূর্ব্বক ঠেলিতে লাগিলেন। রথ ঘর্ঘরশব্দে অগ্রসর হইল। তখন লক্ষ লক্ষ লোক "জয় গৌরচন্দ্র, জয় কৃষ্ণচৈতন্য" রবে জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। রাজাও প্রভুর মহিমাদর্শনে আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন।

রথ নয়দিন সুন্দরাচলে রহিল। প্রভুও এই নয়দিন নীলাচলে আগমন না করিয়া সুন্দরাচলেই রহিলেন। সেখানে প্রভু প্রতিদিন নানাপ্রকার লীলা করিতে লাগিলেন। চারিশত ভক্তগণ সহ সরোবরে ঝম্পপ্রদান পূর্ব্বক জলক্রীড়া করেন এবং সুন্দরাচলকে বৃন্দাবনভ্রমে প্রভু ভাবে বিভোর রহিলেন।

নবম দিবসে রথ পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাগমন করিল। প্রভুও পূর্ব্বের ন্যায় রথাগ্রে বহুবিধ রঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। রাজাও পাত্র মিত্র সহ সঙ্গে চলিলেন। রথ চলিতে চলিতে পট্টডোরী ছিন্ন হইলে, তাহার একখণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক গৌরাঙ্গ কুলীন গ্রামবাসিগণকে দিলেন, কহিলেন, "তোমরা এই পট্টডোরী গ্রহণ কর, প্রতি বৎসর শ্রীকৃষ্ণের রথের পট্টডোরী আনয়ন করিবে। তোমরা ইহার যজমান হইলে।" কুলীন গ্রামের সত্যরাজ বসু ও রামানন্দ বসুই প্রধান গৃহস্থ। এই রামানন্দ বসু প্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণ কালে দ্বারকার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে প্রভুর শরণাগত হইয়াছিলেন। রথের পট্টডোরী সরবরাহ করা সম্মানের কার্য্য হইল, কারণ ইহা প্রভুর অনুগ্রহ। এই কুলীন গ্রামবাসিগণ অদ্যাবধি রথের পট্টডোরী সরবরাহ করিয়া থাকেন।

রথ নীলাচলে আগমন করিলে প্রভু বাসায় আসিলেন। প্রায় চারি-মাস হইল নবদ্বীপবাসিগণ প্রভুর নিকট আগমন করিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশই গৃহস্থ বৈষ্ণব, সুতরাং প্রভু তাঁহাদিগকে বিদায়দানে তৎপর হইলেন। এক এক জনকে সম্বোধন করিয়া প্রভু তাঁহার তাঁহার বংশের গুণ কীর্ত্তন করিয়া আলিঙ্গন করিতেছেন। ক্রমে শ্রীবাসকে বিদায় দিবার সময় আসিল। শ্রীবাসের ও প্রভুর এক পাড়ায় বাস। শ্রীবাস প্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী মালিনী প্রভুর মাতা শচীদেবীর সখী। শ্রীবাসের বাটী তাঁহার নবদ্বীপ-লীলার প্রধান স্থল। এই শ্রীবাসকে বিদায় দিতে হইবে ভাবিয়া প্রভুর দেশ, জননী ও

লীলাস্থল সকলই স্মরণ পথে উদিত হইল। তখন তিনি শ্রীবাসের গলা ধরিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে গদগদ বচনে কহিলেন, "শ্রীবাস! আমার মা বাঁচিয়া আছেন ত?" যে প্রভুর নিকট কৃষ্ণকথা ব্যতীত আর কোন কথাই কেহ শুনিতেন না, অদ্য প্রভুর সেই সকরুণ মাতৃ সংবাদ জিজ্ঞাসায় যাবতীয় ভক্ত আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। তখন নিমাই কহিলেন, "কৃষ্ণ প্রেম জীবের পরম পুরুষার্থ! এজন্য আমার সন্ন্যাস গ্রহণের কোন প্রয়োজন ছিল না। আমার মতিচ্ছন্নতা বশতঃই আমি তখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার বৃদ্ধ-মাতৃ-সেবারূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া বাতুলতার কার্য্য করিয়াছিলাম সন্দেহ নাই। সেই বাতুলতার জন্যই আমি আমার বৃদ্ধা স্নেহময়ী জননীর চরণসেবা হইতে বঞ্চিত হইলাম। আমার জননীর স্নেহের অবধি নাই। সে স্নেহের কণামাত্রও আমি পরিশোধ করিতে সমর্থ নই। বাটীতে শালগ্রামের ভোগের জন্য একটু বেশী আয়োজন হইলেই মাতা আমার নাম ধরিয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন। তাঁহার এইরূপ ক্রন্দনে আমি নীলাচলেও স্থির থাকিতে পারি না।" এইরূপ বলিতে বলিতে প্রভুর ভগবদ্ভাব হইল। তিনি তখনও বলিতে লাগিলেন, "আমি বৃদ্ধা জননীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য মুহুর্মুহুঃ নবদ্বীপ গমন করিয়াও তাঁহাকে আশ্বাসিত করিতে পারি না। তিনি আমাকে দর্শন করিলেই আনন্দসাগরে ভাসমানা হন, কিন্তু আবার অদর্শনে সেই দর্শনকে স্বপ্ন বলিয়া মনে করেন। আমি তাঁহার নিকট বসিয়া কখন কখন ভোজন করি, তখন তাঁহার সমস্ত দুঃখ দূরীভূত হয়। কিন্তু আবার ভ্রান্তি উপস্থিত হইলে সমস্তই স্বপ্ন মনে করেন। গত বিজয়া দশমী দিবসে আমি তাঁহার নিকট ভোজন করিয়াছি। শ্রীবাস, তুমি এ সমস্ত কথা জননীকে স্মরণ করাইয়া দিও এবং আমার হইয়া তুমি জননীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও, বলিও, "আমি তাঁহার অবোধ শিশু, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যে মহা অপরাধে অপরাধী হইয়াছি, তাহা যেন তিনি ক্ষমা

করেন, আমি তাঁহারই আজ্ঞায় নীলাচলে বাস করি।" এই বলিয়া নিমাই প্রকৃতই নিমাই ভাবে 'মা মা' বলিয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ক্রন্দনে সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

অনন্তর শ্রীবাসের হস্তে বহুবিধ প্রসাদ এবং তৎসহ এক খানি বহুমূল্য সাটী পুরী গোঁসাইর অনুমতিক্রমে মাতৃসন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। এই সাটী, যখন প্রভু জগন্নাথ দেবের জন্মাষ্টমী দিবসে মহা আবেশে ছিলেন, সেই সময়ে রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে দিয়াছিলেন। এ সাটী রাখিয়া তাঁহার কোন ইষ্টসিদ্ধি নাই, তাই প্রভু উহা জননীসকাশে প্রেরণ করিলেন। জননী এ সাটী লইয়া আর কি করিবেন, তিনি শ্রীমতীকে পরাইবেন। সন্ন্যাসীর আর স্ত্রীর নাম গ্রহণ করিতে নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি তাঁহাকে যে ভুলেন নাই, তাহার নিদর্শন স্বরূপ, কাঙ্গাল হইলেও, এই সাটী পাঠাইয়া দিলেন। ভক্তগণ যখন ভগবান্ গৌরাঙ্গের ভজনা করিবেন, তখন তাঁহার সহধর্ম্মিনী লক্ষ্মী দেবীকেই এই সাটী পরাইয়া তাঁহার বামে বসাইয়া এই যুগল মূর্ত্তির ভজনা করিবেন, এই উদ্দেশ্যেই সাটী খানি প্রেরিত হইয়াছিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নিত্যানন্দের গৌড় গমন।

নবদ্বীপবাসিগণ প্রস্থান করিলেও প্রভুর সঙ্গে সার্ব্বভৌম, গোপীনাথ, নিত্যানন্দ, স্বরূপ, গদাধর প্রভৃতি অনেক ভক্ত রহিলেন স্বাভাবিক চঞ্চল, তিনি সমস্তক্ষণ নৃত্য ও কীর্ত্তনানন্দে নি কথন বা শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া বলদেবকে ধরেন, কথন বা তাঁহার মালা কাড়িয়া লয়েন। সেবাইতগণ সচল জগন্নাথের ভয়ে তাঁহার দাদাকে কিছু বলিতে পারেন না।

জীবে যাহাতে হরিনাম গ্রহণ করিয়া সুখী হয়, এই উদ্দেশ্যে প্রভু অদ্বৈতকে চণ্ডাল প্রভৃতি নবদ্বীপের নীচ জাতির নিকট হরিনাম বিতরণ করিতে বলিয়া দিয়াছেন। হরিনাম বিতরণ করা সকলের সাধ্য নহে। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ এই দুই জনই এই কার্য্যে পটু। প্রভু অদ্বৈতকে কার্য্য দিয়াছেন, এক্ষণে নিত্যানন্দকে দিবেন স্থির করিলেন। এক দিবস তিনি নিত্যানন্দকে নিভৃতে লইয়া গিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ! তুমি গৌড়ে গমন করিয়া জীব উদ্ধার কর।" শ্রীপাদ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "এখানে যাহা করিতে বল; আমি করিব, কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়িয়া গৌড়ে গমন করিতে পারিব না।" সে দিবস প্রভু আর নিত্যানন্দকে কিছু না বলিয়া, আর এক দিবস তাঁহাকে কহিলেন, "শ্রীপাদ! তুমি চুপ

করিয়া বসিয়া থাকিলে আর জীব উদ্ধার হয় না।" নিত্যানন্দ অমনি উত্তর করিলেন, "তোমার জীব, তুমি উদ্ধার কর, আমি তোমার নিকটেই থাকিব।" জ্যেষ্ঠের ঈদৃশ উত্তরে নিমাইয়ের নয়ন দিয়া অজস্র বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। নিমাইয়ের নয়নজল দেখিলেই নিত্যানন্দ বড় দুঃখ পাইতেন। তাঁহার হৃদয় দ্রব হইয়া গেল, তখন কহিলেন "প্রভো, কি আজ্ঞা বল, তাহাই করিব।" প্রভু কহিলেন, "শ্রীপাদ! আমার সাধ ছিল, আমি হরিনাম বিতরণ করিব, কিন্তু আমাদ্বারা তাহা আর হইয়া উঠিল না। আমি এক্ষণে নামের শক্তিতে ভাবতরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছি।" তখন নিতাই চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিলেন এবং গৌরাঙ্গের গলা ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভু পুনরায় কহিলেন, "শ্রীপাদ! গৌড় বড় কঠিন স্থান, পণ্ডিত ও পড়ুয়ামণ্ডলী পরিপূর্ণ। সেখানে তুমি ব্যতীত হরিনাম লওয়াইতে পারে, এমন আর একটী লোক নাই। সুতরাং তুমি যদি উদাসীন-ব্রত ধারণপূর্ব্বক এই খানেই থাকিলে, তাহা হইলে ত জীবের হাহাকার ঘুচিল না। অতএব তুমি তথায় গমন করিয়া আচণ্ডাল যাহাকে পাইবে উদ্ধার করিবে। যেন সকলে হরিনামামৃত পান করিয়া সুখী হইতে পারে।"

নিতাই সম্মত হইলে প্রভু কয়েকজন পার্ষদ তাঁহার সাহায্যার্থে পাঠাইলেন। ইঁহারা সকলেই ভক্তিরসে উন্মত্ত। আবার যখন গৌড়ে পাঠান হইল, প্রভু তাঁহাদিগকে শক্তিসম্পন্ন করিয়া দিলেন। তাঁহারা গৌড়ে আসিতেছেন, দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নাই, কখন উত্তরে, কখন পশ্চিমে, কখন দক্ষিণে এইরূপ করিয়া পাণিহাটী উত্তীর্ণ হইলেন।

নিত্যানন্দের ধর্ম্মপ্রচার-প্রথা অতীব মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী। তিনি ঘুঙ্গুর পরিধান করিয়া সুরধুনীর তীর দিয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন ও প্রচার করিতেছেন

"ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ নাম।
যে ভজে গৌরাঙ্গ চাঁদ, সেই আমার প্রাণ॥"

এইরূপ নিতাই চলিতেছেন; ক্রোধ নাই, অভিমান নাই, দীনের দীন, করুণার আধার, সদানন্দ নিতাই দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক সকলকে গৌর নাম গ্রহণ করিতে বলিতেছেন। নিতাইয়ের কার্য্য কলাপ বিবৃত অনেকগুলি পদ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে একটী এই :—

"ধর, লও সে কিশোরীর প্রেম; নিতাই ডাকে আয় আয়
সে প্রেম কলসে কলসে বিলায় কভু না ফুরায়।
প্রেমে শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়
প্রেমে দুকূল ভেসে ঢেউ লেগেছে গোরাচাঁদের গায়॥"

নিতাই সম্মুখে কাহাকেও দেখিলে অমনি দন্তে তৃণ করিয়া তাহাকে বলিলেন, "ভাই! গৌর ভজ, একবার কৃপা করিয়া বদনে হরি বল।" কেহ হরি নাম না লইলে নিতাই মৃত্তিকায় পড়িয়া বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় লুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কাজেই সে ব্যক্তি, নিতাইয়ের আর্ত্তি দেখিয়া, অপ্রতিভ হইয়া হরি বলিল। হরি বলিলেই যদি নিতাই চুপ করে, তাহাতে ক্ষতি কি? হরিনাম উচ্চারণ করিবামাত্র সে ব্যক্তি মহানন্দে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করেন। তখন নিতাই স্পর্দ্ধা করিয়া বলেন, "জান না, আমি ভাইয়ের আজ্ঞায় এখানে আসিয়াছি। দেশে পতিত আর রাখিব না।"

এইরূপে নাচিতে নাচিতে নিতাই নবদ্বীপে পৌছিয়া শচীদেবীর বাটীতে উপনীত হইলেন। কিছুদিন পূর্ব্বেই শচীদেবী নীলাচল হইতে আগত ভক্তবৃন্দের নিকট নিমাইয়ের সংবাদ পাইয়াছেন। এক্ষণে নিতাইকে দেখিয়া শচীদেবী তাঁহার নিকট আসিলেন। নিতাই পদধূলি গ্রহণ করিলে মাতাপুত্রে গলা ধরাধরি করিয়া রোদন করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া অন্তরাল হইতে প্রভুর সংবাদ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। শচীদেবী তখন নিমাইয়ের সন্দেশ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ও কত আক্ষেপ

করিলেন, "আমার ননীর পুতলী নিমাই সন্ন্যাসী হইল, আর আমি তাহা দেখিবার জন্য বাঁচিয়া রহিলাম।"

অতঃপর জননীর তৃপ্তির জন্য নিতাই কিছুকাল নবদ্বীপে রহিলেন।

এদিকে গৌড় ভক্তগণকে বিদায় দিয়া প্রভু প্রাতঃকালে শ্রীজগন্নাথ দর্শন, সমুদ্র স্নান, ও মালা জপ করিয়া কাটাইতেন। তৎপরে দুই প্রহরে ভোজনান্তে একটু শয়ন করিলে গোবিন্দ পদসেবা করিতেন। প্রভু নিদ্রিত হইলে গোবিন্দ আহার করিতেন। অপরাহ্নে আবার গাত্রোত্থান করিয়া প্রভু গদাধরের নিকট ভাগবত শ্রবণ করিতেন। এই গদাধর প্রভুর চির-সঙ্গী। নবদ্বীপে সর্ব্বদা তিনি প্রভুর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, চন্দ্রশেখরের বাটী নাটকাভিনয় কালে ইনি রাধা সাজিয়া অপূর্ব্ব নৃত্য করিয়াছিলেন। তৎপরে নীলাচলেও শয়নে, স্বপনে, ভোজনে প্রভুর সেবা করিতেন। তৎপরে সমস্ত রজনী স্বরূপ ও রামরায় তাঁহার নিকট রসাস্বাদন লীলা শ্রবণ করিতেন।

নবদ্বীপের ভক্তগণ চলিয়া গেলে সার্ব্বভৌম প্রভুকে ভাল করিয়া ভোজন করাইবেন, এইরূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাঁহার নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন, "প্রভো! আমার বড় ইচ্ছা তোমাকে কয়েকদিন ভাল করিয়া ভোজন করাইব, এজন্য আমি একখানি নূতন ঘরও প্রস্তুত করাইয়াছি। তুমি এখন একক আছ, সুতরাং আমার বাড়ী তোমাকে একমাস নিমন্ত্রণ লইতে হইবে।" প্রভু তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। সার্ব্বভৌমও ছাড়িবার পাত্র নহেন। অবশেষে প্রভু পাঁচ দিবসের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। সার্ব্বভৌম তখন কহিলেন, "প্রভো, তোমাকে একাকী আমার ওখানে আহার করিতে হইবে। অন্যান্য সন্ন্যাসিগণকে আমি পৃথক্ এক এক দিবস এক এক জনকে নিমন্ত্রণ করিব। একজনের বেশী নিমন্ত্রণ করিলে সকলের সম্মান রক্ষা করিতে পারিব না। তবে তোমার সঙ্গে স্বরূপ যায় তাহাতে ক্ষতি নাই। তাহার আর সম্মান রক্ষার

প্রয়োজন নাই। সার্ব্বভৌমের মনের ভাব, প্রভুকে একাকী পাইলে, কাঁদিয়া কাটিয়া পায়ে ধরিয়া যেমন করিয়াই হউক, তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইবেন।

পরদিবস যথা সময়ে প্রভু সার্ব্বভৌমের বাটী উপস্থিত হইলেন। প্রভু আয়োজন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। অন্নের উপর তুলসী মঞ্জরী দেখিয়া প্রভু বড় সন্তুষ্ট হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদান্ন ভক্ষণ করিবেন, এই তাঁহার আনন্দ। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের আসন উঠাইয়া রাখিতে বলিলে সার্ব্বভৌম কহিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ যে অন্ন ভোজন করিয়াছেন তাহাই আপনি ভোজন করিবেন, তবে যে পিঁড়িতে শ্রীকৃষ্ণ বসিয়াছিলেন তাহাতে বসিতে দোষ কি?" প্রভু তখন ভোজনে বসিলেন।

সার্ব্বভৌমের অমোঘ নামে কুলীন জামাতা সার্ব্বভৌমের বাটীতেই অবস্থান করেন। তিনি নানা দোষে পূর্ণ। অমোঘ তাঁহার আদরের কন্যা যাঠীর স্বামী হইলেও সার্ব্বভৌম তাহাকে এই সকল দোষ বশতঃ দেখিতে পারিতেন না। এই জামাতা পাছে প্রভুকে আহার করিতে দেখিয়া কোন দুর্ব্বাক্য বলে, এই ভয়ে সার্ব্বভৌম একখানি ছড়িহস্তে দ্বার সমীপে উপবিষ্ট হইলেন। একজন সন্ন্যাসী ঘরে বসিয়া আছে, ইহা দেখিবার জন্য আমোঘের কৌতূহল হইয়াছে। সে কৌতূহলপরবশ হইয়া দ্বারসমীপে উপস্থিত হইলেই সার্ব্বভৌম যষ্টি উঠাইতেছেন, আর সেও পলায়ন করিতেছে। প্রভু ঐশ্বরিক শক্তিবলে ভক্তের গৃহে পাঁচ সাত জনের অন্ন অক্লেশে আহার করিতেন। সার্ব্বভৌম তাহা জানিয়া সেইরূপ অন্ন ব্যঞ্জনাদি দিয়াছেন, প্রভু ভোজন করিতেছেন। সার্ব্বভৌমের ঘরণী প্রভুর আহার দেখিতেছেন। ইতিমধ্যে কোন ব্যঞ্জনের প্রয়োজন হইলে সার্ব্বভৌম উঠিয়া রান্নাঘরে গমন করিলেন। এই সুযোগে অমোঘ গৃহদ্বারে আসিয়া প্রভুকে আহার করিতে দেখিয়াই কহিল, "বাপ! সন্ন্যাসী এত ভাত খায়?" প্রভু শুনিয়া একটু হাস্য করিলেন। সার্ব্বভৌম যষ্টিসহ

অমোঘকে তাড়া করিলেন। ভট্টাচার্য্য বালকের সঙ্গে দৌড়িয়া পারিবেন কেন? সে পলায়ন করিল, তখন ভট্টাচার্য্য শাপ-গালি দিতে দিতে ফিরিয়া আসিলেন। সার্ব্বভৌমের স্ত্রীও দারুণ ব্যথা পাইয়া জামাতার মৃত্যু কামনা করিলেন। ফলতঃ আমোঘের এতাদৃশ রূঢ় বাক্যে সার্ব্বভৌম ও তাঁহার স্ত্রীর মনে শেল বিদ্ধ হইতেছে। প্রভু আচমন করিলে সার্ব্বভৌম মুখ শুদ্ধির জন্য তুলসী মঞ্জরী, এলাইচ, লবঙ্গ দান করিলেন ও প্রভুর গাত্র চন্দনচর্চ্চিত করিয়া মাল্য ভূষিত করিলেন। পরে সার্ব্বভৌম প্রভুর চরণদ্বয় ধারণপূর্ব্বক গলদশ্রুলোচনে কহিলেন, "প্রভো! তোমাকে গালি খাওয়াইবার জন্যই বাটী নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। আমাকে ক্ষমা কর। আমার জামাতা তোমাকে গালি দিল, ইহা অপেক্ষা আমার মৃত্যুই বাঞ্ছনীয় ছিল।" গৌরাঙ্গ হাসিয়া কহিলেন, "আমোঘের দোষ নাই, আমারও উচিত ছিল না যে, এত ভক্ষণ করি, তোমারও এত খাওয়াইয়া সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নষ্ট করা উচিত ছিল না।" এইরূপ বলিয়া গৌরাঙ্গ আমোঘের বাক্য হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। অতঃপর গৌরাঙ্গ বাসায় গমন করিলেন। সার্ব্বভৌম তাঁহার অনুগমনপূর্ব্বক বাসায় গিয়া পুনরায় প্রভুর চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। প্রভু নানারূপে ভট্টাচার্য্যকে বুঝাইয়া বিদায় দিলেন।

ভট্টাচার্য্যের মন প্রবোধ মানিল না। তিনি বাটী প্রত্যাগত হইয়া স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সে দিবস আর আহার করিলেন না। ভট্টাচার্য্যের ভগ্নীপতি কত বুঝাইলেন, তাহাতেও তাঁহারা শান্ত হইলেন না।

এদিকে অমোঘ যেখানে রাত্রিবাস করিয়াছিল, তথায় প্রত্যূষে সে বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। এই সংবাদ ভট্টাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইল। তিনি কহিলেন, "ভালই হইয়াছে; শ্রীভগবানের নিকট অপরাধ করিয়াছে, তাহার ফল সদ্যই ফলিল, ইহাতে আমি আর কি করিব। আমি বরং বিপন্মুক্ত হইলাম।" তিনি আর

জামাতার নিকট গমন করিলেন না, মনে ভাবিলেন, "ইহা শ্রীভগবানের কার্য্য, তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য হইবে, আমার ত ইহাতে কোন হাত নাই।" অমোঘের কোনরূপ সাহায্য ভট্টাচার্য্য গ্রহণ করিলেন না, গোপীনাথ তখন সত্বর প্রভুকে সংবাদ দিলেন। গোপীনাথ সত্বর প্রভু সন্নিধানে গমন করিয়া ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার স্ত্রীর উপবাসের কথা বলিয়া অমোঘ যে বিসূচিকা রোগে মৃতপ্রায় হইয়াছে, সেই সংবাদ দান করিলেন। গৌরাঙ্গ শ্রবণ করিয়াই বলিলেন, "আমাকে শীঘ্র তাহার নিকট লইয়া চল। ভট্টাচার্য্য যখন তাহাকে দেখিলেন না, তখন আমিই একবার তাহাকে দেখিব।" এই বলিয়া গোপীনাথের সঙ্গে অমোঘের পীড়াস্থানে গমন করিয়া দেখিলেন, তাহার মৃত্যু আসন্ন। তখন প্রভু তাহার নিকট উপবেশনপূর্ব্বক তাহার বক্ষঃস্থলে হস্ত পরামর্শন করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন "এই সহজে নির্ম্মল ব্রাহ্মণহৃদয় শ্রীকৃষ্ণের আসন, ইহাতে মাৎসর্য্য চণ্ডাল কেন আশ্রয় গ্রহণ করিল? হে দ্বিজ, তুমি উঠ, সার্ব্বভৌমের সহিত তোমার কল্মষক্ষয় হইয়াছে। কল্মষক্ষয় হইলে জীব কৃষ্ণ নাম লয়, সুতরাং তুমিও উঠিয়া কৃষ্ণ নাম লও। তোমাকে ভগবান্ অবশ্য কৃপা করিবেন।" এই কথা বলিয়া হুহুঙ্কার শব্দ করিলে মুমূর্ষু অমোঘ উত্থানপূর্ব্বক কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। তাহার নয়ন দিয়া ধারা প্রবাহিত হইল।

প্রভু অন্তরে দাঁড়াইয়া অমোঘের নৃত্য দেখিতেছেন ও হাস্য করিতেছেন। সকলে প্রভুর এই অলৌকিক কার্য্যে একবারে বিস্মিত হইয়া স্থিরচক্ষে দণ্ডায়মান আছেন। এমন সময়ে অমোঘ নৃত্য সংবরণ করিল। ভাবিল তাহার ন্যায় অপরাধী আর জগতে নাই, এজন্য প্রভুর চরণতলে পতিত হইয়া যে মুখে প্রভুর প্রতি দুর্ব্বাক্য বলিয়াছিল, সেই মুখে সজোরে চপেটাঘাত করিতে লাগিল। গণ্ডদ্বয় স্ফীত হইয়া উঠিতে দেখিয়া প্রভু গোপীনাথকে হস্তধারণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। অমোঘের হস্ত ধারণ করিলে সে বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল। তখন প্রভু তাহার

গাত্রে হস্ত বুলাইয়া কহিলেন, "অমোঘ! তুমি ভট্টাচার্য্যের জামাতা, পুত্রস্থানীয়, সুতরাং আমারও স্নেহপাত্র, তোমার কোন অপরাধ নাই, তুমি কৃষ্ণ নাম লও।"

অনন্তর প্রভু সার্ব্বভৌমের বাটী গমন করিলেন। সার্ব্বভৌম প্রভুর এতাদৃশ অলৌকিক কার্য্যে বিস্ময়ে ও আনন্দে স্তব্ধীভূত হইয়াছেন। প্রভুকে দেখিবামাত্র তিনি ধরণীলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "ভট্টাচার্য্য! অমোঘ বালক, তাহার উপর আবার ক্রোধ কি? তাহার অপরাধ ধরিও না। এক্ষণে শীঘ্র গিয়া স্নানাহ্নিক কর, শ্রীমুখ দর্শন কর, করিয়া আহার কর, তাহা হইলে আমি সন্তুষ্ট হইব।" ভট্টাচার্য্য আক্ষেপ করিয়া পুনরায় কহিলেন, "অমোঘের কার্য্যের উচিত প্রতিফল হইতেছিল, কেন তুমি তাহাকে অনুগ্রহ করিলে?" প্রভু কহিলেন, "অমোঘ বালক, সে তোমার পুত্র, হাজার অপরাধ করিলেও তাহার দোষ তোমার লওয়া উচিত নহে। তাহার উপর সে এক্ষণে পরম বৈষ্ণব হইয়াছে, সুতরাং তুমি তাহাকে প্রসাদ কর, এই আমার মিনতি।" অনন্তর ভট্টাচার্য্য প্রভুবাক্যে শান্তিলাভ করিয়া কহিলেন, "আমি স্নান ও জগন্নাথদর্শন করিয়া আসি, তৎপরে প্রসাদ পাইব।"

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই প্রভু আর একটী অলৌকিক কার্য্য করিতে বাধ্য হইলেন। পরমানন্দ পুরী প্রভুর ভক্ত ও জ্যেষ্ঠস্থানীয়। এজন্য তিনি পুরীকে বড় মান্য করিতেন এবং পুরীর নিকটও প্রভু সর্ব্বস্বধন। পুরী আপন মঠে বাস করেন। সেই মঠে একটী কূপ খনন করিয়াছিলেন। প্রভু তথায় গিয়া কূপের নিকট দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কূপের জল কিরূপ হইয়াছে?" পুরী গোঁসাই দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "কূপজল অতি মন্দ, কর্দ্দমময়।" তখন প্রভু কহিলেন, "জগন্নাথ[illegible] কৃপণতা দেখাইবার স্থান পান নাই? পুরী গোঁসাইর কূপে জল [illegible]

হইল? কোথায় পুরী গোঁসাইর কূপজল স্পর্শ করিলে জীব উদ্ধার হইবে, তা না হইয়া জল দেখিয়া লোকে ঘৃণা করিবে?” এই বলিয়া কূপসন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়া প্রভু কহিলেন, “হে জগন্নাথ! আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক তুমি গঙ্গাদেবীকে এই কূপে প্রবেশ করিতে বল।” অনন্তর সকলে হরিধ্বনি করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পর দিবস প্রাতঃকালে পুরী দেখিলেন যে, কূপ অতি পবিত্র জলে পরিপূর্ণ। সকলেই কূপমধ্যে গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব বুঝিতে পারিয়া প্রভুকে সংবাদ দিলেন, এবং সকলে একত্র হইয়া সেই জলে স্নান করিলেন।

গৌরাঙ্গ জীবগণকে যে নিগূঢ় রস প্রদান করিতেন, তাহা তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে তিন জন পুরুষ ও একটী রমণী মাত্র সম্যক্ আস্বাদন করিয়াছিলেন। এই চারি জনের নাম স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ রায়, শিখী মাহাতি, ও মাধবীদাসী। ইঁহাদের মধ্যে শিখী মাহাতি প্রথমে প্রভুর বড় বিপক্ষ ছিলেন। প্রভু নীলাচলে আগমন করিয়া সার্ব্বভৌমকে কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক দক্ষিণে গমন করিলে নীলাচলবাসিগণ তাঁহার এই অলৌকিক ব্যাপারে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার দর্শনপ্রাপ্তির জন্য উন্মুখ হইয়াছিল। তিনি পুনরায় নীলাচলে আগমন করিলে বহুলোক আসিয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করে। এই সময়ে শিখী মাহাতি, মুরারি মাহাতি ও মাধবী দাসী এই তিন ভাই ভগিনী প্রভুকে দর্শন করিতে আইসেন। মাধবী পরম পণ্ডিত ও পুরুষের ন্যায় তপস্যা করিতেন। শিখী মাহাতি শ্রীমন্দিরে লিখনাধিকারী ছিলেন। ইঁহার এই লিখন হইতে উৎকলের ইতিহাস জানা যায়। ইঁহারা তিন জনেই একত্র থাকিতেন এবং তিন জনেই সম্ভবতঃ একত্র আসিয়া প্রথম এই প্রভুকে দর্শন করিলেন। মুরারি ও শিখী প্রভুর নিকট গিয়াছিলেন, কিন্তু মাধবী স্ত্রীলোক বলিয়া দূর হইতে [illegible]ণ করিলেন। প্রভুর ইচ্ছা অবোধগম্য; কারণ এই তিন জনে গৌরাঙ্গদর্শন করিলে পর ইঁহাদের মধ্যে পরস্পরের প্রণয় ভঙ্গ হইল।

ইহার কারণ মুরারি ও মাধবী প্রভুকে দর্শনমাত্র তাঁহাকে জগন্নাথ জ্ঞানে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ শিখীর মন বিচলিত হইল না। কনিষ্ঠদ্বয়কে তিনি বুঝাইলেন যে, নরকে দেবতাজ্ঞান মহাপাপ, তবে সন্ন্যাসী আমাদের ভক্তির পাত্র বটেন। তোমরা একজন সামান্য সন্ন্যাসীকে জগন্নাথ বলিতেছ, তোমাদের গতি কি হইবে?” ইহাই বলিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। এই অবধি ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটিল। মাধবী ও মুরারি গৌরাঙ্গ-ভজন আরম্ভ করিলেন. কিন্তু গৌরাঙ্গের নিকট কিছু বলিতেন না। শিখী জগন্নাথ সমীপে ভ্রাতৃদ্বয়ের মন পরিবর্ত্তনের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শিখী মাহাতির গৌরাঙ্গের উপর প্রথমে যে ভক্তি হইয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে লাগিল।

এক দিন শিখী মাহাতি রাত্রিশেষে স্বপ্নে চীৎকার করিয়া ‘মুরারি ও মাধবী’ বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠের কাতরক্রন্দনে মুরারি ও মাধবী দৌড়িয়া তাঁহার শয়ন-কক্ষায় গমন করিলেন। তখন শিখী উভয়ের গলা ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল রোদনের পর ক্রন্দনের বেগ সংবরণ করিয়া শিখী কহিলেন, “গৌরাঙ্গদেব বোধ হয় তোমাদের অনুরোধে অদ্য আমার নিকট প্রকাশ হইয়াছেন। আমি স্বপ্নে দেখিলাম, গৌরাঙ্গ যেমন প্রত্যহ জগন্নাথ দর্শন করেন, সেইরূপ দর্শন করিতেছেন; এমন সময়ে দেখিলাম, তিনি জগন্নাথের শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং পুনরায় বহির্গত হইলেন। এইরূপ আমার দিকে তাকাইয়া হাস্য করিতে করিতে কয়েকবার জগন্নাথ-শরীরে প্রবিষ্ট ও বহির্গত হইলেন। তাহার পর আমাকে কহিলেন, “তুমি মুরারি ও মাধবীর জ্যেষ্ঠ, আইস তোমাকে আলিঙ্গন করি” এই বলিয়া আমাকে বক্ষে ধারণ করিলেন।” শিখী মাহাতি অতঃপর মূর্চ্ছিত হইলেন। মুরারি ও মাধবীর যত্নে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইলে তিনি পুনরায় কহিলেন, “আমি যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি, সেই দিকেই গৌরাঙ্গ দেখিতেছি। ইহাতে বোধ

হইতেছে, তিনি আমার প্রতি করুণা করিয়াছেন। ভাই! আমি তোমাদের জ্যেষ্ঠ, এতদ্ব্যতিরেকে আমার আর কোন সম্পত্তি নাই। তোমাদের অনুগ্রহে আমি অগ্য গৌরাঙ্গ প্রাপ্ত হইলাম, সুতরাং চল আমরা তাঁহার শরণ লই।" এই বলিয়া তাঁহারা শ্রীমন্দির সমীপে গমন করিয়া গরুড়ের নিকট দেখিলেন যে, প্রভু একদৃষ্টে জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন। ইঁহারা তিন জনে একটু দূরে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে প্রভুকেই দেখিতেছেন। ইতিমধ্যে প্রভু যেন বাহ্যজ্ঞান পাইয়া তাঁহাদিগকে দেখিলেন এবং অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা শিখী মাহাতিকে ডাকিলেন। তাঁহারা তিন জনেই অগ্রসর হইয়া প্রভুকে প্রণাম করিবেন, ইতিমধ্যেই প্রভু কহিলেন, "তুমি না মুরারি ও মাধবীর ভাই? আইস তোমাকে আলিঙ্গন করি।" এই বলিয়া প্রভু তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন এবং উভয়েই ভূমিতে পতিত হইলেন। গৌরাঙ্গের শক্তি মাহাতির প্রত্যেক ধমনী দিয়া শরীরে প্রবেশ করিল। পরে চৈতন্যোদয় হইলে দেখিলেন, কোটী কোটী গৌরাঙ্গ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছেন। এই শিখী মাহাতিই অতঃপর রামরায় ও স্বরূপের ন্যায় রসজ্ঞ হইয়াছিলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

——(:-*-:)——

নিত্যানন্দের গৃহস্থাশ্রম।

এক বৎসর অতীত হইল। আবার রথযাত্রার সময় উপস্থিত। নবদ্বীপের ভক্তগণ পুনরায় নীলাচলে যাইবার উদ্যোগী হইলেন। এবার গৃহিণীগণও গৌরসুন্দরদর্শনে গমন করিবেন স্থির করিলেন। সুতরাং ভক্তগণ এবার গৃহিণী-সমভিব্যাহারে যাইতে উদ্যোগী হইলেন। অপরাপর রমণীগণমধ্যে শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী, নীলাম্বর আচার্য্যের স্ত্রী প্রভুর মাসী, নীলাচলযাত্রী হইলেন। অদ্বৈতের বাটী দিন স্থির করিয়া শচীদেবীর অনুমতি ও তদ্দত্ত দ্রব্যাদি গ্রহণপূর্ব্বক হরিধ্বনি করিতে করিতে সকলে বহির্গত হইলেন। নিতাই গণসহ ইঁহাদের সঙ্গ লইয়াছেন। চৈতন্য চরিতামৃতের লেখক কবিকর্ণপুরের পিতা শিবানন্দ সেন বিলক্ষণ ধনাঢ্য ও ভক্ত ছিলেন। তিনিই প্রতিবৎসর নীলাচল-যাত্রিগণের খরচ-সরবরাহ করিতেন। তিনিও স্বয়ং পুত্র-পরিবার-সমভিব্যাহারে যাইতেছেন। পথে ঘট্টপালের হস্তে পতিত হইলেন। ঘট্টপাল প্রভূত ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন। ইনি প্রথমে রাজ-অমাত্য ছিলেন। পরে যখন রাজার সহিত মুসলমানদিগের ভয়ানক যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে লাগিল, ইনি বহুসৈন্য সমভিব্যাহারে ঘাট রক্ষার ভার প্রাপ্ত হইলেন। কাজেই তখন ভয়ানক অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন। শিবানন্দ সেনের সহিত নীলাচলযাত্রীদের পাইয়া তিনি প্রতি

লোকের জন্য এক টাকা পারের কড়ী চাহিলেন। ভক্তগণ কহিলেন, তাঁহাদিগের নিকট কড়ি নাই। তাঁহারা সকলেই গৌরভক্ত, সুতরাং গৌরের দোহাই দিয়া কহিলেন, তাঁহাদিগকে উৎপীড়ন করিলে প্রভু তাঁহাকে দণ্ড দিবেন। রুষ্ট ঘট্টপাল তখন শিবানন্দকে ধরিয়া কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। সুতরাং ভক্তগণের ও শিবানন্দের স্ত্রীপুত্র প্রভৃতির যে মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হইল, তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে। সুতরাং ভক্তগণ অনন্যোপায় হইয়া কেবল "প্রভো, প্রভো" রবে হাহাকার করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে দিবাভাগ অতীত হইল। গৌরভক্তগণ সকলেই শোকে দুঃখে অনশনে অবস্থান করিতেছেন। রাত্রি সমাগমে কাহারও নিদ্রা নাই। তাঁহাদিগের প্রধান শিবানন্দ বন্ধন দশায় অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং দুর্ভাবনায় তাঁহাদিগের নিদ্রাকর্ষণ হইল না। শিবানন্দ কারাগারে সর্ব্বান্তঃকরণে গৌর নাম জপ করিতে লাগিলেন।

গভীর নিশীথে প্রদীপহস্তে দুইব্যক্তি কারাগারে আসিয়া শিবানন্দের বন্ধন মোচন করিয়া কহিল, "চল, তোমাকে লইয়া যাইবার আদেশ হইয়াছে।" সমস্ত দিবস হইতে এই গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত শিবানন্দের আহার নাই, নিদ্রা নাই, সুতরাং বন্ধন অবস্থায় তিনি নানা প্রকার চিন্তামগ্ন ছিলেন। এক্ষণে ঘট্টপালের লোক তাঁহাকে লইয়া চলিল। শিবানন্দ ভয়বিহ্বল হইয়া ভাবিতেছেন, "কি জানি, আমাকে বধ অথবা প্রহার করিবার জন্যই বা লইয়া যাইতেছে?" তখন তিনি গৌরাঙ্গে আত্মসমর্পণ করিয়া সাহসের সহিত চলিলেন। গৌরাঙ্গকে আত্মসমর্পণ করায় তাঁহার হৃদয়ে বল, উৎসাহ আসিল। ঘট্টপালের নিকট উপনীত হইলে খট্টাঙ্গে উপবিষ্ট ঘট্টপাল তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা সকলে গৌরাঙ্গের গণ বলিলে, আবার গৌরাঙ্গকে ভগবান্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছ। আমরা জানি, জগন্নাথই ভগবান্। আচ্ছা বল দেখি, তোমাদের গৌরাঙ্গ বড়, কি আমাদের জগন্নাথ বড়?"

শিবানন্দ মুহূর্ত্ত মধ্যে ভাবিয়া লইলেন, "জগন্নাথকে বড় বলিলে ঘট্টপাল সন্তুষ্ট হইবে এবং গৌরাঙ্গ বড় বলিলে নিশ্চয় ক্রুদ্ধ হইবে।" দোলায়মান চিত্তে শিবানন্দ এইরূপ ভাবিতেছেন। তাঁহারা গৌরভক্ত, গৌরময়-জীবন। গৌরাঙ্গের অলৌকিক লীলাও তাঁহার মনে নিমেষ মধ্যে উদিত হইল। কোন্ দেবতা এরূপ প্রত্যক্ষ, এইরূপ দৃঢ়ধারণা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইলে তাঁহার মুখশ্রী উজ্জ্বল হইল, চক্ষু দিয়া জ্যোতিঃ বহির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি অকুতোভয়ে উত্তর করিলেন, "গৌরাঙ্গ বড়।" শিবানন্দ যখন এই কথা বলেন, তখন তিনি শাস্তি অথবা প্রাণদণ্ড লক্ষ্য না করিয়া দেবভাবে উত্তেজিত হইয়াই বলিয়াছিলেন। ঘট্টপাল তাঁহার বাক্য শুনিয়া একদৃষ্টে শিবানন্দের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পরে কি ভাবিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইয়া কহিলেন, "আমাকে ক্ষমা কর।"

ঘট্টপাল ভক্তগণকে দুঃখ দিয়া ভয়ে ভয়ে শয়ন করিয়াছিল। পরে স্বপ্ন দর্শন করিল, এক নরসিংহ মূর্ত্তিধারী মহাকায় পুরুষ তাঁহাকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিতেছে, "তুই আমার ভক্ত ও আমার গণকে দুঃখ দিতেছিস্? শীঘ্র তাহাদের দুঃখমোচন কর, নতুবা তোকে উপযুক্ত শাস্তি দিব।" এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াই ঘট্টপাল শিবানন্দকে মহাপুরুষ বলিয়া জানিতে পারিল ও তাঁহার বন্ধন মোচন করিয়া পার করিয়া দিল।

ভক্তগণ এইরূপে যখন যেখানে রাত্রিবাস করিতেছেন, খোল, করতাল ও কীর্ত্তন শব্দে সেই স্থান বৈকুণ্ঠ পুরীতে পরিণত করিতেছেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে লোক-সমারোহ হইতে লাগিল এবং সেই কীর্ত্তন তরঙ্গে ও প্রভুর নামে কত লোক বৈষ্ণব হইল। নিত্যানন্দের সহিত এদিকে অনেকের পরিচয় আছে সুতরাং প্রায় সর্ব্বত্রই সমাদর প্রাপ্ত হইতেছেন।

যে দিবস তাঁহারা আঠার নালায় উপস্থিত হইলেন, সেই দিবস গৌরাঙ্গ নরেন্দ্র সরোবরে জগন্নাথ দেবের নৌকা বিহার দর্শন করিতেছিলেন।

প্রভুর সঙ্গে গদাধর, স্বরূপ, রামরায়, পুরী, ভারতী, সার্ব্বভৌম, জগদানন্দ প্রভৃতি নীলাচল ভক্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে সংকীর্ত্তন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া গৌড়ভক্তগণকে আনিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। মধ্যপথে দুইদলে মিলন হইল। প্রভু দূর হইতে অদ্বৈতকে দেখিয়া নমস্কার করিতে লাগিলেন, অদ্বৈতও নিজপ্রাণনাথকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন। সকলে মিলিত হইলে "প্রভো, প্রভো" রব উঠিল। মহানন্দে সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে পুনরায় নরেন্দ্র সরোবর তীরে উপনীত হইলেন। যাঁহারা প্রভুর ক্রীড়া-সহচর, যাঁহারা প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণে মনস্তাপে আহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং নীলাচলে যাত্রাকালে যাঁহারা নেত্রজলে ধরণী অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেই সকল প্রিয় সুহৃদ্‌গণকে প্রাপ্ত হইয়া প্রভুর মনোবেগ এতাদৃশ হইল যে, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; সেই সরোবর জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। ভক্তগণও অমনি প্রভুর সঙ্গে সঙ্গেই পতিত হইলেন। উভয় দলে অনেকক্ষণ জলক্রীড়া করিয়া প্রভুর বাসায় গমন করিলেন। গত বৎসরের ন্যায় সেইরূপ মহাসমারোহে সকলের ভোজন হইল, এবং ভক্তগণও প্রভুকে প্রত্যহ নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। এবারে প্রভুর মাসী ও মালিনী দেবী আসিয়াছেন। সুতরাং প্রভু তাঁহাদের সমক্ষে আর সন্ন্যাসের নিয়ম রাখিলেন না। মাসীর নিকট জননীর ও বাটীর সমস্ত সংবাদ জানিলেন ও মাতাকে যাহা যাহা বলিতে হইবে বলিয়া দিলেন।

পূর্ব্ববারের ন্যায় রথযাত্রার পূর্ব্বে মন্দিরগৃহ ধৌতকরণ ও রথ-সম্মুখে প্রভুর সেই মধুর নর্ত্তন কার্য্য সম্পাদিত হইল। তৎপরে আবার জন্মাষ্টমী দিবসে নীলাচলে নন্দোৎসব আরম্ভ হইল। প্রভুও ভক্তগণ সহ গোপভাব ধারণ করিলেন। কানাই খুটিয়া নন্দ ও জগন্নাথ মাহাতি যশোদা ভাবে আবিষ্ট হইলেন। প্রভু, নিতাই, অদ্বৈত, প্রতাপরুদ্র, কাশীমিশ্র, সার্ব্বভৌম প্রভৃতি গোপ হইলেন। সকলেই দধি, দুগ্ধ, হরিদ্রা

দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছেন, আঙ্গিনাও দধি দুগ্ধে কর্দ্দমময়। সকলেই সেই কর্দ্দমময় আঙ্গিনায় লগুড়হস্তে নৃত্য করিলেন। রাম রায়, সার্ব্বভৌম, রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভৃতি মাননীয় লোক গোপবেশে নৃত্য করিলেন। দেশময় আনন্দের বন্যা উঠিয়াছে। ক্রমে প্রভুর ভগবদ্-আবেশ হইল। তখন তিনি জগন্নাথ মাহাতি ও কানাই খুটিয়াকে মাতা পিতা জ্ঞানে প্রণাম করিলেন। তাঁহারাও বুঝিতে পারিলেন না যে, প্রভু তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন, সুতরাং তাঁহারা প্রভুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আবেশবশতঃ বিস্তর ধন বিতরণ করিলেন। গতবারের ন্যায় এবারেও রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ও সকল ভক্তকে নূতন বস্ত্র দিয়াছিলেন। প্রভুকে সেই পূর্ব্বের ন্যায় মহামূল্য সাটী দিয়াছিলেন। প্রভুও তাহা পুনরায় জননী-সকাশে প্রেরণ করিলেন।

জীবকে ভক্তিপথে আনিয়া সুখী করাই গৌরাঙ্গ অবতারের প্রধান উদ্দেশ্য। লোক স্বভাবতঃ গৃহস্থ-ভক্ত অপেক্ষা উদাসীনভক্তকে অধিক ভক্তি করে, বিশেষতঃ তাহারা উদাসীনভক্তের জাজ্বল্যমান উদাহরণ দেখিতে পায়, যথা গৌরাঙ্গ স্বয়ং উদাসীন, নিত্যানন্দ, গদাধর, স্বরূপ প্রভৃতি উদাসীন বৈষ্ণব। এজন্য গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ যে আপনাদিগকে অতি নীচ মনে করিবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? ধর্ম্মে যে সংসারত্যাগ প্রয়োজন নাই, ইহা স্বয়ং গৌরাঙ্গ সকলকে বুঝাইতেন, কিন্তু জাজ্বল্যমান উদাহরণ সত্বে সে শিক্ষা লোকহৃদয়ে স্থান পাইত না। গৃহস্থ হইয়া যে ধর্ম্মাচরণ প্রশস্ত, ইহাই জন সাধারণকে দেখাইবার জন্য গৌর নিতাইকে একান্তে ডাকিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ! তুমি জীবোদ্ধার কার্য্য ফেলিয়া এখানে আসিয়া আমাকে দুঃখ দিতেছ।" নিতাই কহিলেন, "বৎসরের মধ্যে একবার তোমাকে দেখিবার জন্য আসিব, তাহাও নিষেধ করিলে আমি শুনিব না।" নিতাই ও স্বরূপ ভিন্ন প্রভুকে এরূপ বাক্য কেহ বলিতে পারিত না। নিতাইয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রভু আরও নম্রভাব

ধারণ করিলেন, বলিলেন, "শ্রীপাদ! আমার মিনতি, তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক জীবকে হরিনাম বিতরণ কর। কারণ সন্ন্যাস গ্রহণের ভয়ে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারে ব্যাঘাত হইতেছে। সুতরাং তুমি আর প্রতিবৎসর নীলাচলে না আসিয়া গৌড়ে থাকিয়া আমার ইচ্ছা পালন করিবে। তুমি সংসারী হইয়া জীবের প্রকৃত ধর্ম্ম কি তাহাই দেখাও।"

নিত্যানন্দ উত্তর দিলেন, "প্রভো, তোমার আজ্ঞাই শুনিব, তুমি প্রাণ, আমি দেহ, সুতরাং দেহ ও প্রাণ কখন পৃথক্ থাকিতে পারে না।"

নীলাচলে ভক্তগণসহ প্রভু চারিমাস মহোৎসবে মাতিয়া ছিলেন। নবদ্বীপবাসিগণ পুনরায় প্রভুর নিকট বিদায় হইয়া নবদ্বীপ চলিলেন, প্রভুরও মুখমণ্ডল মলিনতা প্রাপ্ত হইল।

নবদ্বীপ-ভক্তগণসহ নিতাইও চলিলেন। নিতাইয়ের উপর প্রভুর মহা আদেশ হইয়াছে। এ কার্য্য নিত্যানন্দ ব্যতিরেকে আর কেহ পারিত না, এজন্য প্রভু তাঁহাকেই সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। নিমাই কৌপীন ত্যাগ করিয়া পুনরায় বস্ত্র গ্রহণ করিলে পতিত হইবেন। তাঁহার ছায়া স্পর্শ করিলে লোকে অধর্ম্মের ভাগী হইবেন। সন্ন্যাসীর নিয়ম এইরূপ কঠোর ছিল। এইরূপ না হইলেও উদাসীনের উপর লোকের শ্রদ্ধা থাকিত না, যে সে উদাসীন হইয়া, আবার কষ্টকর বোধ করিলে, সংসারী হইতেন। নিতাই যে পতিত হইবেন, তাহাতে তাঁহার দুঃখ নাই। কিন্তু তাঁহাকে আবার বিবাহ করিবার আদেশ হইয়াছে, তাহাও আবার হিন্দুমতে। নিতাইয়ের প্রথমতঃ জাতি ও কুলের ঠিক নাই, অধিকন্তু তাঁহার অন্নবিচার নাই। প্রায় কুড়ি বৎসর তিনি ভারতের নানা স্থানে তীর্থ দর্শন করিয়া বেড়াইয়াছেন, সুতরাং এতাদৃশ পাত্রকে কোন্ ভদ্র ব্রাহ্মণে কন্যাদান করিবে?"

আবার নিতাই নিমাইয়ের দাদা। নিমাই ধর্ম্মাচরণ ও তপস্যা করিতেছেন, আর তাঁহার দাদা ধর্ম্মত্যাগ করিয়া পরিত্যক্ত উপবীত ধারণ

করিবেন, বিষয়সুখে অভিলাষী হইবেন, আবার হরিনাম বিতরণ করিবেন। এতাদৃশ যথেচ্ছাচারী কার্য্য মনুষ্যের কখন সম্ভবে না। কিন্তু নিতাই গৌড়ে গিয়া আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে হরিনামে মাতাইয়াছিলেন।

ভক্তগণ নবদ্বীপে পৌঁছিলেন। মালিনী শচীদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া অমনি তাঁহাকে লইয়া নিমাইয়ের কথা শুনিতে লাগিলেন। নিমাই কেমন আছেন, কয় দিন তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কি বলিলেন, এই সমুদায় আমূল বিবৃত করিলেন। যে সে কথায় মায়ের প্রাণের পিপাসা মিটে না। এইরূপ এক এক দিবস এক এক জনের নিকট নিমাইয়ের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতেন। ইহাই এক্ষণে তাঁহাদের জীবন ধারণের উপায়।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—————:-*-:—————

গৌর কীর্ত্তন।

নীলাচল হইতে গৌড়ীয় ভক্তগণ বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে প্রভু বিষণ্ণ হয়েন এবং সেই সময় তিনি রাধাভাবে বিভোর হইয়া দিবারাত্রি জ্ঞান-বিবর্জ্জিত হয়েন। এই সময়ে সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিকট রসাস্বাদন করেন। কিন্তু প্রভুর ক্রমে নবদ্বীপ-বিরহ উপস্থিত হইল, এতদ্ভিন্ন তাঁহার একবার বৃন্দাবন গমনের ইচ্ছা রহিয়াছে। প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াই কাটোয়া হইতে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভক্তবৃন্দ তখন তাঁহাকে যাইতে দেন নাই। এইরূপে সেই ইচ্ছা প্রভু হৃদয়মধ্যে যাপন করিয়া চারি বৎসর অতীত করিলেন। সন্ন্যাসের নিয়মানুসারে তাঁহার একবার মাতৃভূমি দর্শন করা উচিত। এই সকল মনে মনে অনুধ্যানপূর্ব্বক তিনি জননী, জন্মভূমি ও গঙ্গা দর্শন করিয়া সেই পথে বৃন্দাবন যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এজন্য তিনি মনের ইচ্ছা রামানন্দ ও সার্ব্বভৌমের নিকটে প্রকাশ করিয়া বলিলেন। ক্রমে রাজাও এই কথা শুনিলেন। তখন সকলে আঁধার দেখিলেন। সকলেই ভাবিলেন, "প্রভু যখন বৃন্দাবনের নামে অজ্ঞান হন, সেই বৃন্দাবনে গমন করিলে কি আর তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইবেন?" ভগবানের নিকট এই চারি বৎসর বাস করিয়া এক্ষণে ভগবদ্‌-বিরহ তাঁহাদের দুরূহ বলিয়া বোধ

হইতে লাগিল। রাজার ভরসা সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ, তিনি তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন, "যাহাতে প্রভু না যান, সর্ব্বতোভাবে তাহাই করিবে।" আবার গদাধর শ্রীক্ষেত্রে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার আর এস্থান পরিত্যাগ করিতে নাই। তিনি প্রভুকে কাঁদিয়া কহিলেন, "প্রভো! আমি তোমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারি না, তুমি বৃন্দাবন গমন করিলে আমার উপায় কি হইবে? তুমি যেখানে থাক, সেই ত বৃন্দাবন; তবে তোমার বৃন্দাবন যাইবার প্রয়োজন?" প্রভু তাঁহাকে প্রবোধদান করিয়া কহিলেন, "গদাধর, তুমি চিন্তা করিও না, আমি পুণ্যস্থান দর্শন করিয়া সত্বরই নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিব।" সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ প্রভুকে ধরিলেন, "প্রভো, সম্মুখে শীত; বিশেষ পশ্চিমাঞ্চলে দারুণ শীত, শীতে তোমার বড়ই কষ্ট হইবে, সুতরাং এই শীত কয়েক মাস পরে যাইও।" প্রভু ভক্তবৎসল, অগত্যা তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। শীত অন্তে আবার কহিলেন, "প্রভো, দোলযাত্রা দেখিয়া যাও।" দোল অন্তে ভক্তগণ আবার কহিলেন, "রথযাত্রা উপস্থিত, নবদ্বীপের ভক্তগণ আসিবে, তাঁহাদিগের ইচ্ছা পূর্ণ কর।" এই প্রকারে ভক্তগণ বিচ্ছেদভয়ে প্রভুকে মাতৃভূমি দর্শনের অনুমতি দিতেছেন না, সপ্ততি বৎসরের বৃদ্ধা জননী শচী ও প্রভুর ঘরণী বহুদিবস পরে তাঁহার মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিয়া জীবন সার্থক করিবেন, ইহাতে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়া তাঁহাদের কি উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে? রামানন্দের মত পরমভক্ত যে স্বার্থান্ধ হইয়া এরূপ কার্য্য করিবেন, তাহাই বা কিরূপে সম্ভবে? হয়ত রামরায় ভাবিয়াছিলেন, প্রভুর জননী শচীদেবী প্রভুর ইচ্ছা ব্যতিরেকে সংসার ত্যাগ করিতে পারেন না। আর শ্রীভগবান্ অন্তর্যামী, তিনি জানিলে কি আর তাঁহাদের উপরোধ রক্ষা করিতেন? যাহা হউক, প্রভু তাঁহাদের উপরোধে গৌড়ীয় ভক্তগণের নীলাচল আগমনের অপেক্ষায় রহিলেন।

নিত্যানন্দ গৌড়ে আগমন করিয়া সমগ্র গৌড়বাসীকে হরিনামে

উন্মত্ত করিয়া তুলিলেন। তিনি এক্ষণে সন্ন্যাসাশ্রমের আচার ব্যবহার পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্তম পট্টবস্ত্র পরিধান করিলেন, অঙ্গে আভরণ দিলেন, পদে নূপুর পরিলেন এবং তাম্বুল কর্পূরে ওষ্ঠদ্বয় রঞ্জিত করিলেন। তথাপি নিতাইয়ের প্রেমভক্তি দর্শন করিয়া লক্ষ লক্ষ লোক কুলে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহার পশ্চাৎগামী হইলেন। তিনি সুবর্ণ বণিকগণকে হিন্দু সমাজভুক্ত করিলেন। নিতাইয়ের এই সকল আচরণে তাঁহার বৃহৎ এক দল শত্রু জুটিল। বৈষ্ণবগণের মধ্যেও অনেকে তাঁহার শত্রু হইল। সুতরাং হিন্দু ও বৈষ্ণবকর্তৃক প্রপীড়িত হইয়া ও সামাজিক উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া শচীদেবীর অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক তিনি নীলাচলে প্রভুর নিকট গমন করিলেন। কিন্তু প্রভুর বিনানুমতিতে আগমন করিয়া দুঃখে ও ভয়ে নীলাচলের এক পুষ্পবনে প্রবিষ্ট হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। নিতাইয়ের যে উজ্জ্বল হাস্যময় মুখশ্রী দেখিলে পুত্রশোকাতুরও পুত্রশোক বিস্মৃত হইত, এক্ষণে সেই মুখ দর্শন করিলে আনন্দপ্রিয় ব্যক্তিরও দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইত। অন্তর্যামী প্রভু তৎক্ষণাৎ জানিতে পারিলেন, নিত্যানন্দ নীলাচল আগমনপূর্ব্বক তাঁহারই ভয়ে পুষ্পোদ্যানে বসিয়া রোদন করিতেছেন। প্রভু একাকী সেই স্থানে গমন করিয়া দেখিলেন, শ্রীপাদ জানুদ্বয়ের মধ্যে মস্তক রাখিয়া করুণ ভাবে রোদন করিতেছেন। তিনি তদবস্থ নিত্যানন্দকে কিছু না বলিয়া নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য বর্ণনাত্মক একটী শ্লোক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে পাঠ করিতে লাগিলেন। সেই শ্লোকের মর্ম্ম এই যে, নিত্যানন্দ অতি কুকর্ম্ম করিলেও তাঁহার শ্রীপদ স্বয়ং ব্রহ্মারও বন্দনীয়।

নিত্যানন্দ, প্রভুকে প্রদক্ষিণ ও স্তুতিগান করিতে শ্রবণ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার্থ উঠিতে গিয়াই পতিত হইলেন। প্রভু মূর্চ্ছিত ও পতিত হইলে, যে নিত্যানন্দ তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইতেন, অদ্য সেই নিত্যানন্দকে স্বয়ং প্রভু উঠাইয়া প্রবোধ দিলেন।

নামরূপ তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
শ্রীবৈষ্ণব ধাম তুমি ঈশ্বর অনন্ত॥
যত কিছু তোমার শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কার।
সত্য সত্য সত্য ভক্তিযোগ অবতার॥
স্বর্ণ মুক্তা হীরা কাঁসা রুদ্রাক্ষাদিরূপে।
নববিধ ভক্তি ধরিয়াছ নিজ সুখে॥ (ভাগবত)

তখন নিতাই বলিলেন, "আমি ছিলাম সন্ন্যাসী, তুমিই আমাকে গৃহী করিলে, সুতরাং লোকে আমাকে দেখিয়া হাস্য করে।"

কোন্ বা ব্যক্তব্য প্রভু আছে তোমা স্থানে।
কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য দরশনে॥
মন প্রাণ সবারই ঈশ্বর প্রভু তুমি।
তুমি যা করাহ সেইরূপ করি আমি॥
আপনি আমারে প্রভু দণ্ড ধরাইলে।
আপনিই ঘুচাইয়া এ সব করিলে॥ (ভাগবত)

প্রভু নিত্যানন্দকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "শঙ্কর যেমন নাগভূষণ ধারণ করিয়া অনন্ত জীবনের পরিচয় প্রদান করেন, তুমিও তদ্রূপ তোমার দেহে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ নমস্কারাদি নববিধ ভক্তিরূপ অলঙ্কার ধারণ করিয়া নন্দগোষ্ঠী ও বৃন্দাবনরসের পরিচয় দিতেছ। তোমার যে সকল সঙ্গী তোমার সঙ্গে নৃত্য করিয়া বেড়ায়, তাহারা গোপবালক। গোপবালকের জপ তপ শোভা পাইবে কেন?"

নিমাইকর্ত্তৃক সমাশ্বাসিত নিত্যানন্দ বড় প্রীতি অনুভব করিলেন। তিনি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবকে দেখাইলেন যে, ইহা বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরোধী নহে।

অতঃপর প্রভু নিজ বাসায় গমন করিলেন ও নিত্যানন্দ জগন্নাথ-

দেবকে দর্শন করিয়া গদাধরের বাসায় গমন করিলেন। নিতাই গদাধরের গোপীনাথদেবের জন্য কিছু উত্তম সূক্ষ্ম তণ্ডুল ও একখানি লালবস্ত্র আনিয়াছেন। গদাধর নিত্যানন্দকে নিমন্ত্রণ করিলেন। দৈবে মৃত্তিকায় কতকগুলি শাক জন্মিয়াছিল, তাহা পাক করিলেন, আর কচি তেঁতুলপত্র বণ্টন করিয়া লবণ ও জলসংযোগে রন্ধন করিলেন। উভয়েরই ইচ্ছা হইল, প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু সাহস হইল না। তখন গৌরচন্দ্র ভক্তের অন্তরের ভাব অবগত হইয়া স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। "গদাধর, গদাধর" বলিয়া ডাকিবামাত্র গদাধর আসিয়া চরণ বন্দনা করিলেন। তখন প্রভু কহিলেন, "নিত্যানন্দের দ্রব্য, গোপীনাথের প্রসাদ, ও তোমার রন্ধন, ইহাতে আমার অংশ আছে।" এই বলিয়া তিন জনে পরমানন্দে ভোজন করিলেন।

নীলাচলের ভক্তগণ এবার বহুকষ্টে আগমন করিলেন, কারণ হিন্দু মুসলমান বিরোধে পুনরায় পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এবার ভক্তগণের সঙ্গে প্রভুর বাড়ী রক্ষাকর্ত্তা দামোদর পণ্ডিত আসিয়াছেন। সকলের সহিত স্নেহ সম্ভাষণ হইয়া গেলে, প্রভু দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দামোদর! জননীর ত কৃষ্ণভক্তি আছে?"

দামোদর উচিত বক্তা ছিলেন। তিনি কাহারও অন্যায় কথা শুনিলে ক্রুদ্ধ হইতেন। প্রভুর মুখে মাতার কৃষ্ণভক্তি আছে কি না এই প্রশ্ন শুনিয়াই দামোদর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "প্রভো! মাতার কৃষ্ণভক্তি আছে কি না এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে তোমার লজ্জা বোধ হইল না? অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার প্রভৃতি বিষ্ণুভক্তি বিকার তাঁহাতে যথেষ্ট আছে। এই সকল বিকারের বিরাম তাঁহার দেহে আদৌ নাই। তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই কৃষ্ণনাম বিরাজ করিতেছে।" এই বলিয়াই দামোদর ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না। তিনি পুনরায় কহিলেন, "গোঁসাই! তোমার যে এই কৃষ্ণভক্তি,

তাহাও এই জগজ্জননী শচীদেবীর কৃপায়।" তখন নিমাই উঠিয়া দামোদরকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,

"আজ দামোদর তুমি আমারে কিনিলা।
মনের বৃত্তান্ত সব আমারে বলিলা॥
যত কিছু কৃষ্ণভক্তি সম্পত্তি আমার।
জননী প্রসাদে সব দ্বিধা নাই আর॥" ভাগবত।

অতঃপর গৌরাঙ্গ নবদ্বীপভক্তগণের প্রত্যেকের শারীরিক ও পারিবারিক অবস্থা জিজ্ঞাসিলেন। প্রভু যাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করেন, তিনিই বুঝিতে পারেন, প্রভু দিবানিশি তাঁহারই চিন্তা করিয়া থাকেন। সুতরাং সকলেই ভাবেন, প্রভুর মত আত্মীয় তাঁহার আর ত্রিজগতে নাই। যাঁহারা নীলাচলে না আসিয়াছেন, প্রভু তাঁহাদেরও সংবাদ লইয়া থাকেন। তাঁহারা গৃহে বসিয়া উহা শ্রবণ করেন ও জানিতে পারেন, প্রভু তাঁহাদিগকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিয়া থাকেন না।

প্রভু এবার ভক্তগণকে রথদর্শন করিয়াই প্রত্যাবৃত্ত হইতে কহিলেন; আরও বলিলেন, "আমি বিজয়া দশমীর দিবস এখান হইতে যাত্রা করিয়া বৃন্দাবনধামে গমন করিব। যাইবার কালে গৌড়ে জননী ও গঙ্গাদেবীকে দর্শন করিয়া যাইব।" ভক্তগণ ইহাতে মহানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। প্রভু পাঁচ বৎসর পরে দেশে যাইবেন, মায়ের ধন মায়ের নিকট যাইবেন, সুতরাং সকলেই আনন্দে বিহ্বল হইলেন।

ভক্তগণের রথদর্শনান্তে বাটী প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে অদ্বৈত তাঁহাদিগকে লইয়া কহিলেন; "সকলে কৃষ্ণকীর্ত্তন করে, এস আমরা সকলে গৌরকীর্ত্তন করি।" এই বলিয়া একটী গান বাঁধিলেন। কিন্তু ঘরে বসিয়া গাহিয়া কোন ফল নাই, প্রভুকে শুনাইয়া গাইতে হইবে। কিন্তু প্রভু তাহা করিতে দিবেন কেন? একজন ব্রাহ্মণকন্যা তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল, সেই দুঃখে প্রভু গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া-

ছিলেন; প্রভু সহজ অবস্থায় অতি দীন, সুতরাং তাঁহার প্রতি ভগবদ্ভাব আরোপ করিয়া গান গাহিলে, বোধ হয়, তিনি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিবেন।

যাহা হউক অদ্বৈত অনেক বিবেচনা করিয়া একটি পদ রচনা করিলেন,—

"শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা সাগর।
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর॥"

সন্ন্যাসিমাত্রেই নারায়ণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন, সুতরাং শ্রীচৈতন্যকে নারায়ণ বলায় কোন দোষ হয় নাই, ইহাতে প্রভুকে ভগবান্ বলা হয় নাই, সুতরাং ইহাতে তাঁহার ক্রোধোদ্রেক হইবার কথা নহে। উপরি উক্ত পদ গাহিবামাত্র আনন্দের তরঙ্গ উঠিল, সুতরাং গৌরকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া প্রভু যে ক্রুদ্ধ হইতে পারেন, এ ধারণা সকলের মন হইতে তিরোহিত হইল। তখন সকলে নির্ভয়ে গৌরগুণ গান করিতে লাগিলেন। সেই গানের মর্ম্ম এই যে, "হে হরি! তুমি গোলোকবিহারী হইয়াও জীব-উদ্ধারের জন্য গোলোক ত্যাগ করিয়া ভূমণ্ডলে কৃষ্ণ-চৈতন্য নাম গ্রহণ পূর্ব্বক বিরাজ করিতেছ, তোমাকে নমস্কার।" ভক্তগণ গান গাহিতে গাহিতে ও নৃত্য করিতে করিতে উন্মত্তবৎ চলিতেছেন। সেই দুই শত লোককণ্ঠনিঃসৃত গীতধ্বনিতে জগৎ প্রপূরিত হইল। প্রভু বাসায় বসিয়া সেই গীতধ্বনি শ্রবণ করিলেন। প্রভু তখন ভক্তগণের কীর্ত্তনানন্দে যোগদান করিবার জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। প্রভুকে দেখিয়া উন্মত্ত ভক্তগণ আরও উন্মাদ হইয়া উঠিল, তখন অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক প্রভুকে দেখাইয়া গাইতে লাগিল, "তুমি কৃষ্ণ, তোমাকে নমস্কার; তুমি কৃষ্ণ, তোমার জয় হউক।" কৃষ্ণকীর্ত্তন ভাবিয়া প্রভু দৌড়িয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু যখন ব্যাপার বুঝিলেন, তখন অবনত মস্তকে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রভুর অবনত মস্তক ও মলিন বদন নিরীক্ষণ করিয়াই ভক্তগণ মনে ব্যথা পাইলেন। গাঢ় কৃষ্ণমেঘ সূর্য্যদেবকে আবৃত করিলে যেমন জগৎ অন্ধকারাবৃত হয়, প্রভুর মলিন বদন দর্শন করিয়াই সকল ভক্তের বদন মলিনভাব ধারণ করিল। গান তখনই থামিয়া গেল। তাঁহারা প্রভুর নিমিত্ত ভীত হইয়া তাঁহার বাসায় গেলেন। অদ্বৈত অবশ্য সর্ব্বাগ্রে চলিলেন। শ্রীবাসাদি তৎপশ্চাৎ গমন করিলেন। দ্বাররক্ষক গোবিন্দকে দেখিয়া অদ্বৈত জিজ্ঞাসিলেন, "প্রভু কোথায়?" গোবিন্দ কহিল, "তিনি বাসায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক শয্যাদেশে মুদ্রিত-নয়নে শয়ন করিয়া আছেন।" এই সংবাদ আরও ভয়ের কারণ ভাবিয়া তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা দিবার জন্য গোবিন্দকে কহিলেন। গোবিন্দ প্রভুকে জানাইলে, তিনি তাঁহাদিগকে আসিবার অনুমতি দিলেন।

ভক্তগণ প্রভুর পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলে গৌরচন্দ্র উঠিয়া বসিলেন এবং সম্মানাস্পদ অদ্বৈতকে কিছু না বলিয়া শ্রীবাসকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "আজি এ তোমরা কি কীর্ত্তি বাহির করিলে, পণ্ডিত?" প্রভুর অন্তর বুঝিয়া ও কোন ভয়ের কারণ নাই দেখিয়া শ্রীবাস স্বাভাবিক ভক্তিগদ্গদভাবে কহিলেন, "প্রভো! কি অকীর্ত্তি করিলাম, বলুন।" প্রভু তখন একটু ক্রোধসহকারে কহিলেন, "কৃষ্ণকীর্ত্তন রাখিয়া তোমরা ও কি আরম্ভ করিয়াছিলে? ইহার পরিণাম তোমাদের ও আমার সর্ব্বনাশ। অগ্রে লোকের উপহাসাস্পদ হইবে ও তৎপরে পরকাল নষ্ট হইবে।" প্রভু গালি দিবেন, কি প্রহার করিবেন, এ ভয় ভক্তগণের নাই। তাঁহাদের ভয়, পাছে প্রভু মনে ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া নীলাচল ত্যাগ করেন। কিন্তু সে ভাবের কোন লক্ষণ না দেখিয়া শ্রীবাস দম্ভের সহিত বলিলেন, "তুমি প্রভু, আমরা তোমার অধীন, সুতরাং আমরা যাহা বলি কিম্বা করি তাহার কারণই ত তুমি!" প্রভু পুনরায় ক্রোধসহকারে বলিলেন, "করিলে তোমরা, আর অপরাধী বুঝি আমি?" ইতিমধ্যে ভগবানের

ইচ্ছায় বহুতর লোক প্রভুর দ্বারে দাঁড়াইয়া "জয় কৃষ্ণ-চৈতন্য" বলিয়া গৌর-কীর্ত্তিন আরম্ভ করিল। তখন শ্রীবাস অবসর বুঝিয়া কহিলেন, "প্রভো! আমরা তোমার দাস, আমাদিগকে যাহা বলিলে, তাহাই যেন করিলাম, কিন্তু এই শত সহস্র লোকের মুখ কি করিয়া বন্ধ করিবে?" তখন প্রভু উত্তর করিলেন, "পণ্ডিত, তুমি কৃষ্ণের দাস, তোমার ক্ষমতা অপার, তুমি নিজশক্তিবলে ইহাদিগকে আনিয়া আমাকে নিরুত্তর করিলে।"

শ্রীবাস কহিলেন, "প্রভো, তুমি ঘরে লুকাও, আর বাহিরে প্রকাশ হও, এ তোমার কি রীতি? কত শত সহস্র লোক তোমাকে না দেখিয়াও যে ভগবান্ বলিয়া পূজা করে, তাহাদের কি আমরা শিক্ষা দিয়া থাকি?"

এই সময়ে বাস্তবিকই গৌরাঙ্গের নাম ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। আর সার্ব্বভৌমের ন্যায় দেশবিখ্যাত পণ্ডিত কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধ হইয়াছেন, এই কথা যখন রাষ্ট্র হইল, তখন কেহ কেহ তাঁহার প্রতি ভক্তিযুক্ত হইলেন। আবার কেহ কেহ বা তাঁহার ভগবত্ত্বায় বিশ্বাস করিলেন না। বারানসীর সর্ব্বপ্রধান সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী দশ সহস্র সন্ন্যাসী ও শিষ্য সহ কাশীতে বিরাজ করেন। তিনি সার্ব্বভৌমের গৌরভক্তি শ্রবণ করিয়া গৌরাঙ্গকে নীলাচলযাত্রী জনৈক ব্যক্তিদ্বারা এক শ্লোক রচনা করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই শ্লোকের মর্ম্ম এই,

"যে স্থানে মণিকর্ণিকা ও পাপনাশিনী মন্দাকিনী দীর্ঘিকা, ও যে স্থানে স্বয়ং মহাদেব তারকমোক্ষপ্রদ, দেবগণের অগ্রবর্ত্তী, নির্ব্বাণপথস্থিত রত্ন প্রদান করেন, মূঢ়গণ, সেই প্রকৃত রত্ন ত্যাগ করিয়া, পশুরা যেমন মৃগতৃষ্ণিকায় ধাবিত হয়, তদ্রূপ প্রত্যাশায় অন্যদিকে ধাবিত হয়।"

প্রভু পত্র পাঠ করিয়া সুখ পাইলেন না, তথাপি প্রকাশানন্দের সম্মান-রক্ষার্থে সেই যাত্রীর হস্তে একটী শ্লোক রচনা করিয়া পাঠাইলেন। তাহার মর্ম্ম এই,

"মণিকর্ণিকা ভগবানের ঘর্ম্মজল ও ভাগীরথী ভগবানের চরণ-বারি ও কাশীপতি স্বয়ং বিশ্বনাথ যাঁহাতে বিলীন হইয়া ভজনা করিতেন এবং বারাণসী যাহার নাম নিস্তারকতারক, সেই কৃষ্ণের চরণ নির্ব্বাণপ্রদ, অতএব হে সখে! তাঁহাকেই ভজনা কর।"

এই শ্লোক পাঠ করিয়াই প্রকাশানন্দ বিরক্ত হইলেন, এবং কটুভাবে আর একটী শ্লোক রচনা করিয়া প্রেরণ করেন, কিন্তু গৌরাঙ্গ আর তাহার উত্তর প্রদান করেন নাই।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রভুর নবদ্বীপযাত্রা।

বিজয়া দশমী আগতপ্রায়। প্রভু, জননী ও ভক্তগণের জন্য নানাবিধ প্রসাদ সংগ্রহে আদেশ দিলেন। রামানন্দ, সার্ব্বভৌম ও রাজা প্রভুর বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিবেন না ভাবিয়া দুঃখার্ণবে মগ্ন হইয়াছেন। নীলাচলবাসি-আবালবৃদ্ধবনিতা গৌড়ীয় ভক্তগণের ন্যায় স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রভুর সঙ্গে যাইবে স্থির করিয়াছে; কেবল গৃহী ও যাহাদের জগন্নাথের সেবা আছে তাহারাই, প্রভুর সহিত যাইতে অসমর্থতাপ্রযুক্ত, বিষণ্ণ। গদাধর নীলাচলে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে গোপীনাথের দৈনিক সেবা করিতে হইবে, সুতরাং তিনি নীলাচল ত্যাগ করিতে পারেন না। স্বয়ং নিমাই তাঁহাকে বারংবার নিষেধ করিলেও তিনি প্রাণনাথবিহনে জীবনধারণে অসমর্থ, একারণ তাঁহার সহিত গমনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। ফলকথা যাঁহাদের নিমাই-অনুসরণে বাধা নাই, তাঁহারা গৌরশূন্য নীলাচলে বাস করিতে ইচ্ছুক নহেন। যে সকল নবদ্বীপবাসী ভক্ত গৌরের সহিত নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও চলিলেন।

প্রভু স্থির করিয়াছেন, নীলাচল হইতে যাত্রাকালে নিজের বাসা হইতে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীমন্দিরে গমন করিবেন, স্বরূপ গান গাহিবে। আবার মন্দির হইতে নৃত্য করিতে করিতে দেশাভিমুখে গমন করিবেন।

প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রভু মন্দির-গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ভক্তগণ একে একে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু গায়ক স্বরূপকে প্রভু দেখিতে পাইলেন না। স্বরূপের অনুপস্থিতিবশতঃ তিনি কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিষণ্ণমনে মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। তিনি সিংহদ্বারে গিয়া স্বরূপের জন্য অপেক্ষা করিলেন, মনে আশা, স্বরূপ আসিলে সিংহদ্বার হইতে মন্দিরের অভ্যন্তরে নৃত্য করিতে করিতে যাইবেন। স্বরূপের গৌণ দেখিয়া প্রভুর উৎকণ্ঠা হইল। বহুক্ষণ পরে স্বরূপ আসিলেন। প্রভু জগন্নাথ দেবের আজ্ঞা লইবার জন্য মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন স্বরূপ প্রভৃতি ভক্তগণ নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

মন্দিরাভ্যন্তরে সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে জগন্নাথ দেবের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। সেবাইতগণ আজ্ঞামাল্য দান করিলে সকলে কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে স্বদেশাভিমুখে গমন করিলেন। যে প্রভু স্নান যাত্রার পর পোনর দিন শ্রীমুখ দর্শন করিতে না পারিয়া জগন্নাথ-বিরহে মৃতপ্রায় হইতেন, সেই প্রভু এক্ষণে হৃদ্‌কমলে বৃন্দাবনচন্দ্রকে স্থাপিত করিয়া "বৃন্দাবন, বৃন্দাবন" বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। প্রভু-বিরহে নীলাচলে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। আবালবৃদ্ধবনিতা নীলাচলবাসিগণ ক্রন্দন করিতে করিতে এবং কেহ বা হরিবোল দিতে দিতে প্রভুর অনুসরণ করিলেন। প্রভু, গদাধর, কাশীমিশ্র ও অন্যান্য সকলকে অতি করুণস্বরে সঙ্গপরিত্যাগ করিতে কহিলেন। কাশীমিশ্র ব্যতিরেকে আর কেহই সে আজ্ঞা গ্রহণ করিলেন না।

প্রভু গমন করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইলেন। কখন দ্রুত-গতিতে যাইতেছেন, কখন মন্থরগতি অবলম্বন করিতেছেন, কখন বা পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিপথে গমন করিতেছেন। এইরূপে কতক লোক প্রভুকে হারাইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া রোদন করিতে লাগিল। রামানন্দ

কখন ভ্রমণ-ক্লেশ সহ্য করেন নাই, সুতরাং তিনি দোলায় আরোহণ-পূর্ব্বক প্রভুর অনুগমন করিতেছেন। প্রভু হাঁটিয়া গমন করিতেছেন, এ কারণ তিনি প্রভুর বহু পশ্চাতে আগমন করিতেছেন। প্রভু গদাধরকে পুনঃ পুনঃ গোপীনাথ ত্যাগ করিয়া যাইতে নিষেধ করিতেছেন, এজন্য তিনিও প্রভুর বহু পশ্চাতে চলিলেন।

রাধাভাবে বিভাবিত গৌরসুন্দর চলিতেছেন। বাহ্যজগতের সহিত তাঁহার আর কোন সম্বন্ধ নাই। একাগ্রচিত্তে ও উন্নমিতনয়নে গমন করিতে করিতে পথিপার্শ্বে বৃক্ষোপরি শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া আছেন বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। অমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া সেই বৃক্ষের ডাল ধরিয়া তদুপরি উঠিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া ডাল ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলেন। অতঃপর বৃক্ষান্তরে দৃষ্টি পতিত হইলে তদুপরি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া উহাই ধরিতে চলিলেন। এরূপে যতই তাঁহার বোধ হইল, যে কৃষ্ণ তাঁহাকে ধরা দিবেন না বলিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যাইতেছেন, তিনি ততই বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন করিতেছেন। কাহাকেও বা তিনি চুম্বন করিতেছেন এবং কাহাকেও বা আলিঙ্গন করিতেছেন। এইরূপ করিতে করিতে হঠাৎ প্রভু একবার কৃষ্ণকে দুইস্থানে দর্শন করিলেন। তখন একটু বিস্মিত হইয়া প্রভু অন্যস্থানে দৃষ্টিপাত করিলে সেখানেও কৃষ্ণকে দেখিলেন, এজন্য কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তিনি যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, সেই দিকেই কৃষ্ণ দেখিলেন। স্থলে কৃষ্ণ, জলে কৃষ্ণ, আকাশে কৃষ্ণ, বৃক্ষে কৃষ্ণ, সর্ব্বত্রই কৃষ্ণ। ফলতঃ তিনি তখন জগৎ কৃষ্ণময় দেখিলেন। তখন একটু বাহ্য জ্ঞান পাইয়া ভক্তগণকে কহিলেন, "দেখ, দেখ, শ্রীকৃষ্ণকে দেখ, তিনি জগৎময়।" তিনি স্বয়ং রাধিকাভাবে এমন বিভোর হইয়াছেন, যে জগৎ-সংসারে কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই দেখিলেন না।

ক্রমে প্রভু শান্ত হইলেন। বাণীনাথের সুবন্দোবস্তে যেখানে যেখানে

প্রভুর বিশ্রাম করিবার কথা, সেই সেই স্থানে দ্রুতগামী দূত দ্বারা প্রচুর পরিমাণে সদ্যঃপক্ক মহাপ্রসাদ প্রস্তুত রহিয়াছে। রামানন্দ রায়ও প্রভুর জন্য বিশ্রামস্থানে নূতন নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রভু তন্মধ্যেই বিশ্রাম করিতেছেন। প্রতি বিশ্রামস্থানে রামানন্দ রায় দোলা হইতে অবতরণপূর্ব্বক প্রভুর সহিত কৃষ্ণকথায় সময় অতিবাহিত করেন। প্রভু চলিতে আরম্ভ করিলে রামানন্দ আবার দোলাযানে প্রভুর অনুসরণ করেন।

প্রভু ভুবনেশ্বর দর্শন করিয়া গমন করিতে করিতে অদূরে নদীতীরে একখানি সুন্দর নূতন গৃহ দেখিয়া বুঝিলেন, উহা রাম রায় নির্ম্মিত। প্রভু এই নদীতীরস্থিত বাসস্থান অবলোকনপূর্ব্বক আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। তখন তিনি পরমানন্দ পুরীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "আপনারা অগ্রগামী হইয়া কটকের গোপীনাথের মন্দিরে আমার প্রতীক্ষা করিবেন। আমি এখানে একটু বিশ্রাম করিয়া গমন করিব।" সুতরাং ভক্তগণ নদী পার হইয়া গমন করিলেন।

প্রভু যদিও প্রতি বিশ্রামস্থানে রামরায়ের সহিত কৃষ্ণকথারূপ রসাস্বাদনে তৃপ্তি লাভ করিতেছেন, তথাপি তিনি রামরায়কে প্রতিনিবৃত্ত হইতে কহিতেছেন। রামরায় ক্রন্দন করিয়া আর একটু অগ্রসর হইবার অনুমতি লইতেছেন।

ভক্তগণ কটকে গোপীনাথের মন্দিরে উপনীত হইলেন। সেখানে কোন ব্রাহ্মণ পুরী ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভুকেও স্বপ্নেশ্বর নামক কোন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিলেন। অবশিষ্ট ভক্তগণকে রামরায় নিজবাটীতে ভোজন করাইলেন। রামরায়ের বাগানে প্রকাণ্ড এক বকুল বৃক্ষ আছে, প্রভু ভোজনসমাপনান্তে সেই বকুলবৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। রামরায় অতঃপর রাজার নিকট গমন করিলেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে প্রভুর আগমনবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া প্রভু-সন্দর্শনে প্রস্তুত ছিলেন।

তিনি রামরায়ের পরামর্শমত তদীয় রাজবেশে প্রভুর সহিত দেখা করিলেন। রাজা দূর হইতে প্রভুর শ্রীমুখমণ্ডল দর্শন করিলেন। কিন্তু দর্শনপিপাসা মিটিল না। এজন্য তাঁহার নয়ন দিয়া ধারা প্রবাহিত হইয়া দৃষ্টিশক্তি রোধ করিল। রাজা এ কারণ রামরায়কে অবলম্বন করিয়াও স্খলিতপদে গমন করিতে করিতে মুকুটশোভিত-মস্তকে প্রভুর চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন। প্রেমার্দ্র প্রভু রাজাকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, রাজাও আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রভু সত্বরই বৃন্দাবন দর্শনপূর্ব্বক নীলাচলে আগমন করিবেন, এই আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া শান্তচিত্তে রাজা প্রভু-সকাশে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক বহির্গত হইলেন। অনন্তর তিনি প্রধান দুইজন মন্ত্রীর প্রতি আদেশ করিলেন, "তোমরা দুই জন প্রভুর সঙ্গে গমন করিয়া যাহাতে তাঁহার কোনরূপ অসুবিধা না হয়, তাহাই করিবে।" এতদ্ভিন্ন পথে প্রধান প্রধান আচার্য্যগণকে ঐরূপ পত্র প্রেরণ করিলেন। রাজার এতাদৃশ সতর্কতা দেখিয়া সার্ব্বভৌম কহিলেন, "মহারাজ! এই প্রীতিজনক কার্য্যগুলি হাস্যজনক হইয়া উঠিতেছে, কারণ যিনি ভগবান্, তাঁহার আবার বিপদ্ কি এবং বিপদ্ নিবারণার্থে উপায়েরই বা প্রয়োজন কি?"

প্রভুর জন্য সকলেই ব্যতিব্যস্ত। যাঁহাকে প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছে, লোকে তাঁহার জন্য ব্যতিব্যস্ত না হইয়া পারে না। যে সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু নিজ করুণাগুণেই সকল জীবের রক্ষা সাধন করিতেছেন, অজ্ঞ নর তাঁহারই রক্ষাসাধনবিষয়ে তৎপর। নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি নিজ ক্ষমতাবলে সমগ্র নবদ্বীপবাসীকে হরিনামে উন্মত্ত করিয়াছিলেন, নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে গমনকালে যাঁহার প্রেমে মুগ্ধ ও বিরহ-ভয়ে আকুল হইয়া আবালবৃদ্ধ-বনিতা ক্রন্দনশব্দে গগন বিদীর্ণ করিয়া ধরণী-লুণ্ঠিত হইয়াছিল, আবার নীলাচল হইতে নবদ্বীপ-যাত্রা করিলে

সমগ্র নীলাচলবাসী যাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিল, তাঁহার ক্ষমতা কি অদ্ভুত! গদাধর নীলাচল-পরিত্যাগে নিষিদ্ধ হইলেও যাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহারই অনুগমনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সার্ব্ব-ভৌম জগৎ-প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হইয়াও যাঁহার নিকট বেদব্যাখ্যায় পরাস্ত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, সহস্রাধিক শিষ্যমণ্ডলীপরিবেষ্টিত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত প্রকাশানন্দ যাঁহার অদ্ভুত নৃত্য দেখিয়া প্রেমে উন্মত্ততা-প্রযুক্ত যাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, রামরায় যাঁহার দর্শনমাত্র উন্মত্তবৎ স্বীয় রাজযোগ্য ঐশ্বর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া যাঁহার চির অনুচর হইয়া-ছিলেন, সে ব্যক্তি যে অসীম ক্ষমতা-সম্পন্ন তাহার আর সন্দেহ কি? সূর্য্যদেব পৃথিবীর যে অংশে উদিত হন, তথাকার লোকে উৎসাহ-সম্পন্ন ও হৃষ্টচিত্তে স্বীয় স্বীয় কার্য্যে মনোযোগী হয়, আবার তাঁহার অদর্শনে নিরুৎসাহ, নিরানন্দ ও তন্দ্রাজড়ীভূত লোক যেমন মৃতবৎ নিদ্রাভিভূত হইয়া সময় অতিবাহন করে, তদ্রূপ গৌরচন্দ্র যখন যে দেশে উপনীত হয়েন তত্রত্য অধিবাসিগণ উৎসাহ-পূর্ণ, ভয়শূন্য, আনন্দপরিপূর্ণ হইয়া, পুত্রকলত্রাদি বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে, আবার তাঁহার অন্যত্র গমনকালে বিষণ্নহৃদয়ে ম্রিয়মাণ হইয়া তাঁহারই অনুগমন করে। সর্ব্বলোকহৃদয়দ্রবকারিণী মহাপুরুষের এই শক্তি ঐশ্বরিক ব্যতিরেকে আর কি বলা যাইতে পারে? এই ঐশী শক্তির মাদকতায় যুগে যুগে সমস্ত জগৎ উন্মত্ত হইয়াছে। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, গৌতম স্বীয় যুগের আত্মা ও আদর্শস্বরূপ হইয়া বিশ্বসংসারকে প্রভাবের অগ্নিময় অভিষেকস্নান করাইয়াছিলেন। গৌরাঙ্গের যুগে সেই মহীয়সী ব্রাহ্ম-শক্তির প্লাবনে ভারত মগ্ন হইল। গৌরাঙ্গ তাহার একমাত্র কেন্দ্র, প্রবর্ত্তক ও অবতার।

সার্ব্বভৌমের বাক্যে রাজা আরও প্রেমার্দ্র হইলেন। তখন ক্রন্দন করিতে করিতে পাত্রগণকে আজ্ঞা দিলেন যে, "প্রভু আমার রাজ্যমধ্যে

যেখানে যেখানে স্নান করিবেন, সেখানে সেখানে যেন একটী করিয়া স্তম্ভ নির্ম্মাণ করা হয়। সে তীর্থ স্থান অতি পবিত্র। সেখানে আমি প্রত্যহ স্নান করিব। এবং যদি প্রভুর চরণে মতি থাকে, তবে অন্তিমে সেই স্থানে দেহত্যাগ করিব।"

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রভু নবদ্বীপ-পথে।

শারদীয় জ্যোৎস্নাময়ী নিশা। প্রভু চিত্রোৎপলা নদীতে স্নান করিলেন। স্নানান্তে গজেন্দ্রগমনে প্রভু অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে হস্তিপৃষ্ঠে সন্নিবেশিত শিবির-মধ্য হইতে রাজপরিবারগণ তাঁহাকে দর্শন করিলেন। প্রভু গদাধরকে দেখিয়া পুনরায় প্রবোধদানপূর্ব্বক শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে কহিলেন। গদাধরকে উত্তরদানে বিরত দেখিয়া প্রভু কহিলেন, "তুমি ক্ষেত্র-সন্ন্যাস লইয়া নীলাচল ত্যাগ করিলে পতিত হবে।" গদাধর কহিলেন, "তোমার চরণে আমার মতি থাকিলে আমার কোন বিপদের ভয় হয় না।" প্রভু কহিলেন, "তুমি ইচ্ছা করিয়া পাপ করিবে, আর দোষী হইব আমি? ইহা ভাল কথা নহে। এরূপ কার্য্য করিলে ভগবান্ কখন তাহাকে ক্ষমা করেন না।"

গদাধর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রভুকর্ত্তৃক বারংবার তিরস্কৃত হইয়া তিনি কহিলেন, "আমার পাপে আমার দণ্ড হইবে, আমি তোমাকে দোষ হইতে অব্যাহতি দিলাম। আমি আর তোমার সঙ্গে যাইতেছি না। আমি শচী জননীকে দর্শন করিতে গমন করিতেছি।"

পুরোভাগে কটকের নদী। নদী পার হইবার সময় আসিলে প্রভু গদাধরের হস্ত দুখানি ধারণপূর্ব্বক বাষ্পপূর্ণ নেত্রে তৎপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ

করিয়া কাতরস্বরে কহিলেন, "গদাধর! আমার সুখের জন্য তুমি সর্ব্বত্যাগী হইয়াছ, কিন্তু এখন আর তুমি আমার সুখ অনুসন্ধান করিতেছ না? তুমি যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ, সেই ধর্ম্মে থাকিয়া নিয়মমত কার্য্য করিলে আমি সুখী হই। তুমি অধর্ম্ম করিয়া পতিত হইলে আমি বড় দুঃখিত হইব। তুমি কি শুন নাই যে, ভগবানে নির্ভর করিয়া কুকার্য্য করিলে তিনি উহা কখনই ক্ষমা করেন না? তুমি আমার উপর নির্ভর করিয়া গোপীনাথের সেবাভঙ্গ করিলে যে মহাপাপ হইবে, তাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণ কি জন্য তোমাকে অব্যাহতি দিবেন? সুতরাং একার্য্য ভাল নয়। তুমি প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তোমার প্রতিশ্রুত কার্য্য সম্পন্ন কর, তাহা হইলে আমি সুখী হইব। আর তাহা না করিয়া আমার সঙ্গে গমন করিলে আমি দুঃখ পাইব। অতএব তুমি প্রত্যাবর্ত্তন কর, আর কথা কও ত আমার মাথা খাও। আমি সত্বর আগমন করিব।"

গদাধর তখন মুখ উঠাইয়া প্রভুকে নির্নিমেষনেত্রে অবলোকন করিলেন, যেন নিজ হৃদয়ফলকে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া লইলেন। কিন্তু দুগ্ধের পিপাসা যেমন তক্রদ্বারা প্রশমিত হয় না, তদ্রূপ এই হৃদয়াঙ্কিত মূর্ত্তিদ্বারা গদাধর তৃপ্তিলাভ করিলেন না। প্রভুবিরহে তিনি চেতনাশূন্য হইয়া সেই বালুকাভূমির উপর পতিত হইলেন। সার্ব্বভৌম তাঁহাকে যথাসাধ্য ধরিলেন। তখন প্রভু অবসর বুঝিয়া সার্ব্বভৌমকে বলিলেন, "গদাধর সুস্থ হইলে তাহাকে পুরী লইয়া যাইও।" এই বলিয়া প্রভু সত্বর নৌকারোহণ করিলেন। নৌকা পরপারে উত্তীর্ণ হইলে প্রভু অবতরণপূর্ব্বক আর পশ্চাৎ নিরীক্ষণ না করিয়া দ্রুত চলিতে লাগিলেন। গদাধর চৈতন্য প্রাপ্ত হইলে সার্ব্বভৌমসহ দণ্ডায়মান হইয়া সন্ধ্যার অস্ফুটালোকে যতক্ষণ না প্রভু চক্ষুর্বিষয় অতিক্রম করিলেন, ততক্ষণ দর্শন করিলেন, তৎপরে উভয়ে উভয়কে আশ্রয় করিয়া নীরবে ক্রন্দন করিতে করিতে নীলাচলাভিমুখে গমন করিলেন।

রামরায়ের সহিত চতুর্দ্বারে কৃষ্ণকথায় রজনী যাপন করিয়া প্রভু প্রভাতে স্নান করিলেন। অনন্তর বাণীনাথ-প্রেরিত সদ্যঃপ্রসাদ অন্ন ভোজন করিয়া আবার ভক্তগণ সহ চলিলেন। ভক্তব্যতিরেকেও বহুলোক প্রভুদর্শনার্থে আগমন করিতেছে। প্রথমতঃ রাজার পত্র, দ্বিতীয়তঃ প্রভুর বাসের জন্য এই সকল নূতন গৃহনির্ম্মাণ দর্শন করিয়া লোকে যথাসাধ্য ভেট দ্রব্য লইয়া উপস্থিত হইতেছে। প্রভু ক্রমে যাজপুরে পৌছিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যাজপুরে বহু দেবালয় আছে। প্রভু যখন যাজপুরে পৌছিলেন, তখন তাঁহার আবেশ কিম্বা ভগবদ্‌ভাব আর নাই, সুতরাং তিনি এক্ষণে রসিক পুরুষ। কৃষ্ণচৈতন্যের আগমন হইয়াছে শ্রবণ করিয়া বহু ভদ্রলোক তাঁহাকে দর্শনার্থে আগমন করিলেন। কৃষ্ণচৈতন্যের অনুসন্ধান লইলে স্বয়ং প্রভু পুরী গোঁসাইকে দেখাইয়া কহিলেন, "ইনিই প্রভু, ইঁহাকে আপনারা প্রণাম করুন!" নিমাইয়ের ঈদৃশ ব্যবহারে পুরী গোঁসাই অপ্রতিভ হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন "না না, আমি প্রভু নই, প্রভু ইনি।" এই বলিয়া প্রভুকে দেখাইয়া দিলেন। লোকদিগকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় দেখিয়া প্রভু পুনরায় কহিলেন— "আপনারা ইঁহার কথা শুনিবেন না। ইনিই প্রভু, এই দেখুন, আমি উঁহাকে প্রণাম করি" এই বলিয়া প্রভু তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। প্রভু এইরূপ রঙ্গ করিলেও লোকের অবশ্য কৃষ্ণচৈতন্যকে চিনিয়া লইতে বিলম্ব হইল না।

প্রভু যাজপুর হইতে মঙ্গরাজ ও হরিচন্দনকে বিদায় দিয়া রামানন্দ রায় ও ভক্তগণসহ রেমুনায় আগমন করিলেন। এই স্থান হইতে রামানন্দ প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। প্রভু ও রামরায় একত্র দণ্ডায়মান আছেন, কিন্তু কেহই কোন কথা বলিতে পারিতেছেন না। কাহাকেও কিছু বলিতে হইল না। ঘোর মানসিক বিকারে প্রপীড়িত হইয়া রামরায় মূর্চ্ছিত ও ধরণীতে পতিত হইলেন। বহুমূল্যবস্ত্রাবৃতদেহ, দাসদাসী-

সেবিতাঙ্গ স্বর্ণখোচিত রামরায়ের দেহ ধূলিধূসরিত হইতে দেখিয়া নির্ব্বিকারচিত্ত প্রভুরও হৃদয়ে বিকার উপস্থিত হইল। তিনি রামরায়ের মৃতবৎ অবিচেষ্টমান দেহ ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক ক্রন্দন করিলেন। অতঃপর প্রভু আর অপেক্ষা না করিয়া তাঁহাকে তদবস্থ রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। রামরায়ের বাহকগণ তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

রামরায় কটকে উপস্থিত হইয়াই রাজদর্শনে গমন করিলেন। রাজা রামরায়কে দর্শন করিয়াই স্ত্রীলোকের ন্যায় হাহারবে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "রামরায়! আমাদের সেই অমূল্যরত্ন, হৃদয়াকাশের উজ্জ্বল পূর্ণ শশধরকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া আসিলে?" রামরায় অগ্র হইতেই ক্রন্দন করিতেছিলেন, তিনি সেইরূপ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "মহারাজ! আমি আপনার অন্নে প্রতিপালিত, আপনার সেবক, সুতরাং আপনার ভয়েই প্রভুকে বিদায় দিয়া আসিলাম। আমি সেই হৃদয়নিধির বিরহ সহ্য করিতে অসমর্থ ভাবিয়াই দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম, কিন্তু তাহা হইল না, আমি সশরীরে আপনার সমক্ষে দণ্ডায়মান আছি।"

এদিকে প্রভু রেমুনা হইতে একবারে উড়িষ্যার প্রান্তভাগে আগমন করিয়াছেন। হিন্দু মুসলমানের সমরানল প্রজ্জলিত হওযায় গৌড়ে যাইবার সকল পথই বন্ধ। এই স্থান হইতে একটি নদী পার হইয়া গৌড়ে যাইতে হয়। ওপারে মুসলমান ঘাটরক্ষক, তাহারা অতি ভয়ঙ্কর। উড়িষ্যারাজের অধীন তত্রত্য কর্ম্মচারী প্রভুপদে প্রণাম করিয়া সন্ধিস্থাপন পূর্ব্বক প্রভুর গমনের সুবিধা করিয়া দিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতে বলিল। কিন্তু প্রভুর আগমনে সে স্থানে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হইল। কৃষ্ণচৈতন্যকে দেখিয়া সেই লক্ষ লক্ষ লোকমুখে হরিধ্বনি উত্থিত হইল। এই গগনভেদী হরিধ্বনিকে যুদ্ধশব্দ ও লক্ষ লক্ষ লোকসমাগমকে নূতন সৈন্যসমাবেশ মনে করিয়া অপর

সীমার মুসলমান অধিকারী ব্যাপার অবগত হইবার জন্য জনৈক গুপ্তচর পাঠাইল।

গুপ্তচর হিন্দুবেশ ধারণপূর্ব্বক সেই লোকসমুদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সে যে দিকে গমন করে, সেই দিকেই কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত জনবর্গের হৃদয়-নিঃসৃত হরিধ্বনি ও উন্মত্তবৎ নৃত্য দর্শন করিল। সে যে স্থানেই গমন করিল, সেই স্থানেই ভক্তিতরঙ্গ প্রবাহিত হইতে দেখিয়া নিজেও অভিভূত হইল। চতুর্দ্দিকেই ভক্তিতরঙ্গ প্রবাহিত হইতে দেখিয়া তাঁহারও হৃদয়-মধ্য হইতে তড়িৎবৎ তরঙ্গ প্রবাহিত হইল, সে তখন সমস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। ক্রমে সে ব্যক্তি প্রভুসন্নিধানে উপনীত হইল। তখন সে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়াছে, সুতরাং উত্তোলিতহস্তে হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। এই অবস্থায় সে ব্যক্তি অধিকারীর নিকট উপস্থিত হইল। তাহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই, কেবল মধুর হরিবোলে মাতিয়া সে কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন, কখন নৃত্য করিতেছে, কখন বা মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতেছে। মুসলমান অধিকারী চরের মুখে হরিনাম শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইল। তথাপি অধিকারী বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "তুমি হিন্দুদিগের মধ্যে গমন করিয়া কি কি দেখিলে?" চর আপাততঃ কোন উত্তর দিতে সমর্থ হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে শান্ত হইলে সে কহিল, "আমি গিয়া লোকসমুদ্র দেখিলাম বটে, কিন্তু তাহারা সকলেই উন্মত্ত, সকলেরই মুখে গগনভেদী হরিবোলধ্বনি। তৎপরে যাঁহার নিকট গমন করিলাম, দেখিলাম, তিনি মনুষ্য নহেন, তিনি হিন্দু মুসলমান সকলেরই সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার রূপের তুলনা নাই, সুবর্ণের ন্যায় বর্ণ, কর্ণায়তলোচন দিয়া যে ধারা পড়িতেছে, তাহা দর্শন করিলে সকলেরই বোধ হয় যেন তাঁহারই নয়ন দিয়া জীবসমূহের হৃদয় গলিয়া নির্গত হইতেছে। তাঁহার দর্শনে যে আনন্দ, সে আনন্দ প্রাপ্তির জন্য জীব পৃথিবীর সমস্ত পদার্থই অবলীলাক্রমে ত্যাগ করিতে পারে।" চরের বাক্য

শ্রবণ করিয়া অধিকারীর হৃদয়েও অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদ্রেক হইল। সুতরাং সেই মুসলমান অধিকারীও প্রভুকে দেখিবার জন্য অস্থির হইল। তখন সে জন কয়েক চর তত্রত্য উড়িষ্যার অধিকারীর নিকট প্রেরণ করিয়া প্রভু দর্শনের অভিলাষ জ্ঞাপন করিল। বিধর্ম্মী মুসলমানহৃদয়ে প্রভু দর্শনের ইচ্ছা শ্রবণ করিয়া উড়িষ্যার অধিকারী বড়ই বিস্মিত হইলেন। কিন্তু সে পরক্ষণেই প্রভুর এই অপার মহিমা অনুধাবন পূর্ব্বক ভাবিলেন, ইহাও নিশ্চয় প্রভুর কার্য্য। তখন তিনি চরগণকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, নিরস্ত্র পাঁচ সাত জন অনুচরসহ তিনি স্বচ্ছন্দে আসিয়া প্রভুদর্শন করিতে পারেন। প্রভু সকলেরই; কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টিয়ান সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকই তাঁহার সৃষ্ট, সুতরাং সকলেরই তাঁহাকে দেখিবার অধিকার আছে।"

চরগণমুখে উড়িষ্যা অধিকারীর বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মুসলমান অধিকারী নিরস্ত্র সপ্ত রক্ষক-সমভিব্যাহারে আগত হইলে উড়িষ্যার অধিকারী সহাস্যে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল। অনন্তর তাহাকে সঙ্গে লইয়া প্রভুর নিকট গমন করিতেছেন, এমন সময়ে মুসলমান অধিকারী দূর হইতে প্রভুর দর্শন প্রাপ্ত হইয়া অবশাঙ্গে ধরণীতে পতিত হইল। উড়িষ্যা অধিকারী তাঁহাকে যত্ন-সহকারে উঠাইয়া প্রভু সন্নিধানে লইয়া গেলেন। প্রভুকে দেখিবামাত্র মুসলমান অধিকারী স্বতঃ প্রবর্ত্তিত হইয়াই হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। এই অবধি তাহার মুখে হরিনাম লাগিয়া গেল। প্রভুর কৃপাদৃষ্টি পাইয়া মুসলমান অধিকারীর সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল ও নয়ননীর প্রবাহিত হইতে লাগিল।

গোপীনাথ মুসলমান অধিকারীকে প্রভুর গৌড় গমনের সহায়তা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তখন সে কৃতজ্ঞতাসহকারে নূতন একখানি নৌকায় প্রভু ও তাঁহার গণ ও অপর দশখানি নৌকায় অপরাপর লোক ও মুসলমান অধিকারী স্বয়ং সৈন্য সমভিব্যাহারে প্রভুকে লইয়া মন্ত্রেশ্বর নদ পার করাইয়া পিচ্ছলদহে উপনীত হইল।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রভু নবদ্বীপে।

মুসলমান অধিকারী পিচ্ছলদহে প্রভুদত্ত মহাপ্রসাদ খাইয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিয়া ক্রন্দন করিলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রভুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় অধিকারে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। প্রভুও তথা হইতে নৌকা সহযোগে পানিহাটী গ্রামে উপনীত হইলেন। জীবোদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প গৌরাঙ্গের আকর্ষণে গঙ্গাতীরে বহু লোকসমাগম হইয়াছে। প্রভু সে রাত্রি রাঘবের বাটী যাপন করিয়া পরদিবস পুনরায় প্রত্যূষেই নৌযানে গমন করিতে লাগিলেন। গঙ্গার উভয় কূল লোকপূর্ণ দেখিয়া নিরপেক্ষ প্রভু মধ্যগঙ্গা বাহিয়া চলিয়াছেন। দর্শনপ্রার্থী লোকদিগকে দর্শন দিবার জন্য প্রভু নৌকার বহির্ভাগে উপবিষ্ট আছেন, কখন বা তাহাদিগের তৃপ্ত্যর্থে নৌকার উপর দণ্ডায়মান হইয়া বাহু তুলিয়া হরিবোল দিতেছেন। অমনি উভয় কূল হইতে লক্ষ লক্ষ লোকের সমকালে কণ্ঠনিঃসৃত মধুর হরিবোলধ্বনি গগন বিদীর্ণ করিতেছে।

এইরূপে প্রভু কুমারহট্ট গ্রামে উপনীত হইলেন। নবদ্বীপে যে শ্রীবাসের বাটী প্রভুর প্রথম লীলাস্থান ছিল, যাহার একমাত্র পুত্রবিয়োগকালে নৃত্যপর প্রভুর পাছে নৃত্যভঙ্গ হয়, এই ভয়ে যে নিজ পরিবার ও আত্মীয় স্বজনকে দেহ বিসর্জ্জনরূপ ভীতি প্রদর্শন করিয়া ক্রন্দনে বিরত

করাইয়াছিলেন, সেই শ্রীবাসের কুমারহট্ট বাটিতে প্রভু গমন করিলেন। বহুদিবসের পর প্রভুকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীবাস, শ্রীবাসগৃহিণী মালিনী, তাঁহার তিন ভ্রাতা শ্রীরাম, শ্রীকান্ত, ও শ্রীনিধি প্রভৃতি পরিবারবর্গের যে আনন্দোদ্রেক হইল, তাহা অনির্ব্বচনীয়। প্রভু গণসহ শ্রীবাস মন্দিরে রহিলেন, জগদানন্দ ইত্যবকাশে শিবানন্দকে প্রভুর আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে চলিলেন।

এই শিবানন্দ প্রতিবৎসর প্রভুদর্শনার্থী নীলাচল-যাত্রীদিগের পাথেয় সরবরাহ করিতেন। ইনি গৌরগত-প্রাণ ছিলেন। প্রভু অতি সত্বরই গৌড়ে আগমন করিবেন, জ্ঞাত হইয়া প্রভুর অতিপ্রিয় আহারীয়বস্তু সমুদায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মনে আশা করিয়াছিলেন, প্রভু আগমন করিলে তাঁহাকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইবেন। কিন্তু শীতের পূর্ব্বে প্রভুর আগমন হইল না। রামানন্দ রায় নানা সাধ্য সাধনা দ্বারা তাঁহাকে সে সময়ে গৌড়ে আসিতে দেন নাই। শিবানন্দ প্রভুর জন্য সংগৃহীত দ্রব্যাদির নিমিত্ত বড়ই বিষণ্ণ হইলে নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী নামে জনৈক গৌরভক্ত তাঁহাকে আশ্বাসদান করিয়া সেই সকল দ্রব্য রন্ধন করিতে আদেশ দিলেন, কহিলেন, তিনি তপোবলে গৌরচন্দ্রকে সেই সকল দ্রব্য আহার করাইবেন। ভোগ প্রদত্ত হইলে ব্রহ্মচারী ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। তৎপরে ক্ষণেক হাস্য, ক্ষণেক রোদন ও ক্ষণেক নৃত্য করিয়া কহিলেন, "প্রভু আহার করিয়া গেলেন।" শিবানন্দের অবশ্য অদৃশ্য গৌরাঙ্গের আহার বিষয়ে বড় আস্থা রহিল না। কিন্তু সেইবার রথের পূর্ব্বে তিনি প্রভুকে দর্শন করিতে গিয়া স্বয়ং প্রভুর নিকট শ্রবণ করিলেন যে, তিনি কার্ত্তিক মাসে শিবানন্দের বাটীতে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিয়াছিলেন। তথাপি সেই অবধি প্রভুকে নিজের বাটীতে আহার করাইবার আশা তাঁহার মনে বলবতী ছিল। প্রভু এক্ষণে গৌড়ে আগমন করিয়াছেন, এমন সুযোগ আর পাওয়া যাইবে না।

এজন্য জগদানন্দ কুমারহট্টে নামিয়াই তাঁহাকে সংবাদ দিতে গমন করিলেন। গৌড়ে অবস্থানকালে জগদানন্দ তাঁহার গৃহেই থাকিতেন, সেই উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ এক্ষণে প্রভুকে আনাইয়া তাঁহার বাটী ভোজন করাইলেন।

কুমারহট্ট হইতে নৌযানে আরোহণপূর্ব্বক প্রভু শান্তিপুরে গমন করিলেন। অদ্বৈত প্রভুকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শান্তিপুরেও প্রভু একদিন থাকিয়া নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। প্রভু যতই অগ্রসর হইতেছেন, জনতা ততই বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা দেখিয়া প্রভু যে কয়দিবস নবদ্বীপে অবস্থান করিবেন সে কয়দিবস একটু নির্জ্জনে থাকিয়া নবদ্বীপ হইতে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিবেন, এইরূপ ইচ্ছা করিলেন। তিনি রাত্রিযোগে শান্তিপুর হইতে বহির্গত হইয়া প্রভাত হইবার বহু পূর্ব্বে নবদ্বীপের একাংশ বিদ্যানগর গ্রামে সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বাচস্পতির গৃহে উপনীত হইলেন। বাচস্পতি প্রভুর আহ্বানে বহির্ব্বাটী আগমনপূর্ব্বক প্রত্যক্ষ নবদ্বীপচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। প্রভু কয়েকদিবস গোপনে তাঁহার বাটী অবস্থানপূর্ব্বক গঙ্গাস্নান করিবার বাসনা প্রকাশ করিলে বাচস্পতি যথাসাধ্য তাঁহাদিগকে গোপনে রাখিবেন, এইরূপ শপথ করিলে প্রভু তাঁহার গৃহে অবস্থান করিলেন।

সূর্য্যের উদয় যেমন গোপনীয় থাকিতে পারে না, অগ্নি যেমন বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখা অসম্ভব, প্রভুর উদয়ও তদ্রূপ গোপনে রাখা সম্ভবপর নহে; বাচস্পতির অঙ্গপুলক ও আনন্দলহরী দেখিয়া সকলেই প্রভুর আগমন অনুমান করিল। এতাদৃশ আনন্দ প্রভুর উদয় ব্যতিরেকে আর কিছুতেই হইতে পারে না, ইহা ভাবিয়া লোকে হরিধ্বনি উত্থাপিত করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই নিরানন্দ নবদ্বীপে আনন্দলহরী ছুটিতে লাগিল, এবং তত্রত্য অধিবাসীর নিকট ইহা বৈকুণ্ঠপুরী বলিয়া অনুমিত হইতে

লাগিল। শৃগাল্ যেমন একটী রব করিলে দলশুদ্ধ রব করিয়া উঠে, তদ্রূপ একদল হরিধ্বনি করিলে ভক্তাভক্ত সকলেই হরিধ্বনি করিয়া প্রভুদর্শনে গমন করিল। বিদ্যানগর যাইতে গঙ্গাপার হইতে হয়, এজন্য প্রথম প্রথম লোকে খেয়ার নৌকায় পার হইয়া বিদ্যানগর বাচস্পতি-গৃহে উপনীত হইল। যতই জনতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই মহা কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল। এ পারে সহস্র সহস্র লোক পার হইতে না পারিয়া দণ্ডায়মান আছে, কতক পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াছে, কতক বা নৌকায় গঙ্গাবক্ষে ভাসমান আছে। একদল হরিধ্বনি করিতেছে, অমনি দুইপারে সেই রবের উত্তর স্বরূপ হরিধ্বনি উত্থিত হইতেছে, নদীবক্ষেও লোক সকল তদনুকরণে হরিধ্বনি করিতেছে। সকলেই পরপারে যাইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত, সকলেরই ভাগ্যে খেয়ার নৌকা যুটিতেছে না, কেহ বা কদলীবৃক্ষ যোজিত করিয়া ভেলাদ্বারা পার হইতেছে, কেহ বা সন্তরণে পার হইতেছে। বাচস্পতি মহাশয় লোকদিগের আগ্রহাতিশয্যবশতঃ অনেক নৌকার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেও লোকে আর তজ্জন্য অপেক্ষা করিতে পারিতেছে না। যে যেরূপে পারিতেছে, সে সেইরূপে পার হইতেছে।

এইরূপে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া লোকসমূহ বাচস্পতির চরণযুগল ধারণপূর্ব্বক প্রভুর সেই স্বাভাবিক অলক্তকরাগরঞ্জিত চরণযুগল দর্শন করাইবার অনুরোধ করিতে লাগিল। বাচস্পতি লোকগণের তাদৃশ আগ্রহ দেখিয়া স্বয়ং ক্রন্দন করিতে করিতে তাহাদিগকে আপন মন্দিরে আনয়ন করিলেন। তখন তাহাদিগের মুখে হরিনাম ভিন্ন আর কিছুই নাই। লোকমুখে সেই গগনভেদী হরিনাম শুনিয়া প্রভু তাহাদিগকে দর্শন দিলেন। তাহারা সেই অনুপম সৌন্দর্য্যসম্পন্নকলেবর, অবিরলধারা-প্রবাহিতনয়ন, আজানুলম্বিত ভুজ, চন্দনচর্চ্চিত ও মাল্যভূষিত উরঃস্থল দেখিয়া সকলে প্রণতিপুরঃসর সিংহনাদে হরিনাম করিয়া উঠিল।

প্রভুও তাহাদিগকে "কৃষ্ণে মতি হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রভুর আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে সকলে নৃত্য করিতে লাগিল।

প্রভু ইত্যবসরে বাচস্পতির অজ্ঞাতসারে তথা হইতে কুলিয়া নগরে প্রস্থান করিলেন। বাচস্পতি প্রভুকে না দেখিতে পাইয়া ঊর্দ্ধবদনে ক্রন্দন করিতেছেন। লোক সকলের কিন্তু বাচস্পতির বাক্যে প্রত্যয় হইল না। তাহারা ভাবিল বাচস্পতি প্রভুকে লুকাইয়া রাখিয়াছে, এ ক্রন্দন তাঁহার ছলনা মাত্র। এজন্য তাহারা প্রভুকে না দেখিতে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে লাগিল। তাহাদের মনের ভাব বাচস্পতি যখন প্রভুকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন, তখন তাঁহার আরাধনায় আর কোন ফল হইবে না। প্রভু হরিনাম শ্রবণ করিলে অবশ্য বহির্গত হইবেন, তাই যাহার যত সাধ্য উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতেছে। তাহাতেও যখন প্রভু বাহির হইলেন না, তখন সকলে বাচস্পতির প্রতি কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। একে বাচস্পতি প্রভুবিরহে কাতর, তাহার উপর লোকের দুর্জ্জয় বাক্যে মর্ম্মাহত হইলেন। প্রতিকারের কোন উপায়ও পাইতেছেন না। জনসমূহ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তাঁহার গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিল। ইতিমধ্যে জনৈক ব্রাহ্মণ আসিয়া বাচস্পতির কর্ণমূলে প্রভুর কুলিয়া নগরে গমনের সংবাদ দিল। বাচস্পতি তাহা শ্রবণমাত্র সেই জনসমূহকে তদ্‌বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া কুলিয়া নগরে গমনের জন্য অনুনয় করিলেন। তখন সেই লোকসমুদ্র সমভিব্যাহারে বাচস্পতি গঙ্গা পার হইলেন। পূর্ব্বের ন্যায় কেহ ভেলায়, কেহ নৌকায়, কেহ বা সন্তরণ দ্বারা পার হইলেন। বিদ্যানগরের অপর পারে কুলিয়া গ্রাম। এই গ্রামের মাধব দাসের বাড়ী প্রভু লুক্কায়িত আছেন। ইঁহারা গঙ্গা পার হইয়াই দেখিলেন, তাঁহাদের আগমনের অনেক পূর্ব্বে কুলিয়া নগর লোকারণ্য হইয়াছে। দলে দলে বৈষ্ণব

সম্প্রদায় খোল করতাল সহযোগে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছে। প্রভুর দর্শন না পাইয়া লোকে চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি করিতেছে।

এদিকে বাচস্পতিও প্রভুব কোন সন্ধান না পাইয়া ম্রিয়মান হইয়া দণ্ডায়মান আছেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া প্রভু জনৈক লোকদ্বারা তাঁহাকে ডাকিলেন। প্রভুকে দর্শনমাত্রেই বাচস্পতি তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া গৌরাঙ্গের স্তবপাঠ করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ হইয়া কহিলেন, "প্রভো, তুমি ইচ্ছাময়। তোমার যখন যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিয়া থাক। তুমি আপনাকে জানাও, তাই লোকে জানিতে পারে, নতুবা তোমার তত্ত্ব কে পাইবে? আমরা ক্ষুদ্র মানব হইয়া তোমাকে কোন বিধি বা নিষেধ দানে সমর্থ নই। লোকে তোমার তত্ত্ব না জানিয়া বলে, আমি তোমাকে গৃহাভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিয়াছি। প্রভো, তুমি তিলার্দ্ধেকের জন্য একবার বহির্গত হও, নতুবা লোকে আমাকে অব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে।" প্রভু ভক্তের বাক্যে ঈষৎ হাস্য করিয়া বহির্গত হইলেন। জনমণ্ডলী তাঁহার দর্শন পাইয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল। সকলেই প্রভুদর্শন করিয়া যাহার যেরূপ ইচ্ছা স্তুতিপাঠ পূর্ব্বক প্রণাম করিল। অতঃপর সেই লক্ষ লক্ষ লোক-কণ্ঠধ্বনিঃসৃত হরিধ্বনিতে জগৎ প্লাবিত হইল। যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র প্রভৃতি যে সুখের লেশমাত্র পাইয়া মহানন্দে নিমগ্ন হয়েন, আজি কৃষ্ণচৈতন্য সেই সুখদ্বারা জগৎ পূর্ণ করিলেন। প্রভুর নয়ন দিয়া ধারা বিগলিত হইতেছে, তাঁহার চতুর্দ্দিকে সেইরূপ জাহ্নবীধারা প্রবাহিত দেখিয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। তখন কীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন হইয়া প্রতি সম্প্রদায়ে তিনি সুন্দর নৃত্য করিলেন। নিত্যানন্দ তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। প্রভুর এই লীলা দেখিবার নিমিত্ত নবদ্বীপ শূন্য হইয়াছে। প্রভুর বিপক্ষ অনেক লোক ছিলেন। প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণান্তর তাহাদের মনে বিশ্বাস হইয়াছে যে, প্রভু বাস্তবিকই লোকোত্তরচরিত্র। বহুদিন পরে তিনি পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, এজন্য তাহারা

সকলে কৌতূহলপরবশ হইয়া প্রভুদর্শনে গমন করিল। তথায় প্রভুর এই অলৌকিক শক্তি দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানে প্রণাম করিল।

নবদ্বীপের পারে গঙ্গার উপকূলে স্ত্রীলোকগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান আছেন। তাহাদের মধ্যে শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়াও আছেন। তাঁহারা সেই সর্ব্বাতিরিক্ত-দীর্ঘদেহ গৌরসুন্দরকে লক্ষ লক্ষ জনমণ্ডলীর মধ্যে নৃত্য করিতে দেখিলেন। প্রভু স্বদেশবাসিদিগের নিকট জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর গৌরচন্দ্র নিজবাটী ও শচীমাতাকে দর্শন কামনায় কুলিয়া হইতে নবদ্বীপে আপনাদের ঘাটে আসিয়া নামিলেন। এই ঘাটে কত-দিন প্রভু স্বীয় শিষ্যগণ সহ শাস্ত্রালাপনে সময়াতিবাহিত করিয়াছেন। এই ঘাটে তিনি দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মিরীকে বাগ্‌যুদ্ধে পরাজয় করিয়া-ছিলেন। এই ঘাটে তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, এই ঘাট অদ্য প্রভু জন্মের মত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রভুর গৃহে যাইবার পথ-পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষশ্রেণী অবলোকন করিতে করিতে প্রভু নিজ বাটীর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার সঙ্গে গমন করিতেছে। প্রভুর সহিত শচীদেবীর দর্শন হইল। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী জন্মের মত স্বামীকে একবার দর্শন করিবেন, এই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু সন্ন্যাসী স্ত্রীলোক দর্শন করিবেন না, এই ভয়ে তাঁহার হৃদ্‌কম্প হইতেছে। অসূর্য্যম্পশ্যরূপা কুলবধূ কি প্রকারেই বা এই লক্ষ লক্ষ লোক সমক্ষে প্রভুর সহিত দেখা করিতে যাইবেন? কিন্তু এক্ষণে তাঁহার চরণ দর্শন না করিলে আর এ জন্মে তাহা হইবে না। তখন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী চিন্তা করিলেন, "আমার স্বামী, তিনি দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া জগৎশুদ্ধ লোক উদ্ধার করিতেছেন, আর আমিই একাকী লজ্জাভয়ে তাঁহার শরণাগতা হইব না? বিষ্ণুপ্রিয়া এইরূপ নানা প্রকার

ভাবিতে ভাবিতে বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। তখন আলুলায়িত-কুন্তলা মলিনবেশা বিরহশীর্ণ-দেহা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যেখানে প্রভু দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই স্থানে তাঁহার চরণ সমীপে প্রণাম করিলেন। স্ত্রীলোক দর্শন মাত্রেই প্রভু পশ্চাৎপদ হইলেন এবং "কে তুমি" বলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসিলেন। প্রভু ইত্যগ্রেই বহির্ভাগ হইতে নিজ কক্ষা ও পরিচিত প্রিয় দ্রব্যাদি জন্মের মত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে সেই লক্ষ লক্ষ লোক মর্ম্মব্যথা পাইয়া নীরবে রোদন করিতেছিল। সহসা এই পরমা সুন্দরী যুবতীকে তাঁহার পদতলে পতিতা দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত ও নীরব হইয়া এতদুভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে স্বয়ং বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কহিলেন, "আমি তোমার দাসীর দাসী।"

প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে এতদবস্থা দেখিয়া বিষণ্ণ হইয়া অতিকষ্টে কহিলেন, "তোমার কি প্রার্থনা ?"

বিষ্ণুপ্রিয়া কহিলেন, "প্রভু ত্রিজগৎ উদ্ধার করিলেন, আমি কি একাই পড়িয়া রহিলাম ?"

বিষ্ণুপ্রিয়ার এই সুমধুর ভাষে জনমণ্ডলীর মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিল।

প্রভু কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন, "তুমি তোমার নামের সার্থকতা সম্পাদন কর। তুমি শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়া হও।"

বিষ্ণু। আমি তোমাকে ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে পাই না।

প্রভু পুনরায় নীরব হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন, "আমি সন্ন্যাসী, আমি তোমাকে আর কিছু দান করিতে পারি না। আমার এই পাদুকা তুমি গ্রহণ কর, ইহাতে আমাকে বর্ত্তমান জানিয়া আমাজনিত বিরহ শান্তি করিবে।"

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া তখন খড়ম জোড়াটীকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে উহা শিরে সংস্থাপনপূর্ব্বক পুনরায় অধরাগ্রে লইয়া চুম্বন করিলেন এবং অতঃপর হৃদয়ে ধারণ করিলেন। জনমণ্ডলী মধ্যে তখন উচ্চনিনাদে হরিধ্বনি উঠিল।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

গোবিন্দের গোপীনাথ; প্রভুর নীলাচল গমন।

প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াকে খড়ম দিয়া ও মাতৃসকাশে বিদায় লইয়া মথুরা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করা তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। প্রভু চলিলেন, তাঁহার ভক্তগণও তাঁহার সঙ্গে চলিল। ভক্তগণের মধ্যে গদাধর ভিন্ন আর সকলেই আছেন। তাঁহাদের বৃন্দাবন যাইবার প্রয়োজন না থাকিলেও প্রভু যাইতেছেন বলিয়া তাঁহারাও যাইতেছেন। শত সহস্র লোক প্রভুর সহিত যাইতেছেন, তাঁহাদের সম্বল কিছুই নাই; কিন্তু তথাপি তাঁহাদের আহারের কষ্ট নাই। প্রভু দলবল সঙ্গে যেখানে যাইতেছেন, সেখানকার লোকে তাঁহাদের আহারীয় সংস্থান করিয়া রাখিতেছেন। এইরূপে প্রভু গঙ্গাতীর দিয়া গমনপূর্ব্বক অগ্রদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। অগ্রদ্বীপে আগমনের পূর্ব্বদিবস প্রভু আহারান্তে গোবিন্দ ঘোষের নিকট মুখশুদ্ধি চাহিলেন। গোবিন্দ ঘোষ তৎক্ষণাৎ গ্রামের মধ্যে গমনপূর্ব্বক একটী হরিতকী আনিয়া তাহার কিয়দংশ প্রভুকে দিলেন। অগ্রদ্বীপে আহারান্তে প্রভু পুনরায় গোবিন্দের নিকট হাত পাতিলেন। গোবিন্দ ঘোষ পূর্ব্ব দিনের হরিতকীর একখণ্ড বহির্ব্বাসে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই তৎক্ষণাৎ প্রভুর হস্তে দিলেন। প্রভুও তৎক্ষণাৎ একটু বিস্ময়ের সহিত গোবিন্দকে কহিলেন, "কল্য মুখশুদ্ধি দিতে অনেক বিলম্ব

হইয়াছিল, অদ্য তুমি চাহিবামাত্র কেমন করিয়া দিলে ?" গোবিন্দ উত্তর দিলেন, "প্রভো, কল্যকার হরিতকীর কিয়দংশ বহির্ব্বাসে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহাই অদ্য দিলাম।" প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "গোবিন্দ, তোমার সঞ্চয় বাসনা এখনও যায় নাই, সুতরাং তুমি আমার সহিত যাইতে পারিবে না।" শুনিবামাত্র গোবিন্দের মুখ শুকাইয়া গেল।

প্রভু তখন গোবিন্দকে প্রবোধদান করিয়া কহিলেন "গোবিন্দ ! তুমি দুঃখিত হইও না। আমার ইচ্ছা ক্রমেই তোমার সঞ্চয়বাসনা হইয়াছিল। কারণ তোমা দ্বারা আমার বহু কার্য্য সমাধান করিবার আছে। তুমি এই খানেই থাক, আমি তোমার কর্ত্তব্য অচিরেই নির্দ্দেশ করিয়া দিব।"

গোবিন্দ প্রভুবাক্যে আশ্বস্ত না হইয়া ধরণী লুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

প্রভু পুনরায় কহিলেন, "গোবিন্দ, তুমি দুঃখ করিও না, আমি শীঘ্রই আবার তোমার নিকটে আসিব, এবং আর তোমাকে ত্যাগ করিব না।"

প্রভুবাক্যে আশ্বস্ত গোবিন্দ গঙ্গাতীরে একখানি কুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক দিবানিশি প্রভুর ভজনে নিযুক্ত হইলেন। একদা গোবিন্দ গঙ্গাতীরে ধ্যানে নিমন্ত্রিত আছেন, এমন সময়ে গঙ্গা জলে ভাসিয়া কি একটা দ্রব্য তাঁহার গাত্রে লাগিল। ধ্যান ভঙ্গে দেখিলেন, সেখানি পোড়াকাষ্ঠ, সুতরাং উহা তীরে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় ধ্যানে নিমন্ত্রিত হইলেন। গোবিন্দের তখন বোধ হইল যেন গৌরাঙ্গ তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, "যেখানি তুমি পোড়া কাষ্ঠ ভাবিয়া তীরে নিক্ষেপ করিলে উহা যত্নপূর্ব্বক ঘরে উঠাইয়া রাখ।" গোবিন্দ তাহাই করিলেন। পরদিবস কিন্তু দেখিলেন, সেখানি কাষ্ঠ নহে, একখানি কাল প্রস্তর। গোবিন্দ ইহাতে বিস্মিত হইয়া গৌরাঙ্গের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

গৌরাঙ্গ এক দিবস হঠাৎ উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ তাঁহার সঙ্গিগণের ভিক্ষার্থে ব্যতিব্যস্ত হইলেন, কিন্তু অচিরেই দেখিলেন, গ্রামের

লোকসকল যথাসাধ্য দ্রব্যাদি আনয়নপূর্ব্বক গৌরাঙ্গের সন্নিকটে ধারণ করিলেন। প্রভু ও ভক্তগণের আহারাদি হইয়া গেলে, গোবিন্দ ভোজন করিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে একজন ভাস্কর উপস্থিত হইলে গৌরাঙ্গ গোবিন্দকে কহিলেন, "তুমি যে একখানি প্রস্তর পাইয়াছ, তাহা বাহির করিয়া দেও, একটী শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিব।" ভাস্কর অল্প সময়ের মধ্যেই একটী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দিল। প্রভু তাহার নাম গোপীনাথ রাখিয়া গোবিন্দের গৃহে স্থাপন করিয়া বলিলেন, "গোবিন্দ, এই ঠাকুর তোমাকে দিলাম, তুমি প্রত্যহ ইঁহার সেবা করিবে, তাহা হইলে আমার বিরহজনিত দুঃখ আর ভোগ করিবে না, কারণ আমিই উহাতে রহিলাম।"

গোবিন্দের ইহাতে মনস্তুষ্টি হইল না, সে রোদন আরম্ভ করিলে প্রভু তাহাকে কহিলেন, "তুমি এইখানে থাকিয়া, ঠাকুর সেবা কর, ও বিবাহ করিয়া সংসারী হও। তোমাদ্বারা শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য প্রমাণীকৃত হইবে। তুমি এ সৌভাগ্য কখন পরিত্যাগ করিও না।"

গোপীনাথ ও গোবিন্দ অগ্রদ্বীপে রহিলেন, গৌরাঙ্গ দলবলসহ প্রস্থান করিলেন। গোবিন্দ বিবাহ করিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার একটী পুত্র হইল, কিন্তু গোবিন্দের স্ত্রী পরলোক গমন করিলেন। গোবিন্দ ফাঁপরে পড়িলেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া তাঁহাকে গোপীনাথ ও স্বীয় শিশু পুত্রের সেবা করিতে হয়। ঘাড়ে পড়িলে বাজাইয়া সিদ্ধি, সুতরাং গোবিন্দকে কষ্টে শ্রেষ্টেও উভয়েরই সেবা করিতে হইত। পুত্রটী ক্রমে পাঁচ বৎসরের হইল, তখন গোবিন্দ গোপীনাথকেও পঞ্চমবর্ষীয় শিশুজ্ঞানে বাৎসল্যভাবে অবলোকন করিতেন।

গোবিন্দের মন এক্ষণে উভয়ের দিকেই আকৃষ্ট হইল। সুতরাং গোপীনাথকে তিনি এক্ষণে পুত্র মনে করিতে লাগিলেন, কখন

গোপীনাথের দ্রব্য পুত্রকে দেন, কখন বা পুত্রের দ্রব্য গোপীনাথকে দেন। গোবিন্দকে এইরূপ প্রপীড়িত দেখিয়া ভগবান্ গোবিন্দের সেই পুত্ররত্নটীকে লইলেন। গোবিন্দ মর্ম্মাহত হইয়া গোপীনাথের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত গোপীনাথের সেবা করিতেছেন, তথাপি তিনি নির্দ্দয় হইয়া গোবিন্দের পুত্রটীকে লইয়া গেলেন। ইহাতে গোপীনাথকে অকৃতজ্ঞ বিবেচনা করিয়া গোবিন্দ তাঁহারই গৃহে অনশনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন, স্থির করিলেন। গোবিন্দ পড়িয়া থাকিলে কাজেই গোপীনাথের আর সেবা হইল না, তাঁহাকেও সমস্তদিন উপবাসে থাকিতে হইল। গোবিন্দের বুকে পুত্রশোকরূপ শেল বিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং তিনি মনে মনে কহিলেন, "আমার বুকে শেল হানিয়া তোমার সুখ আশা করাই অন্যায়। কে এখন তোমাকে খাওয়ায় আমি দেখিব, আমি আমার সমস্ত অপরাধ তোমাকে দিয়া তোমারই সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব।"

গোবিন্দ জীব, সুতরাং তিনি ক্রুদ্ধ হইবেন, তাঁহার আর বিচিত্রতা কি? গোপীনাথ ভগবান্, তিনি ভক্তের উপর ক্রুদ্ধ হইতে পারেন না। এজন্য রাত্রি সমাগমে তিনি গোবিন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাবা গোবিন্দ, তুমি বড় নির্দ্দয়, সমস্ত দিন গেল, আমাকে একটু জলবিন্দুও দিলে না? আমি এক্ষণে বড় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি।" গোবিন্দের সহিত গোপীনাথের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইত, কিন্তু আবার ক্ষণকাল পরে ঐ সকল কথাবার্ত্তা গোবিন্দের নিকট ভ্রম বা স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইত।

গোবিন্দ কাতর, প্রাণাধিক পুত্রের নিধনে চতুর্দ্দিক তাঁহার নিকট অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে, সুতরাং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিবশ হইয়া পড়িয়াছে, এজন্য কর্কশভাবে তিনি গোপীনাথকে কহিলেন, "আমার হাতে পায়ে বল নাই, মন সর্ব্বদা হুহু করিতেছে, আমার আর সেবা করিবার ক্ষমতা নাই।"

তখন গোপীনাথ আবার কহিলেন, "দৈবক্রমে যদি লোকের একটী পুত্র মারা যায়, তবে কি সে অপর পুত্রকেও অনাহারে মারিয়া ফেলে? তোমার একটী পুত্র মারা গিয়াছে, কিন্তু বাপ্, তজ্জন্য আমাকে অনশনে রাখা উচিত নয়।"

গোবিন্দ ইহাতে একটু চটিলেন, চটিয়া বলিলেন, "তুমি আমার ছেলেটীকে নিলে, নিয়ে নিজে 'বাপ বাপ' সম্বোধন করিতেছ, তোমার মনে একটু দুঃখ হইল না? তুমি আমাকে পুত্রশোক দিলে কেন?"

গোপী। গোবিন্দ, তোমাকে একটী গোপনীয় কথা বলি। যাহার দুই পুত্র, আমি তাহার পুত্র হইতে পারি না। তুমি পিতা ও আমি পুত্র, বেশ ছিলাম। তার পর তোমার আর একটী পুত্র হইল, তখন আমি আর থাকিতে পারি না। আমি গেলে তুমি দুজনকেই হারাইতে, তদপেক্ষা আমি তোমার রহিলাম। সুতরাং তোমার আর দুঃখ করা উচিত নহে।

গোবিন্দ গোপীনাথের বাক্যে নিরুত্তর হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার উত্তর মনে পড়িল, এজন্য বলিলেন, "তুমি আমার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্র, কিন্তু তুমি ত আর পুত্রের কার্য্য সব করিবে না? তুমি কি আর আমার শ্রাদ্ধাদি করিবে?"

গোপীনাথ গোবিন্দের দুঃখকারণ অবগত হইয়া শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পাদন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। গোবিন্দও কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া স্নানান্তে গোপীনাথের জন্য রন্ধন করিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই গোবিন্দ ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি গোপীনাথের ভার তাঁহার প্রধান শিষ্যের প্রতি অর্পণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, গোবিন্দের মৃত্যু হইলে তাঁহার জন্য শোক করিবার কেহ নাই বলিয়া স্বয়ং গোপীনাথ ক্রন্দন করিয়া-

ছিলেন। গোবিন্দ নূতন সেবাইতকে রাত্রিযোগে কহিলেন, "গোবিন্দ ঘোষ আমার পিতা। আমি তজ্জন্য একমাস অশৌচ ও হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিব। তুমি কল্য আমাকে স্নান করাইয়া কাচা পরিধান করাইবা।" সেবাইৎ গোপীনাথকে মনুষ্যের ন্যায় কথা বলিতে শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত ও ভীত হইল, পরে সাহসে নির্ভর করিয়া কহিল, "ঠাকুর, সত্যই যদি আমার সহিত কথা বলিয়া থাক, তবে আমার নিবেদন, তোমাকে আমি কি প্রকারে কাচা পরাইব? লোকেই বা আমাকে কি বলিবে?"

গোপীনাথ কহিলেন, "আমি পিতার নিকট প্রতিশ্রুত আছি যে, তাঁহার শ্রাদ্ধাদি পুত্রকর্ত্তব্য আমিই সব করিব। মাসান্তে আমি সর্ব্বসমক্ষে নিজহস্তে পিণ্ডদান করিব। তুমি আমার আজ্ঞানুসারে কার্য্য কর, তোমার কোন শঙ্কা নাই।"

সেবাইৎ অতঃপর সকলের পরামর্শ লইয়া গোপীনাথকে কাচা পরাইয়া দিল। মধুমাসে কৃষ্ণ একাদশী তিথিতে গোবিন্দের শ্রাদ্ধ হইয়াছিল। এই শ্রাদ্ধ সময়ে বহুতর লোকসমাগম হইয়াছিল। কাচাপরিহিত গোপীনাথকে যখন শ্রাদ্ধস্থানে আনয়ন করা হইল, লোক সকল তখন কেহ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া, কেহ বা ভাবে মুগ্ধ হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়াছিল। ঠাকুরের এরূপ কারুণ্য দেখিয়া সকলেই গোপীনাথকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। অদ্যাবধি অগ্রদ্বীপে গোবিন্দের শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে, এবং কথিত আছে, ভক্তগণ গোপীনাথকে পিণ্ডদান করিতে দেখিয়া থাকেন। গোবিন্দের পুত্র জীবিত থাকিলে, তাঁহার জীবন কাল অর্থাৎ ত্রিশ বা চল্লিশ বৎসর যাবৎ শ্রাদ্ধ করিতেন কিন্তু গোপীনাথ এই কিঞ্চিদধিক চারি শত বৎসর তাঁহার শ্রাদ্ধ করিতেছেন।

প্রভু গঙ্গার উপকূল দিয়া বৃন্দাবন গমন করিতে লাগিলেন। যতই প্রভু অগ্রসর হইতেছেন, ততই তাঁহার অনুসঙ্গী লোকের বৃদ্ধি পাইতেছে।

এইরূপে প্রভু গৌড়ে আগমন করিলেন। গৌড়ে মুসলমান রাজার বাস-স্থান। প্রভুর সহিত লক্ষাধিক লোকের কলরব শ্রবণ করিয়া গৌড়াধি-পতি ভীত হইলেন। ভাবিলেন, কোন বিপক্ষসৈন্য, বোধ হয়, নগর আক্র-মণার্থে আগমন করিতেছে। রাজার কর্ম্মচারিগণ সকলেই হিন্দু। তিনি কেশব ছত্রি নামক জনৈক মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসি-লেন। কেশব ছত্রি ভাবিলেন, প্রভুর সহিত লক্ষাধিক লোক, ইহা জানিতে পারিলে রাজা তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিবেন সন্দেহ নাই, এজন্য কহিলেন, "ব্যাপার বড় কিছু নয়, জনৈক সন্ন্যাসী দলবল কয়েকটী লোক-সহ বৃন্দাবন গমন করিতেছেন।" মন্ত্রীর বাক্যে রাজার সম্পূর্ণ প্রত্যয় হইল না। এজন্য দবির খাস্ ও সাকর মল্লিক নামধারী দুই জন হিন্দু মন্ত্রীকে ডাকাইলেন। এই দুই মন্ত্রী দক্ষিণ দেশীয় ব্রাহ্মণ, বুদ্ধিবলে মুসলমান রাজার মন্ত্রিপদ প্রাপ্ত হইয়া, তদীয় মনস্তুষ্টির জন্য, হিন্দুর অকর্ত্তব্য সকল প্রকার কার্য্যই সমাধা করিতেন। ইঁহারা হিন্দু হইলেও ইঁহাদের আচরণ মুসলমানের ন্যায় হইয়াছে। কিন্তু ইঁহারা অন্তরে হিন্দু, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে পালন করিতেন। সাধু ও পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা তাঁহা-দের বাটী পূর্ণ থাকিত। প্রভু যখন নবদ্বীপে প্রকাশ পান, এই দুই ভ্রাতার মনে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। সুতরাং তখন হইতেই তাঁহারা প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

এই দুই ভ্রাতা, মুসলমানরাজ সন্নিধানে উপনীত হইলে, জনকোলা-হলের কারণ জিজ্ঞাসিত হইলেন। তাঁহারাও প্রভুর গুণ কীর্ত্তন করিয়া জানাইলেন যে, উনি স্বয়ং ভগবান, সন্ন্যাসিরূপে বিচরণ করিতেছেন। তিনি আপনার প্রতি কৃপা পরায়ণ, তাই আপনার দ্বারে উপনীত হইয়াছেন।

মুসলমান-রাজার নিকট ইহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। তিনি ভাবি-লেন, "প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী ব্যতিরেকে কেহ এত অধিক দলবল সংগ্রহে সমর্থ হয় না। আমার এই কর্ম্মচারিগণ বেতনভোগী, বেতন পাইয়া আমার

কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। আমি একমাস বেতনদানে অসমর্থ হইলে ইহারা খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। কিন্তু সন্ন্যাসী দরিদ্র, ইঁহার কাহাকেও এক পয়সা দিবার সঙ্গতি নাই, তথাপি লক্ষ লক্ষ লোক আহার নিদ্রা প্রভৃতি জীবনের সুখ, গৃহ ও দেহধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া ইঁহারই সহিত আজ্ঞাবহ দাসবৎ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঐশ্বরিক শক্তি ব্যতিরেকে সামান্য জীবে কখন এরূপ শক্তি সম্ভবে না।"

অতঃপর এই দুই ভ্রাতা রাত্রিযোগে মলিন বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক অতি দীনবেশে প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। গভীর রাত্রিকালেও প্রভু ও প্রভুসহগামী জনবর্গ অনিদ্রায় আনন্দ কোলাহল করিতেছেন। এই লোক সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া প্রভুর সহিত দেখা করা বড় সাধারণ ব্যাপার নহে। তাহারা অতি কষ্টে অগ্রসর হইয়া নিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎ পাইলেন। নিত্যানন্দ তাহাদিগকে প্রভু সমীপে লইয়া গিয়া পরিচয় দিলেন। তাহারা তখন দুই হস্তে ও মুখে তৃণ ধারণপূর্ব্বক গলবস্ত্র হইয়া প্রভুচরণে পতিত হইল ও বলিল, "প্রভো! পতিত উদ্ধার করিবার নিমিত্তই তোমার অবতার। তুমি জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছিলে, কিন্তু তাহারা অবোধ, অজ্ঞানে পাপ করিয়াছিল। আমরা যত পাপ করিয়াছি, তাহা সজ্ঞানে, সুতরাং আমাদের ন্যায় দয়ার পাত্র তুমি আর পাইবে না।" রাজমন্ত্রী, সুতরাং প্রভূতধনের অধিকারী হইয়াও; তাহারা যেরূপ দীনভাবে প্রভুর শরণাগত হইল, তাহাতেই প্রভু তাহাদিগের উপর কৃপাদৃষ্টি করিলেন, বলিলেন, "তোমাদের পত্র প্রাপ্ত হইয়া আমি তোমাদিগের মনের ভাব অবগত আছি। এক্ষণে তোমাদের দৈন্য দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। উঠ, উঠিয়া দৈন্য সংবরণ কর। আমি তোমাদের মন জানি বলিয়াই এই গৌড় দেশে তোমাদের সহিত মিলিত হইতে আসিয়াছি। কৃষ্ণ তোমাদিগকে অচিরে কৃপা করিবেন সন্দেহ নাই। অদ্য হইতে তোমরা দুই ভাই সনাতন ও রূপ নামে খ্যাত হইবে।" এই দুই ভাইও

চিরদিনের জন্য প্রভুর দাস হইলেন। অনন্তর প্রত্যাবর্ত্তন কালে সনাতন প্রভুকে দুইটী কথা বলিয়া গেলেন যে, বহুলোক সমভিব্যাহারে বৃন্দাবন গমন সুখের হইবে না এবং স্বেচ্ছাচারী মুসলমান রাজসন্নিধান পরিত্যাগ করাই ভাল।

প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রভু বৃন্দাবন গমনাভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশাভিমুখে চলিলেন। ভক্তগণকে জানাইলেন, শান্তিপুর হইয়া তিনি নীলাচল গমন করিবেন এবং তথা হইতে বৃন্দাবন যাত্রা করিবেন।

প্রভু শান্তিপুর আগমন করিতেছেন, এই সংবাদ নবদ্বীপময় রাষ্ট্র হইল। অমনি নদীয়ার ভক্তগণের কেহ কেহ শচীমাতাকে লইয়া শান্তিপুর চলিলেন। প্রভু শান্তিপুরে গণসহ উপনীত হইলে অদ্বৈত আনন্দে হুহুঙ্কার দিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ত্রী-পুত্রগণও মহানন্দে উন্মত্ত হইলেন। এদিকে শচীদেবীর দোলা আসিয়া অদ্বৈতের বহিরাঙ্গিনায় উপস্থিত হইল। শচীদেবী দোলা হইতে বাহির হইলেন, প্রভু তাঁহাকে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম কবিলেন। শচী পূর্ব্ববৎ কহিলেন, "বাবা! তুমি আমাকে প্রণাম কর, তাহাতে আমার ভয় করে।" প্রভু যে কয়দিন অদ্বৈত বাটীতে রহিলেন, শচীদেবী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইতেন। প্রভু শাক ভাল বাসিতেন বলিয়া শচীদেবী এক এক দিবস বিংশতি প্রকারের শাক রন্ধন করিতেন।

প্রভু যদিও নীলাচল যাইবার অভিলাষী, তথাপি অদ্বৈতগুরু মাধবেন্দ্র নির্য্যাণ-তিথি সম্মুখে, এজন্য অদ্বৈত তাঁহাকে অনুনয় বিনয় করিয়া রাখিয়াছেন। এই অবকাশে প্রভু নবদ্বীপের পরপারে কালনায় গৌরীদাসের বাটী গমন করিলেন। প্রভুর আগমনে গৌরীদাসের বাটী মহোৎসবময় হইল। গৌরীদাস, গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের চরণকমলে পতিত হইয়া, বর প্রার্থনা করিলেন যে, "তোমরা দুইজনে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার বাটীতে অবস্থান কর।" প্রভু 'তথাস্তু' বলিয়া ঠাকুর ঘরে রহিলেন।

পাছে তাঁহারা তাঁহার অজ্ঞাতসারে প্রস্থান করেন, এই ভয়ে গৌরীদাস দ্বার শিকলদ্বারা রুদ্ধ করিলেন। কিন্তু বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, গৌর নিতাই দুই ভ্রাতা বাহিরে দণ্ডায়মান। বিস্ময়চকিত-হৃদয়ে গৌরীদাস ঠাকুর গৃহের দ্বার মুক্ত করিয়া দেখিলেন, জীবন্ত ঠাকুরের পরিবর্ত্তে তথায় দুই বিগ্রহ মূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। গৌরীদাস দেখিয়া কহিলেন, "তাহা হইবে না, তোমরা আমার গৃহে আইস, আর যাঁহারা গৃহে আছেন, উঁহারা স্থানান্তরে গমন করুন।" এই কথা বলিবামাত্র গৃহস্থিত সেই বিগ্রহমূর্ত্তি প্রাণপ্রাপ্ত হইয়া বহির্গত হইলেন, এবং বহিস্থিত জীবন্তমূর্ত্তি গৃহে আগমনপূর্ব্বক বিগ্রহ হইলেন। এইরূপ কয়েকবার করিয়া গৌরীদাস যাহা পাইলেন তাহাই রাখিলেন।

প্রভু শান্তিপুরে মাধবেন্দ্র পুরীর মহোৎসব পর্য্যন্ত রহিলেন। এই উপলক্ষে শচীদেবীর উপর রন্ধনের ভার পড়িয়াছিল।

প্রভু শান্তিপুর হইতে কুমারহট্টে শ্রীবাসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তথা হইতে শ্রীবাস, শিবানন্দ সেন ও বাসুদেব দত্ত প্রভুর সহিত নবদ্বীপ আসিলেন। শ্রীবাসের বাটী ভিক্ষা করিয়া প্রভু চন্দ্রশেখরের বাটী গমন করিলেন। চন্দ্রশেখর প্রভুর মাসীপতি, তথায় তাঁহার অবারিত দ্বার। একটী অবগুণ্ঠনবতী রমণী আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিল। প্রভুও "পুত্রবতী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইহাতে সেই যুবতী ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। প্রভু অপ্রতিভ হইয়া ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসিলে, তাঁহার মাসী বলিলেন, "উনি খঞ্জ ভগবান্ আচার্য্যের স্ত্রী।" ভগবান আচার্য্য বিবাহান্তে নীলাচলে প্রভুর নিকট গিয়া আছেন। প্রভু এজন্য নীলাচলে গমন করিয়াই ভগবান্‌কে তিরস্কারপূর্ব্বক গৃহে পাঠাইয়া দেন। আজ্ঞা করিলেন, "তোমার পুত্র হইলে আমার নিকট আসিও।"

প্রভু নীলাচলে গমন করিবার পরে পানিহাটী রাঘবের গৃহে দুই দিন

অবস্থান করেন। প্রভু নীলাচলে পৌঁছিলে সংবাদ চতুর্দ্দিক রাষ্ট্র হইল। দলে দলে লোক প্রভুদর্শনার্থে ছুটিল। গদাধর প্রভুর সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করিয়াই হৃদয়াবেগে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। প্রভু অনন্তর নবদ্বীপ গমন করিয়া সনাতনের মুখে শ্রীকৃষ্ণের নিষেধবাক্য শ্রবণ করিয়া বৃন্দাবনযাত্রা বন্ধ করিয়াছেন, তাহাও সকলকে অবগত করাইলেন। পরে বলিলেন, "গদাধরের মনে কষ্ট দিয়া বৃন্দাবন যাইতেছিলাম, তজ্জন্যই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল।"

গদাধর প্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন, বলিলেন, "প্রভো, বৃন্দাবন কোথায়? যেখানে তুমি, সেই স্থানই বৃন্দাবন। তবে লোক শিক্ষার নিমিত্ত তোমার বৃন্দাবন গমন। যদি একান্তই যাইতে হয়, সম্মুখে চারি মাস বর্ষা অন্তে স্বচ্ছন্দে গমন করিও।" এই বাক্য সর্ব্ববাদীসম্মত হইল। প্রভু তখন গদাধরকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সে দিবস গদাধরের নিকট ভিক্ষা করিলেন।

নিত্যানন্দ গৌড়ে আছেন। তিনি প্রচার কার্য্যের নিমিত্ত তথায় থাকিতে বাধ্য। প্রভু গৌড় হইতে আগমনকালে গৌড়ীয় ভক্তগণকে রথের সময় নীলাচলে আসিতে নিষেধ করিয়াছেন। এবার নীলাচল ভক্তগণকে লইয়া সেই কার্য্য সমাধা করিবেন।
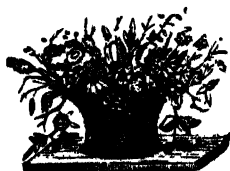
চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

—:-*-:—

বৃন্দাবন-যাত্রা।

যে চারি মাস প্রভু বৃন্দাবন যাইবার আশায় নীলাচলে থাকিতে বাধ্য হইলেন, সে চারিমাস কেবল বৃন্দাবনের ভাবনায় বিভোর ছিলেন। প্রভুর সর্ব্বদাই মলিন বদন ও বাষ্পপূর্ণ নেত্র। কোথায় বৃন্দাবন, কোথায় যমুনা, কোথায় শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিয়াছিলেন, কোথায়ই বা রাসলীলা-স্থল, এই সকল ভাবনায় তিনি উন্মত্ত। তিনি যখন যাহাকে দেখিতেন, তাহাকেই ডাকিয়া নিকটে বসাইতেন এবং হস্ত ধারণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিতেন, "আমার কি, বৃন্দাবনে যাওয়া হইবে?" এইরূপে রামরায়, সার্ব্বভৌম, স্বরূপ, গদাধর প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুর কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া সকলেই বুঝিলেন, প্রভু বৃন্দাবন দর্শন না করিলে প্রাণে বাঁচিবেন না। তখন সকলে পরামর্শ করিয়া প্রভুর বৃন্দাবন গমনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য নামে জনৈক ব্রাহ্মণ, তীর্থ পর্য্যটন কামনায়, ভৃত্য সমভিব্যাহারে নীলাচল আগমন করিয়াছেন। প্রভু তাঁহাকেই সঙ্গে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন। স্থির হইয়াছে, সে ব্যক্তি গমনকালে প্রভুর সহিত কথা কহিবে না। সুতরাং প্রভু আপন মনে যাইতে পারিবেন। বিজয়া দশমী দিবসে প্রভু বৃন্দাবন যাত্রা করিবেন স্থির হইলে, নবমী দিবসে রাত্রিকালে প্রভু জগন্নাথ দর্শন করিয়া অনুমতি লইলেন এবং দশমী দিবস প্রত্যূষে তিনি

বনপথে যাত্রা করিলেন। বলভদ্র পথপ্রদর্শক, সুতরাং সে অগ্রে অগ্রে যাইতেছে, প্রভু আবিষ্টচিত্তে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন। মধ্যাহ্ন-কালে পথপ্রদর্শকের উপরোধে প্রভু স্নান ভোজন করেন, আবার আবিষ্ট চিত্তে গমন করেন। রজনীতে প্রভু আশ্রয়শূন্য স্থানে বৃক্ষতলে উপবেশন পূর্ব্বক রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। নিবিড় বনপ্রদেশে উপস্থিত হইলে পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ বিচরণ করিতে দেখি-লেন। বলভদ্র ও ভৃত্য মহা ভয়ার্ত্ত হইলেন কিন্তু প্রভুর দৃক্‌পাত নাই। হিংস্র প্রাণী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহারা বিভক্ত হইয়া প্রভুকে পথ দিতেছে। প্রভু কোন স্থানে স্নান করিতেছেন, ইতিমধ্যে একদল হস্তী আগমন করিল। প্রভু অঞ্জলি অঞ্জলি জল গ্রহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণনাম করিয়া তাহা-দের অঙ্গে প্রক্ষেপ করিলেন; তাহাতে তাহারা কুপিত না হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। কোথাও বা ব্যাঘ্র শয়ন করিয়া আছে, প্রভুর পদাঘাত তাহার অঙ্গে লাগিবামাত্র সে মহাহ্লাদে পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইল। প্রভু যখন কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তাঁহার সুমধুর কণ্ঠধ্বনি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মৃগগণ তাঁহার সঙ্গে চলিল। ময়ূর ময়ূরী ও নানা জাতি বিহঙ্গমগণ তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল। এই অবিখণ্ডে প্রভু স্থাবর জঙ্গম সকলকেই কৃষ্ণনামে উন্মত্ত করিয়া তুলিলেন।

এইরূপে প্রভু বন পার হইয়া গ্রাম ও গ্রাম উত্তীর্ণ হইয়া বনে গমন করিতেছেন। গ্রামের লোক প্রভুকে দর্শনমাত্র নানাবিধ দ্রব্যাদি আনিয়া দিত। ভট্টাচার্য্য তাহাই রন্ধন করিতেন ও বনপ্রদেশে উপনীত হইলে বন্য শাক ফল মূল রন্ধন করিতেন। প্রভুর তাহা উপাদেয় বলিয়া বোধ হইত। এই সকল বনভূমি দর্শনে তাঁহার বৃন্দাবন-ভ্রম জন্মিত, শৈল দর্শন করিলেই গোবর্দ্ধন গিরি ভাবিতেন এবং নদী দেখিলেই কালিন্দী জ্ঞান করিতেন। একদিবস প্রভু বলভদ্রকে কহিলেন, "বনপথে আনয়ন

করিয়া কৃষ্ণ আমাকে বহুসুখ প্রদান করিলেন। তিনি কৃপার সমুদ্র, তাঁহা ব্যতিরেকে জগতে কোন সুখ নাই।” তখন বলভদ্র করযোড়ে কহিলেন, “প্রভো, তোমার কৃপায় আমিও বহুসুখ পাইলাম, তুমিই সেই দয়াময় কৃষ্ণ; নতুবা আমার মত ছার অধম জীবকে তুমি সঙ্গে আনিয়া আমার হস্তে ভিক্ষা করিবে কেন? তুমি দয়াময়, তাই বায়স সদৃশ অধম জীব আমাকে গরুড় সদৃশ তেজস্বী করিয়াছ।”

এইরূপ নানা সুখভোগ করিতে করিতে প্রভু কাশীধামে আগমন পূর্ব্বক দ্বিপ্রহরে মণিকর্ণিকা ঘাটে স্নান করিলেন। সেই ঘাটে তপন মিশ্রও স্নান করিতেছিলেন। তিনি প্রভুর কর্ণায়ত ও শিশিরসিক্ত পদ্ম-দলের ন্যায় লোচন, তিলফুল নাসিকা, আজানুলম্বিত বাহু ও কনকগৌর দেহকান্তি অবলোকন করিয়াই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। প্রভু স্নান সমাপন করিয়া উত্থিত হইলেন; তপন মিশ্র তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন এবং পরিচয় দান পূর্ব্বক আপন বাসায় লইয়া গেলেন। ভট্টাচার্য্য স্বয়ং রন্ধন করিয়া ভোজন করিলেন, কিন্তু প্রভুকে তপন মিশ্র ভিক্ষা দিলেন। আহারান্তে প্রভু শয়ন করিলে মিশ্রপুত্র রঘুনাথ তাঁহার পদসেবা করিলেন। প্রভুর আগমন বার্ত্তা পাইয়া মিশ্রের সখা ও প্রভুর পূর্ব্বদাস বৈদ্যবংশসম্ভূত চন্দ্রশেখর আসিয়া প্রভুপদে পতিত হইলেন। প্রভুও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন চন্দ্রশেখর কহিলেন, “প্রভো, আপনারই আদেশক্রমে আমরা বারাণসী ধামে অবস্থিতি করিতেছি। এখানে ষড়্‌দর্শনের চর্চ্চা, মায়া ও ব্রহ্ম শব্দ ব্যতিরেকে আর কথাই নাই। আমার পরম বন্ধু মিশ্র আমাকে সর্ব্বদাই কৃষ্ণকথা শ্রবণ করাইতেন এবং উভয়েই তোমার চরণ-কমল ধ্যান করিয়া দিনাতিপাত করিতাম। প্রভো, তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তাই আপন ভৃত্যকে দর্শন দানে কৃতার্থ করিলে।” ভক্তবৎসল গৌরাঙ্গ তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখর ভক্তদ্বয়ের অনুরোধে কাশীধামে দশদিন অবস্থান করি-লেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্র দেশীয় জনৈক ব্রাহ্মণ প্রভুকে দর্শন করিয়া

তাঁহার পদে চিত্ত সমর্পণ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর শিষ্য হইলেও প্রভুর অপরূপ রূপ ও প্রেম দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ নারায়ণ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। প্রকাশানন্দ বহুশিষ্যে লইয়া বেদান্ত পড়াইয়া থাকেন। একদিবস জনৈক বিপ্র গৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া প্রকাশানন্দ সকাশে কহিলেন, "শ্রীপাদ! জগন্নাথ হইতে একজন সন্ন্যাসী আগমন করিয়াছেন। তাঁহার প্রকাণ্ড তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভ দেহ, কর্ণায়ত কমল নয়ন, আজানুলম্বিত ভুজ প্রভৃতি সকলই ঈশ্বর লক্ষণ বিরাজিত। তাঁহাকে দর্শনমাত্রই নারায়ণ বলিয়া জ্ঞান হয় ও যে ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করে, সেই কৃষ্ণকীর্ত্তন করে। আর তাঁহারও জিহ্বায় নিরন্তর কৃষ্ণনাম লাগিয়া আছে। তাঁহার দুই নেত্র বহিয়া অবিরল প্রেমধারা বহির্গত হয়। তাঁহার নাম কৃষ্ণচৈতন্য। নামটী যেমন সুন্দর, তাঁহার রূপও তাদৃশ।" এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রকাশানন্দ হাস্য করিয়া কহিলেন, "জানি, জানি, চৈতন্য নামে জনৈক নবদ্বীপবাসী আছে। কিন্তু তাহাকে সন্ন্যাসী কে বলে? সে ঘোর ঐন্দ্রজালিক। সেই কেশব ভারতীর শিষ্য বহুলোক লইয়া দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে নৃত্য করিয়া বেড়ায়। লোকে তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া থাকে। শুনিয়াছি পণ্ডিত সার্ব্বভৌমও নাকি তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতেছেন। কিন্তু তাহার ভাবকালী কাশীতে বিকাইবে না। তোমরা সকলে তাহার নিকট গমন করিও না, তোমরা বেদান্ত শ্রবণ কর।"

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ প্রকাশানন্দের বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া প্রভুর নিকট যথাযথ সমস্ত বর্ণন করিলেন। প্রভু শুনিয়া কহিলেন, "ভাবের বোঝা লইয়া আসিয়াছি, না বিকায় বিলাইয়া দিব।"

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ পুনরায় কহিল, "প্রভো, আপনার উপর তাঁহার বিলক্ষণ রাগ; তিনি তিনবার আপনার নাম উচ্চারণ করিলেন, কিন্তু

তিনবারই অবজ্ঞাসূচকবাক্যে 'চৈতন্য চৈতন্য' কহিলেন, একবারও কৃষ্ণ-নামটী উচ্চারণ করিলেন না।"

প্রভু কহিলেন, "উহা রাগের নিমিত্ত নহে, মায়াবাদীরা আপনাদিগকে ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান করে, সুতরাং কৃষ্ণনাম সহজে তাহাদের মুখ দিয়া বহির্গত হয় না।"

অনন্তর প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রভু বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। প্রভু কাশী হইতে কাহাকেও সঙ্গে লইলেন না। প্রয়াগতীর্থে গমন-পূর্ব্বক প্রভু এবার সত্য সত্যই যমুনা দর্শন করিয়া ঝম্প প্রদান করিলেন। কিন্তু প্রভু উঠিলেন না দেখিয়া বলভদ্র তাঁহাকে উঠাইলেন। এইরূপে গমন করিতে করিতে যেখানে যমুনাদর্শন হয়, প্রভু অমনি তন্মধ্যে ঝম্প প্রদান করেন, এবং প্রতিবারেই, শীতকালে কষ্ট অনুভব করিলেও, বলভদ্রকে উঠাইতে হইতেছে। মথুরায় গমন করিয়া প্রভু বিশ্রামঘাটে স্নান করিলেন। স্নানান্তে প্রভু মহাহ্লাদে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। অমনি চতুর্দ্দিক হইতে লোকসমাগম হইল। এই লোক সংঘট্ট হইতে জনৈক ব্রাহ্মণ প্রভুর নৃত্য দর্শনে বিভোর হইয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। প্রভু তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক প্রেমানন্দে নৃত্য করিলেন। এই ব্যক্তির নাম কৃষ্ণদাস। ইনি মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। মাধবেন্দ্র পুরী, নীচজাতীয় ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাসের অন্নগ্রহণ করিয়াছিলেন, এজন্য গৌরাঙ্গও তাঁহার বাটী ভিক্ষা করিলেন।

অনন্তর কৃষ্ণদাস সহ প্রভু বৃন্দাবনদর্শনে চলিলেন। দূরদেশে অবস্থানকালে যে প্রভুর বৃন্দাবন নাম শ্রবণমাত্র অবিরত নেত্রনীর বহির্গত হইত এবং ভক্তগণের গলা ধরিয়া বৃন্দাবন দর্শনের লালসায় দুঃখপ্রকাশ করিতেন, কতবার যে প্রভু বৃন্দাবন গমনোদ্যোগী হইয়াও তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, সেই প্রভু এক্ষণে বৃন্দাবনে বিরাজমান। সুতরাং প্রতি বৃক্ষ, পাতা, লতা, প্রভুর আনন্দোৎপাদনে

সহায়তা করিল। যে যমুনার নামে প্রভু মূর্চ্ছিত হইতেন, এক্ষণে সেই যমুনায় প্রতিদিন স্নান করিতেছেন এবং যমুনাবারি পান করিয়া হৃদয় পরিতৃপ্ত করিতেছেন। প্রভুর আগমনে বৃন্দাবনও যেন নবজীবন ধারণ করিল। বৃক্ষসকল নবকিসলয়ে সজ্জিত ও ফলভরে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। পুষ্পবৃক্ষসকলে অজস্র পুষ্প বিকশিত হইয়া বোধ হইতেছে যেন বনস্থলী বহুকাল পরে প্রভুর আগমনে সহস্র নয়ন উন্মীলন করিয়া দর্শনলালসা পরিতৃপ্ত করিতেছে। কিন্তু প্রভুর দুইচক্ষু ব্যতিরেকে আর নাই। এজন্য তিনি বৃন্দাবনশোভা প্রাণ ভরিয়া দেখিতে অক্ষম-বোধে পরিতপ্ত হইলেন। তাঁহার দুই কর্ণ অপেক্ষা অধিক থাকিলে তত্রত্য পক্ষিগণের কাকলীলহরী শ্রবণপূর্ব্বক শ্রবণেন্দ্রিয়ের সার্থকতা সম্পাদন করিতেন। প্রভু একে একে সমগ্র বৃন্দাবনের সর্ব্বস্থান ভ্রমণ করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিলেন। প্রভু যখন বৃন্দাবনে বৃক্ষতলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, বৃক্ষসকল প্রভুর মস্তকে মধু ও পুষ্পবর্ষণ করিল। অলিকুল আসিয়া প্রভুকে ঘিরিয়া ফেলিল। প্রভু জীবের প্রাণ, এজন্য প্রভুকে পাইয়া আর তাহারা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহে। ময়ূর ময়ূরীগণ প্রভুর সম্মুখে নৃত্য আরম্ভ করিল। শারী শুক উড়িয়া প্রভুর হস্তে ও মস্তকে আসিয়া উপবেশন করিল। মৃগগণ আগমনপূর্ব্বক তাঁহার অঙ্গলেহন আরম্ভ করিল। গাভীগণ আগমনপূর্ব্বক অনিমেষ-দৃষ্টিতে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল। এইরূপে প্রভু একে একে রাধাকুণ্ডে স্নান ও গোবর্দ্ধন গিরি দর্শন করিলেন। এই স্থানে লাহোর নগরবাসী জনৈক পঞ্জাবী ব্রাহ্মণকুমার আসিয়া প্রভুকে আত্মসমর্পণ করিল। গৌরাঙ্গ তাহাকে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রভু ইহাকে স্বীয় গুঞ্জমালা অর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম গুঞ্জমালী হইল। এই গুঞ্জমালী-প্রভাবে গুজরাট ও সিন্ধুদেশ মাতিয়া উঠিল।

এদিকে প্রভু প্রত্যহ বৃন্দাবনে নৃত্য বিহার করিতেছেন, ইহা দেখিয়া জনরব উঠিল যে, শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রতিদিন দলে দলে লোক কৃষ্ণদর্শনে আগমন করিতেছে। প্রভু ক্রমেই বিহ্বল হইতেছেন। বলভদ্র প্রভুর জন্য বড় ভীত হইলেন, অভ্যাসবশতঃ প্রভু প্রত্যহ স্নানাহার করেন বটে, কিন্তু লোকসংঘট্ট ক্রমশই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। বহুলোক প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু ভট্টাচার্য্য একটী রাখিয়া অপর লোকদিগকে নিরাশ করেন। প্রভুর কোন জ্বালাই নাই, তিনি সর্ব্বদা প্রেমে বিহ্বল, লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া তাঁহাকে দর্শনমাত্র উন্মত্ত হইয়া নৃত্য, কীর্ত্তন ও হরিধ্বনিতে দেশ মাতাইয়া তুলিল। ক্রমে ভট্টাচার্য্যের ইহা অসহ্য হইল। তিনি একদিবস প্রভুকে নিবেদন করিলেন, "সম্মুখে মকর সংক্রান্তি, যদি আপনার অভিরুচি হয়, তবে এখনও গমন করিলে আমরা সময়মত প্রয়াগ পৌঁছিতে পারি।" প্রভু তাহাতে সম্মত হইলেন এবং কহিলেন, "তুমি আমাকে বৃন্দাবন দর্শন করাইলে, এই ঋণ আমি কোনকালে পরিশোধ করিতে পারিব না। তোমার যাহা ইচ্ছা, আমি তাহাই করিব, তুমি যেখানে লইয়া যাইবে আমি সেই থানেই যাইব।"

পরদিবস প্রাতঃস্নান সমাধান পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় গৌরাঙ্গ প্রভু বৃন্দাবন ধাম হইতে নৌকাযোগে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। প্রভুর সহিত ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার ব্রাহ্মণ ভৃত্য ছিল। এক্ষণে কৃষ্ণদাস ও তাঁহার জনৈক রজপুত সঙ্গী প্রভুর সঙ্গে চলিলেন। বহুদূর গমন করিয়া সকলে ক্লান্ত হইলে প্রভু এক বৃক্ষতলে সকলের সহিত উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে কতকগুলি গাভী দেখিয়া তিনি বিচলিত হইলেন। ইতিমধ্যে জনৈক রাখাল বেণুবাদ্য করিলে প্রভু সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি সকলে তাঁহার শুশ্রূষাপরায়ণ হইলেন। ইত্যবসরে বিজলী নামক মুসলমান রাজপুত্র অশ্বারোহণে তথায়

উপনীত হইলেন। তাঁহার সহিত কয়েকটী অশ্বারোহী সৈনিক ছিল। প্রভুর মুখ দিয়া ফেনোদ্গীর্ণ হইতে ও তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন দেখিয়া মুসলমান রাজপুত্র স্থির করিলেন যে, এই সন্নাসীর নিকট কিছু অর্থ আছে, তাহাই গ্রহণমানসে এই সকল সঙ্গিগণ ইঁহাকে ধুস্তুর সেবন করাইয়া নিহত করিয়াছে। পাঠান সৈন্যগণ রাজপুত্রের আদেশে প্রভুর সঙ্গিগণকে বন্ধন করিয়া কাটিতে উদ্যত হইল। কৃষ্ণদাস প্রভৃতি সকলে তাহাদিগকে কত বুঝাইল, তাহারা তাহাতে কর্ণপাতও করিল না। একে দৃঢ়বন্ধনে তাঁহারা কষ্ট অনুভব করিতেছেন, তাহার উপর নির্দ্দয় সঙ্গিগণ তাঁহাদিগকে বধ করিতে উদ্যোগী হইলে, প্রভুর চৈতন্যোদয় হইল। তিনি ভূমিশয্যা হইতে উত্থিত হইয়া হুহুঙ্কার শব্দে হরিধ্বনি করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সুতরাং প্রভু ভক্তগণের বন্ধনদর্শনের অবকাশ পাইলেন না। রাজকুমার ও পাঠান সৈন্যগণ প্রভুর নৃত্যে মুগ্ধ ও হুহুঙ্কারে ভীত হইয়া ভক্তগণের বন্ধন মোচন করিয়াছেন। পরে ভট্টাচার্য্য প্রভুকে শান্ত করিয়া উপবেশন করাইলে তাহারা সকলে প্রভুর চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া নিবেদন করিল, "প্রভো! এই দুষ্ট চোরগণ আপনার অর্থ হরণ করিতেছিল ও আপনার নিধন আশয়ে আপনাকে ধুস্তুর সেবন করাইয়া ছিল।" প্রভু কহিলেন, "ইঁহারা আমার অনিষ্টকারী নহেন, ইঁহারা আমার সঙ্গী, আমার মূর্চ্ছা রোগের উপশমের ও সন্তর্পণের জন্য সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। বিজ্‌লী খাঁ অপ্রতিভ হইয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন এবং পাঠান সৈন্যগণ প্রভুর শরণাপন্ন হইল।

প্রভু হিন্দুবিদ্বেষী মুসলমানদিগকে হরিনাম গ্রহণ করাইয়া প্রয়াগতীর্থে গমন করিলেন। যমুনার নিকট বিদায়গ্রহণমানসে প্রভু তথায় কয়েক-দিন অবস্থান করিলেন। কিন্তু প্রভুর মহিমাগুণে বৃন্দাবনের ন্যায় এখানেও লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইয়া হরিধ্বনি ও নৃত্য আরম্ভ করিল, যথা চৈতন্য চরিতামৃতে

"গঙ্গা যমুনা নারিল প্রয়াগ ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণ প্রেমের বন্যাতে॥"

এই প্রয়াগতীর্থে রূপ গোঁসাই প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। গৌড়ীয় মুসলমান রাজার দবীর্ খাস ও সাকর মল্লিক নামে দুই মন্ত্রী ছিলেন। তাহাদের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই দুই ভ্রাতা হিন্দু হইয়াও মুসলমান রাজার ইচ্ছামত হিন্দুবিরুদ্ধ কার্য্য করিতেন বলিয়া মুসলমানী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌড়ে ইঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রভু ইঁহাদের নাম সনাতন ও রূপ রাখিয়াছিলেন। সনাতন ও রূপ প্রথম হইতেই রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতা মানিতেন। পরে প্রভু প্রকাশ হইলে তাঁহারা তাঁহাকে, শ্রীকৃষ্ণের অবতারজ্ঞানে উদ্ধারপ্রাপ্তি আশয়ে পত্র লিখিয়াছিলেন, প্রভুও পত্রের উত্তর না দিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রভু তথা হইতে নীলাচল গমন করিলে, রূপ রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া বাটী আগমন করেন এবং সনাতনও কার্য্যে অবহেলা দেখাইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সহ কাল কাটাইতেন। রাজা ডাকিলে অসুস্থ বলিয়া ওজর করিতেন। রাজা বৈদ্য পাঠাইয়া জানিলেন যে, অসুস্থতা ভাণ মাত্র। সুতরাং রাজা নিজে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই সময়ে সনাতনের হৃদয় প্রভুর প্রতি এতই আকৃষ্ট হইল যে, তাঁহার মরণ বাঁচন জ্ঞান ছিল না। তিনি রাজার সম্মুখে কার্য্য করিতে অস্বীকার করিলে রাজা তাঁহাকে বন্ধন করিয়া কারাগারে রক্ষা করিলেন।

এদিকে ভ্রাতৃদ্বয় প্রভু দর্শন করিয়া অবধি সংসারে বিরাগী হইলেন। সুতরাং রূপ অগ্রেই রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। যাহাদের মন নিত্য পরমপদার্থের প্রতি ধাবিত হয়, তাহাদের ধন বল, অর্থ বল, জ্ঞাতি বল, কুটুম্ব বল সকলই তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের সন্তান সন্ততি ছিল না, কিন্তু যথেষ্ট অর্থ ছিল। এই অর্থে আর তাহাদের প্রয়োজন নাই। তাহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমের শ্রীজীব বলিয়া এক পুত্র ছিল।

তাহাকেই সেই ধনের কিয়দংশ দান করিয়া গদিতে বসাইলেন। বক্রী সমুদায় অর্থ দীন দুঃখীকে দান করিলেন। পরে প্রভু বৃন্দাবন গমন করিয়াছেন, এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র রূপ সনাতনকে এক পত্র দিলেন যে, তথাকার মুদীর নিকট যে দশ সহস্র মুদ্রা প্রেরণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা নিজের কারামোচন সাধনপূর্ব্বক বৃন্দাবনে গমন করিবেন এবং তাঁহারা দুই ভ্রাতা রূপ ও অনুপম বৃন্দাবনযাত্রী প্রভুর অন্বেষণে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। এই পত্র প্রেরণপূর্ব্বক তাঁহারা ছিন্ন ও মলিন বসন পরিধান পূর্ব্বক কন্থামাত্র সম্বল লইয়া বাটী হইতে প্রভুচরণোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা ঘোর পাপী, নরহত্যা, পরদ্রব্যাপহরণ প্রভৃতি সকল কার্য্যই অকুতোভয়ে সম্পন্ন করিয়াছেন। সুতরাং প্রভু ভিন্ন তাঁহাদের উপায়ান্তর নাই, তাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য প্রভুর শরণাপন্ন হইতে চলিলেন। প্রভুপাদস্পর্শে তাঁহাদের সকল পাপ ক্ষালিত হইবে, এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস সহকারে দীনবেশে তাঁহারা এই প্রয়াগে আসিয়া প্রভুর দর্শন পাইলেন। প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া যাঁহারা কখন দুঃখের মুখ দেখেন নাই, এক্ষণে তাঁহারা সমস্ত ধনরত্ন বিসর্জ্জন দিয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যের উপর নির্ভর করিয়াও কোন দুঃখ অনুভব করিলেন না। যেমন গাঢ় মেঘ দর্শন করিলে বৃষ্টির সম্ভাবনা বুঝিতে পারা যায়, ধূম্র দর্শন করিলে অগ্নি আছে জানিতে পারা যায়, তদ্রূপ প্রয়াগে হরিনামে ও নর্ত্তনে উন্মত্ত এই লোক সমুদ্র দেখিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, প্রভু নিশ্চয়ই এই স্থানে আছেন। মধ্যাহ্ন-কালে প্রভু নিভৃতে উপবিষ্ট হইলে রূপ ও অনুপম অতি দীনভাবে প্রেমাবেশে বিভোর হইয়া ধরণী লুণ্ঠিত হইলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক নিকটে বসাইয়া সনাতনের বার্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন। সনাতন রাজদ্বারে বন্দী, এই সংবাদ প্রদান করিলে প্রভু কহিলেন, "সনাতন কারামুক্ত হইয়াছেন এবং সত্বরই আমাদের সহিত মিলিত হইবেন।" প্রভুর অদ্ভুত উদ্দেশ্য মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য। প্রবল পরাক্রমশালী রূপ ও সনাতন

ব্যতিরেকে বৃন্দাবন-উদ্ধার ও পশ্চিমাঞ্চলের পতিত-জীবপাবন-কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না বুঝিয়াই বৃন্দাবনগমনচ্ছলে রামকেলী গ্রামে রূপ সনাতনকে দর্শন দিয়া গৃহের বাহির করিয়াছিলেন। এক্ষণে রূপকে প্রাপ্ত হইয়া প্রভু লুপ্ততীর্থ বৃন্দাবন-উদ্ধার ও পরিবর্দ্ধিত-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নিয়মাবলী করণোদ্দেশ্যে রূপকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

এই সময়ে আউলি গ্রামবাসী বল্লভ ভট্ট প্রভুকে দেখিতে আইসেন। বল্লভ ভট্ট বালগোপাল-উপাসক এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতা, এজন্য তাঁহার মন গর্ব্বপূর্ণ। অন্তর্যামী প্রভু তাহাই জানিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণপূর্ব্বক নৌকাযোগে যমুনা বাহিয়া আউলি গ্রামে গিয়াছিলেন। নৌকায় যাইতে যাইতে প্রভু যমুনায় ঝম্পপ্রদান করেন। সকলে ধরাধরি করিয়া উঠাইলেও প্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলেন, তাহাতে নৌকায় ঝলকে ঝলকে জল উঠিতে লাগিল। আউলি গ্রামে ভট্টের বাটী ভিক্ষা করিয়া তাঁহারা পুনরায় প্রয়াগে আসিলেন। প্রয়াগে দশ দিবস রূপকে শিক্ষা দিয়া প্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবন যাইতে আদেশ করিলেন। রূপ ক্রন্দন করিয়া কহিলেন,"প্রভো, আপনার অদর্শনে আমি জীবন ধারণে সমর্থ হইব না।" প্রভু তাঁহার প্রতি কোমল না হইয়া বরং রুক্ষ ভাবে কহিলেন, "সে কি? আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর, বৃন্দাবনে যাও, জীবের মঙ্গলসাধনে তৎপর হও, আপনার সুখ বিসর্জ্জন দাও। এক্ষণে বৃন্দাবনে গমন কর, তৎপরে, ইচ্ছা হয়, নীলাচলে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।" এই বলিয়া প্রভু প্রস্থান করিলেন। রূপ ও অনুপম প্রভুর আজ্ঞায় বৃন্দাবন গমন করিলেন।

প্রভু পুনরায় বারাণসীধামে আগমন করিলেন। চন্দ্রশেখর, প্রভু আসিতেছেন স্বপ্ন দেখিয়া, নগরের বাহিরে আসিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। প্রভুকে দেখিয়াই তিনি তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। পূর্ব্বের ন্যায় প্রভু তপন মিশ্রের বাটী ভিক্ষা করিলেন ও চন্দ্রশেখরের বাড়ী রহিলেন।

সনাতন কারাগারে বন্দী ছিলেন। রূপ তাঁহাকে যে টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সেই অর্থ ঘুষ দিয়া তিনি কারারক্ষকের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। গঙ্গা পার হইয়া ক্রমাগত হাঁটিয়া তিনি হাজীপুরে পৌঁছিলেন, তথায় তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীকান্তের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সনাতনের দীনবেশ অবলোকন করিয়া শ্রীকান্ত তাঁহাকে বাটী গমনের অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে ফিরাইতে পারিলেন না। অতঃপর দারুণ শীত-কালে তাঁহার শীতবস্ত্র নাই দেখিয়া শ্রীকান্ত তাঁহাকে একজোড়া সাল দিতে চাহিলেন। সনাতন তাহা লইলেন না, সর্ব্বশেষে একান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া এক খানি কম্বল গ্রহণ করিলেন। শ্রীকান্তের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক তিনি প্রভুর উদ্দেশে চলিলেন। তিনি ভাবিলেন, "তারাগণপরিপূর্ণ নভোমণ্ডল হইতে চন্দ্রদেবকে যেমন সহজেই বাছিয়া লওয়া যায়, তদ্রূপ এই মানবগণপরিপূর্ণ ধরণীমণ্ডল হইতে গৌরাঙ্গ দেবকে বাছিয়া লইতে কষ্ট হইবে না। প্রভু যেখানে আছেন, সে স্থান বহুলোকাকীর্ণ, সে স্থান হরিনামধ্বনিতে ধ্বনিত। যেমন কল্লোলধ্বনি দ্বারা সমুদ্র নিকটবর্ত্তী জানা যায়, তদ্রূপ হরিধ্বনি দ্বারা প্রভুসান্নিধ্য জানিতে পারা যায়।" সনাতন বারাণসী আসিয়াই শুনিলেন, প্রভু চন্দ্রশেখরের বাটীতে অবস্থান করি-তেছেন। তিনি আনন্দিত ও পুলকিত হইয়া চন্দ্রশেখরের বাটী প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু প্রভুর নিকটে যাইতে তাঁহার সাহস হইল না, তিনি ঘোর নারকী; এজন্য অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া প্রভুর চরণকমল ধ্যান করিতে করিতে গৌড় হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত হাঁটিয়া আসিয়াছেন। প্রভু বাটীর ভিতর আছেন, তথাপি এই সামান্য পথ যাইতে আর তাঁহার সাহস হইল না। তিনি চন্দ্রশেখরের বহির্দ্বারের পার্শ্বদেশে উপবেশন করিয়া রহিলেন।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

•——:-*-:——
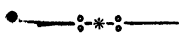
প্রকাশানন্দের উদ্ধার।

অন্তর্যামী প্রভু সনাতনের আগমন অবগত হইয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "তোমার বহির্দ্বারে যে বৈষ্ণব উপবিষ্ট আছেন, তাঁহাকে ডাকিয়া আন।" চন্দ্রশেখর প্রভুর আদেশমত বহির্দ্বারে আগমনপূর্ব্বক কোন বৈষ্ণবকে দেখিলেন না, তবে জীর্ণ শীর্ণ মলিনবেশে কোন মুসলমান ফকিরকে উপবিষ্ট দেখিলেন। সুতরাং তিনি প্রভুকে গিয়া এই সংবাদ নিবেদন করিলে প্রভু সেই ফকিরকেই ডাকিয়া আনিতে কহিলেন। চন্দ্রশেখর আসিয়া সনাতনকে প্রভুর আজ্ঞা জানাইলে সনাতন বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, ভাবিলেন, "আমি ত প্রভুকে আমার আগমনবার্ত্তা জানাই নাই, তবে প্রভু আমাকে ডাকিবেন কেন?" এজন্য সন্দিহান হইয়া তিনি বারংবার চন্দ্রশেখরকে জিজ্ঞাসিলেন, "প্রভু কি আমাকে ডাকিতেছেন? না আপনার ভুল হইয়া থাকিবে, তিনি আর কাহাকেও ডাকিয়াছেন।" তাঁহার ন্যায় ঘোর নারকীকে যে প্রভু ডাকিবেন, এ বিশ্বাস সহসা তাঁহার মনে উদিত হইল না। বিশেষতঃ প্রভু তাঁহাকে একদিন একবারমাত্র দেখিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার কথা প্রভুর স্মরণ থাকিবার কথা নয়, কেনই বা থাকিবে? যাঁহাকে লক্ষ লক্ষ ভুবনপাবন ভক্তে সেবা করিতেছে, যাঁহার ভিক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক লালায়িত, তিনি কি নিমিত্ত তাঁহার ন্যায় নরাধম পামরকে

মনে রাখিবেন? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সনাতন দীনভাবে প্রভুর চরণতলে পতিত হইলেন। দয়াল প্রভু তৎক্ষণাৎ সনাতনকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে সনাতন পশ্চাৎপদ হইয়া কহিলেন, "প্রভো! তুমি পবিত্র, নির্ম্মল, কেন এ অধম পামরস্পর্শে নিজে কলুষিত হইবে?" প্রভু সনাতনের দৈন্য দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "সনাতন! তোমার দৈন্য দেখিলে আমার বুক ফাটিয়া যায়, তুমি দৈন্য সংবরণ কর। দয়াল শ্রীকৃষ্ণের নিকট ভালমন্দ নাই। তিনি তোমার সন্নিকটে থাকিয়া তোমাকে বিষয়কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।"

প্রভু রূপকে শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবন পাঠাইয়াছেন, আবার সনাতনকে বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারোপযোগী করিবার জন্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন। প্রভু নীলাচল গমন করিলে প্রভুকর্ত্তৃক শক্তি সঞ্চারিত হইয়া এই ভ্রাতৃদ্বয় পশ্চিমাঞ্চল মাতাইয়াছিলেন। সনাতনকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রভু দুই মাস বারাণসী ধামে অবস্থান করিয়াছিলেন।

প্রভু বারাণসী ত্যাগ করিয়া যখন বৃন্দাবন গমন করেন তখন প্রকাশানন্দের পক্ষে প্রভুর কুৎসা রটাইবার বড় সুবিধা হইল। তিনি প্রচার করিতে লাগিলেন, "চৈতন্য মূর্খ সন্ন্যাসী; তাহা না হইলে সে বেদ বেদান্ত ত্যাগ করিয়া নৃত্য গীতে অনুরক্ত হয়? সে শাম্বরী বিদ্যা জানে, তাই মায়া-মুগ্ধ করিয়া লোককে বশীভূত করে।" এইরূপ বলিয়া শিষ্যগণকে তাঁহার নিকট গমন করিতে নিষেধ করিয়া কহিলেন, "যে ব্যক্তি শাম্বরীবিদ্যাবলে পরম পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমকেও বশীভূত করিয়াছে, তাহার অসাধ্য কার্য্যই নাই। সুতরাং তোমরা তাহার নিকট গমন করিও না। তবে প্রকাশানন্দ থাকিতে বারাণসী নগরে তাঁহার সে ইন্দ্রজালে কোন ফল দর্শিবে না।"

বৃন্দাবনদর্শনে অত্যুৎকণ্ঠ প্রভু প্রথমবারে কয়েকদিন মাত্র বারাণসী থাকিয়াই বৃন্দাবনে গমন করেন, এজন্য প্রকাশানন্দ রটনা করিয়াছিলেন,

"চৈতন্য প্রকৃত সন্ন্যাসীর প্রভাব দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিয়াছে। সে আর কাশীধামে আগমন করিবে না।" কিন্তু যখন গৌরাঙ্গ পুনরায় কাশীধামে আগমন করিলেন, তখন তিনি শিষ্যগণকে তাঁহার নিকট গমন করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। প্রভুও ইহাতে অবসর পাইয়া সনাতনকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

প্রকাশানন্দের প্রচারিত এই নিন্দাবাদ কাশীধামে সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়িল। ইহাতে প্রভুর ভক্তগণ বড় কষ্ট পাইতে লাগিলেন। যাঁহাকে তাঁহারা পরম পবিত্র ভয়তাপহর শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া সেবা করিতেন, যাঁহাকে তাহারা প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসিতেন, সেই ভবমুক্তিপ্রদায়ক গৌরাঙ্গদেবের নিন্দা শ্রবণে তাঁহারা মর্ম্মাহত হইতেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জনৈক ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ প্রভুকে দর্শন করিয়াই তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ প্রকাশানন্দের শিষ্য, তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশানন্দ একবার প্রভুকে দর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহারও প্রভুচরণে মতি হইবে। কিন্তু প্রকাশানন্দ প্রভুর নিকট যাইবেন কেন এবং প্রভুই বা প্রকাশানন্দের নিকট যাইবেন কেন? তখন সেই ব্রাহ্মণ প্রভুর ভক্তগণসহ পরামর্শ করিয়া কাশীর সমস্ত সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিলেন। দশসহস্র সন্ন্যাসী একত্র হইলে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ প্রভুর ভক্তগণসহ প্রভুর চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, "প্রভো! আপনি সন্ন্যাসিসমাজে গমন করেন না, কিন্তু তথাপি আমার বাড়ী বলিয়া তথায় গমন করিয়া সে স্থান পবিত্র করিতে হইবে।"

প্রভু বুঝিলেন সন্ন্যাসিগণের উদ্ধার সকলের উদ্দেশ্য, বুঝিয়া একটু হাস্য করিয়া কহিলেন, "তোমাদের যেমন অভিরুচি।" প্রভুর সম্মতি প্রাপ্তি-মাত্র সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

প্রকাশানন্দও এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু অন্যান্য সন্ন্যাসিগণের

ন্যায় তিনি ইহাতে আনন্দিত না হইয়া বরং চিন্তাকুল হইলেন। যে সভায় প্রকাশানন্দ বিরাজিত, যেখানকার সন্ন্যাসিগণ তাঁহারই মতাপেক্ষী, সেই সভায় চৈতন্য স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আগমন করিতেছে, ইহা তাঁহার পক্ষে একটু ভাবনার কথাই বটে।

শ্রীভগবান্ বলিয়া পূজিত কৃষ্ণচৈতন্যকে দেখিবার নিমিত্ত সমগ্র সন্ন্যাসি-মণ্ডলী উন্মুখ হইয়া বসিয়া আছেন। এমন সময়ে প্রভুর সেই সুদীর্ঘ দেহযষ্টি, কমল-নয়ন, উন্নত ও প্রশস্ত ললাট সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। অমনি "চৈতন্য আসিতেছেন" রব উত্থিত হইল। প্রভু সলজ্জ ও নিঃশঙ্কবদন অবনত করিয়া হরিনাম জপ করিতে করিতে আগমন করিতেছেন। চারি চন্দ্র সমন্বিত বৃহস্পতি যেমন তারাখচিত নভোমণ্ডলে উদিত হয়, তদ্রূপ সনাতন প্রভৃতি চারি শিষ্যযুক্ত প্রভু সেই সন্ন্যাসিপূর্ণ সভায় উপস্থিত হইলেন। প্রভু চন্দ্রাতপের বহির্ভাগে থাকিয়া প্রফুল্ল ও মনোহর বদনকমল উত্তোলিত করিয়া সন্ন্যাসিগণের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। পরে পদপ্রক্ষালনার্থ পদপ্রক্ষালনস্থানে গমনপূর্ব্বক পদধৌত করিয়া তৎসন্নিহিত স্থানে উপবেশন করিলেন।

প্রভুর সেই পূর্ণচন্দ্রসমদ্যুতি বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া প্রকাশা-নন্দের হৃদয় হইতে প্রভুর প্রতি শত্রুভাব তিরোহিত হইল। তিনি প্রভু-বিদ্বেষী হইলেও সদাশয় লোক ছিলেন। প্রভু যে অপবিত্র স্থানে উপবেশন করিলেন, ইহা তাঁহার অসহ্য হইল। তিনি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সেই সহস্র সন্ন্যাসিসমাবৃত হইয়া প্রভুকে কহিলেন, "শ্রীপাদ! সভামধ্যে আগমন করুন, অপবিত্র স্থানে বসিয়া আমাদিগকে ক্লেশ দিতেছেন।" তখন শ্রীগৌরাঙ্গ করযোড়ে কহিলেন, "মহাশয়! আমি অতি হীন সম্প্রদায়ভুক্ত, সুতরাং আপনাদের মধ্যে আমার উপবেশন করা যুক্তিযুক্ত নহে।" সর্ব্ব-লোকমানসবিহারী গৌরাঙ্গপ্রভুর এতাদৃশ দীনতা দর্শনে প্রকাশানন্দ একবারে মুগ্ধ হইলেন। প্রভুর প্রতি তাঁহার যে ক্রোধ ছিল, তাহা অন্ত-

হিত হইল। এজন্য তিনি স্বয়ং প্রভুর হস্ত ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে উঠাইয়া সভামধ্যে আনয়ন করিলেন। সকলে উপবিষ্ট হইলে সরস্বতী কহিলেন, "শুনিয়াছি আপনার নাম কৃষ্ণচৈতন্য, আপনি কেশব ভারতীর শিষ্য, আপনি আমাদের এক আশ্রমভুক্ত, এই স্থানেই থাকেন, অথচ আমা-দিগকে এতাবৎ দর্শন দেন নাই কেন?" প্রভু কোন উত্তর করিলেন না। সরস্বতীর তখন প্রভুর প্রতি বাৎসল্য ভাব আসিয়াছে, এজন্য তিনি পুনরায় কহিলেন,"আপনার তেজ ও প্রভাব দর্শনে আপনাকে নারায়ণ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু আপনি সন্ন্যাসী হইয়া আমাদের সহিত মিলিত হয়েন না, সন্ন্যাসীর প্রধান ধর্ম্ম বেদপাঠ, তাহাতেও অনুরক্ত নহেন, অথচ সন্ন্যাসীর দূষণীয় নৃত্য গীতাদিতে বিলক্ষণ আসক্ত। সুতরাং আমাদের জিজ্ঞাস্য আপনি ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য পরিহারপূর্ব্বক ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য অনুমোদন করেন কেন?"

বাৎসল্যভাবে সরস্বতী উক্ত কথাগুলি বলিলেন, কিন্তু গৌরাঙ্গপ্রভু গুরু বুদ্ধিতে তাঁহার উত্তর দিলেন। তিনি অবনতমস্তকে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ! আমি যখন গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে মূর্খ বিবেচনা করিয়া একটী শ্লোক কণ্ঠস্থ করিতে দিয়াছিলেন, সেটী এই:—

"হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

এই শ্লোক পাঠের সঙ্গে সঙ্গে গৌরাঙ্গ তাহার ব্যাখ্যাও করিলেন। প্রভুর বীণাবিনিন্দিত সুমধুর কণ্ঠে উচ্চারিত এই শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সকলে মুগ্ধ হইল।

প্রভু শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া কহিলেন, "গুরুদেব আমাকে এই নাম জপ করিতে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, ইহাতে কর্ম্মবন্ধ ক্ষয় পাইবে, অধিকন্তু দেবদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইবে।" তাঁহার উপদেশমত নাম

জপ করিতে করিতে ক্রমে ভ্রান্ত হইলাম। আমার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। শেষে কথন হাস্য, কথন ক্রন্দন, কথন নৃত্য, কথন গান করিতে লাগিলাম। আমার এতাদৃশ উন্মত্তাবস্থা দেখিয়া নিজেই ভীত হইয়া গুরুদেবের নিকট গমন করিলাম। গুরুদেব শ্রবণপূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিলেন, "তোমার ভয় নাই, তোমার মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে, তুমি যথার্থ কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হইয়াছ।" সেই অবধি আমি একান্তমনে কৃষ্ণনাম জপ করিয়া থাকি এবং তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে যে নৃত্য, গীত, হাস্য প্রভৃতি করিয়া থাকি, সে ইচ্ছাপূর্ব্বক নহে, নামের শক্তিতেই ঐরূপ করিয়া থাকি।"

প্রভুর অমৃতায়মান বচনলহরী শ্রবণ করিয়া সকলে পরিতৃপ্ত হইলেন। অনন্তর প্রভু, বেদান্ত পাঠ করেন না কেন প্রশ্ন শুনিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ! এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় শক্ত, আপনাদের আদেশ, উত্তর না দিলে আমাকে অপরাধী হইতে হইবে, আর যদি উত্তর আপনাদের তুষ্টিজনক না হয়, তবে আপনাদের বিরক্তিভাজন হইব। অতএব আপনারা যদি আমার অপরাধ গ্রহণ না করেন, তবে আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি।" প্রকাশানন্দ তখন ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "শ্রীপাদ! আপনার মুখে মধুক্ষরণ হইতে শুনিয়া আমরা পরম আপ্যায়িত হইয়াছি। আমরা আপনার কথায় বিরক্ত হইব, ইহা হইতেই পারে না।" তখন প্রভু কহিলেন, "বেদান্তের সূত্র আমি অবশ্য মানি, কিন্তু শঙ্কর যে অর্থে তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই মানি না। বেদান্ত সূত্র সহজ এবং সহজেই বোধগম্য হয়। শঙ্করভাষ্য জটিল। তিনি নিজ উদ্দেশ্য সাধনার্থে বেদান্তসূত্রের ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।" এই বলিয়া প্রভু বেদান্তসূত্র ধরিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিলেন এবং দেখাইলেন যে শঙ্করের ভাষ্য তাঁহার মনঃকল্পিত। বেদান্তের তাহা প্রকৃত অর্থ নহে।

প্রকাশানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীরা শঙ্করকে জগৎগুরু বলিয়া মান্য করেন। শঙ্কর জগতের নমস্য, সুতরাং তাঁহার ভাষ্যে দোষারোপ করিতে শুনিয়া প্রকাশানন্দ তাহার প্রমাণ চাহিলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুও শঙ্করকে নমস্য বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং কহিলেন, "ঈশ্বর শঙ্কর অপেক্ষাও বড়। বেদান্ত ঈশ্বরের বাক্য। বেদান্তের যে অর্থ, তাহা সরলভাবে আমাদের মনের গোচর হয় এবং তাহাই ঈশ্বরের অর্থ। শঙ্করের অর্থ সরল নহে। তখন প্রভু তেজস্বী বক্তৃতা দ্বারা শঙ্করের ভাষ্যের দোষ দেখাইয়া দিলেন। সকলেই তখন চৈতন্যকে পরমপণ্ডিত জ্ঞান করিলেন। প্রকাশানন্দের যে পণ্ডিতাভিমান ছিল, তাহা ক্রমে তিরোহিত হইতে লাগিল। তিনি তখন বুঝিলেন, কৃষ্ণচৈতন্য পরমভক্ত, পরমপণ্ডিত ও পরমযোগী। শ্রীভগবান্ মুখে ভক্তিযোগ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তাঁহার মনে গৌরাঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা আসিল। তখন তিনি তাঁহাকে যে অযথা নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য অনুতাপ করিলেন। তখন মহাশয় প্রকাশানন্দ প্রভুকে সরলভাবে কহিলেন, "শ্রীপাদ! আমি আপনাকে নিন্দা ও ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি। আমি বিদ্যার গৌরবে আপনাকে চিনিতে পারি নাই। এক্ষণে জানিলাম, আপনি নারায়ণ ও আপনিই বেদ। আপনার নিকট এতদিনে বেদের প্রকৃত অর্থ বুঝিলাম। আপনিই আমার গুরু। আপনি শিক্ষা দিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণই সকল জীবের প্রাণ এবং তাঁহার চরণ সেবাই পরমধর্ম।"

ইহার পর সন্ন্যাসিগণ ভোজনে বসিলেন। আহারান্তে গৌরাঙ্গ শিষ্যসহ বাসায় প্রত্যাগত হইলেন। সন্ন্যাসিগণের মধ্যে তখন হরিনামের ঘটা উঠিল। সকলেই বুঝিলেন, কলিকালে হরিনাম ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

প্রকাশানন্দের গৌরাঙ্গভক্তি-কথা দেশময় রাষ্ট্র হইলে নানা দেশীয় পণ্ডিত, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ ও কাশীধামের অন্যান্য পণ্ডিতমণ্ডলী

আসিয়া প্রভুকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। দেশে হুলুস্থূলু পড়িয়া গেল, প্রভুর আর বিশ্রাম করিবার সময় নাই। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক আসিয়া প্রভুদর্শন ও স্পর্শন পূর্ব্বক হরিনাম করিতে করিতে বিদায়গ্রহণ করিতে লাগিল। হরিবোল, কৃষ্ণনামের কোলাহল ও সংকীর্ত্তনে কাশীধাম আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিল।

এই ঘটনার দুই তিন দিবস পরেই এক দিবস প্রভু পঞ্চনদে স্নান করিয়া বিন্দুমাধব হরি দর্শনে গমন করিলেন। প্রত্যহই প্রভু এইরূপ করিয়া থাকেন। তিনি এতাবৎ ভাব গোপন করিয়াছিলেন। অদ্য আর পারিলেন না। বিন্দুমাধব দর্শন করিয়াই প্রেমে উন্মত্ত হইলেন। সঙ্গে যে চারিজন ভক্ত ছিল, তাঁহারাও প্রভুপ্রেমে উন্মত্ত হইলেন। প্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলে ভক্তগণ হাত তালি দিয়া "হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণযাদবায় নমঃ" এই পদ গাইলেন। একে প্রভুর সহিত শত সহস্র লোক কলরব করিতে করিতে গমন করে, তাহার উপর প্রভুর এই সুন্দর নৃত্য দেখিয়া অধিকতর কোলাহল করিয়া উঠিল। প্রভুর নৃত্য দেখিলে স্বভাবতঃই লোকের মনে প্রেমতরঙ্গ উত্থিত হইত। লোকমুখে এই সংবাদ নগরময় প্রকাশিত হইল। অমনি লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া প্রভুর এদেশে নূতন এই অপূর্ব্ব নৃত্য দেখিয়া প্রেমে মুগ্ধ হইল। প্রভু নৃত্যকালে হরিনাম করিলে অমনি লক্ষ লক্ষ দর্শকমুখে সেই হরিধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এমন সময় এক ব্যক্তি আগমনপূর্ব্বক প্রকাশানন্দের সভায় সংবাদ দিল যে, গৌরাঙ্গপ্রভু নৃত্য করিতেছেন। প্রকাশানন্দ প্রভুর বচন শুনিয়াছেন, তাঁহার রূপ দেখিয়াছেন, তাঁহার নয়নবাণের শক্তিও অনুভব করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার নৃত্য দেখিবার অভিলাষী হইয়া সভা সমেত উঠিয়া গেলেন। প্রভু প্রেমভাবে মুগ্ধ হইয়া যে নৃত্য করিতেন, তাহা দেখিয়া সার্ব্বভৌম প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ বিগলিত হইয়াছেন, অদ্য সেই মনোমোহকর নৃত্য দেখিবার জন্য জগৎমান্য, গম্ভীরপ্রকৃতি, কমণ্ডলু-

ধারী, কৌপীনবান্, বিজ্ঞপ্রবর, সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ প্রকাশানন্দ দৌড়িলেন। প্রকাশানন্দ এক্ষণে জগৎ গৌরময় দেখিতেছেন। তাঁহার হৃদয় প্রত্যক্ষ গৌরদর্শন জন্য লালায়িত ও গৌরাঙ্গের সহিত মিলনের জন্য তিনি উৎসুক। তিনি সন্ধ্যাবন্দনা সমস্ত ত্যাগ করিয়া গৌরাঙ্গের সেই সুন্দর আনন ধ্যান করিতেছেন। প্রভু তাঁহার নিকট আইসেন না, সুতরাং তিনিও অভিমানে তাঁহার নিকটে যাইতে পারিতেছেন না। এক্ষণে সুযোগ উপস্থিত হইবামাত্র তিনি প্রাণনাথ দর্শনে ছুটিলেন।

প্রকাশানন্দ শিষ্যবর্গসহ নৃত্যপরায়ণ গৌরাঙ্গের নিকট গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। দেখিলেন, গৌরাঙ্গ প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার চন্দ্রানন প্রফুল্ল হইয়াছে, দুই নয়নপদ্ম দিয়া দুটী ধারা বিগলিত হইতেছে। তখন প্রকাশানন্দেরও নয়ন দিয়া ধারা পতিত হইল। তিনি ক্রমশঃ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া দেখিলেন যেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসীর বেশধারণপূর্ব্বক আত্মগোপন করিয়া নৃত্য করিতেছেন। প্রকাশানন্দ হৃদয়-দেবতাকে চিনিলেন। ক্রমে তাঁহার পঞ্চেন্দ্রিয় প্রভুতে লীন হইল। প্রভুর নর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারও পদদ্বয় সঞ্চালিত হইতে লাগিল। প্রভু যেরূপ অঙ্গভঙ্গী করিতেছেন, তাঁহারও যেন তদ্রূপ অঙ্গভঙ্গী প্রকাশ পাইতে লাগিল।

বহুতর লোক কোলাহলে প্রভুর চৈতন্যোদয় হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ নৃত্য সংবরণ করিলেন। প্রকাশানন্দকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া গৌরাঙ্গ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। গৌরাঙ্গ তাঁহাকে প্রণাম করিবামাত্র প্রকাশানন্দ তাঁহার পদধারণপূর্ব্বক ধরণীলুণ্ঠিত হইলেন। গৌরাঙ্গ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উঠাইয়া কহিলেন, "আপনি আমাকে অপরাধী করেন কেন? আপনি জগৎগুরু, আমি আপনার শিষ্যস্থানীয়।"

প্রভু যে প্রকাশানন্দকে প্রণাম করিবেন, তাহা জানিতে পারিলে তিনি তাহা কখন করিতে দিতেন না। গৌরাঙ্গকে ভগবান্ বলিয়া তাঁহার

প্রতীতি হইয়াছে, এজন্য তিনি কহিলেন, "ভগবন্! আপনি আমাকে বঞ্চনা করিবেন না, আমার অন্তরাত্মা আমাকে বলিয়া দিতেছে যে, আপনি ভগবান্। এজন্যই আমি আপনার চরণধারণ করিয়া আমার পাপ ক্ষালিত করিয়াছি।"

গৌরাঙ্গ তখন জিহ্বা কাটিয়া কহিলেন, "জীবে ভগবৎজ্ঞান অতি দোষাবহ। ইহাতে উভয় পক্ষেরই দোষ।" কিন্তু তথাপি প্রকাশানন্দ কহিলেন, "আমি আপনাকে চিনিয়াছি, এজন্য আপনার কৃপাপ্রার্থী।"

বহুলোকসমক্ষে এরূপ কথাবার্ত্তা ভাল নহে, এই বিবেচনা করিয়া গৌরাঙ্গ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রকাশানন্দও স্বীয় বাসায় আগমন করিলেন।

এই অবধি প্রকাশানন্দের সম্যক্ পরিবর্ত্তন হইল। তিনি প্রতিদিন বহু কঠোর নিয়ম পালন করিতেন এবং অধিক রাত্রে শয়ন করিতেন। সন্ধ্যাবন্দনা ও বেদ পাঠাদি কার্য্যে তাঁহার সময় কাটিয়া যাইত, কিন্তু এক্ষণে আর সন্ধ্যাবন্দনায় মন নাই, বেদ পাঠেও প্রবৃত্তি নাই। কেবল সময়ে সময়ে তিনি একটু একটু গীত গাইতেছেন ও প্রভুর নৃত্যের অনুকরণ করিয়া সময়ে সময়ে নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার মন যেন আর তাঁহাতে নাই, এজন্য মধ্যে মধ্যে নিজে নিজেই বলিতেছেন, "হে মনচোর! তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন হরণ করিলে?" কখন বা আবার নৃত্য করিতেছেন বলিয়া নিজেই লজ্জিত হইতেছেন ও বলিতেছেন, "আমাকে নৃত্য করিতে দেখিলে কাশীবাসী লোকে আমাকে কি বলিবে?"

দুই এক দিবস এইরূপে অতিবাহিত করিয়া প্রকাশানন্দ আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি রজনীযোগে প্রভুর নিকট গমন করিলেন। প্রভুকে দেখিয়াই তাঁহার চরণে পড়িতে গেলেন। কিন্তু প্রভু তাঁহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং দুই জনেই অচেতন হইয়া পতিত হইলেন। অবসর পাইয়া প্রভু প্রকাশানন্দের হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিলেন।

প্রকাশানন্দ পুনরায় চেতন পাইয়া প্রভুপদে পতিত হইলেন এবং প্রভুর সঙ্গে যাইবার প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "প্রভো! তুমি চলিয়া যাইতেছ, কিন্তু আমি তোমার অদর্শন সহ্য করিতে পারিব না।"

প্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবনে গমন করিতে কহিলেন। প্রকাশানন্দের হৃদয় প্রবোধ মানে না। প্রভু অনেক বুঝাইয়া পরিশেষে কহিলেন, "বৃন্দাবনেই তুমি আমার দর্শন পাইবে।"

প্রকাশানন্দ কহিলেন, "প্রভো! আমাকে বৃথা আশ্বাসদান আপনার অনুচিত।

প্রভু কহিলেন, "তুমি বৃন্দাবনে থাকিয়া আমাকে স্মরণ করিলেই আমার দর্শন পাইবে।"

প্রভু তাঁহার নাম প্রবোধানন্দ রাখিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবন গমন করিতে কহিলেন। অনন্তর প্রভুও নীলাচলমুখী হইলেন, প্রবোধানন্দও বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। যে প্রবোধানন্দ প্রভুকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে মূঢ় জনেই কাশীত্যাগ কবিয়া অন্যত্র গমন করে, সেই প্রকাশানন্দই অদ্য গৌরাঙ্গ আদেশে কাশী পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃন্দাবন চলিলেন। এই প্রকাশানন্দ প্রভুকে তিরস্কারপূর্ব্বক পত্র লিখিয়াছিলেন বলিয়া সার্ব্বভৌম প্রভুকর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াও কাশীধামে প্রকাশানন্দকে শিক্ষাদানার্থে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তখন অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগত হন।

প্রভু নীলাচলগমনোন্মুখী হইলে সনাতন প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহার সঙ্গে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। কিন্তু প্রভু কাহাকেও লইয়া গেলেন না। তিনি যে বনপথে আসিয়াছিলেন, সেই বনপথেই চলিলেন। প্রভু অগ্রগামী হইয়াছেন, বলভদ্র ও তদীয় ভৃত্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন। ইতিমধ্যে জনৈক গোপযুবক এক কলসী তক্র লইয়া বিক্রয়ার্থ গমন করিতেছে। প্রভু তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছেন, এজন্য গোপযুবকের নিকট তক্র চাহিলে

সে কলসটী প্রভুর সম্মুখে ধারণ করিল। প্রভুও এক কলস তক্র পান করিয়া যেমন অগ্রগামী হইবেন, গোপযুবক মূল্য চাহিল। প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলভদ্র ও তদীয় ভৃত্যকে দেখাইয়া কহিলেন, "উহারা তোমার উচিত মূল্য দিবে।" গোপযুবক স্ত্রী ও মাতার ভরণ পোষণের জন্য তক্রের মূল্য চাহিয়াছেন শুনিয়া প্রভু ভাবিতে লাগিলেন, "গোপের স্ত্রী ও মাতার জন্য সে ভাবিত, আমারও স্ত্রী ও মাতা আছেন, আমি তাঁহাদের জন্য কি করিতেছি?" এই ভাবিয়া প্রভু অন্তরীক্ষে এক দেহ লইয়া নবদ্বীপে স্ত্রী ও মাতাকে দর্শন দিলেন। লোচনদাস এই খানেই তাহার চৈতন্য-মঙ্গল গীত সমাপন করিয়াছেন।

গোপযুবক পশ্চাৎবর্ত্তী দুই ব্যক্তির অপেক্ষায় দণ্ডায়মান রহিল। তাহারা আগমন করিলে বলিল, "অগ্রগামী ঐ সন্ন্যাসিঠাকুর আমার এক কলস ঘোল খাইয়াছেন, মূল্য চাহিলে কহিলেন, আপনারা দিবেন। বলভদ্র প্রভুর ব্যঙ্গ দেখিয়া অবাক্ হইলেন। গোপযুবককে কহিলেন, "গোপ! উনি ত সন্ন্যাসী, উনি অর্থ কোথা পাইবেন? আর আমরাও উঁহারই ভৃত্য, আমাদেরও অর্থ নাই। ঠাকুর তোমার ঘোল পান করিয়াছেন, ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে সন্দেহ নাই।"

গোপ প্রভুর অনুচরের বাক্য শুনিয়া নিরুত্তর হইল। ঘোলের কলস লইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিবে ভাবিয়া কলস লইতে গেল। কিন্তু কলস ভারি, তুলিতে পারিল না। কলসমধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল উহা সুবর্ণমুদ্রাপূর্ণ। গোপযুবকের তৎক্ষণাৎ জ্ঞানোদয় হইল। সে কলস ফেলিয়া দৌড়িয়া গিয়া প্রভু চরণে নিপতিত হইয়া বলিল, "প্রভো! আমি বৃথা ধন চাই না। তোমার চরণে যেন আমার স্মৃতি থাকে, এই মাত্র কর। আমি মূর্খ, আমাকে ভুলান আপনার কর্ত্তব্য নহে।" প্রভু তাহাকে আশ্বাস বাক্য দ্বারা বিদায় দিলেন। গোপযুবক অর্থ ও পরমার্থ দুইই প্রাপ্ত হইল।

অতঃপর প্রভু বন্য পশুগণের সহিত ক্রীড়ারঙ্গে গমন করিয়া আঠার নালায় উপনীত হইলেন। তথা হইতে সংবাদ পাঠাইলে নীলাচলের ভক্তগণ আনন্দ কোলাহল করিতে লাগিলেন। পরে সকলেই প্রভুসকাশে দৌড়িলেন। প্রভু, পুরী ও ভারতীকে প্রণাম করিলেন ও অপরাপর ভক্তগণ প্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভু প্রথম দিবস ভক্তগণ সঙ্গে আনন্দে ভোজন করিলেন। প্রভু এই অবধি বরাবর নীলাচলে রহিলেন। নবদ্বীপের ভক্তগণ শ্রবণ করিয়া নীলাচলে আগমনপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় চারিমাস প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া পুনরায় বাটী গমন করেন।
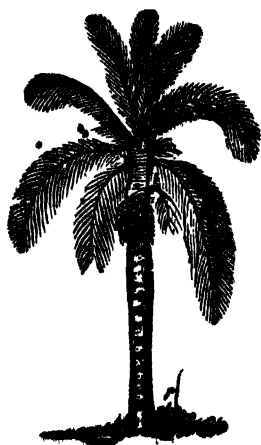
দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সনাতনের রোগমুক্তি।

প্রভু বারাণসী হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলে কিছু দিন পরেই রূপ তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রয়াগ হইতে রূপ ও অনুপম ভ্রাতৃদ্বয় বৃন্দাবনে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তথায় কয়েক দিবস মাত্র অবস্থানপূর্ব্বক রূপ ও অনুপম প্রভুর উদ্দেশে গৌড় হইয়া নীলাচলে গমন করিলেন। কিন্তু অনুপমের গৌড়েই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। সুতরাং রূপ একাকী নীলাচলে আগমন করিলেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন কালে তাঁহারা বনপথ দিয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং সনাতন যে বারাণসী হইতে বৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন, তাহা রূপ আর জানিতে পারেন নাই। রূপকে প্রভু দশ মাস নীলাচলে রাখিয়া পুনরায় বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। দৈন্যাধিক্য বশতঃ রূপ নীলাচলে আগমনপূর্ব্বক হরিদাসের বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এদিকে সনাতন বারাণসীতে প্রভুর নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক বৃন্দাবন গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া শ্রবণ করিলেন, রূপ ও অনুপম গৌড়ে গমন করিয়াছেন। সুতরাং সনাতনও নীলাচলে প্রভুর নিকট গমন করিতে উদ্যোগী হইলেন। তিনিও প্রভুর ন্যায় ঝারিখণ্ড দিয়া নীলাচলে গমন করেন। ঝারিখণ্ডের জলপান করিয়াই হউক

অথবা পূর্ব্বকৃত অত্যাচার ফলেই হউক, সনাতনের সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডু দেখা দিল। সনাতন এরূপ দারুণ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াও অনুমাত্র দুঃখিত হইলেন না। কারণ সনাতনের তখন বৈরাগ্য ও চৈতন্য পূর্ণমাত্রায় উদিত হইয়াছে। জগতের ঘৃণা ও আদরে তাঁহার সমজ্ঞান। তিনি ঘোর নারকী, তাই পাপ সকল জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ এক্ষণে তাঁহার দেহজ্বালা উৎপাদন করিতেছে। ভগবানের চরণকমল প্রাপ্ত হইয়া কি প্রকারে মুক্তি পাইবেন, এই চিন্তাই তাঁহার হৃদয়ে দিবানিশি রহিয়াছে। সনাতন স্থির করিলেন যে, নীলাচলে গমন করিয়া প্রভুর দর্শন প্রাপ্তির পরই রথচক্রের নীচে তাঁহার অপবিত্র দেহ বিসর্জ্জন দিবেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি নীলাচলে উপনীত হইলেন। তিনিও একপ্রকার জাতিভ্রষ্ট, এজন্য নীলাচলে হরিদাসের বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইতিমধ্যে প্রভু তথায় উপনীত হইলে হরিদাস ও সনাতন উভয়েই তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। হরিদাস কহিলেন, "সনাতন আপনাকে প্রণাম করিতেছে। প্রভু সহর্ষে সনাতনকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে সনাতন পশ্চাৎপদ হইলেন। তখন প্রভু দুইবাহু প্রসারিত করিয়া সনাতনকে ধরিতে গেলেন। সনাতন কহিলেন, "প্রভো আমাকে স্পর্শ করিবেন না, একে আমি ঘোর পাপী, তাহার উপর কণ্ডুব্যাধিগ্রস্ত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ক্লেদ নির্গত হইতেছে।" প্রভু তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন। সনাতনের সেই কণ্ডু-ক্লেদ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে লাগিয়া গেল। অতঃপর প্রভু সনাতনের সহিত ভক্তগণের পরিচয় দান করিলেন। সনাতন তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলে প্রভু ও ভক্তগণ পিঁড়ায় রহিলেন, সনাতন ও হরিদাস পিঁড়ার নিম্নে উপবেশন করিলেন। পরস্পরে কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর প্রভু সনাতনকে হরিদাসের নিকট থাকিয়া কৃষ্ণকথায় সময়াতিপাত করিবার আদেশ দিলেন।

সনাতনও আপনাকে নীচ জ্ঞান করিতেন, এজন্য শ্রীমন্দিরে গমন

করিতেন না। হরিদাসের ন্যায় মন্দিরের চূড়া দেখিয়াই প্রণাম করিতেন। প্রভু প্রত্যহ একবার আসিয়া দেখা দিতেন ও আলিঙ্গন করিতেন। ইহা সনাতনের ভাল লাগিত না, কারণ এই আলিঙ্গনদ্বারা কণ্ডুব্যাধির ক্লেদ প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিয়া যাইত। এই দুঃখে সনাতন যত শীঘ্র পারেন প্রাণত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। প্রভুও সনাতনের মনোভাব অবগত হইলেন।

প্রভু একদিবস সনাতনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "সনাতন! তোমাকে একটী কথা বলিব। তুমি দেহত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছ। দেহত্যাগ করিলে যদি কৃষ্ণকে পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমি মুহূর্ত্তমধ্যে কোটীবার দেহত্যাগ করিতাম। লোকে ধর্ম্মানুরোধে প্রাণত্যাগ করে বটে, কিন্তু সে ধর্ম্ম তমোধর্ম্ম। সেরূপ ব্যক্তি নিতান্ত স্বার্থপর। কৃষ্ণ নিষ্ঠুর নহেন, সুতরাং আপনাকে দুঃখ দিয়া যে কৃষ্ণপ্রেম আহরণ করিতে চাহে, তাহার কৃষ্ণপ্রেম কখনই লাভ হয় না। সুতরাং সনাতন! তোমার দেহত্যাগ কুবাঞ্ছা পরিত্যাগ কর। কীর্ত্তন ও ভজন কৃষ্ণপ্রেম পাইবার একমাত্র উপায়, তাহাই কর।" সনাতন প্রভুর বাক্যে বিস্মিত হইলেন, ভাবিলেন, "আমি যে প্রাণত্যাগে সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহাও প্রভুর গোচর হইয়াছে। প্রভু আমাকে প্রাণত্যাগ করিতে নিষেধ করিতেছেন।" এই সকল আন্দোলন করিয়া সনাতন দ্রবীভূত হইলেন এবং প্রভুচরণে পতিত হইয়া কহিলেন, "প্রভো! তুমি অন্তর্যামী ভগবান্। তুমিই সর্ব্বজীবের প্রাণ। তুমি আমা হইতে পৃথক্ হও, আমার বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনামাত্র। এ দেহদ্বারা তোমার কি কার্য্য সাধিত হইবে? এ ছার দেহ।" প্রভু তখন দয়ার্দ্র হইয়া কহিলেন, "সনাতন! তোমাদ্বারা কার্য্য হউক, আর নাই হউক, সে আমার বিবেচ্য। তুমি যখন তোমার দেহ আমাকে দিয়াছ, সে দেহ আর তোমার নহে। পরের দ্রব্য নষ্ট করা তোমার উচিত নহে। বৃন্দাবনে জীবের মঙ্গলের জন্য ভক্তের

প্রয়োজন। তুমি যে দেহ ছার বলিতেছ, আমি উহা বৃন্দাবনে রাখিব। উহাদ্বারা কোটী কোটী জীব উদ্ধার হইবে।” অনন্তর হরিদাসের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, “দেখ দেখি হরিদাস! সনাতনের কি অন্যায়, যে দেহ উনি একবার আমাকে দান করিয়াছেন, তাহা আবার নষ্ট করিবার উঁহার কি অধিকার আছে?”

সনাতন কহিলেন, “প্রভো! তুমিই সর্ব্বস্ব, তুমি আমাদিগকে যেরূপ নাচাও, আমরা সেইরূপ নাচি। এ ছার দেহ দ্বারা যদি তোমার কোন কার্য্য করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তাহাই হইবে।” প্রভুর তাহাতেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল না, তিনি সনাতনের হস্তধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, “সনাতন! আমার মাথার দিব্য, বল যে তুমি নিজ দেহ নষ্ট করিবে না।” সনাতনও ক্রন্দন করিতেছেন, গলদশ্রুলোচনে কহিলেন, “প্রভো! তোমার যাহা আজ্ঞা তাহাই করিব।”

সনাতন এইরূপে হরিদাসের সঙ্গে রহিলেন। প্রভু দিনান্তরে একবার দেখা দেন ও আলিঙ্গন করেন। জ্যৈষ্ঠমাসে গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে আগমন করিলেন। নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, অদ্বৈত প্রভৃতির সহিত প্রভু সনাতনের পরিচয় করাইয়া দিলেন। প্রভু পূর্ব্বের ন্যায় রথাগ্রে নৃত্য করিলেন, ইহা দেখিয়া সনাতন মুগ্ধ, বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। একদিন যমেশ্বর টোটায় মহোৎসব হইল। প্রভু সনাতনকে তথায় না দেখিতে পাইয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন। সনাতন প্রভুর আহ্বানে পরম পরিতুষ্ট হইয়া, সমুদ্রপথে প্রচণ্ড ভাস্করকিরণতপ্ত বালুকারাশির উপর দিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সনাতন গোবিন্দপ্রদত্ত প্রসাদ পাইয়া প্রভুর নিকট আগমন করিলেন। প্রভু তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, “সনাতন! কোন পথে আসিয়াছ?” সনাতন সমুদ্রপথে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া প্রভু তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন,

"তুমি সিংহদ্বারের শীতল পথ দিয়া কেন আসিলে না? দ্বিপ্রহরকালীন প্রখর সূর্য্যাংশুতপ্ত বালুকার উপর দিয়া আগমনহেতু তোমার পদে বোধ হয় ব্রণ উঠিয়াছে।" সনাতন প্রভুকর্ত্তৃক আহুত হইয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তপ্তবালুকার উপর ভ্রমণ জন্য পদে ফোস্কা পড়িয়াছে, তাহা জানিতে পারেন নাই। সনাতন কহিলেন. "প্রভো আমি ত কোন কষ্টই অনুভব করি নাই। আমি একে নীচ, তাহাতে কণ্ডুব্যাধিগ্রস্ত, মন্দিরপথে আসিতে কাহাকেও স্পর্শ করিয়া অপরাধী হইব?" প্রভু কহিলেন, "তোমার উপযুক্ত কার্য্যই তুমি করিয়াছ। তোমার স্পর্শদানে তুমি জগৎ পবিত্র করিতে পার। এরূপ বুদ্ধি না হইলে কি এতাবৎ শক্তি সম্ভবে? ভক্তগণকে তোমার এই চরিত্র দেখাইবার নিমিত্তই আমি তোমাকে এই দুই প্রহরকালে আহ্বান করিয়াছিলাম।" এই বলিয়া প্রভু সমস্ত ভক্তসমক্ষে সনাতনকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, তখন তাঁহার সর্ব্বদেহে ক্লেদ লাগিয়া গেল। সনাতন ইহাতেও বড় দুঃখ পাইলেন।

বাস্তবিক সনাতনের ক্ষোভের কারণ আছে। প্রথমতঃ তাঁহার জ্ঞান তিনি মহাপাপী, সকলের ঘৃণিত দেহ ধারণপূর্ব্বক তিনি জগতের কি কার্য্য সাধনক্ষম? দ্বিতীয়তঃ সনাতনকে ক্লেদাবশিষ্ট দেহে গমন করিতে দেখিলে পাছে কেহ ঘৃণা করে, এই ভয়ে তিনি রাজপথে কদাচ গমন করিতেন না। আর প্রভু সেই ক্লেদ ও দুর্গন্ধবিশিষ্ট অঙ্গ প্রতিদিন আলিঙ্গন করেন, এজন্য তাঁহার সোনার অঙ্গ ক্লেদযুক্ত হইত, ইহাতে তিনি স্বয়ং ও অপরাপর ভক্তগণ দুঃখ পাইতেন। প্রভু অন্যান্য দিবস গোপনে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেন, কিন্তু যমেশ্বর টোটায় প্রভু সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, ইহাতে সনাতন বড়ই কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। জীবন বিসর্জ্জনে প্রভুর ইচ্ছা নাই, সুতরাং তাহা আর তাঁহার অভিপ্রেত হইল না। তিনি এক্ষণে স্থির করিলেন, শীঘ্র শীঘ্র বৃন্দাবন গমন করিবেন।

তাহা হইলে প্রভু আর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে পারিবেন না। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সনাতন একদিন জগদানন্দকে কহিলেন, "পণ্ডিত, এখানে আমি আসিলাম দুঃখ খণ্ডন করিতে, রথচক্রে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতাম, কিন্তু প্রভু তাহাতে বাদী হইলেন। তিনি স্বেচ্ছাময়, তিনি যখন তখন বলপূর্ব্বক আমাকে আলিঙ্গন করেন, কত নিষেধ করিয়াছি, কিছুতেই শুনেন না। ইহাতে তাঁহার অঙ্গে ক্লেদ লাগে, ইহা কাহার সহ্য হয়, বল দেখি? এক্ষণে কর্ত্তব্য কি, আমাকে সৎ পরামর্শ দাও।"

সনাতনের অঙ্গক্লেদ প্রভুর গাত্রে লাগিত, ইহা জগদানন্দেরও সহ্য হইত না, কারণ জগদানন্দও প্রভু ব্যতিরেকে আর কিছুই জানিতেন না। এজন্য তিনি সনাতনকে পরামর্শ দিলেন, "তুমি জন্মাষ্টমীর পর শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া যাও।" সনাতনও তাহাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন।

জগদানন্দের সহিত উপরিলিখিত কথা বার্ত্তার পর প্রভু সনাতনের নিকট আগমন করিলেন। সনাতন প্রভুর সমীপে গমন না করিয়া দূর হইতে প্রণাম করিলেন। প্রভু সনাতনকে নিকটে আসিতে কহিলেন। সনাতন কহিলেন, "প্রভো! ক্ষমা করুন, আর আমার অপরাধ বাড়াইবেন না। সনাতনকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রভু অগ্রগামী হইলে সনাতন পশ্চাৎ হাঁটিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি প্রভুর সহিত পারিবেন কেন? প্রভু বলপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। অতঃপর প্রভু, হরিদাস ও সনাতন সহ পিঁড়ায় বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। সনাতন তখন অতি কাতরভাবে কহিতে লাগিলেন, "প্রভো! আমি উদ্ধারের নিমিত্ত আপনার নিকট আসিলাম, আমার ভাগ্যে কিন্তু পদে পদে অপরাধের সৃষ্টি হইতেছে। আমি সহজেই নীচ ও অস্পৃশ্য, তাহাতে আবার সর্ব্বাঙ্গ কণ্ডুগ্রস্ত, কোথায় আমি সকলের নিকট হইতে দূরে থাকিব, তাহা না হইয়া আপনাকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইতেছি, ইহা কি আমার কম অপরাধের কথা? আপনার শ্রীপাদপদ্মে, লোকে তুলসী চন্দন দান করিয়া

থাকে, আপনার শ্রীঅঙ্গ সর্ব্বদা চন্দনচর্চ্চিত থাকে, আর আমি তাহা ক্লেদ দ্বারা অপবিত্র কবিতেছি। ইহা যখন আমারই ভাল লাগে না, তখন ভক্তগণের ত ব্যথা পাইবার কথা। তুমি ঘৃণাশূন্য, নির্ব্বিকার, দয়াল, চন্দন বিষ্ঠায় তোমার সমজ্ঞান, তাই তুমি আমাকে আলিঙ্গন কর। পাছে আমি মনে কষ্ট পাই, তাই তুমি আমাকে আলিঙ্গন কর, কিন্তু বাস্তবিক তুমি আলিঙ্গন কর বলিয়া আমি কষ্ট পাই। তুমি আমাকে আলিঙ্গন বা স্পর্শ না করিলে আমি সুখী হই। এজন্য আমার নিবেদন, তুমি ত আমাকে বৃন্দাবনে পাঠাইবে বলিয়াছ, আমাকে শীঘ্র বিদায় দাও, যে কয় দিন বাঁচি সেই থানেই যাপন করি। এ বিষয়ের পরামর্শ আমি জগদানন্দের নিকট চাহিয়াছিলাম, তিনিও আমাকে উহাই পরামর্শ দিয়াছেন।

প্রভু ইহাতে প্রথমতঃ জগদানন্দেব প্রতি ক্রোধ করিয়া বলিলেন, "তুমি তাহাব গুরুর তুল্য, আর সে তোমাকে পরামর্শ দেয়, সে একটা বালক বৈ ত নয়? আমি তোমাকে প্রবীণ বলিয়া তোমার পবামর্শ লইয়া থাকি, আব তোমাকে উপদেশ দিতে তাহার সাহস হইল?"

প্রভুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়াই সনাতন প্রভুর পদে পতিত হইলেন এবং কহিলেন, "প্রভো! জগদানন্দের সৌভাগ্য জানিলাম। আমাকে তুমি ভিন্ন জ্ঞান কর, তাই আমার স্তুতি কর, আব পণ্ডিত তোমার নিজজন, তাঁহাকে সেইরূপ ব্যবহার কর।"

প্রভু একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "সনাতন! তুমি অন্যায় বলিতেছ, তোমার গুণে তোমার স্তুতি করি, জগদানন্দ তোমা অপেক্ষা আমার প্রিয় নহে। শাস্ত্রে বল, সাধনে বল, তুমি সকল প্রকারে প্রবীণ; জগদানন্দ বালক। সেই বালক তোমাকে উপদেশ দিবে, ইহা কি আমার সহ্য হয়। আমি তোমাকে আলিঙ্গন করি বলিয়া তুমি দুঃখিত হইতেছ। তুমি তোমার দেহ যেরূপ হেয়জ্ঞান কর, আমি তাহা করি না। আমি তোমার দেহের ক্লেদকে চন্দন জ্ঞান করি। তুমি যাহাকে দুর্গন্ধ বল, তাহা

আমার নিকট সুগন্ধ বলিয়া বোধ হয়। তোমার দেহ প্রকৃতই ঘৃণার দ্রব্য নহে। আমি তোমার দেহকে ঘৃণা করিলে শ্রীকৃষ্ণের নিকট অপরাধী হইতাম।"

হরিদাস এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন, সময় পাইয়া যাহা সনাতনও কখন বলিতে সাহস পান নাই, তাহাই বলিলেন, "প্রভো! তোমার গম্ভীর হৃদয়ের ভাব বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। তুমি অপরিচিত বাসুদেবকে দর্শন দিয়াই কুষ্ঠ ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি দিলে, আর যে তোমাকে দেহ অর্পণ করিয়াছে বলিতেছ, যাহার দেহে তোমার কার্য্য আছে বলিতেছ, সেই তোমার নিজজন—" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই হরিদাস নীরব হইলেন।

স্বেচ্ছাময় ভগবান্ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, সনাতনের দেহ তাঁহার নিজের, সনাতন তাঁহার প্রিয়, সনাতনের দেহে তাঁহার অনেক কার্য্য, অথচ এ দেহ তিনি ভাল করিতেছেন না। তাঁহার মনোগত ভাব জানিতে পারে এমন সাধ্য কাহারও নাই। তিনি হরিদাসের বাক্য শুনিয়া তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "শুন হরিদাস, আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ সনাতনের দেহে এই রোগ দিয়াছেন। আমি উহাকে ঘৃণা করিলে শ্রীকৃষ্ণের নিকট অপরাধী হইতাম।" অনন্তর প্রভু সনাতনকে কহিলেন, "তুমি এ বৎসর এখানে থাকিয়া আগামী বৎসর বৃন্দাবনে গমন করিও।" এই বলিয়া সনাতনকে পুনরায় আলিঙ্গন করিলেন। অমনি তাঁহার রোগ অন্তর্হিত হইয়া দিব্যকান্তিবিশিষ্ট দেহ হইল। সনাতনের আর কোন কষ্টই রহিল না। এইরূপে সেই বৎসর প্রভুর সহিত একত্র অবস্থান পূর্ব্বক যে পথে প্রভু বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, সেই পথে বৃন্দাবন চলিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে কোন্ পথের পর প্রভু কোন্ পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, কোন্ স্থানে কি লীলা করিয়াছিলেন, সমস্ত লিখিয়া লইলেন। বিদায় গ্রহণকালে প্রভু ও সনাতন উভয়ে উভয়ের গলাধারণ

পূর্ব্বক ক্রন্দন করিলেন। সনাতন বৃন্দাবনে পৌছিলে রূপও গৌড় হইতে বৃন্দাবন গমন করিলেন এবং তাহার কিছুকাল পরে অনুপমের পুত্র শ্রীজীবও বৃন্দাবনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহারা সেথানে গিয়া প্রভুর লীলা সম্বন্ধে নানা পুস্তক রচনা করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

——:-*-:——
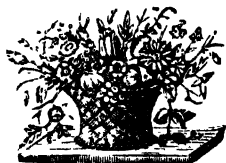
ছোট হরিদাস ও রঘুনাথ দাস।

শ্রীহট্টনিবাসী প্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রভুর জ্ঞাতি, এজন্য তাঁহার ইচ্ছা যে, প্রভু তাঁহার সহিত কথা বলেন। কিন্তু প্রভু কৃষ্ণকথা ব্যতিরেকে অন্য আর কিছু বলিতেন না। এ নিমিত্ত তিনি প্রভুর নিকট উপনীত হইয়া বলিলেন, "প্রভো, আমাকে কৃষ্ণকথা শুনাও।" প্রভু কহিলেন, "রামরায় আমাকে কৃষ্ণকথা শুনাইয়া থাকে, তুমি তাঁহার নিকট গিয়া কৃষ্ণকথা শুন।" কাজেই তিনি রামরায়ের নিকট গমন করিলেন।

রামরায়ের বহির্ব্বাটী গিয়া তিনি শুনিলেন, তিনি ব্যস্ত আছেন, একটু পরেই সভাসীন হইবেন। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেও যখন তিনি আসিলেন না, তখন তাঁহার ভৃত্যকে জিজ্ঞাসিলেন, "রামরায় এক্ষণে কি করিতেছেন?" ভৃত্য কহিল, "তিনি দেবদাসীগণকে অভিনয় শিক্ষা দিতেছেন।" প্রদ্যুম্ন ইহার কিছুই বুঝিলেন না। তখন ভৃত্য তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, রামরায়ের জগৎবল্লভ নামক নাট্যগীতি আছে, উহা জগন্নাথ দেবের সমক্ষে অভিনীত হয়। এই নিমিত্ত মন্দিরে যে দেবদাসী-গণ আছে, তাহাদের মধ্য হইতে সুন্দরী ও যুবতী জনকয়েক লইয়া তাহা-দিগকে নিভৃত নিকুঞ্জে অভিনয় শিক্ষা দেন।

মিশ্র মহাশয় রাম রায়ের এই কার্য্য বিবরণ শ্রবণ করিয়া হতবুদ্ধি হই-

লেন। তিনি রাম রায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা সহকারে বসিয়া রহিলেন। কিঞ্চিৎ বিলম্বে রামরায় উপস্থিত হইলে তিনি মিশ্র ঠাকুরের নিকট বিলম্বের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মিশ্রের আর রামরায়ের নিকট কৃষ্ণ কথা শুনিবার শ্রদ্ধা নাই। এজন্য তিনি গোটা কতক বাজে কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

প্রদ্যুম্ন অতঃপর প্রভুর নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে সংবাদ জানাইলেন যে, তাঁহার কৃষ্ণ কথা শুনা ঘটে নাই। অনন্তর তিনি রামরায়ের কুৎসা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রভু শুনিয়া একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, "রামরায় নির্ব্বিকার ও জিতেন্দ্রিয়। তুমি আবার যাও, যাইয়া আমার নাম করিয়া বল, তিনি কৃষ্ণ কথা শুনিতে পাঠাইয়াছেন।"

প্রদ্যুম্ন মিশ্র পুনরায় রামরায়ের নিকট গমন করিয়া বলিলেন, "আপনার মহিমা অপার, আমি প্রভুর নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে চাহিলে, তিনি কহিলেন, "আমি জানি না, রামরায় আমাকে কৃষ্ণকথা শুনাইয়া থাকেন। তুমি তাঁহার নিকট গমন কর।"

প্রভুর অনুমতি জানিয়া রামরায় প্রদ্যুম্নমিশ্রকে কৃষ্ণকথা শুনাইলেন।

প্রভুর সঙ্গে দুই হরিদাস ছিল, বড় হরিদাস ও ছোট হরিদাস। বড় হরিদাস মুসলমান ছিলেন, তিনি সকলের পরিচিত। ছোট হরিদাস উদাসীন, ভাল কীর্ত্তন করিতে পারিতেন বলিয়া প্রভুকে কীর্ত্তন শুনাইতেন।

একদিবস ভগবান্ আচার্য্য প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু ভোজনে বসিয়া সুন্দর সূক্ষ্ম তণ্ডুলের অন্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য! এমন সূক্ষ্ম তণ্ডুল কোথায় পাইলে?" ভগবান্ কহিলেন, "চাহিয়া আনিয়াছি।" প্রভু পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, "কাহার নিকট হইতে, এবং কেই বা আনিয়া দিল?" ভগবান কহিলেন, "মাধবী দাসীর নিকট হইতে

হরিদাস চাহিয়া আনিয়াছে।” প্রভু তখন নিরুত্তর হইলেন। বাসায় আগমন করিয়াই প্রভু গোবিন্দকে কহিলেন, “হরিদাসকে আর আমার নিকট আসিতে দিও না।”

প্রভু যে ছোট হরিদাসকে এই দণ্ড করিলেন, ইহার কারণ কেহ বুঝিতে পারিল না। তখন ভক্তগণ মিলিত হইয়া হরিদাসের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “উদাসীন ব্যক্তির প্রকৃতি-সম্ভাষণ নিষিদ্ধ, তথাপি হরিদাস মাধবী দাসীর নিকট হইতে তণ্ডুল চাহিয়া আনিয়াছে, সুতরাং সে দণ্ডার্হ।”

মাধবী দাসী স্ত্রীলোক হইলেও সে রমণীর শিরোমণি, তদুপরি সে অতি-বৃদ্ধা, সুতরাং তাহার সহিত কথা বলা প্রকৃত পক্ষে প্রকৃতি-সম্ভাষণ বলা যায় না। বিশেষতঃ রামরায় সুন্দরী ও যুবতী লইয়া নাটকাভিনয় শিক্ষা দিতেন, তাহাতে তাঁহার কোন দোষ হয় নাই, এবং প্রভুও সময়ে সময়ে মাসী, অদ্বৈত ঘরণী, মালিনীপ্রভৃতির সহিত কথা বার্ত্তা করিতেন, তাহাতেও প্রভু সন্ন্যাসের নিয়ম পালন করিতেন না। তবে হরিদাসের কি এমন দোষ হইল যে, তাঁহাকে প্রভু একবারে ত্যাগ করিলেন? হরিদাস অল্পবয়স্ক যুবক, আর প্রভু বোধ হয়, তাঁহার কোনরূপ চরিত্র স্খলন জানিয়া থাকি-বেন, (কারণ তিনি অন্তর্যামী) তাই হরিদাসের এই দণ্ড বিধান করিলেন।

প্রভু-পরিত্যক্ত হরিদাস বৎসরাধিক কাল নীলাচলে কাটাইয়া মনের দুঃখে তথা হইতে প্রয়াগে গমন করিলেন। এই স্থানে গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থলে প্রভু-ঘৃণিত জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। হরিদাস অতঃপর প্রভুর কৃপায় দিব্য পবিত্র চিন্ময় দেহ ধারণ করিয়া নীলাচলে প্রভুসকাশে কীর্ত্তন শুনাইতেন। ভক্তগণও সেই কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিতেন যে, ইহা হরিদাসের মধুর কীর্ত্তন। প্রভু হরিদাসকে এই দণ্ড বিধান করিলে তদীয় পার্ষদগণের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইল।

প্রভু যেমন হরিদাসকে দণ্ড করিলেন, দামোদর আবার প্রভুকে দণ্ড করিলেন। দামোদরের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি বড় রুক্ষভাষী ও স্পষ্ট বক্তা ছিলেন। প্রভুর নিকট প্রিয়দর্শন নামক একটী সরল প্রকৃতি উড়িয়া ব্রাহ্মণ-বালক আসিত। প্রভু স্বয়ং বালকের ন্যায়, সুতরাং বালকের সঙ্গ বড় ভাল বাসিতেন। প্রভুর মধুর বাক্যে বশীভূত হইয়া সে প্রতিদিন এইরূপ প্রভুর নিকট আগমন করিত। ইহা দামোদরের বড় ভাল বলিয়া বোধ হইত না। ইহার কারণ, সেই শিশু পিতৃহীন ও তাহার মাতা অল্প-বয়স্কা। বালককে আসিতে দেখিলে দামোদর চোক রাঙ্গাইয়া তাহাকে বলিতেন, "তুই এখানে রোজ আসিস্ কেন?" কিন্তু বালক প্রভুর মিষ্ট কথা পাইয়া দামোদরের চোক রাঙ্গানিকে ভয় করিত না। তখন দামোদর কাজেই প্রভুকে ভৎসনা করিয়া কহিলেন, "গোঁসাই, এই বালকটীকে প্রশ্রয় দিয়া পুরীমধ্যে আপনার যশ প্রচার হইবে?" দামোদরকে রাগান্বিত দেখিয়া প্রভু কহিলেন, "দামোদর, রাগ করিয়াছ? আমার অপরাধ কি?"

তখন দামোদর কহিলেন, "তুমি স্বয়ং ঈশ্বর, তোমার আবার বিধি, নিষেধ কি? তবে লোক ভাল নয়। এই যে বালকটীকে তুমি করুণা কর, ইহাতে তোমার দোষ নাই। কিন্তু বালকটীর একটী প্রধান দোষ আছে। যেহেতু তাহার পিতা নাই ও ইহার মাতা অল্পবয়স্কা, সুন্দরী ও যুবতী। এবং তুমিও যুবা এবং পরম সুন্দর। ইহাতে লোকে কানাঘুষা করিতে পারে।"

প্রভু দামোদরের বাক্য শুনিয়া নিজ অপরাধ স্বীকার করিলেন এবং দামোদরকে কহিলেন, "দামোদর! তোমার ন্যায় নিরপেক্ষ আমার আর কেহ নাই।"

প্রভুর ছয়জন গোস্বামীর মধ্যে রঘুনাথ দাস একজন গোস্বামী ছিলেন। তিনি বিপুল ধনের অধিকারী ও বড় জমিদারের পুত্র ছিলেন। সুন্দরী কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই ইঁহার মন

আসক্ত হইলেন না। সংসারে মতি নাই দেখিয়া ইঁহার পিতা ইঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। ইঁনি কয়েকবার পলাতক হইয়া ধরা পড়েন। শেষবারে তিনি পলাইয়া বহুকষ্ট সহ্য করিয়া প্রভুর পদে আশ্রয় লইলেন। প্রভু জানিতে পারিয়াছেন যে, রঘুনাথ ধনবানের পুত্র, বিষয় ভোগাদি সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়া প্রভুর অনুগত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করিলেন। এইজন্য তিনি 'স্বরূপের রঘু' বলিয়া অভিহিত হইলেন। ইনি প্রভুর শরণাগত হইয়া পাঁচ দিবস প্রভুর প্রসাদ পাইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি প্রভুর বাসা ত্যাগ করিয়া সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া সমস্ত দিবস হরিনাম জপ করিতেন। রাত্রি-কালে মন্দিরদ্বার রুদ্ধ হইলে, বিষয়ী লোক কিম্বা জগন্নাথের সেবকগণ উপবাসী বৈষ্ণব বা অতিথিদিগকে আহার দেন। রঘুনাথ এই প্রকারে কয়েকদিবস জীবনধারণ করিলেন। কিন্তু পরিশেষে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া দোকানদারগণের অবিক্রীত পরিত্যক্ত পচা অন্ন সংগ্রহপূর্ব্বক সুন্দররূপে ধৌত করণানন্তর যৎকিঞ্চিৎ আহারোপযোগী প্রাপ্ত হইতেন, তদ্দারাই জীবন ধারণ করিতেন।

রঘুনাথের মাতা পিতা সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে বাটি লইয়া যাইবার জন্য মুদ্রাসহ লোক পাঠাইলেন, কিন্তু রঘুনাথ আর বাটী গমন করিলেন না। প্রভুর সহিত অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে যাপন করিয়া প্রভুর অপ্রকটে বৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি বহুদিবস বাঁচিয়া ছিলেন। ভগবান্ আচার্য্যও এই রঘুনাথের ন্যায় প্রভূত ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

পুনরায় শ্রেষ্ঠবাস। নবদ্বীপের ভক্তগণ আবার নীলাচলে আগমন করিলেন। এই সময়ে আউলির বল্লভভট্ট আসিয়া প্রভুসকাশে উপনীত হইলেন। তিনি প্রভুকে প্রণিপাত করিলে প্রভু তাঁহাকে ভাগবত জ্ঞানে আলিঙ্গন করিলেন ও সম্মান সহকারে নিকটে বসাইলেন। বল্লভভট্ট

মহাপণ্ডিত ও বালগোপাল উপাসক ছিলেন। ইনি প্রভুকে প্রয়াগ হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজবাটী লইয়া গিয়াছিলেন ও আবার তাঁহাকে প্রয়াগে রাখিয়া যান।

প্রভু বল্লভভট্টকে নিকটে বসাইলে বল্লভ বলিলেন, "তোমাকে দেখিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, জগন্নাথ তাহা পূর্ণ করিলেন। ভাগ্যবান্ লোকেই তোমার দর্শন পায়, তোমার স্মরণে লোক পবিত্র হয়। তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্। কলিকালে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনই ধর্ম্ম এবং কৃষ্ণশক্তি ব্যতিরেকে তাহা প্রবর্ত্তিত করা অসাধ্য। তুমি যখন সেই কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিয়াছ, তখন নিঃসন্দেহ তোমাতে কৃষ্ণশক্তি আছে। তুমি জগৎকে কৃষ্ণনাম লওয়াইয়াছ, তোমাকে দর্শনমাত্রেই লোকে প্রেমে ভাসিয়া যায়।"

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু উত্তর করিলেন, "আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী মাত্র। আমি কৃষ্ণভক্তির কিছুই জানি না। কৃষ্ণের অনুকম্পায় কতকগুলি সৎসঙ্গ পাইয়াছি। অদ্বৈত আচার্য্য সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তাঁহার সমান কৃষ্ণভক্ত আর নাই, তাঁহার অনুকম্পাবলে ম্লেচ্ছেও কৃষ্ণভক্তি পায়, তাঁহার সঙ্গে আমার মন নির্ম্মল হইয়াছে। আর এক সঙ্গ নিত্যানন্দ, তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, সার্ব্বভৌম বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে নিপুণ, তাঁহার প্রসাদেও কিছু কিছু কৃষ্ণভক্তি জানিয়াছি। কৃষ্ণরসজ্ঞ রামানন্দ রায় আমাকে কৃষ্ণরস শিক্ষা দিয়াছেন। স্বরূপ দামোদর মূর্ত্তিমান্ ব্রজরস, আর হরিদাসের নিকট আমি নামের মাহাত্ম্য শিক্ষা করিয়াছি।"

বল্লভভট্টের হৃদয় অভিমানপূর্ণ জানিয়া প্রভু তাঁহাকে এইরূপ উত্তর করিলেন। বল্লভ ভট্টাচার্য্য ধর্ম্মপ্রচারক, তিনিও চৈতন্যের ন্যায় এক সম্প্রদায়ের নেতা। চৈতন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থ লিখেন নাই, তিনি দুই তিন খানি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি চৈতন্য অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন, এই গর্ব্ব প্রভুর উত্তরে খর্ব্ব হইয়া গেল। তখন প্রভু-

কর্ত্তৃক উক্ত ভক্তগণকে দর্শন করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে বলবতী হইল। সুতরাং তিনি প্রভুকে জিজ্ঞাসিলেন, "এই সব বৈষ্ণব কোথায় থাকেন?" প্রভু কহিলেন, "সকলের বাটী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, তবে রথযাত্রা উপলক্ষে এখানে আসিয়াছেন। এই খানেই তুমি সকলেরই দর্শন পাইবে।" বৈষ্ণবগণ সম্মিলিত হইলে প্রভু বল্লভের সহিত সকলের পরিচয় করাইয়া দিলেন। ভট্ট বৈষ্ণবতেজ নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং বহু মহাপ্রসাদ আনাইয়া বৈষ্ণবগণকে ভোজন করাইলেন। পুরী গোঁসাইর সহিত বৈষ্ণবগণ সারি দিয়া উপবিষ্ট হইয়াছেন, মধ্যস্থানে গৌরচন্দ্রকে লইয়া অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ বসিয়াছেন। অপরাপর বৈষ্ণবগণ প্রাঙ্গনে পংক্তিক্রমে উপবিষ্ট হইলেন। জগদানন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর, স্বরূপ প্রভৃতি পরিবেশন করিলেন। ভোজনান্তে ভট্টাচার্য্য পান গুবাকদ্বারা সকলকে পূজা করিলেন, সকলের পায়ে প্রণাম করিলেন। রথযাত্রার দিনে প্রভু কীর্ত্তন করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় সাত সম্প্রদায় হইয়া রথের চতুঃপার্শ্বে চৌদ্দ মাদল বাজিল, বল্লভ প্রভুর এই অপরূপ নৃত্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

অনন্তর বল্লভভট্ট প্রভুকে প্রণাম করিয়া নিজকৃত ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিবার মিনতি করিলেন। প্রভু কহিলেন, "ভাগবতার্থ আমি বুঝিতে পারি না, সুতরাং উহা শুনিবারও আমি অধিকারী নই। অতঃপর কৃষ্ণনাম-ব্যাখ্যা শুনিবার মিনতি করিলে তাহাতেও প্রভু কহিলেন, "আমি শ্যামসুন্দর যশোদানন্দনমাত্র জানি। আর কোন অর্থে আমার অধিকার নাই।" ভট্ট যতই নিজের গুণপণা প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, ততই তিনি প্রভুর ও প্রভুর গণের অপ্রিয় হইতেছেন। ভট্ট তাহা বুঝিতে পারিলেন। গদাধর পণ্ডিত তাঁহাকে একটু কৃপা করিতেন, এজন্য তিনিও প্রভুর পরিত্যক্ত হইয়াছেন। তখন ক্রমে ভট্টের সুবুদ্ধি আসিল। অভিমান দূরীভূত হইল। তখন সেই অভিমানশূন্য-হৃদয়ে তিনি

প্রভুর চরণে নিপতিত হইলেন। প্রভুও কৃপা করিলেন। তখন বল্লভ কহিলেন, "প্রভো আমাকে যদি ক্ষমা করিয়া থাকেন, তবে আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।" প্রভু স্বীকৃত হইলে তিনি ভক্তগণ সহ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভোজনের দিবস গদাধর সাহসপূর্ব্বক সেস্থানে যাইতে পারেন নাই। প্রভু সভামধ্যে গদাধরকে না দেখিয়া স্বরূপ, জগদানন্দ ও গোবিন্দকে ডাকিতে পাঠাইলেন। স্বরূপ গদাধরকে আগমন করিতে দেখিয়া বলিলেন, "তোমার ত কোন দোষ নাই, তুমি প্রভুর নিকট কেন সব বলিলে না?" গদাধর কহিলেন, "প্রভুর নিকট বলিবার প্রয়োজন কি? তিনি অন্তর্যামী, আমি দোষী কি নির্দোষী, তিনি সব জানিতেছেন।" সভায় গিয়া গদাধর প্রভুচরণে পতিত হইলে, প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "গদাধর! তুমি আমার উপর ক্রোধ কর না। তোমার ক্রোধ দেখিতে বড় ইচ্ছা করে, তজ্জন্যই আমি তোমার উপর কপট ক্রোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতেও তোমার ক্রোধ উৎপন্ন হইল না, কাজেই আমি তোমার নিকট বিক্রীত হইলাম।

ইহার পরে ভট্ট প্রভুর অনুমতি লইয়া গদাধরের নিকট যুগলমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

——(:-*-:)——

গোস্বামী প্রভাবে বৃন্দাবনে সহর নির্ম্মাণ।

প্রভুর রাঘব নামে আর একটী ভক্ত পানিহাটী গ্রামে বাস করিতেন। ইনিও প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন। প্রভু নীলাচল হইতে গৌড়ে গমন কালে এই পাণিহাটী গ্রামের রাঘবের বাটীতেই প্রথম বিশ্রাম করেন। রঘুনাথ দাসের কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইঁহার নীলাচল গমনের পূর্ব্বে, নিত্যানন্দ গৌড়ে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিয়া রাঘবের বাড়ীতে আড্ডা করেন। নিত্যানন্দ অচিরকাল মধ্যেই গৌড় মাতাইয়া তুলিলেন। রঘুনাথকে রঘুনাথের পিতা কোন স্থানে যাইতে দেন না। তিনি অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া নিত্যানন্দকে দর্শন করিবার জন্য বিদায় লইয়াছেন। তিনি পানিহাটী উপনীত হইলে নিত্যানন্দ তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক কহিলেন, "রঘুনাথ! তুমি ধনী, আমাকে ও আমার ক্ষুধিত ভক্তগণকে উদরপূর্ণ করিয়া ভোজন করাও।" রঘুনাথ নিত্যানন্দের এই আদেশে পুলকিত হইলেন। তিনি বৈষ্ণব-ভোজনে উদ্যোগী হইলে দেশময় রাষ্ট্র হইল পানিহাটীতে নির্দ্দিষ্ট দিনে সবারই নিমন্ত্রণ। যিনি ইচ্ছা করিবেন, তিনিই প্রসাদ পাইবেন। জ্যৈষ্ঠের শেষ ও আষাঢ়ের প্রারম্ভ, সুতরাং এই সময়ে ফল পাকুড়ের কোনই অভাব ছিল না। দধি চিপিটক, মিষ্টান্ন, আম্র, কাঁঠাল, কলা, ভারে ভারে আসিতে লাগিল। যিনি যে দ্রব্য

আসিতেছেন, তাহাই ক্রয় করা হইতেছে। ক্রেতা, বিক্রেতা, দর্শক, নিমন্ত্রিত সকলেই ভোজন করিতেছে। সুরধুনীতীরে সুবিস্তৃত বটবৃক্ষ মূলে ভোজনসভার মধ্যস্থলে দুই খানি পাত করা হইয়াছে। একখানি মহাপ্রভুর জন্য ও একখানি নিত্যানন্দের জন্য। এই আনন্দের দিনে নিত্যানন্দের আকর্ষণবলে শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচলে থাকিলেও এই স্থানে সর্ব্বলোক সমক্ষে উপনীত হইলেন। নিত্যানন্দ সাদরে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। দর্শক মণ্ডলী নয়নরঞ্জন প্রভুর কান্তি দেখিয়া আনন্দে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। রঘুনাথ গৌরাঙ্গ দেবের এতাদৃশ করুণায় কৃতার্থ হইলেন। গৌরাঙ্গ দেবের এই কীর্ত্তি স্মরণে অদ্যাবধি তথায় প্রতিবৎসর চিপিটক মহোৎসব হইয়া থাকে।

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নীলাচলে বিরাজ করিতেছেন, সুতরাং নীলাচলের ভক্তগণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। দূরের ভক্তগণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে পারিতেন না বলিয়া তাঁহার জন্য ভোগ পাঠাইয়া দিতেন। শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া যেমন বিবিধ উপাদেয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেন, অন্যান্য ভক্তগণও সেইরূপ নানা প্রকার ভোগ পাঠাইতেন। রাঘবের বিধবা ভগ্নী দময়ন্তী, প্রভু যাহাতে সমস্ত বৎসর ভোগ করিতে পারেন, এরূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিতেন। এই নিমিত্ত ইহার নাম "রাঘবের ঝালী।"

চতুর্দ্দিকের ভক্তগণ প্রভুকে ভোগ পাঠাইয়া দেন। সে সকল ভোগদ্রব্য প্রভু ভোজন করিলে ভক্তের আর আনন্দের সীমা থাকিত না। প্রভুকেও ভক্তপরিতুষ্টির নিমিত্ত মায়া অবলম্বন করিতে হইত। এত দ্রব্য সামগ্রী কি ভোজন করা মনুষ্যের সাধ্য? ভক্তগণ যখন যে দ্রব্য আনয়ন করেন, তাহা গোবিন্দের নিকট দিয়া যান। সকলেই অনুরোধ করেন, উহা যেন প্রভুকে খাওয়ান হয়। এইরূপে ভক্তগণ প্রদত্ত দ্রব্যাদি একত্র করিলে তদ্দ্বারা একটী বৃহৎ যজ্ঞ সমাধান হইতে পারে। গোবিন্দ ভক্তগণের

দ্রব্যাদি রাখিয়া প্রভুকে খাওয়াইবেন প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু প্রভুর সময় হইয়া উঠে না। প্রভুর নিমন্ত্রণের অভাব নাই, কথন কথন দিবাভাগে দুই তিন স্থানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হয়। ভক্তগণ গোবিন্দের দর্শন পাইলেই জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাদের দ্রব্য প্রভুর সেবায় লাগিয়াছে কি না। গোবিন্দ কি করিবেন? উত্তর দেন, "না সুবিধা হয় নাই।" এইরূপে ভক্তগণ গোবিন্দকে এতই জেদ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের কাহাকেও আগমন করিতে দেখিলে গোবিন্দের মুখ শুকাইয়া যাইত। ভক্তগণকে প্রতিদিন নিরাশ করা বড় কষ্টকর, এজন্য গোবিন্দ লজ্জিত হইয়া পরিশেষে প্রভুর শরণ লইয়া কহিলেন, "প্রভো, আমাকে রক্ষা কর, ভক্ত আগমন করিতেছে দেখিলে আমার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যায়। কত আর তাহাদিগকে ভণ্ডাইব। তাহাদের প্রদত্ত উপহার তোমার সেবায় লাগাইবার কথা, কিন্তু আমি সে অবকাশ পাইয়া উঠি না।"

প্রভু একটু হাস্য করিয়া কহিলেন, "এই কথা? আচ্ছা, যাহার যে দ্রব্য আছে, লইয়া আইস।" প্রভু তখন বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। গোবিন্দ শচীদেবী-প্রদত্ত দ্রব্যাদি আনিয়া কহিলেন, "ইহা মা জননীর।" প্রভু তাহা ভক্ষণ করিয়া আবার চাহিলেন। ক্রমে শ্রীবাসের দ্রব্য, অদ্বৈতের দ্রব্য প্রভৃতি নিজ ভক্তগণের যত্নের উপযুক্ত সামগ্রীসম্ভার বিশ্বম্ভর বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অল্পক্ষণের মধ্যেই ভোজন করিয়া ফেলিলেন। কেবল রাঘবের ঝালী বাকী রহিল।

প্রভু অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তপন মিশ্রকে সস্ত্রীক বারাণসীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রভু তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, বারাণসীতেই আমার সাক্ষাৎ পাইবে। প্রভু যখন বারাণসী গিয়াছিলেন, সেই তপন মিশ্রের বাটীতেই বাস করিয়াছিলেন। এই তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ যৌবনের প্রারম্ভেই প্রভুকে দর্শন করিয়া নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন। প্রভুর নিকট অবস্থান জন্য তিনি প্রেমধনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

আট মাস নীলাচলে অবস্থান করিলে প্রভু পুনরায় তাঁহাকে বারাণসী প্রেরণ করিলেন। রঘুনাথের মাতা পিতা বর্ত্তমান, সুতরাং প্রভু তাঁহাকে আদেশ করিলেন, "তুমি এক্ষণে কাশী প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক মাতা পিতার সেবা কর। তাঁহাদের অবর্ত্তমানে পুনরায় আসিও, বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত পাঠ করিও, আর কদাচ বিবাহ করিও না।"

প্রভুর রঘুনাথ অল্পদিনের মধ্যেই স্বাধীন হইলেন। তখন তিনি নীলাচলে প্রভুর নিকট গমন করিলেন। প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া প্রভুর বড় প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। পুনরায় আট মাস অতীত হইতে না হইতেই প্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবন পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন, "তথায় গিয়া রূপ সনাতনের আশ্রয়ে থাকিও।" প্রভু মহোৎসব কালে চৌদ্দ হস্ত পরিমিত একছড়া তুলসীর মালা পাইয়াছিলেন, তাহাই রঘুনাথকে দিলেন। রঘুনাথ প্রভুদত্ত এই মাল্য চিরদিন নিকটে রাখিয়া পূজা করিতেন।

মধুরকণ্ঠ রঘুনাথ ভাগবতে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি আসিয়া বৃন্দাবনে রূপ সনাতনের সহিত মিশিলে, ভাগবতপাঠ বৃন্দাবনের এক সম্পত্তি হইল। ব্যাসবিরচিত ভাগবতের মধুময় কৃষ্ণচরিত্র রঘুনাথের মধুর কণ্ঠে যখন গীত হইত, তখন সে সঙ্গীত শ্রবণ করিলে জীবমাত্রেই পবিত্র হইত। এই ভাগবত পাঠ শ্রবণার্থে ভারতের প্রধান প্রধান ভক্ত সনাতনের সভায় উপনীত হইয়াছিলেন।

ক্রমে ক্রমে ছয়জন গোস্বামী বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন, যথা রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট ও শ্রীজীব। ইঁহারা সকলে প্রভুর লীলা অর্থাৎ বৈষ্ণব শাস্ত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই জঙ্গলময় হিংস্রজন্তু-সমাকুল বৃন্দাবনধামে বৃক্ষনিম্নে বা গর্ত্তমধ্যে বাস করিয়া নিজেদের আহারীয় নিজেরা সংগ্রহ করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-পুস্তক লিখিতে-ছেন। আবার সন্ন্যাসী বা অন্য লোক আগমন করিলে তাঁহাদেরও

আহারীয় সংস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের প্রবল বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার আশ্রয়স্থান ছিল না। শীতবস্ত্র অথবা অন্য প্রয়োজনীয় কোন পদার্থই ছিল না। এতাদৃশ কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক তাহারা গ্রন্থ প্রণয়নে নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। তাঁহাদের যশ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল। কাঙ্গাল ভক্তগণ গোস্বামী দর্শনে গমন করিয়া তাঁহাদেরই আশ্রয়ে রহিলেন। ধনী, মহাজন রাজগণ, ক্রমে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া গোস্বামী দর্শনে বৃন্দাবন গমন করিলেন। তাঁহাদিগের প্রভাবে স্তম্ভিত হইয়া কেহ সেই স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন, কেহ দেবদেবীর মন্দির দিলেন; এই প্রকারে জঙ্গলপূর্ণ বৃন্দাবন ক্রমে পুনরায় সহর হইয়া উঠিল।

কথিত আছে স্বয়ং আকবর এই গোস্বামীদিগকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, বৃন্দাবনে একজন সন্ন্যাসী আছেন, আরতি কালে তাঁহার মন্দিরে মোহর বৃষ্টি হয়। ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি নিজজনসহ একদিবস মন্দিরের বাহিরে দণ্ডায়মান ছিলেন। গোস্বামী তখন আরতি করিতেছিলেন। আরতি সমাপনান্তে প্রকৃতই মোহর বৃষ্টি হইল। সেই মোহর জাহাঙ্গীর প্রাপ্ত হইয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। এই ঘটনা জাহাঙ্গীর-লিখিত নিজ জীবন চরিতে বর্ণিত হইয়াছিল এবং উক্ত জীবনচরিত খানি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইংরাজি ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল।

মাধবেন্দ্র পুরী পরমভক্ত ছিলেন। তাঁহার বহুতর শিষ্য ছিল। তাঁহারা সকলেই প্রেমধনে পূর্ণ ছিলেন। রামচন্দ্র পুরী কেবল তদীয় প্রেমধনে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। তিনি চিন্ময় নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন। তিনি সোহহং অর্থাৎ আমিই ঈশ্বর এই বিশ্বাস করিতেন। মাধবেন্দ্র মুমুর্ষু হইয়াও কৃষ্ণ পাইলাম না বলিয়া রোদন করিতেছেন, এমন সময়ে রামচন্দ্র তাঁহাকে উপদেশ দান করিতে লাগিলেন, "প্রভো! তুমি কাহার জন্য রোদন করিতেছ? তুমি যাহার জন্য রোদন করিতেছ, তুমিও সেই;

অতএব বিচলিত না হইয়া তুমি ব্রহ্মের ধ্যান কর।” মাধবেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ, আমি তোর নাস্তিকবাদ শুনিতে চাই না। একে কৃষ্ণ না পাইয়া আমার হৃদয় তাপিত, তাহার উপর তোর এই নাস্তিকবাদে আমি আরও অভিতপ্ত হইতেছি !” রামচন্দ্র পুরী গুরুর অপ্রিয় হইয়া আর কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হইলেন না। ঈশ্বর পুরী তাঁহার সেবা ও মল মূত্রাদি পরিষ্কার করিলে তিনি তাঁহার সমস্ত প্রেম ঈশ্বর পুরীকেই দিয়া যান। রামচন্দ্র পুরী সন্ন্যাসী হইলেও কোন কার্য্য নাই, কেবল ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। তিনি এক্ষণে নীলাচলে প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি আলিঙ্গন করিলেন।

জগদানন্দ তাঁহাকে ভিক্ষার্থে নিমন্ত্রণ করিলেন। জগদানন্দ যত্ন সহকারে পুরী গোঁসাইকে ভোজন করাইলেন। অতঃপর তিনি সেই পাতে জগদানন্দকে বসাইয়া যত্নসহকারে উদরপূর্ণ করিয়া খাওয়াইলেন। আহার সমাপ্ত হইলে তিনি জগদানন্দ ও প্রভুর গণের কুৎসা করিয়া কহিলেন, “তোমরা চৈতন্যের গণ, ভোজনে দড় ; এইরূপ জনশ্রুতি আমি শুনিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে চক্ষে দেখিলাম। আরও দেখিতেছি যে, তোমাদের অন্তরে ভয় নাই, সন্ন্যাসীকে অধিক খাওয়াইয়া তাহার ধর্ম্ম নষ্ট কর। আমাকে যে প্রকার খাওয়াইয়াছ তাহাতেই বুঝিতে পারিতেছি, তোমার এ ব্যাবহার ভাল নয়।”

রামচন্দ্র পুরী প্রভুকে জব্দ করিবার উদ্দেশ্যেই নীলাচলে আগমন করিয়াছেন। জগৎ শুদ্ধ লোক প্রভুকে শ্রীভগবান বলে, তাহা রামচন্দ্র পুরীর অসহ্য, কারণ তিনি হিংসুক। নীলাচলে প্রভুসন্নিকটে অবস্থান করিয়া ও প্রভুর গণদ্বারা সেবিত হইয়াও রামচন্দ্র প্রভুর ছিদ্রান্বেষী হইলেন। প্রভু রামচন্দ্রের ব্যবহার অবগত হইয়াও তাঁহার সহিত বিনয় সহকারে ব্যবহার করেন।

একদিবস প্রভুর গৃহে পিপীলিকা দর্শন করিয়া রামচন্দ্র প্রভুর নিন্দা করিয়া কহিলেন, "গৃহে পিপীলিকা বিচরণ করে, বোধ করি এ স্থানে মিষ্টান্ন ব্যবহৃত হয়। মিষ্টান্ন খাইয়া ইন্দ্রিয় দমন করা অসাধ্য।" এই বলিয়াই তিনি প্রভুর নিকট হইতে উঠিয়া গেলেন।

পুরী গোঁসাই প্রস্থান করিলে প্রভু গোবিন্দকে ডাকিয়া তাঁহার নিজের, গোবিন্দের ও কাশীশ্বরের জন্য যে পরিমাণ রন্ধন হইত, তাহার সিকি পরিমাণ রন্ধন করিবার আদেশ দিলেন, কহিলেন, "এরূপ না করিলে আমাকে এখানে দেখিতে পাইবে না।"

প্রভু আহার ত্যাগ করিলে ভক্তগণও তাহাই করিল। সকলেরই কষ্টের একশেষ হইল। তখন সকলেই প্রভুকে বুঝাইলেন, ও রামচন্দ্র পুরীকে নিন্দা করিলেন, কিন্তু প্রভু তাহা শুনিয়া পুরী গোঁসাইর পক্ষ সমর্থন পূর্ব্বক আপন গণকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "সন্ন্যাসীর জিহ্বাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে।"

পুরী গোঁসাই প্রভুর অনিষ্টাচরণে কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বুঝিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন, এবং মৃদু মধুর হাস্য করিতে করিতে প্রভু সকাশে গমন করিয়া কহিলেন, "তুমি নাকি আহার কমাইয়া দিয়াছ? যাহাতে দেহের কষ্ট হয়, তাহা করিতে নাই। দেহ ক্ষীণ হইলে ভজনাদির ব্যাঘাত ঘটে।" প্রভু শুনিয়া কহিলেন, "আমি বালক, আপনাদের শিক্ষনীয়, আমার পরম ভাগ্য তাই আমাকে শিক্ষা দিতেছেন।"

পুরী গোঁসাই অবশেষে প্রভুর দোষ না পাইয়া ও তাঁহার চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটাইতে অসমর্থ হইয়া নীলাচল পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

শিবানন্দ সেন ও প্রভুর ভক্ত। ইনি সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন এবং প্রতি-বৎসর নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের যত লোক প্রভুদর্শনে নীলাচলে গমন করিতেন, তাহাদের সকলেরই পাথেয় সরবরাহ করিতেন। একবার শিবানন্দ নীলাচল যাত্রা করিলে একটী কুকুর তাঁহার সঙ্গ লইয়াছিল।

কুকুরটীকেও বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া প্রভু দর্শনে গমন করিতে দেখিয়া শিবানন্দের বিশ্বাস হইল যে, এটী কুকুর নহে, কোন মহাজন, প্রভুদর্শনে গমন করিতেছে। সুতরাং শিবানন্দ তাহার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। কুকুর কোন স্থান হইতে পলায়ন করিলে শিবানন্দ তাহার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। পরে প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেই কুকুরটী দূরে বসিয়া প্রভুদত্ত আহার্য্য ভক্ষণ করিতেছে। কুকুরটীকে প্রভু "কৃষ্ণ" বলিতে কহিলে সে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিল। কিন্তু তৎপর দিবস হইতে আর তাহাকে দেখা যায় নাই।

শিবানন্দ পূর্ব্বে একবার নীলাচলে আসিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "তোমার এবার একটী পুত্র সন্তান হইবে। পরমানন্দ গোঁসাইয়ের নামে তাঁহার নাম করণ করিব।" শিবানন্দের সেবার একটী পুত্র হইয়াছিল। সেই পুত্র সাত বৎসরের হইতে চলিল। পুত্রটীকে আনিয়া প্রভুকে দেখাইবেন মনন করিয়া শিবানন্দ এবার সপরিবারে নীলাচলে আগমন করিলেন। সঙ্গে শ্রীকান্ত নামে শিবানন্দের ভাগিনেয়ও আসিতে-ছিলেন। এই শ্রীকান্তও পূর্ব্বে একবার প্রভুসন্নিকটে আসিয়াছিলেন। প্রভুও তাঁহাকে দয়া করিয়া দুই মাস নিকটে রাখিয়াছিলেন। নিত্যানন্দও এবার শিবানন্দের সঙ্গে আসিতেছেন। পথে কোন স্থানে কষ্ট হওয়ায় ক্ষুধাপীড়িত নিতাই "শিবানন্দের তিন পুত্র মরুক" বলিয়া শাপ দিলেন। শিবানন্দ তখন অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন। তিনি আগমন করিলে তাঁহার স্ত্রী কাঁদিয়া তাঁহাকে নিত্যানন্দের শাপের কথা শুনাইলেন। শিবানন্দ নিত্যানন্দের চরিত্র বিলক্ষণ জানিতেন, তজ্জন্য তিনি কুণ্ঠিত না হইয়া স্ত্রীকে সান্ত্বনা দানপূর্ব্বক নিত্যানন্দের নিকট গমন করিলেন। নিত্যানন্দ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শিবানন্দকে পদাঘাত করিলেন। অতঃপর বাসায় লইয়া নিত্যানন্দকে আহারদানে তুষ্ট করিয়া তাঁহার সমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন, "আমার অদ্য বড় শুভদিন, কারণ দেব-

দুর্লভ চরণরেণু আমার গাত্র স্পর্শ করিল। নিতাই আহার প্রাপ্তি হেতু প্রশান্ত হইয়াছেন, সুতরাং শিবানন্দের স্তব শুনিয়াই অভিমানশূন্য সরল হৃদয়ে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

শ্রীকান্ত মাতুলকে নিত্যানন্দকর্ত্তৃক অবমানিত হইতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি কহিলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুর যাঁহাকে পদাঘাত করিলেন, তিনি সামান্য লোক নহেন, তিনিও মহাপ্রভুর পার্ষদ। ঠাকুরালী করিবার আর বুঝি স্থান পাইলেন না? আমি গিয়া প্রভুর নিকট একথা নিবেদন করিব।" এই বলিয়া তিনি সঙ্গিগণ ছাড়িয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন।

শ্রীকান্ত প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়াই তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। গোবিন্দ তাঁহাকে প্রণাম করিতে দেখিয়া ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, "তোমার কি জ্ঞান নাই? তুমি পেটাঙ্গি (অঙ্গত্রাণ) সহ প্রণাম করিতেছ?" মাননীয় জনকে প্রণাম করিতে হইলে যেমন পাদুকা খুলিতে হয়, তেমনি অঙ্গত্রাণও খুলিতে হয়।

প্রভু কহিলেন, "গোবিন্দ! শ্রীকান্তকে অন্য কিছু বলিও না। ও বড় মানসিক উদ্বেগে উদ্বেজিত হইয়া আমার নিকট আসিয়াছে।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়াই শ্রীকান্ত বুঝিলেন, "অন্তর্যামী প্রভু আমার মানসিক উদ্বেগ অবগত হইয়াছেন।" এজন্য তাঁহার দুঃখের কথা আর বলা হইল না, পরন্তু তাঁহার মনের মলিনতা বিদূরিত হইল।

অতঃপর শিবানন্দ সেন পুত্রক্রোড়ে ভক্তগণ সহ আগমন করিতেছেন, শ্রবণ করিয়া প্রভুও শত শত ভক্ত লইয়া তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার্থ আগমন করিলেন। দুই দলে মিলন হইলে মহা কোলাহল উত্থিত হইল। শিবানন্দের পুত্র জানেন, তাঁহারা গৌরাঙ্গ দেখিতে যাইতেছেন, এবং সম্মুখস্থ দলে গৌরাঙ্গ আছেন। সুতরাং তিনি পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! আমাকে গৌরাঙ্গ দেখাইয়া দেও।" শিবানন্দ তখন দক্ষিণ হস্তদ্বারা গৌরাঙ্গ প্রভুকে দেখাইয়া কহিলেন, "গৌরাঙ্গকে দেখাইয়া দিবার প্রয়োজন

হয় না। তাঁহার কাঁচা স্বর্ণবর্ণ, তেজোময় দেহ, কমল নয়ন দিয়া অবিরল প্রেমধারা নির্গত হইতেছে।" এই বলিয়া পুত্রকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিয়া গৌরাঙ্গকে প্রণাম করিতে কহিলেন। তখন পিতা পুত্র উভয়ে ধরণী লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন।

শিবানন্দ স্ত্রীপুত্র লইয়া বাসা করিয়াছেন। পুত্রটীকে গৌরাঙ্গ চরণে কি প্রকারে উপস্থিত করিরেন, তাহাই ভাবিতেছেন। প্রভুর নিকট সর্ব্বদাই বহুজন সমবেত থাকে, সুতরাং সেখানে সুবিধা হয় না। একদিবস প্রভু তিনটী ভক্ত সমভিব্যাহারে শিবানন্দের বাসার সম্মুখ দিয়া গমন করিতেছেন, এই সুযোগ পাইয়া শিবানন্দ সস্ত্রীক গললগ্নীকৃতবাসে প্রভুকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, "প্রভো! দাসের বাটী একবার শ্রীচরণ-ধূলি দিলে আমি কৃতার্থ হই।" প্রভু সম্মত হইলেন। বাসায় উপনীত হইলে শিবানন্দ সপ্তম বর্ষীয় পুত্রকে আনিয়া প্রভুর নিকট দিয়া কহিলেন, "প্রভো! এই আপনার দাসপুত্র, আপনার আদেশানুসারে ইহার নাম পরমানন্দ দাস রাখা হইয়াছে।" এই বলিয়া শিবানন্দ পুত্রকে কহিলেন, "শ্রীভগবানকে প্রণাম কর।" পরমানন্দ প্রণাম করিলে প্রভু স্নেহ পরবশ হইয়া তাহার মস্তকে আপন শ্রীচরণ অর্পণ করিতে গেলেন। বালক তাহা বুঝিতে পারিল না, সুতরাং প্রভুর উত্তোলিত পদ দুই হস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক চরণাঙ্গুষ্ঠ গ্রহণ করিয়া শিশুগণের স্তন্য পানের ন্যায় চুষিতে লাগিল।

অতঃপর গৌরাঙ্গ বালকের মুখ হইতে চরণ অপসৃত করিয়া তাহাকে কৃষ্ণনাম করিতে কহিলেন। বালক কিছুতেই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিল না দেখিয়া প্রভু বিস্মিত ও অপ্রতিভ হইলেন। বালকের মাতা পিতা বালককে কৃষ্ণ বলাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। যাঁহার আজ্ঞায় মূক সারমেয়ও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করে, সেই সর্ব্বশক্তিমান প্রভুর আদেশ বালককে উপেক্ষা করিতে দেখিয়া প্রভু কুণ্ঠিত হইলেন।

প্রভুর সঙ্গী দামোদর ইহাতে কহিলেন, "প্রভো! আপনি বালককে কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র দান করিলেন, উহা সে কিরূপে প্রকাশ করিয়া উচ্চারণ করিবে, হয়ত তাহাই ভাবিতেছে।"

প্রভু তখন বালককে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে তুমি যাহা কিছু হয়, বল।"

তখন সেই অশিক্ষিত বর্ণাক্ষরাভ্যাস-বিবর্জ্জিত বালক প্রভুর কৃপাবলে একটী শ্লোক রচনা করিয়া পাঠ করিল, সেই শ্লোকের অর্থ যথা :—

"যে কৃষ্ণ ব্রজ-যুবতীগণের কর্ণোৎপল স্বরূপ, নয়নে সুন্দর অঞ্জন, বক্ষঃস্থলে নীলকান্ত মণি বিরচিত কণ্ঠাভরণ স্বরূপ ও যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ভূষণ সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।"

সকলে ইহাতে আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। প্রভু কহিলেন, "বৎস! তুমি উত্তম কবি হইবে, এবং তুমি শ্লোকের প্রারম্ভেই ব্রজাঙ্গনাদিগের কর্ণভূষণ বর্ণনা করিয়াছ, এজন্য অদ্য হইতেই তুমি 'কবিকর্ণপুর' নামে অভিহিত হইবে।"

এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, সন্ন্যাসধর্ম্মের নিয়মানুসারে স্ত্রীলোকের মুখদর্শন বা তাহার সহিত কথাবার্ত্তা বলা একান্ত নিষিদ্ধ, কিন্তু তাহা বলিয়া মাতা, পিশি বা কন্যার সহিত কথা কহিবেন না, কিম্বা তাহাদের মুখ দেখিবেন না, এরূপ ধর্ম্ম নিমাইয়ের ছিল না। তিনি শিবানন্দের স্ত্রীকে কন্যার মত দেখিতেন, সুতরাং তাঁহার সম্মুখে যাইতে প্রভুর দ্বিধা ছিল না।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিদাসের মৃত্যু ও জগদানন্দের বৃন্দাবন দর্শন।

হরিদাস এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছেন। তথাপি তিনি প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম জপ করিয়া থাকেন। তাঁহার বিশ্বাস, এই হরিনাম যাহার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইবে, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা সকলেই উদ্ধার হইবে। এজন্য হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে নাম করিয়া থাকেন। হরিদাস দৈন্যের পরাকাষ্ঠা। পাছে বহির্গত হইলে কোন সাধু মহান্তকে স্পর্শ করিয়া অপরাধী হইতে হয়, এই ভয়ে তিনি সর্ব্বদা প্রভুদত্ত কুটীরেই থাকেন। প্রভু প্রত্যহ স্নানের পর এক বার হরিদাসকে দর্শন দেন ও গোবিন্দ তাঁহাকে মহাপ্রসাদ আনিয়া দেন।

একদিবস মহাপ্রসাদ আনয়ন করিয়া গোবিন্দ দেখিলেন, হরিদাস শয়ন করিয়া মন্দ মন্দ নাম জপ করিতেছেন। তাঁহার আর উচ্চৈঃস্বরে নাম জপ করিবার শক্তি নাই। গোবিন্দ প্রসাদ আনিয়া হরিদাসকে ভোজন করিবার জন্য ডাকিলেন। হরিদাস কহিলেন, "আমার অদ্য নাম জপ শেষ হয় নাই, সুতরাং অদ্য লঙ্ঘন করিব।" কিন্তু পরক্ষণেই মহাপ্রসাদ উপেক্ষা করা মহাপাপ জ্ঞানে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মহাপ্রসাদের বন্দনা করিলেন। অনন্তর একটী অন্ন মুখে দিয়া পুনরায় শয়ন করিলেন।

গৌরাঙ্গ প্রভু পরদিবস তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। হরিদাস প্রভুকে

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। প্রভু জিজ্ঞাসিলেন, "হরিদাস! তুমি কি অসুস্থ?" হরিদাস কহিলেন, "প্রভো! আমার শারীরিক পীড়া কিছুই নাই, তবে সংখ্যানাম জপ করিতে অসমর্থতা হেতু মনটাই অসুস্থ।" প্রভু বলিলেন, "তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, সাধন সংখ্যা কমাইয়া দেও। তোমা দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, তুমি আর শরীরকে দুঃখ দিও না।"

তখন হরিদাস করযোড়ে প্রভুকে কহিলেন, "প্রভো! আমাকে একটী বর দিতে হইবে। আমাকে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় দেও যেন তোমার লীলা সংবরণ আমাকে না দেখিতে হয়।"

হরিদাসের বাক্য শ্রবণ মাত্র প্রভুর আঁখিপদ্ম শিশিরসিক্ত শতদল শোভা ধারণ করিল। তিনি কহিলেন, "হরিদাস! কি বলিলে? তুমি কি আমাকে ছাড়িয়া যাইবার কল্পনা করিতেছ? আমি তবে কাহাকে লইয়া এখানে থাকিব? আমি নিজ জন্মদাত্রী জননীকে ত্যাগ করিয়াও তোমাদের মত ভক্ত লইয়া সুখী, তোমরা ব্যতীত আমার আর কে আছে?"

হরিদাস কহিলেন, "প্রভো! আমি ত কীটের কীট, আমি মরিয়া গেলে তোমার অভাব হইবে, এ অসঙ্গত কথা আমাকে বলিয়া ভুলাইতে পারিবে না। কত কত মহান ব্যক্তি তোমার লীলার সহায় আছেন।" এই বলিয়া হরিদাস প্রভুর চরণ ধারণ করিয়া কহিলেন, "প্রভো! আমাকে বিদায় দেও, আমি তোমার পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ, তোমার চন্দ্রবদন চক্ষে নিরীক্ষণ, ও তোমার মধুর নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তোমারই চরণে বিলীন হইব। প্রভো, আমার এই ভিক্ষাটী তোমাকে রক্ষা করিতেই হইবে।"

প্রভু কিয়ৎক্ষণ বিমর্ষ বদনে উপবিষ্ট থাকিয়া কহিলেন, "হরিদাস! তোমার মত ভক্তের ইচ্ছা কৃষ্ণ অবশ্যই পালন করিবেন, কিন্তু তোমার অদর্শনে আমার যে কষ্ট হইবে তাহাই ভাবিতেছি।" এই বলিয়া প্রভু উঠিয়া গেলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে প্রভু, স্বরূপ, বক্রেশ্বর, রামরায়, জগদানন্দ, সার্ব্বভৌম প্রভৃতি ভক্তগণ সমভিব্যাহারে হরিদাসের কুটীরে উপনীত হইলেন। প্রভু হরিদাসের নিকট সমাচার জিজ্ঞাসিলে, হরিদাস কহিলেন, "প্রভো, তোমার আজ্ঞা সফল হউক।" এই বলিয়া হরিদাস কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া সকলকে প্রণাম করিলেন এবং তৎপরে আঙ্গিনায় উপনীত হইলেন। দৌর্ব্বল্যবশতঃ হরিদাস দণ্ডায়মান থাকিতে না পারিয়া তথায় উপবেশন করিলেন। তখন সকলে তাঁহাকে নাম সংকীর্ত্তন শুনাইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। হরিদাস মধ্যস্থলে থাকিয়া সকলের পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক নিজ অঙ্গে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। নামকীর্ত্তন হইয়া গেলে প্রভু সকলের নিকট হরিদাসের গুণগান করিতে লাগিলেন। স্বয়ং ভগবান যখন বক্তা-রূপে হরিদাসের গুণ ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, ভক্তগণ তখন ভক্তি গদ্‌গদ-হৃদয়ে বিহ্বলচিত্তে হরিদাসের চরণে প্রণাম করিলেন। হরিদাসও সকলের পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে শয়ন করিলেন। ভক্ত-গণ-পদধূলি-ভূষিতাঙ্গ হরিদাস তখন প্রভুর দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "প্রভো, দয়াময়, শ্রীগৌরাঙ্গ! এ দাসকে চরণে স্থান দাও।" প্রভু তাঁহার নিকট গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। হরিদাসও অমনি তাঁহার সেই রক্তপদ্মতুল্য পদ নিজ বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিলেন। নিজ নয়নদ্বয় দ্বারা প্রভুর প্রেমময় বদনচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন দিয়া প্রেমধারা প্রবাহিত হইল। তখন হৃদয়াভ্যন্তর হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই হরিদাসের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। ভক্তগণ গগনভেদী হরিধ্বনি করিয়া উঠিল।

সমুদ্রতীরে হরিদাসের মৃতদেহ কবরিত হইল। হরিধ্বনি ও কীর্ত্তন সহ কার্য্য সম্পন্ন হইলে সকলে সমুদ্রে স্নান করিলেন। অনন্তর মহাপ্রভু তথা হইতে শ্রীমন্দিরাভিমুখে গমন করিতেছেন দেখিয়া সকলেই তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। প্রভু মন্দির সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক পশারিগণের নিকট

হরিদাসের উৎসবের জন্য ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। স্বর্গচ্যুত দেবগণের মঙ্গলার্থে দৈত্যরাজ বলির নিকট বামনরূপধারী স্বয়ং ভগবান্ যখন ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, বলি তাঁহার সর্ব্বস্বই তাঁহাকে দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, আজি গৌরাঙ্গরূপধারী স্বয়ং ভগবান্ স্বর্গপ্রাপ্ত হরিদাসের উৎসবের জন্য ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে সকলেই যথাসাধ্য দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। তদ্দর্শনে স্বরূপ প্রভুকে বাসায় প্রেরণ করিয়া স্বয়ং ভিক্ষালব্ধ বহু দ্রব্যাদি গ্রহণপূর্ব্বক প্রভু সমীপে উপনীত হইলেন। হরিদাসের অপ্রকট সংবাদ নগরে রাষ্ট্র হইলে মহা কোলাহল উত্থিত হইল। নগরময় হরিধ্বনি উঠিল। হরিদাসের ক্রিয়া উপলক্ষে নগরশুদ্ধ লোকে প্রসাদ পাইবার বাসনা প্রকাশ করিল। রামানন্দের ভ্রাতা বাণীনাথ ও কাশীমিশ্র বহু প্রসাদ আনয়ন করিলেন। প্রভু স্বয়ং পরিবেশন করিতে উদ্যোগী যেন তাঁহারই পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত। বাস্তবিকই প্রভু নিজের পিতৃশ্রাদ্ধেও যাহা না করিতেন, তদপেক্ষা অধিক সমারোহে হরিদাসের ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

প্রভু প্রতিদিবস সমুদ্রস্নানে যাইবার সময় হরিদাসকে দর্শন দিতেন। এখন হইতে তাঁহার সেই সুখের কার্য্য আর রহিল না। তাঁহার প্রেমের হাট ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল। প্রভু যে শীঘ্রই জীবলীলা সাঙ্গ করিবেন, এই হরিদাসের মৃত্যুই তাহার প্রথম লক্ষণ।

• রামানন্দ রায় ও তাঁহার চারিটী ভ্রাতাই প্রভুর প্রিয়। রামানন্দ ও বাণীনাথ প্রভুর সেবায় নিযুক্ত। গোপীনাথ বিষয় কার্য্য করেন। ইনি বড় বাবু ছিলেন। নিজের বেতন ব্যতিরেকে রাজার ধন লইয়া নষ্ট করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকট প্রভূত ঋণী হইয়াছিলেন। রাজ সরকারের দেনা পরিশোধে অসমর্থ হইলেন। ঋণ পরিশোধের প্রস্তাব করিলে তিনি বলিলেন, "আমার ১০।১২ টী ঘোড়া আছে, তাহাই মূল্য করিয়া লও। বক্রী যাহা হয়, তাহা অপরাপর দ্রব্যাদি বিক্রয় দ্বারা পরিশোধ করিব।"

রাজা প্রতাপরুদ্রের পুত্র পুরুষোত্তম জানা বিলক্ষণ ঘোড়া চিনিতেন। তিনিই ঘোড়া গুলির দর নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আগমন করিলেন। গোপীনাথের ঘোড়াগুলি বাস্তবিকই বহুমূল্যবান। তিনি রাজপুত্র পুরুষোত্তম জানাকে সেই সকল উৎকৃষ্ট ঘোড়ার কম মূল্য বলিতে শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রোধপরতন্ত্র ব্যক্তির পাত্রাপাত্র জ্ঞান থাকে না সুতরাং তিনি রাজপুত্রকেই বিদ্রূপভাবে কহিলেন, "আমার ঘোড়া ত তোমার মত এদিক ওদিক ঘাড় বক্র করিয়া চাহে না, তবে কেন এত কম মূল্য বলিতেছ?" রাজপুত্রের ঘাড় বাঁকান রোগ ছিল, সুতরাং গোপীনাথের এই উপহাস বাক্যে তিনি বড়ই ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি ক্রোধভরে রাজার নিকট গমন পূর্ব্বক গোপীনাথের নামে নানা প্রকার অভিযোগ করিয়া তাঁহাকে চাঙ্গে চড়াইবার আদেশ লইলেন। চাঙ্গ অর্থে মঞ্চ, সুতরাং চাঙ্গে চড়ান অর্থ, একটী মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি হস্ত পদাদি বদ্ধ অপরাধীকে আরোপণ-পূর্ব্বক নিম্নে খড়্গের উপব ফেলিয়া দেওয়া হয়।

গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ান হইলে নগরময় হাহাকার উত্থিত হইল। ভবানন্দের পুত্রগণ রাজ সরকারে কার্য্য করেন। এক এক জমীদারী এক এক জনের অধিকারে। সুতরাং রাজার নীচেই তাঁহাদিগের মান সম্ভ্রম। গোপীনাথের এই বিপদ দেখিয়া কয়েকজন ভক্ত প্রভুর পদে শরণ লইলেন। রামানন্দ রায়ের ভ্রাতাকে প্রভু অবশ্য রক্ষা করিবেন। রামানন্দ ও বাণীনাথ সর্ব্বত্যাগী হইয়া প্রভু-সেবায় নিযুক্ত। সেই রামানন্দের ভ্রাতার বিপদ। ইহা শুনিয়া প্রভু কখনই নিরপেক্ষ থাকিতে পারিবেন না। বিশেষ স্বয়ং রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর ভক্ত। প্রভু একটী কথা বলিলে গোপীনাথ রক্ষা প্রাপ্ত হন। কিন্তু প্রভু কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি কহিলেন, "গোপীনাথ দোষ করিয়াছে, সে যাহা বেতন পায়, তাহাতে তাহার বিলক্ষণ চলে, কিন্তু তাহাতে তুষ্ট না হইয়া সে রাজার অর্থ ভাঙ্গিয়াছে, ইহাতে তাহার দণ্ড হওয়াই উচিত।"

পরে সংবাদ আসিল যে, রাজা সগোষ্ঠী ভবানন্দকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছেন, কিন্তু সে কথা পরে অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। যাহা হউক, ভবানন্দের দুর্দ্দশা দর্শনে ভক্তগণ প্রভুর পদে পড়িয়া কহিলেন, "প্রভো, রামানন্দ সগোষ্ঠী বিপদগ্রস্ত, বিশেষ রামানন্দ তোমার দাস, তাঁহার গোষ্ঠীকে রক্ষা করা তোমার সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।"

প্রভু দেখিলেন, গোপীনাথ রাজার নিকট ঋণী, রাজাই তাঁহাকে দণ্ড দিতেছেন, সুতরাং রাজসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহার হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। এজন্য তিনি কহিলেন, "আমি সন্ন্যাসী, রাজার নিকট গোপীনাথের প্রাণ ভিক্ষা করা, আর ঋণ পরিমিত অর্থ ভিক্ষা করা, একই কথা। এ কার্য্য আমা দ্বারা হইবে না। তোমরা যদি ভয় পাইয়া থাক, তবে জগন্নাথ দেবের আশ্রয় গ্রহণ কর।"

গোপীনাথ চাঙ্গে উঠিয়া প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিলেন। সংসার শূন্য বলিয়া তাঁহার জ্ঞান হইল। তখন তিনি পরকালের চিন্তায় বিভোর হইয়া কৃষ্ণনাম জপ করিতে লাগিলেন।

ভক্তগণ যখন মহাপ্রভুর নিকট গোপীনাথের প্রাণদানের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছিলেন, মহাপাত্র হরিচন্দন তখন সেখানে ছিলেন। তিনি প্রভুও ভক্তগণের ঈদৃশ কথোপকথন শুনিয়া একবারে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ান হইয়াছে। গোপীনাথের প্রাণদণ্ড করিলে আপনার অর্থ পরিশোধ হইবে না, অথচ ভবানন্দ ও রামরায়ের পরিবার একবারে দুঃখ-মহার্ণবে ভাসমান হয়। বিশেষ ভবানন্দ-পরিবার কেবল তোমার কৃপা পাত্র নহে, মহাপ্রভুরও কৃপাপাত্র" রাজা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ গোপীনাথকে চাঙ্গ হইতে নামাইতে আদেশ দিলেন।

কাশীমিশ্র রাজগুরু। রাজা পুরীতে যখন আগমন করেন, তখন গুরুদেবের পদসেবা করিয়া থাকেন। সেই প্রথানুসারে রাজা গুরুচরণ

সেবা করিতে আগমন করিলেন। গুরুর নিকট শুনিলেন, মহাপ্রভু আর এখানে থাকিবেন না। রাজার মুখ অমনি শুকাইয়া গেল। কাশীমিশ্র কহিলেন, "তাহাতে তোমার কোন দোষ নাই। গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ান হইলে নগরসমেত লোক যাইয়া প্রভুকে ধরিল। তিনি তাহাতে বড়ই বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আমি সন্ন্যাসী, আমার নিকট বিষয়ের কথা কেন?" রাজা কহিলেন, "আমিও ত ইহার কিছুই জানি না।" কাশী-মিশ্র কহিলেন, "তোমার উপর প্রভুর কোন কোপ নাই। তিনি বরং গোপীনাথকেই নিন্দা করিলেন। রাজা ধনাপহারীকে দণ্ড দিয়াছেন বলিয়া তিনি বরং তোমার উপর সন্তুষ্ট। তাঁহার বিরক্তি এই যে, অহরহঃ তাঁহাকে বিষয়ের কথা শ্রবণ করিতে হয়। এজন্য তিনি আলালনাথে থাকিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।"

রাজা। মহাপ্রভু গেলে আমরা কিরূপে থাকিব? আমি বরং গোপী-নাথের সমস্ত ঋণ মাপ করিলাম।

কাশী। তুমি গোপীনাথের ঋণ মাপ করিলে মহাপ্রভু বড় সন্তুষ্ট হইবেন না। তাঁহার জন্য আপনি ন্যায্য পাওনা পরিত্যাগ করিয়াছেন শুনিলে তিনি বরং ক্ষুব্ধ হইবেন।

রাজা কহিলেন, "তবে একথা প্রভুকে জানাইয়া কাজ নাই। আমি তাহাকে পুনরায় মালজ্যেঠার অধিকারী করিয়া প্রেরণ করিতেছি। বেতন কম বলিয়া গোপীনাথ অর্থ চুরী করিত, এক্ষণে দ্বিগুণ বেতন স্থির করিয়া প্রেরণ করিতেছি। তাহা হইলে আর অর্থ চুরী করিবে না।"

গোপীনাথ পুনরায় রাজা কর্ত্তৃক বাহাল ও রাজপরিচ্ছদে পরি-হিত হইয়া পিতা ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত আগমনপূর্ব্বক প্রভুপদে প্রণাম করিলেন।

প্রভুর এক্ষণে কৃষ্ণবিরহ বড় প্রবল হইয়াছে। নিরন্তর "হা কৃষ্ণ! কোথায় গেলে, কেমন করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইব," এইরূপ ভাবে

ক্রন্দন করিতে থাকেন। জগদানন্দের ইহা বড় অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। জগদানন্দ প্রভুর সুখে সুখী, প্রভুর দুঃখে দুঃখী, তাঁহার সতত চেষ্টা প্রভুকে ভাল করিয়া খাওয়াইবেন, ভাল করিয়া শোয়াইবেন, অর্থাৎ প্রভুর কোনরূপ কষ্ট না হয়। প্রভুকে এক্ষণে অহরহঃ কৃষ্ণবিরহে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া জগদানন্দের বুক ফাটিয়া যাইত। ফলতঃ জগদানন্দ গৌরাঙ্গময় জীবন। তাঁহার আজ্ঞাবহ দাস। তিনি নীলাচলে প্রভুর নিকটই থাকেন ও সময়ে সময়ে তাঁহারই আজ্ঞাক্রমে শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রভুর সংবাদ জানাইবার জন্য প্রেরিত হয়েন।

প্রভু কর্ত্তৃক নবদ্বীপে প্রেরিত হইয়া তিনি এবার স্থির করিলেন, প্রভুর বায়ু প্রবলতা বশতঃ তিনি এক্ষণে কৃষ্ণনামে অধিক ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এজন্য জগদানন্দ এক কলস চন্দনাদি তৈল সংগ্রহ করিলেন। মনের ইচ্ছা এই তৈল প্রভুকে মাখাইলে তাঁহার বায়ুর কোপ প্রশমিত হইবে। তৈল কলস আনিয়া তিনি প্রভুর ভয়ে গোবিন্দের নিকট লুকাইয়া রাখিলেন এবং প্রভুকে তৈল মাখাইবার জন্য গোবিন্দকে অনুরোধ করিলেন। প্রভু জগদানন্দের নামে কম্পমান। জগদানন্দ গৌরময় জীবন। জগদানন্দের দ্রব্য প্রভু খাইবেন না, জগদানন্দ প্রভুকে উত্তম শয্যায় শয়ন করাইবেন, প্রভু শয়ন করিবেন না বলিলে জগদানন্দের আর মনঃক্ষোভ রাখিবার স্থান হইত না। জগদানন্দ অনাহারে জীবন বিসর্জ্জন করিতে উদ্যোগী হন। সুতরাং জগদানন্দের প্রার্থনা প্রভুকে রক্ষা করিতে হইত, না হইলে খোসামোদ করিয়া জগদানন্দের মনস্তুষ্টি করিতে হইত। ভক্ত ভগবানে সম্বন্ধই এইরূপ।

গোবিন্দ প্রভুকে জগদানন্দের তৈল ব্যবহার করিবার প্রার্থনা জানাইয়া কহিলেন, "চন্দনাদি তৈলে বায়ু পিত্ত উপশম হয় বলিয়া জগদানন্দ উহা অনেক পরিশ্রমে আপনার জন্য আনিয়াছে।" প্রভু শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, "আমি সন্ন্যাসী, তৈল ব্যবহার করিব কি প্রকারে?

বিশেষ সুগন্ধি তৈল, উহা জগন্নাথের মন্দিরে দিতে বল, প্রদীপে জ্বলিবে, তাহা হইলে জগদানন্দেরও শ্রম সফল হইবে।"

আবার কিছু দিন গত হইল। জগদানন্দ পুনরায় গোবিন্দকে দিয়া প্রভুকে বলাইলেন; এবার প্রভু একটু বিরক্তিসহকারে কহিলেন, "বেশ কথা, সুগন্ধি তৈল আসিল, এক্ষণে একজন চাকর বন্দোবস্ত কর, তৈল মাখাইয়া দিবে। তাহা হইলে আমার ও তোমাদের বিলক্ষণ মানসম্ভ্রম বৃদ্ধি পাইবে।" ইহার পরদিবস জগদানন্দ প্রভুকে দেখিতে আসিয়াছেন। জগদানন্দকে দেখিয়া প্রভুর তৈলের কথা মনে পড়িল, এজন্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পণ্ডিত! তৈল আনিয়াছ, কিন্তু সন্ন্যাসীর ত তৈল মাখিতে নাই। উহা শ্রীমন্দিরে দেও, জগন্নাথ দেবের সম্মুখে জ্বলিবে, তাহা হইলে শ্রম সফল হইবে।" গৌরাঙ্গের বাক্যে জগদানন্দের হৃদয় উদ্বেলিত হইল। প্রভু নিশ্চয়ই সে তৈল মাখিবেন না, ইহা মনে করিয়া হৃদয়ে দুঃখের উদ্রেক হইল। তিনি কহিলেন, "আমি তৈল আনিয়াছি, এ মিথ্যা কথা তোমাকে কে বলিল?" এই কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি অমনি দ্রুতবেগে গোবিন্দের নিকট হইতে কলসটী আনিয়া প্রভুর সম্মুখে এক আছাড়ে ভগ্ন করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। অনন্তর প্রকোষ্ঠদ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া অনাহারে পড়িয়া রহিলেন।

এইরূপে দুই দিবস জগদানন্দ অনাহারে অতিবাহিত করিলেন জানিয়া ভক্তবৎসল প্রভু আর থাকিতে পারিলেন না। জগদানন্দের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "জগদানন্দ! উঠ, আমি অদ্য মধ্যাহ্নে তোমার এখানে ভিক্ষা করিব, এক্ষণে শ্রীমন্দির দর্শন করিতে চলিলাম।

প্রভু জগদানন্দের নিকট ভিক্ষা করিবেন, ইহা শুনিয়া জগদানন্দের সমুদায় রাগ অন্তর্হিত হইল। তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া নানা দ্রব্য সংগ্রহপূর্ব্বক প্রভুর জন্য রন্ধন করিলেন। বিস্তৃত একখানি কদলীপত্রে

সঘৃত সোপকরণ অন্ন দিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, প্রভু আসিলে করযোড়ে তাঁহাকে আহার করিতে বলিলেন। প্রভুর ইচ্ছা জগদানন্দের সহিত একত্রে আহার করিবেন, এজন্য আর একখানি পাত্র পাতিতে বলিলে জগদানন্দ করযোড়ে কহিলেন, "প্রভো! তুমি অগ্রে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ গ্রহণ কর। আমি পরে আমার সাহায্যকারী যে কয়জন আছে, তাহারা আসিলে একত্রে ভোজন করিব।" প্রভু ভোজন করিতে বসিয়া দুই এক গ্রাস অন্ন মুখে দিয়াই কহিলেন, "একি রাগ করিয়া রন্ধন করিলে এমনই সুস্বাদ হয়? না শ্রীকৃষ্ণ নিজে ভোজন করিবেন বলিয়া তোমার হস্তদ্বারা নিজেই রন্ধন করিয়াছেন?" জগদানন্দ তখন হাস্য করিয়া কহিলেন, "যিনি আহার করিবেন, তিনিই যে রন্ধন করিয়াছেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি?" জগদানন্দ ভক্তি ও প্রেমবলে ভগবানকে এইরূপ জোর করিয়া বাধ্য করেন।

জগদানন্দের বৃন্দাবন দর্শন করিবার বড় ইচ্ছা। প্রভুর অনুমতি লইতে গেলে প্রভু তাঁহাকে নিষেধ করেন। জগদানন্দের প্রকৃতি বড় সরল। ভাল মানুষ বৃন্দাবনে যাইতে হইলে পাছে মারা পড়েন, এই ভয়ে, প্রভু অনুমতি দান করেন না, অধিকন্তু জগদানন্দ প্রভুর প্রিয় পার্ষদ। নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ তিনি এমন কোন কথা বলিতে পারেন, যাহাতে তিনি, প্রভু ও প্রভুপ্রচারিত ধর্ম্ম উপহাসস্পদ হইতে পারে। জগদানন্দ প্রভুকে পরমযত্নে সেবা করেন; কিসে প্রভু সুখে থাকিতে পারেন সর্ব্বদাই সেই চেষ্টা, এবং সেই জন্যই প্রভুর সহিত জগদানন্দের সর্ব্বদা কলহ। জগদানন্দ বৃন্দাবন যাইবার কথা উত্থাপন করিলেই প্রভু বলিতেন, "জগদানন্দ! আমি যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, আমাকে ক্ষমা করিবে।" কাজেই জগদানন্দ আর বৃন্দাবন গমনের কথা উত্থাপন করিতে পারিতেন না।

অনন্তর স্বরূপের অনুরোধে প্রভু জগদানন্দকে বৃন্দাবন গমনের

অনুমতি প্রদান করিলেন এবং বলিয়া দিলেন, "সেখানে বেশী বিলম্ব করিও না, এবং সনাতনের আশ্রয়ে গিয়া থাকিবে।"

জগদানন্দ বৃন্দাবন পৌঁছিয়া সনাতনের নিকট আছেন। সনাতন জগদানন্দকে পাইয়া দিবানিশি প্রভুর কথা শুনেন ও আপনি ভিক্ষা করিয়া জগদানন্দকে ভিক্ষা দেন। একদিন জগদানন্দ সনাতনকে ভিক্ষা দিবেন বলিয়া দুই জনের উপযুক্ত চাউল চড়াইয়াছেন। সনাতন যমুনায় স্নানান্তে একখানি রাঙ্গা বহির্ব্বাস মস্তকে বাঁধিয়া ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন। জগদানন্দ সেখানিকে প্রভুদত্ত বহির্ব্বাস ভাবিয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসিলেন, "এ বহির্ব্বাসখানি প্রভু তোমাকে কবে দিলেন?" সনাতন কহিলেন, "এখানি প্রভুদত্ত নহে, মুকুন্দ সরস্বতী প্রদত্ত।" জগদানন্দ তখন ক্রোধে চুল্লী হইতে পাকের হাঁড়ি উঠাইয়া সনাতনের মস্তকে মারিতে উদ্যত হইলেন। সনাতন কহিলেন, "পণ্ডিত! আমার অপরাধের উপযুক্ত দণ্ডই এই, কিন্তু এবার ক্ষমা কর, আর কখন হইবে না।" জগদানন্দ লজ্জিত হইয়া হাঁড়ি চুল্লীতে রাখিয়া কহিলেন, "আমি ক্রোধান্ধ হইয়া তোমার ন্যায় ভক্তকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, কিন্তু ইহাও অসহ্য, তুমি প্রভুর প্রধান পার্ষদ হইয়া অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র মস্তকে পরিধান কর।" সনাতন কহিলেন, "আমরা দূরদেশে থাকিয়া জগদানন্দের গৌরাঙ্গ-প্রেমের কথা শুনিতে পাই, তাই তোমাকে নিকটে পাইয়া স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া লইলাম।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রভুর অদ্বৈতগৃহে ভিক্ষা, নকুল ব্রহ্মচারী।

বাউল বিশ্বাস অদ্বৈতের একজন শিষ্য। ইনি অদ্বৈতের বাটীতে থাকিয়া তাঁহার সংসারের কাজ কর্ম্ম পরিদর্শন করিতেন। অদ্বৈত মহা-পণ্ডিত ও ভক্ত, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তিনি যেরূপ ভাবে অর্থ-ব্যয় করিতেন তাহা দেখিলেই লোকের বিশ্বাস জন্মে যে, তাঁহার ভাণ্ডার অক্ষয়। কিন্তু এইরূপ খরচ করায় তাঁহার সংসারে সর্ব্বদাই অনাটন।

উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র গৌরের ভক্ত ও গৌড়ীয় ভক্তগণের একান্ত অনুরক্ত হইলে বাউল বিশ্বাস অদ্বৈতের এই বৃহৎ সংসার প্রতিপালনের এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি রাজা বাহাদুরকে একখানি পত্র লিখিলেন। তাহাতে অদ্বৈত স্বয়ং ঈশ্বর এইরূপ প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বিধির বিপাকে এই পত্রখানি ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রভুহস্তে পতিত হয়। তাহা পাঠ করিয়া প্রভু বড় ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন।

রথের পূর্ব্বে শিবানন্দসহ গৌড়ের ভক্তগণ প্রভুদর্শনে আগমন করি-য়াছেন। বাউল বিশ্বাস ও অদ্বৈত প্রভুর নিকট হইতে বাসায় গমন করিলে প্রভু গোবিন্দকে কহিলেন, "বাউল বিশ্বাস যেন আর আমার সমক্ষে না আইসে।" এই বলিয়া প্রভু বাউলের এই কীর্ত্তি ভক্তগণের নিকট বর্ণন করিলেন।

বাউলের দণ্ড হইয়াছে, অবগত হইয়া অদ্বৈত স্বয়ং প্রভুর নিকট আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, "প্রভো! বাউল বিশ্বাসকে দণ্ড করিয়াছেন, কিন্তু তাহার অপরাধ কি? সে যদি কিছু করিয়া থাকে, তাহা আমারই জন্য করিয়াছে, সুতরাং তজ্জন্য আমারই দণ্ডবিধান করা উচিত।" অদ্বৈতের বাক্য শুনিয়া প্রভু একটু হাস্য করিয়া বাউল বিশ্বাসকে ডাকিলেন এবং ভর্ৎসনাপূর্ব্বক কহিলেন, "তুমি ভাল কার্য্য কর নাই। আমার পার্ষদগণের এরূপ ব্যবহার হইলে আমার ধর্ম্মে আর লোকের আস্থা থাকিবে কেন?"

গৌড়ীয় ভক্তগণের আগমনে গৌরাঙ্গসুন্দর কীর্ত্তনানন্দে আছেন। গৌর যে যে বস্তু ভাল বাসিতেন, তাহা গৌড়ীয় সকলেই জানিতেন, এজন্য সেই সকল দ্রব্য সংগ্রহপূর্ব্বক নীলাচলে আসিয়া একে একে গৌরাঙ্গকে তাহাই ভোজন করাইতেছেন। একদিবস অদ্বৈত প্রভুকে তাঁহার বাসায় ভিক্ষা করিবার নিমন্ত্রণ করিয়া কহিলেন, "প্রভো! আমি স্বয়ং এক মুষ্টিপরিমিত চাউল রন্ধন করিব, তুমি তাহা ভক্ষণ করিয়া আমার জন্ম সফল কর।" প্রভু ইহাতে উত্তর করিলেন, "যে জন তোমার অন্ন খায়, সেই কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্ত হয়। তোমার অন্ন ত আমার জীবন, তুমি না খাওয়াইলে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন হয় না। তুমি স্বয়ং রন্ধন করিয়া যে নৈবেদ্য কর, তাহা আমার চাহিয়া ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা হয়।" ভক্তবৎসল প্রভুবাক্য শুনিয়া অদ্বৈত পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। তথা হইতে বাসায় প্রত্যাগত হইয়া ভগবানের ভিক্ষার সজ্জ আরম্ভ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীস্বরূপিণী তদীয় ভার্য্যা সীতা দেবী সমস্ত উদ্যোগ করিয়া দিতেছেন। অনন্তর অদ্বৈত চৈতন্যদেবকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। চৈতন্য দেব অতিশয় শাক প্রিয় জানিয়া দশবিধ শাক রন্ধন করিলেন। রন্ধন সমাপন করিয়া অদ্বৈত সীতাদেবী সহ জল্পনা করিতে লাগিলেন, "আমরা যত কিছু আয়োজন করিলাম, ইহা সমগ্র যদি প্রভু আহার

করেন, তবেই প্রীতিলাভ করি। কিন্তু প্রভু গোষ্ঠী সহ আগমন করিলে তাহা কখন করিবেন না।" এজন্য অদ্বৈত মনে মনে কামনা করিতে লাগিলেন, কি উপায়ে প্রভু একাকী এখানে আগমন করেন, তাহা হইলে আমি সমস্ত তাঁহাকে ভোজন করাইতে পারি। এই ভাবিয়া অদ্বৈত মধ্যাহ্ন-ক্রিয়া সহ চৈতন্য নাম জপ করিতে লাগিলেন। প্রভুর সহিত যাহারা ভিক্ষা করে, সেই সন্ন্যাসিগণও মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাপন জন্য যে যাহার বাসায় গমন করিয়াছে, এমন সময় তুমুল ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রবল বাতাসে ধুলারাশি গগন আচ্ছাদিত করিয়াছে, এজন্য পথভ্রষ্ট হইয়া যে যে দিকে পাইল, গমন করিল। যেখানে অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর জন্য রন্ধন করিতেছিলেন, সেখানে সামান্য ভাবে ঝড় বৃষ্টি হইয়াছিল মাত্র। প্রভুর সহিত যে সকল সন্ন্যাসী একত্র ভিক্ষা করিত, তাহারা কে কোথায় গেল, তাহার স্থিরতা নাই।

এদিকে অদ্বৈতাচার্য্য অন্ন, ব্যঞ্জন, দধি, দুগ্ধ, সর, নবনী, পিষ্টক, শর্করা, সন্দেশ, কদলী, প্রভৃতি একত্র সজ্জীকৃত করিয়া তদুপরি তুলসী মঞ্জরী দিয়া গৌরহরিকে আনয়ন জন্য ধ্যানে উপবিষ্ট হইলেন। সত্য সত্যই গৌরচন্দ্র একাকী আগমন করিলেন। তাঁহার মুখে "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ" বাণী উচ্চারিত হইতেছে। অদ্বৈত তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বসিতে আসন দান করিয়া ও তাঁহাকে একাকী দর্শন করিয়া পরমানন্দে পত্নীসহ তাঁহার পদধৌত করিয়া দিলেন। অনন্তর অন্নব্যঞ্জনাদি প্রদত্ত হইলে গৌরচন্দ্র ভোজনে উপবিষ্ট হইলেন, অদ্বৈত স্বয়ং পরিবেশন করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত যতই অন্নব্যঞ্জন দিতে লাগিলেন, গৌরাঙ্গ প্রেমরসে মত্ত হইয়া সমস্ত ভক্ষণ করিলেন। প্রভু যত প্রকার ব্যঞ্জন খাইলেন, তাহাদের প্রত্যেকের সামান্য অংশমাত্র পাতে রাখিতে লাগিলেন। প্রভু কহিলেন, "আচার্য্য! আমি প্রত্যেক ব্যঞ্জনের সামান্য অংশমাত্র রাখিতেছি কেন তাহা জান? কত প্রকার ব্যঞ্জন খাইলাম, তাহারই

নিদর্শন রাখিলাম।” প্রভু পুনরায় কহিলেন, “আচার্য্য! তুমি এমন রন্ধন-প্রথা কোথায় শিখিলে? এরূপ সুপক্ক শাক আমি কখন ভক্ষণ করি নাই। তুমি যাহা কিছু রন্ধন করিয়াছ, সকলই বিচিত্র হইয়াছে।” এই প্রকারে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু গৌরসুন্দর অদ্বৈতের প্রীতি সম্পাদন পূর্ব্বক দধি দুগ্ধ সন্দেশ প্রভৃতি উপাদেয় বস্তুসমূহ ভোজন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ভোজন সম্পন্ন হইলে অদ্বৈত ইন্দ্রদেবের স্তব করিয়া কহিলেন, “হে ইন্দ্রদেব! আজি তোমার প্রভাব অবগত হইলাম, আজি হইতে আমি তোমাকে বৈষ্ণব জানিয়া তোমার পদে পুষ্প জল দিতে আরম্ভ করিলাম। হে ইন্দ্র, তুমি আজি হইতে আমাকে কিনিয়া রাখিলে। প্রভু কহিলেন, “তুমি আমাকে লক্ষ্য করিয়া কি হেতু ইন্দ্রের স্তুতি করিতেছ?” আচায্য কহিলেন, “প্রভো, তোমার এসব কথায় কান কেন? তুমি ভোজন করিতেছ, ভোজন কর।” প্রভু কহিলেন, “আচার্য্য! আমাকে আর কেন ভাঁড়াও, ঝড়ের সময় নয়, অথচ এরূপ প্রবল ঝড় বৃষ্টি অকস্মাৎ কেন হইল, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। ইহা সকলই তোমার ইচ্ছানুযায়ী হইয়াছে। আমি সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গে ভোজন করিলে কিছুই খাইব না, এই মনে করিয়া ও আমি একেশ্বর আসিলে তোমার ইচ্ছামত আমাকে খাওয়াইবে, এই ভাবিয়া এই সকল উৎপাত সৃজন করিয়াছিলে। ইন্দ্র তোমার আজ্ঞাকারী. ইহা আর আশ্চর্য্যের কথা কি? শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তোমার সঙ্কল্প অন্যথা করিতে পারেন না।” অদ্বৈত কহিলেন, “প্রভো তুমি সেবকবৎসল, তোমারই করুণাগুণে আমি এই বল ধারণ করি। এক্ষণে আমাকে এই বর দাও যেন আমাকে কোন কালে ছাড়িবে না।”

প্রভু নানাপ্রকারে জীব উদ্ধার করিতেন। কখন সাক্ষাতে, কখন বা স্বপ্নে দর্শন দিয়া জীব উদ্ধারের প্রথা বহু বিস্তারিত ভাবে লেখা হইয়াছে। তিনি জীব উদ্ধার কল্পে অন্য দেহে যে আবিষ্ট হইতেন,

তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাদ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়, এবং শিবানন্দ সেন তাহার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। অম্বিকা কাল্‌নার নকুল ব্রহ্মচারীর শরীরে তাঁহার প্রকাশ হইলে সেখানে অসংখ্য লোকসমাগম হইল। শিবানন্দ প্রভুর পার্ষদ, সুতরাং তাঁহার উপর শিবানন্দের দাবি আছে। শিবানন্দ অম্বিকা কাল্‌নায় উপনীত হইয়া লোকসংঘট্টের ভিতর দিয়া যেখানে ব্রহ্মচারী কখন হাসিতেছেন, কখন কাঁদিতেছেন বা কখন নাচিতেছেন, সেখানে যাইতে পারিলেন না, সুতরাং তিনি বহির্ভাগে থাকিয়া মনে করিতেছেন, প্রভু যদি সত্য সত্যই ব্রহ্মচারীর দেহে প্রকাশ হইয়া থাকেন, তবে আমি যে তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া আসিয়াছি, ইহা তিনি জানিতে পারিয়াছেন। তিনি যদি আমাকে ডাকিয়া আমার ইষ্টমন্ত্র বলিয়া দেন, তবে আমার প্রত্যয় হইবে।”

শিবানন্দের মনে এই ভাব উত্থিত হইলেই দেখিতে পাইলেন, তিন চারি জন লোক শিবানন্দ সেন কে, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছে। শিবানন্দ ব্রহ্মচারীর নিকট উপস্থিত হইলে ব্রহ্মচারী কহিলেন, “তুমি আমাকে পরীক্ষা করিতে চাও? তোমার চারি অক্ষরের গৌরগোপাল মন্ত্র।”

জগদানন্দ সনাতনের সহিত দুই মাস বৃন্দাবনে থাকিয়া নীলাচলে প্রত্যাগত হইলেন। জগদানন্দ আসিয়া দেখিলেন, অর্দ্ধাশনে প্রভুর দেহ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার দীর্ঘ সুগোল মাংসল দেহে অস্থি প্রকাশ পাইয়াছে। আরও দেখিলেন যে, প্রভু কঠিন মৃত্তিকা উপরি শয়ন করিয়া থাকেন, একখানা শুষ্ক কদলীপত্র তাঁহার শয্যা। ইহাতে প্রভুর কোমল দেহে ও অস্থিতে ব্যথা লাগে। ইহা জগদানন্দের প্রাণে সহ্য হওয়া অসম্ভব। প্রভুগতপ্রাণ জগদানন্দ প্রাণে ব্যথা পাইয়া একটি উপায় উদ্ভাবন করিলেন। প্রভুর পরিত্যক্ত বহির্ব্বাস দ্বারা সিমুলতুলা সহযোগে একটি বালিস ও একটি তোষক প্রস্তুত করিলেন। পরে এই দুই দ্রব্য স্বরূপকে দিয়া তদুপরি প্রভুকে শয়ন করাইবার অনুরোধ

করিলেন। স্বরূপও ইহাতে পরম আনন্দিত হইয়া তদ্দ্বারা প্রভুর শয্যা করিয়া দিলেন। শয়নকালে প্রভু তোষক ও বালিস দেখিয়াই ক্রুদ্ধ হইলেন, তোষক ও বালিস দূরে নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "জগদানন্দ নীলাচলে আগমন করিয়াই বুঝি এই কার্য্য করিয়াছেন?"

স্বরূপ কহিলেন, "তোমার শয়নের কষ্ট দেখিয়া জগদানন্দ উহা প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রভু জগদানন্দ-নামে ভীত হইলেন, কারণ জগদানন্দ একথা শুনিলে অনশনে পড়িয়া থাকিবেন। এজন্য প্রভু নম্রভাবে কহিলেন, "জগদানন্দ আমাকে বিষয়-ভোগ করাইতে ইচ্ছা করেন, ইহা তাঁহার বড় অন্যায়। তোষক, বালিস,খাট, ভৃত্য, এ সকল বিষয়ী লোকের আবশ্যক।"

তখন স্বরূপ ভক্তগণসহ পরামর্শ করিয়া তুলার পরিবর্ত্তে শুষ্ক কদলীপত্র চিরিয়া চিরিয়া সেই বহির্ব্বাস পূর্ণ করিলেন এবং ভক্তগণ একত্রে প্রভুকে অনুনয় বিনয় করিয়া তদুপরি শয়ন করিতে সম্মত করাইলেন।

এদিকে হরিদাসের স্বর্গারোহণ হইতে প্রভু ক্রমশই বিহ্বল হইতেছেন। বাহ্যিক জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে। কিন্তু তথাপি তিনি মাতার কথা বিস্মৃত হন নাই। কখন বা জগদানন্দকে, কখন বা স্বরূপকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়া প্রবোধদান করেন। একদা জগদানন্দ শচীমাতাকে গিয়া কহিলেন, "জননি! প্রভু আমাকে তোমার নিকট এই বলিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন যে, তিনি তোমার সেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বড় দুঃখ পাইয়াছেন। তবে এক্ষণে যথাসাধ্য তিনি তোমার দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করিয়া থাকেন। তুমি যখনই নানাবিধ দ্রব্যাদি রন্ধন করিয়া 'নিমাই নিমাই' করিয়া রোদন করিতে থাক, তখনি তিনি তোমার সমক্ষে আসিয়া ভোজন করিয়া থাকেন। শচী কহিলেন, "আমি কখন কখন নিমাইকে ভোজন করিতে দেখি, কিন্তু পরক্ষণেই আমার তাহা স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়। তবে নিমাই কি সত্য সত্যই আইসে?" জগদানন্দ কহিলেন, "হাঁ, সেই কথা তোমাকে বলিবার

নিমিত্তই প্রভু আমাকে পাঠাইয়াছেন।” অতঃপর জগদানন্দ প্রভুদত্ত মহাপ্রসাদ শচীকে দিয়া অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি সকলের বাটী বাটী ভ্রমণ করিয়া মহাপ্রসাদ বিতরণ করিলেন। অনন্তর নবদ্বীপ-ভক্তগণের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক নীলাচলে আসিয়া প্রভুপদে প্রণাম করিলেন।

প্রভু এক্ষণে কৃষ্ণ বিরহে বিহ্বল। এই বিহ্বল অবস্থাতেই তিনি জলেশ্বর টোটায় গমন করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে কেবল গোবিন্দ। এমন সময়ে রামানন্দরায়-শিক্ষিতা-দেবদাসীগণকর্ত্তৃক গীত জয়দেবের মধুর পদাবলী তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। একে প্রভু কৃষ্ণ বিরহে বিহ্বল, তাহার উপর জয়দেব রচিত সুমধুর গীত, তাঁহাকে একবারে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। তিনি সেই সঙ্গীত লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন। গোবিন্দ প্রভুর অকস্মাৎ দৌড় দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, কিন্তু অচিরেই বুঝিতে পারিলেন যে, প্রভু জয়দেব রচিত এই সুমধুর গীত গায়ককে আলিঙ্গন করিবার জন্য ধাবিত হইতেছেন। তখন গোবিন্দ চিন্তিত হইলেন, কারণ প্রভু কামিনী-কণ্ঠনিঃসৃত সুমধুরস্বরে আকৃষ্ট হইয়া যদি বিহ্বলতা বশতঃ সেই কামিনীকে আলিঙ্গন করেন, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ প্রভু এ জীবন বিসর্জ্জন করিবেন। এজন্য গোবিন্দ তাঁহাকে নিবারণাভিলাষে দ্রুত দৌড়িলেন। প্রভু বিহ্বল অবস্থায় দৌড়িতেছেন এজন্য প্রতিপদে তাঁহার পদস্খলন হইতেছে, সুতরাং গোবিন্দ সত্বরই তাঁহাকে ধরিলেন। প্রভু তখন সচকিতে দণ্ডায়মান হইলে গোবিন্দ কহিলেন, “প্রভো! কি কার্য্য করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন? যিনি গীত গাইতেছেন, তিনি স্ত্রীলোক। প্রভু তৎক্ষণাৎ বাহ্যজ্ঞান পাইলেন, এবং গোবিন্দকে কহিলেন, “গোবিন্দ, তুমি অদ্য আমাকে ক্রয় করিলে, প্রকৃতি স্পর্শ হইলে অদ্যই আমি জীবন বিসর্জ্জন দিতাম সন্দেহ নাই। তুমি এখন হইতে আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিও।”

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

-:-*-:-

প্রভুর লীলা সংবরণ।

প্রভু এই অবধি রাধাভাবে বিভোর। তিনি এক্ষণে জগৎ কৃষ্ণময় দেখিতেছেন। জাগতিক সমুদায় ক্রিয়া কলাপে তিনি কৃষ্ণলীলা অনুভব করিতেছেন। এক দিবস স্বপ্নে প্রভু শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। বেলা হইল, তিনি শয্যাত্যাগ করিতেছেন না দেখিয়া গোবিন্দ তাঁহাকে ডাকিলেন। সকলে দেখিলেন, প্রভুর মন প্রফুল্ল, কারণ তাঁহার বদন আনন্দে বিকসিত হইয়াছে। প্রভুর মনোভাব সমুদায় মুখে বিলক্ষণ প্রকাশ পাইত। এই অবস্থায় তিনি জগন্নাথ দর্শনে চলিলেন। জগন্নাথ দেবকে তিনি আর দেখিতে পাইলেন না। তিনি স্বপ্নে যেমন রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সমাগমে আনন্দিত হইয়াছিলেন, এক্ষণেও সেইভাবে জগন্নাথ দেবকে বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণরূপে দেখিতেছেন। তন্ময় হইয়া প্রভু একদৃষ্টে সেই দিকেই নিরীক্ষণ করিয়া আছেন, তাঁহার এক হস্ত গরুড়স্তম্ভে ন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। তিনি প্রত্যহই এই গরুড়স্তম্ভের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীমুখ দর্শন করিতেন। প্রভুর সম্মুখে ও উভয় পার্শ্বে বহু লোক-সমাগম হইয়াছে, এজন্য একটী স্ত্রীলোক, দর্শন করিতে না পাইয়া, সেই গরুড়স্তম্ভে অরোহণপূর্ব্বক এক পদ স্তম্ভোপরি ও অন্যপদ প্রভুস্কন্ধে আরোপণ করিয়া দর্শন করিতেছে। প্রভুর তাহা জ্ঞান নাই। গোবিন্দ

জানিতে পারিয়া স্ত্রীলোকটীকে ভর্ৎসনা করিয়া নামাইলেন। স্ত্রীলোকটি আপনাকে অপরাধিনী জ্ঞানে তথা হইতে অবতরণপূর্ব্বক দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে, এমন সময়ে প্রভু বাহ্যজ্ঞান পাইয়া কহিলেন, "আহা কি আর্ত্তি! জগন্নাথ দর্শনে আমার যদি এরূপ আর্ত্তি হইত, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইতাম। ঠাকুর দর্শনে ইহার ঈদৃশ অভিনিবেশ যে, আমার স্কন্ধে পদ আরোপণ করিয়াছেন তাহা জানিতে পারেন নাই।"

প্রভু বাহ্যজ্ঞান পাইয়া আর সেই বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণ দেখিতে না পাইয়া সন্তপ্তহৃদয়ে বাসায় প্রত্যাগত হইলেন। গৃহে আসিয়া মনোদুঃখে করতলে কপোল বিন্যাসপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাত্রি হইল, প্রভু শয়ন করিতেছেন না দেখিয়া স্বরূপ ও রামরায় প্রভুকে বুঝাইয়া ও নানাপ্রকার উপায় অবলম্বনে তাঁহাকে শয়ন করাইলেন। তৎপরে রামরায় গৃহে গমন করিলেন, কিন্তু স্বরূপ প্রভুর দ্বারে শয়ন করিয়া রহিলেন। স্বরূপ শয়নকালে বহির্দ্দিক হইতে দ্বার বন্ধ করিয়াছিলেন। প্রভু শয্যাদেশে পড়িয়া কৃষ্ণনাম জপ করিতেছেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ নাম কীর্ত্তন করিয়া হঠাৎ থামিলেন। তাঁহাকে হঠাৎ নীরব হইতে শ্রবণ করিয়া স্বরূপ শিকল খুলিয়া গৃহাভ্যন্তরে দেখিতে গেলেন, কিন্তু দেখিলেন, প্রভু নাই। শূন্য শয্যাদেশ পতিত রহিয়াছে। সেই প্রকোষ্ঠের চারিটী দ্বার। স্বরূপ ও গোবিন্দ দেখিলেন, চারিটী দ্বারই রুদ্ধ, তবে প্রভু কেমন করিয়া কোন স্থানেই বা গমন করিলেন? তৎক্ষণাৎ সকলের নিকট সংবাদ গেল। প্রভুর অন্বেষণে সকলে তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া আসিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহারা মন্দিরের উত্তরভাগে তাঁহাকে অচেতন প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার অঙ্গের গ্রন্থি ও কটী শিথিল হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইল যেন পাঁচ ছয় হস্ত পরিমিত দীর্ঘ কোন মনুষ্য শয়ন করিয়া আছে। তাঁহার উত্তান নয়ন; মুখ দিয়া ফেন

নির্গম হইতেছে। সকলে প্রভুর এতাদৃশ দশা দেখিয়া দুঃখাভিভূত হইলেন, ভক্তগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ভয়ে তাঁহারা জড়ীভূত হইলেন। স্বরূপ প্রভুর কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে লাগিলেন। নাম প্রভুর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র প্রভু "কোথায় কোথায়" বলিয়া উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার গ্রন্থি ও সন্ধি সকল যথাস্থানে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া বসিল। প্রভু তখন এদিক ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্বরূপকে কহিলেন, "ব্যাপার কি বল দেখি ?" স্বরূপ কহিলেন, "গৃহে চলুন, সব বলিব।"

বাসায় আসিয়া স্বরূপ সমস্ত নিবেদন করিলে প্রভু কহিলেন, "আমার এই মাত্র স্মরণ হয় যে, নির্দ্দয় কৃষ্ণ আমাকে দর্শন দিয়াই পলায়ন করিলেন, আর আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিলাম।"

আর একদিন প্রভু স্বরূপ ও রামরায় সহ গাম্ভীরায় নিশিযাপন করিতে ছেন। দুই প্রহর অতীত হইলে তাঁহারা প্রভুকে শয়ন করাইয়া নিজেরাও শয়ন করিতে গেলেন। প্রভু উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে হঠাৎ নীরব হইলেন। স্বরূপ গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াই দেখিলেন, পূর্ব্ববৎ প্রভু আর নাই। সকলের নিকট সংবাদ গেল। অনেক অনুসন্ধানের পর সিংহদ্বারের দক্ষিণদিকে তাঁহাকে পতিত দেখা গেল, আর তৈলঙ্গী গাভীগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার অঙ্গের ঘ্রাণ লইতেছে। ভক্তগণ প্রভুর চেতনাসম্পাদনে অকৃতকার্য্য হইয়া তাঁহাকে বাসায় লইয়া গেলেন। তথায় কৃষ্ণনাম করিতে করিতে প্রভু হুহুঙ্কার শব্দে হরিবোল বলিয়া উঠিয়া বসিলেন।

প্রভু তখন এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "আমি বেণুরব শ্রবণ করিয়া বৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক দেখিলাম, কানাই গোঠে বেণুবাদন করিতেছেন। শ্রীমতী রাধা নিভৃত কুঞ্জে আগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেখানে গমন করিতেছেন দেখিয়া আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

তাঁহার পদসংলগ্ন মঞ্জীর ও কটিস্থিত কিঙ্কিনীর বোলে আমার মন প্রাণ হরণ করিতে লাগিল। সেই নিভৃত কুঞ্জমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা ও গোপীগণ হাস্য কৌতুকে নিমগ্ন হইলেন, আমিও তাহা শ্রবণ ও দর্শন করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতেছিলাম, এমন সময়ে তোমরা আমাকে ধরিয়া আনিলে," এই ব'লিয়াই তিনি রোদন আরম্ভ করিলেন। ক্রন্দনে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল। তখন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন ভাবিয়া একটু লজ্জিত হইলেন। এবং স্বরূপকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "আমার প্রাণ অস্থির হইয়াছে, স্বরূপ! আমার তাপিত অঙ্গ জুড়াও।" স্বরূপ প্রভুর ভাব বুঝিয়া একটী শ্লোক পাঠ করিলেন, অমনি প্রভু সেই রঙ্গে মগ্ন হইয়া প্রলাপ আরম্ভ করিলেন। কখন গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কথা বলেন, কখন বা রাধাভাবে গোপনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন অনুভব করেন। আবার ইহার মধ্যে বাহ্যজ্ঞান হইলে বলেন, "তোমরা ত স্বরূপ আর রামরায়, আমি ত কৃষ্ণচৈতন্য। আমি তবে প্রলাপ করিলাম।" প্রভু এইরূপ প্রলাপে হরিদাসের মৃত্যু হইতে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

প্রভু এইরূপ মনোভাবের বশীভূত হইয়া কখন ক্রন্দন, কখন বা হাস্য করিতেন এবং কখন বা স্বরূপ ও রামরায়ের গলা ধরিয়া কৃষ্ণকথা কহিতেন; আবার কখন বা কৃষ্ণান্বেষণে দৌড় মারিতেন। প্রভুর অবস্থা দেখিয়া ভক্তগণ ভাবিত হইলেন যে, প্রভু কখন কি বিপত্তি ঘটাইবেন, তাহার নির্ণয় অসম্ভব।

প্রভু সমুদ্র স্নানে গমন করিতেছেন। চটক পর্ব্বতের ছায়া দর্শন মাত্রেই তিনি বিদ্যুৎ গতিতে দৌড়িলেন। তাঁহার ধারণা, তিনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে গমন করিতেছেন। প্রভু বিদ্যুৎবেগে ধাবমান হইলে গোবিন্দ ভয়ানক কোলাহল করিতে করিতে তাঁহার অনুসরণ করিল। গোবিন্দের এই চীৎকার ও কোলাহল শব্দে অনেকেই তথায় উপস্থিত হইলেন। দৈব সহায়তায় তাঁহারা পুনরায় প্রভুকে পাইলেন। প্রভু সহসা অবষ্টব্ধদেহ

ও পুলকিতাঙ্গ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সকলে অমনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, আর প্রভুও ঘোর মূর্চ্ছাভিভূত হইয়া মৃত্তিকায় পতিত হইলেন। অনেক সেবা শুশ্রূষার পর প্রভুর চেতনা হইল। তখন তিনি পূর্ব্বের ন্যায় ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "আমি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে শ্রীকৃষ্ণকে গোচারণে নিযুক্ত দেখিলাম। তাঁহার বেণুরবে মুগ্ধ হইয়া শ্রীরাধিকা তথায় আগমন করিলেন। তাঁহারা উভয়ে কুঞ্জমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে গোপীগণ পুষ্পচয়নে রত হইলেন। এই সকল সুন্দর দৃশ্য আমি অবলোকন করিতেছিলাম, তোমরা কেন আমাকে ধরিয়া আনিলে?" এই বলিয়া প্রভু ধরাতল অভিসেচন পূর্ব্বক রোদন করিতেছেন, এমন সময়ে পুরী ও ভারতী তথায় উপনীত হইলেন। প্রভু এই দুই জনকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন,সুতরাং তাঁহাদিগকে দর্শনমাত্র বাহ্যজ্ঞান পাইয়া প্রণাম করিলেন, তাঁহারাও প্রভুকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তখন প্রভুর সম্যক বাহ্যজ্ঞান হইল এবং মৃদু মধুরস্বরে তাঁহাদিগকে উল্লেখ করিয়া কহিলেন, "আপনারা এতদূর আসিয়াছেন?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "তোমার নৃত্য দেখিব বলিয়া আসিয়াছি।" প্রভু লজ্জিত হইলেন। ভক্তগণের আর আনন্দের সীমা রহিল না, তখন সকলে সমুদ্রের ঘাটে আসিয়া স্নান করিলেন।

প্রভু আজীবন ভক্তিযোগ শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি বলিতেন ভক্তি-বিহীন রাজারও অমঙ্গল হইয়া থাকে, প্রভূত ধন ও যশের অধিকারী ভক্তি শূন্য হইলে নিশ্চয়ই অমঙ্গলভাগী হয়েন। অন্যভক্ষ্যধনুর্গুণ দরিদ্রের দরিদ্র যদি ভক্তিযুক্ত হয়, তবে তাহাকেই তিনি ধনবান বলিতেন। প্রভু অদ্বৈতের বাটী ভিক্ষা করিলেন দেখিয়া অনেকানেক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ভিক্ষা দিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা লক্ষেশ্বর হও, লক্ষেশ্বর না হইলে আমি তাহার বাড়ী ভিক্ষা করি না।" ব্রাহ্মণগণ বিস্মিত হইয়া প্রভুকে কহিলেন, "প্রভো, সহস্রেক নাই, লক্ষেশ্বর

কেমন করিয়া হইব?" প্রভু তখন তাঁহাদিগকে কহিলেন, "যাহারা প্রতি দিন লক্ষনাম জপ করে, আমি তাহাদিগকে লক্ষেশ্বর বলি। এবং তাহার বাড়ী ব্যতিরেকে আমি অন্যত্র ভিক্ষা করি না।" বিপ্রগণ শুনিয়া মহানন্দে সেই অবধি লক্ষ নাম জপ আরম্ভ করিল, মনে আশা লক্ষনামের অধিকারী হইলে প্রভু তাঁহাদের বাটী ভিক্ষা করিবেন। এই প্রকারে বৈকুণ্ঠ নায়ক চৈতন্যচন্দ্র সকলকে ভক্তিযোগ শিক্ষা দিয়া নিজে ভক্তি-সাগরে বিহার করিতেন।

এই সময়ে কৃষ্ণ চৈতন্যের গুরুদেব কেশব ভারতী তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। চৈতন্যচন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি তাঁহাকে গাঢ আলিঙ্গন করিলেন। একদিবস চৈতন্য গুরুদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভক্তি ও জ্ঞান এতদুভয়েব মধ্যে কোনটী বড়?" কেশব ভাবতী অনেক চিন্তা করিয়া ভক্তিকেই বড় কহিলেন। প্রভু কহিলেন, "গুরুদেব! ন্যাসিগণ সকলেই জ্ঞান বড় বলিয়া থাকেন, আপনি কি জন্য ভক্তিকে বড় বলিলেন? তখন কেশবভারতী কহিলেন, "ন্যাসিগণ না বুঝিয়া জ্ঞানকে বড় বলিয়া থাকেন। মহাজন যে পথে গমন কবেন, সেই পথ এবং বেদশাস্ত্র মহাজনদিগের পথপ্রদর্শক। ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শুক প্রহ্লাদ, ব্যাস, সনকাদি মুনিগণ, প্রিয়ব্রত, পৃথু, অক্রুর, ধ্রুব, যুধিষ্ঠীরাদি পঞ্চ ভ্রাতা প্রভৃতি মহাজনগণ ঈশ্বর চরণে ভক্তি প্রার্থনা করেন। জ্ঞান বড় হইলে ইঁহারা কি জন্য ভক্তির প্রার্থনা করিবেন?" গুরুমুখে ভক্তির প্রাধান্য শ্রবণ করিয়া প্রভু প্রেমসুখে হরি বলিয়া গর্জ্জন পূর্ব্বক নৃত্য করিলেন এবং কহিলেন, "আমি আপনার মুখে ভক্তির প্রাধান্য শ্রবণ করিয়া আরো কতদিন পৃথিবীতে রহিলাম। আপনার মুখে জ্ঞানের প্রাধান্য শ্রবণ করিলে আমি অদ্যই সমুদ্রে প্রবেশ করিতাম।"

আর এক দিবস প্রভু সমুদ্র স্নানে গমন করিতেছেন। পথি পার্শ্বে বিবিধ বনের কুসুম, প্রস্ফুটিত পুষ্পোদ্যান দর্শন করিয়া প্রভুর রাসের রজনীর

কথা স্মরণ হইল। কৃষ্ণবিরহে গোপীগণ বৃন্দাবনে যে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার স্মরণ পথে উদিত হইল। তখন প্রভু সেই উদ্যান মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গোপীগণের অনুকরণে কৃষ্ণান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। গোপীগণের কৃষ্ণান্বেষণ ভাগবতে বর্ণিত আছে, প্রভু কার্য্য দ্বারা তাহা ভক্তগণকে দেখাইলেন। তিনি উদ্যানে প্রবিষ্ট হইয়াই বৃক্ষগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে বৃক্ষগণ! কৃষ্ণ কোন পথে গিয়াছেন, তাহা কি তোমরা বলিতে পার?" কোন কোন বৃক্ষশাখা মৃত্তিকাসংলগ্ন হইয়াছে দেখিয়া প্রভু ভাবিলেন, কৃষ্ণ এই পথেই গমন করিয়া থাকিবেন, কারণ বৃক্ষসকল কৃষ্ণকে দেখিয়া প্রণাম করিয়াছিল, বোধ হয় আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত না হইয়া আর মস্তক উত্তোলন করে নাই। তখন বৃক্ষ সন্নিহিত হইয়া দেখেন কৃষ্ণ নাই, এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষ সন্নিধানে গমন করিলেন, এই প্রকারে কোথাও কৃষ্ণ পাইলেন না। হঠাৎ যমুনা পুলিনে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইলে তিনি দেখিলেন, ত্রিভঙ্গ শ্যামমূর্ত্তি মুরারি ভুবনমোহন রূপে তথায় বিরাজ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে তিনি ঘোর মূর্চ্ছাগত হইলেন। ভক্তগণ শুশ্রূষাদ্বারা তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলে তিনি দুঃখের স্বরে কহিতে লাগিলেন, "এই মাত্র কৃষ্ণকে দেখিলাম, তিনি কোথায় গেলেন? তিনি বড় চঞ্চল, আমাকে দর্শন দিয়া পাগল করিয়া ফেলিয়া পলাইলেন?"

কৃষ্ণ বিরহে প্রভু বড় কাতর হইলেন। স্বরূপকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "স্বরূপ! বড় কষ্ট হইতেছে, কি করি?" স্বরূপ তখন জয়দেবের একটী পদ গাইলেন। শুনিবামাত্র প্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলেন ও স্বরূপকে 'গাও গাও' বলিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ নৃত্য করিয়া প্রভু ক্লান্ত হইলেন দেখিয়া স্বরূপ থামিল। ভক্তগণ তখন প্রভুকে স্নান করাইয়া বাটী লইয়া গেলেন।

শরৎকাল। শুক্লপক্ষের চন্দ্র প্রতিদিন উদিত হইয়া কৌমুদীরাশি

চলিয়া পৃথিবীকে স্নিগ্ধ করিতেছে। প্রভু রাসরসে বিভোর হইয়া ভক্তগণ সঙ্গে সমুদ্রতীরে কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে বিচরণ করিতেছেন। মেঘনির্ম্মুক্ত শারদ-কৌমুদী সমুদ্র জলে পতিত হইয়া দ্রবস্বর্ণশোভা বিস্তার করিতেছে। তরঙ্গায়মান দ্রবস্বর্ণ সদৃশ জলরাশি নিরীক্ষণ করিয়া রাসের জলকেলি প্রভুর স্মরণ পথে উদিত হইল। অমনি তিনি সমুদ্র মধ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন। যে প্রকার দ্রুতগতিতে প্রভু জলমধ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন, তাহাতে ভক্তগণের কেহই তাঁহার গতিবিধি বুঝিতে পারিল না। তাঁহারা তাঁহাকে না দেখিয়া চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রভুকে না পাইয়া সকলের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। ভক্তগণ চতুর্দ্দিকে তাঁহার অন্বেষণে ছুটাছুটী করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইল, কিন্তু প্রভুকে পাওয়া গেল না। তখন সকলে উৎসাহশূন্য হইয়া মৃতবৎ হইয়া পড়িলেন।

স্বরূপের আর চলৎশক্তি নাই। সমস্ত রাত্রির পরিশ্রমে ও প্রভুশোকে একান্ত কাতর হইয়া স্বরূপ সমুদ্রতীরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে জনৈক ধীবরকে কৃষ্ণনাম গ্রহণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে আগমন করিতেছে দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা প্রভুর কার্য্য।

ধীবর তদ্রূপ নৃত্য করিতে করিতে স্বরূপের নিকটবর্ত্তী হইলে, স্বরূপ জিজ্ঞাসিলেন, “ধীবর! তুমি কি কোন মনুষ্যকে এই দিকে গমন করিতে দেখিয়াছ? তোমারই বা এরূপ দশা হইল কেন?”

ধীবর কহিল, “কোন মনুষ্য আমি দেখি নাই। তবে অগ্য জাল ফেলিতে ফেলিতে একটী মৃতদেহ আমার জালে পতিত হইয়াছিল। বড় মৎস্য পড়িয়াছে ভাবিয়া যত্নপূর্ব্বক জাল উঠাইয়া মৃতদেহাবলোকনে ভীত হইলাম। জাল ছাড়াইতে সেই মৃত-দেহ স্পর্শমাত্র আমার নেত্র দিয়া জল পতিত হইল ও মুখে কৃষ্ণনাম লাগিয়া গেল।”

ধীবরের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ সেই দিকে গমনপূর্ব্বক

দেখিলেন মহাপ্রভু অচেতন অবস্থায় বালুকার উপর পতিত রহিয়াছেন। ভক্তগণের শুশ্রূষা প্রাপ্ত হইয়া ও মধুর কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিয়া তিনি চেতনা প্রাপ্ত হইলেন। তখন প্রভু বলিতে লাগিলেন, "আমি বৃন্দাবন গমন করিলাম, তথায় কালিন্দীজলে সখীগণ ক্রীড়া করিতেছে দেখিলাম, আরও দেখিলাম, গোপীগণের বদন প্রফুল্ল রক্তশতদলে পরিণত হইল, এবং শ্রীকৃষ্ণের বদনমণ্ডল নীলপদ্ম হইল। এইরূপ অসংখ্য নীল ও লাল পদ্ম যমুনায় ভাসিতে দেখিলাম। উভয়েরই আকর্ষণ বলে প্রতি লাল পদ্ম নীলপদ্ম সহ মিলিত হইল।"

অনন্তর স্বরূপ গোসাই প্রভুকে স্নান করাইয়া বাসায় লইয়া আসিলেন। প্রভু উন্মাদ প্রলাপ, করিলেও মাতাকে ভুলেন না। পুনরায় জগদানন্দকে মাতৃসন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। প্রভু জননীর জন্য ও অন্যান্য ভক্তের জন্য পৃথক পৃথক মহাপ্রসাদ প্রেরণ করিলেন। জগদানন্দ মাসাবধি নবদ্বীপ অবস্থান করিয়া শচীমাতা ও অদ্বৈত প্রভুর আজ্ঞা লইয়া নীলাচলে আগমন করিলেন। অদ্বৈত প্রভু একটী তরজা রচিয়া জগদানন্দের দ্বারা গৌরাঙ্গদেবকে পাঠাইলেন। জগদানন্দ প্রভুপদে প্রণাম করিয়া সকলের কুশলবার্ত্তা দান করিলেন, অতঃপর অদ্বৈতের প্রেরিত তর্জ্জা প্রভুকে পাঠ করিয়া শুনাইলেন:

প্রভুকে কহিও আমার কোটী নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার॥
বাউলকে কহিও লোক হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কারে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥

তর্জ্জা পাঠ করিয়া জগদানন্দ হাস্য করিতে লাগিলেন। প্রভুও

তর্জ্জা শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিলেন, "তাঁহার যাহা আজ্ঞা তাহাই হইবে।"

স্বরূপ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ইহার অর্থ প্রভুর নিকট জিজ্ঞাসিলেন। মহাপ্রভু কহিলেন, "আগমশাস্ত্রের বিধি বিধানানুসারে প্রথমে দেব আহ্বান করা হয়, তৎপরে কিছুকাল পূজা করিয়া, পূজা সমাপ্ত হইলে বিসর্জ্জন দেওয়া হইয়া থাকে। বোধ হয় আচার্য্যের মনোভাব এই, তবে তিনি কি ভাবিয়া বলিয়াছেন, তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না।" ভক্তগণ শুনিয়া বিস্মিত হইল, স্বরূপ গোঁসাই কিন্তু ভাবনাগ্রস্ত হইলেন। সেই দিন হইতে প্রভুর দশা আর এক প্রকার হইল। কৃষ্ণবিরহ দ্বিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এইরূপে প্রভু আর যে কয় দিবস ছিলেন, গাম্ভীরায় কৃষ্ণকথা কহিতেন এবং রাত্রিকালে প্রেমাবেশে জ্ঞানশূন্য হইয়া বহির্গমন অভিলাষে দ্বারান্বেষণ করিতেন কিন্তু গৃহদ্বার না পাইয়া কখন গৃহভিত্তির সহিত আঘাত প্রাপ্ত হইতেন তাহাতে তাঁহার নাক মুখ ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইত।

শ্রীগৌরাঙ্গ কি প্রকারে অপ্রকট হইলেন, তাহা কোন গ্রন্থকর্ত্তাই লেখেন নাই। তবে বাক্য পরম্পরায় শুনা গিয়া থাকে (যথা বিষ্ণুপ্রিয়া গ্রন্থে) তিনি একদা পণ্ডিত গদাধর স্থাপিত, যমেশ্বর টোটায় শ্রীগোপীনাথ জিউর যে শ্যামবর্ণ পাষাণকায় বিগ্রহমূর্ত্তি ছিল, সেই দেবমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া আর বহির্গত হইলেন না। তখন ভক্তগণ ক্রন্দন করিলেন,

"কি করিব, কোথা যাব, বাক্য নাহি স্ফুরে
মহাপ্রভু হারাইলাম গোপীনাথের ঘরে।"

চৈতন্যমঙ্গল-লেখক শ্রীলোচনানন্দ ঠাকুর বলেন ১৪৫৫ শকের আষাঢ় মাসে বুধবার সপ্তমী তিথিতে মহাপ্রভু টোটায় বসিয়া ভক্তগণ সহ

"হা রাধিকা, হা রাধিকা, মনসি দুঃখহন্তা।
হা প্রাণপেয়ারী গুণ কীর্ত্তন ইব চিন্তা॥"

এইরূপে ইষ্ট গোষ্ঠী করিতে করিতে সহসা উত্থানপূর্ব্বক শ্রীমন্দিরে আগমনপূর্ব্বক দুই হস্তদ্বারা জগন্নাথদেবের দারুময়ী মূর্ত্তিকে বেষ্টন করিয়া ক্ষণপ্রভার ন্যায় তিরোহিত হইলেন। অর্থাৎ তিনি যে রাধিকা-ভাবে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যবিভূষিত হইয়া আত্মগোপন করিতেন, সেই রাধিকা মূর্ত্তি গোপীনাথে মিলিত হয় ও স্বয়ং জগন্নাথ দেবসহ মিলিত হইলেন।

সম্পূর্ণ।